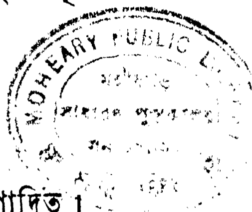
Presented to Mohiary Library — J. Ku

তীর্থদর্শন।

(চতুর্থ অংশ।)

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।



শ্রীহরিচরণ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্;

রামনারায়ণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

শক ১৮১৪।

PRINTED BY
K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS
71, PATHURIAGHATTA STREET
CALCUTTA.

তীর্থদর্শন।

(চতুর্থ অংশ।)

বরঙ্গল।

বিষ্ণুপুরাণে অন্ধ্রবংশের উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা যে তৈলঙ্গদেশের অন্তর্গত, তাহা জানিতাম না। বিজয়বাড়ায় আসিয়া 'বরঙ্গল' পুরাতন অন্ধ্র-বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী বলিয়া অবগত হইলাম। তাহা সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেও, বহু দিবস সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি নাই।

রামেশ্বর যাইবার উদ্দেশে ১২৯১ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিজয়বাড়া হইতে নিজাম গ্যারাণ্টিড ষ্টেট রেলওয়ে হইয়া আমরা প্রথমে বরঙ্গলে অবতরণ করিলাম। উহা বিজয়বাড়া হইতে ৭০ মাইল ও বডি জংসন (Wadi Junction.) হইতে ২০৮ মাইল অন্তর এবং ১৭।১৮ উত্তর অক্ষরেখা ও পূর্ব্ব ৭৯।৪০ দ্রাঘিমায় অবস্থিত; উহা এক সময়ে তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। চীনপরিব্রাজক হিয়নৃসিয়ন্ ৬৩০—৬৪৫ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে উহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভ্রমণবৃত্তান্তে উক্ত রাজ্যের বেষ্টন ৫০০ শত মাইল কহিয়া-

ছেন। তথায় কাকতীয়বংশীয় রাজারা রাজ্য করিতেন। প্রথম হনুমৎকোণ্ডায় (অনুমকোণ্ডা) তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। পরে একশীলা নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজধানী স্থানান্তরিত করেন; তাঁহারা হস্তিনাপুরের চান্দ্র-রাজবংশোদ্ভব বলিয়া, আপনাদিগের পরিচয় দিতেন। কিম্বদন্তী, কোন সময়ে হস্তিনাপুরের রাজবংশের দুই ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইলে, একজন দেশত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, গোদাবরীর দক্ষিণ দিকে কয়েক খানি গ্রাম অধিকার পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে অপরাপর গ্রাম হস্তগত করিয়া বলসঞ্চয় করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও ক্রমে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ৯৫৩ খৃঃ অব্দে গণ-পতি-দেব হনুমৎকোণ্ডায় রাজনাম গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে সপ্তম রাজা কাকাতী-প্রলয়ু-নামধারী ছিলেন। তিনি ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি প্রথম চালুক্যরাজদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, স্বয়ং স্বাধীন হয়েন। ন্যূনাধিক ১১৩২ খৃঃ কাকতীয় চার-গঙ্গা রাজা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া, পুরীতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাঁহার নাম পুরীতে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। আপন ভ্রাতার হস্তে 'হনুমৎকোণ্ডা' প্রদান করিয়া, তিনি স্বয়ং পুরীতে রাজ্য করিতে থাকেন এবং পশ্চিম বাঙ্গালা পর্য্যন্তও জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা গঙ্গাবংশীয়

ভূমিকা।

তীর্থদর্শনের চতুর্থাংশ প্রকাশিত হইল। গত পৌষমাসে যে কয়েকটি তীর্থ সন্দর্শন করিয়াছিলাম তাহারই বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। বরঙ্গল এক সময়ে তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল; তথায় একশীলা দুর্গ ও হনুমৎকণ্ডার মন্দির হিন্দুদিগের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রসিদ্ধ রামেশ্বর তীর্থ সেতুবন্ধে অবস্থিত। ইহা কাশীর সদৃশ বলিয়া সেতুমাহাত্ম্যোক্ত বিবরণগুলি ইহাতে বিশেষরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। দর্ভশয়ন, নাগপত্তন, মায়াবরম্, বৈদ্যেশ্বরকোবিল, শিবালি, মহাবলিপুর, পক্ষিতীর্থ, তিরুবল্লুর এবং কোএম্বতোর ও তদন্তর্গত মেলচিদম্বরম্ প্রভৃতি হিন্দুগণের বিশেষ তীর্থ এজন্য উহাদের প্রত্যেকটীর ঐতিহাসক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিচুর ও কালিকট কেরলের অন্তর্গত। তথাকার আচার ব্যবহার যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা লিপি-

বদ্ধ করিয়াছি। দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গদেশের আচার ব্যবহারের বিষয় পরে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা থাকিল। এক্ষণে মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তীর্থদর্শনের অপর অংশ গুলির ন্যায় এইখানিও পাঠ করিয়া আমার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

শ্রীব—

৭ই পৌষ ১৮১৪ শক।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৭	১২৯১ খৃঃ	১৮৯১ খৃঃ
১৯	৫	জহ্নুঃ	জহ্রুঃ
১৯	৮	বিস্তীর্ণ	বিস্তীর্ণঃ
২১	৫	নগ্নপত্তন	নাগপত্তন (সর্ব্বত্র এইরূপ)
২৫	১৪	রাজরতন	রামরতন
২৬	১০	রথ্যপার্শ্বে	রথ্যাপার্শ্বে
২৬	১৩	চন্দ্রকণা	চন্দ্রকিরণ
২৬	১৮	মনহারিণী	মনোহারিণী
২৬	১৮	সোভা	শোভা
২৬	২০	লোকারন্য	লোকারণ্য
২৮	১	ক্রূদ্ধ	ক্রুদ্ধ
৩১	৩	অৰ্চ্চজকেই	অর্চ্চককেই
৩২	২৪	নামোমৎপত্তি	নামোৎপত্তি
৩৩	২	কান্তিমতি	কান্তিমতী
৩৫	৯	অশনিবাণী	অশরীরিণী বাণী
৩৫	১৭	প্রাতুর্য্যে	প্রাচুর্য্যে
৪০	২৫	চত্তারিংশৎ	চত্বারিংশৎ
১৬৯	৯	৯ ফুট	৯৬ ফিট
১৮০	৮	অরুবাদুর	অরুকদূর
১৮০	১৫	থকিয়া	থাকিয়া

নামে খ্যাত হয়েন। তাঁহারা গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত আপন শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন; রাজমহেন্দ্রিতে তাঁহাদিগের এক বংশ ছিল।

১১৯০ খৃঃ গণপতি রুদ্রদেব হনুমৎকোণ্ডায় রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন এবং ১২৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১১৯৯ খৃঃ হনুমৎকোণ্ডার ৫ মাইল দূরে উরুক্কল (একশীলা নগর) নির্ম্মাণ করেন; উহারই অপভ্রংশ বরঙ্গল হইয়াছে। তিনি গোঁড়া হিন্দু ও শৈব ছিলেন, অনেকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঁধ বাঁধিয়া পুষ্করিণী ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি জৈন ও বৌদ্ধ পীড়ক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই, তাহাদিগের মন্দির ধ্বংস করিতেন। তাঁহার রাজ্য সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পত্নী রুদ্রামাতা দেবগিরি রাজার কন্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। একমাত্র কন্যা, নাম গণপাম্মা। ধরণীকোটার রাজার সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হয় ও সেই বিবাহের ফলস্বরূপ প্রতাপরুদ্র নামে তাঁহার এক দৌহিত্র জন্মে। গণপতি রুদ্রদেবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী রুদ্রামাতা ভর্ত্তার নামে ১২৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত অতীব দক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন ও প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ বিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কপোলো ১২৯০ খৃঃ অন্ধ্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি 'মুৎফিলি' বর্ত্তমান 'বপটালা' তালুকের অন্তর্গত মাতুপল্লি গ্রামে সামুদ্রিক পোত হইতে অবতরণ করিয়া, একশীলানামক

নগর সন্দর্শন করিবার জন্য উত্তরমুখে গমন করেন এবং স্বরচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রুদ্রামাতার অনেক সুখ্যাতি করিয়াছেন। রাজা গণপতি রুদ্রদেবের সময়ে একশীলা নগরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইলেও, রুদ্রামাতা উহা সম্পূর্ণ করেন এবং উহার বহির্ভাগে বৃহৎ মৃৎ-দুর্গ ও তাহার বহির্ভাগে প্রশস্ত পরিখা খনন করিয়াছিলেন। পরে তিনি ১২৯১ খৃঃ আপন দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। প্রতাপরুদ্রও প্রথমে অতিশয় দক্ষতা সহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অনুশাসনে রাজ্যবিস্তার গোদাবরী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বলিয়া কথিত আছে। কৃষ্ণা ও নেল্লুর জেলায় তাঁহার প্রদত্ত অনেকগুলি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। তিনি মাতামহের ন্যায় কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত-বিদ্যাচর্চ্চার উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে প্রতাপরুদ্রীয়ম্ নামে প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। উক্ত গ্রন্থ অদ্যাবধি দক্ষিণ দেশে প্রসিদ্ধ আছে।

১৩০৯ খৃঃ মালিক কাফুর বরঙ্গল অবরোধ করিলে, প্রতাপরুদ্র ৩০০ শত গজ ও ৭০০ শত ঘোটক বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছিলেন এবং পর বৎসর ১৩১০অব্দে শ্রীশৈল পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক তথায় কয়েকটি গ্রাম স্থাপিত করেন। তিনি প্রতিবৎসর দিল্লীতে নির্দ্ধারিত কর পাঠাইতেন এবং ১৩১২ খৃঃ পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন। ১৩২১ খৃঃ গয়াশ-

উদ্দীন তগলক্ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র আলফ্‌কে প্রতাপ-রুদ্রের শাসন করিতে পাঠান। প্রথমে প্রতাপরুদ্র অতি নিপুণতা সহকারে আলফের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে দেবগিরি পর্য্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য করেন। কিন্তু পরবৎসর আলফ্ নূতন সেনায় পরিবৃত হইয়া, বরঙ্গল অবরোধ ও প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করিয়া, দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ দরবারে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক বাৎসরিক নির্দ্ধারিত কর দিতে প্রতিশ্রুত ও মুক্তিলাভানন্তর বরঙ্গলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রতিবৎসর দেয় কর দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ভগ্নহৃদয় হইয়া ১৩৪৩ খৃঃ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র বীরভদ্র পিতৃপদে অধিরূঢ় হয়েন। ইত্যবসরে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তোগ্‌লগের নিদারুণ ক্রূর ব্যবহারে সর্ব্বত্রই অশান্তি স্থাপন হইলে, বীরভদ্র হাম্পির অন্তর্গত বিজয় নগরের নরপতিরাজ হরিহর রয়ালুর সাহায্যে ১৩৪৪ খৃঃ একপ্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন। ১৩৪৭ খৃঃ হোসেন গঙ্গু দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, গুল্‌বর্গে ব্রাহ্মণীরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও আপন রাজ্য বিস্তার মানসে ক্রমে পূর্ব্বোত্তরে গমনপূর্ব্বক বীরভদ্রকে স্বকীয় বশে আনয়ন করেন। বীরভদ্র ব্রাহ্মণীরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, নির্দ্ধারিত কর প্রতিবৎসর প্রদান করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা ব্রাহ্মণীরাজদিগের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিবৎসর নির্দ্ধারিত কর দিলেও, ক্রমে তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি ও রাজ্যসীমা কমিয়াছিল।

পরন্তু ১৪২৫খৃঃ আহম্মদ ব্রাহ্মণী (১ম) বরঙ্গল অবরোধ ও হিন্দুরাজাকে দূরীকৃত করত, উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া, অন্ধ্রদেশ শাসন করিবার জন্য, ঐ বরঙ্গলে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই সময় হইতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইয়া অন্ধ্রদেশ মুসলমান শাসনে রহিয়াছে এবং তাহার পর হইতে বরঙ্গলের প্রকৃত বিবরণ দুষ্প্রাপ্য।

আমরা বরঙ্গলে আসিয়া, কষ্টম-হাউসের কর্ম্মচারী জাহাঙ্গীর সুরাব্‌জী মহাশয়ের আবাসে রাত্রিযাপন করিয়া, পরদিন প্রাতে কাকতীয়াদিগের রাজধানী বরঙ্গল সন্দর্শনে গমন করিলাম। রেল-ষ্টেসন হইতে উহা দুই মাইল দূরে হইবে। উহার মৃৎ-দুর্গের দুইটী প্রবেশ-দ্বার। পূর্ব্বদিকেরটী 'বন্দর দরজা' ও পশ্চিম দিকেরটী 'হাইদ্রাবাদ দরজা' নামে খ্যাত। মৃৎদুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা ও উহার অভ্যন্তরে সুদৃঢ় একশীলা নগর নামে দুর্গে চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল। উহার উত্তর দক্ষিণ দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দ্বার অদ্যাপি রহিয়াছে। দরজার উপরিভাগে প্রস্তরফলকে সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত প্রতাপরুদ্রের অনুশাসনও অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক দরজায় তিনটি করিয়া কবাট; দুর্গের প্রাচীরে ও অভ্যন্তরস্থ পুরাতন বাটীতে হস্ত্যাদি জন্তুর অবয়ব খোদিত প্রস্তর দৃষ্ট হয়; উহা অবশ্যই জৈন ও বৌদ্ধ দেবালয় ভাঙ্গিয়া লওয়া হইয়াছিল। দুর্গাভ্যন্তরে ৫ হইতে ৩৫ ফুট দীর্ঘ প্রস্তরফলকে অনেকগুলি খোদিত

অনুশাসন দৃষ্ট হয়। মহাদেবের একটি মন্দিরের সম্মুখে নন্দির তিনটি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি রহিয়াছে। দুর্গের মধ্যস্থলে চারি দিকে চারিটী দরজার প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। উহা প্রতাপরুদ্রের প্রাসাদের দরজা ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির ও দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের নিকট অনেকগুলি ভগ্ন বাটী দৃষ্ট হয়। কিম্বদন্তী, পূর্ব্বে উহাতে কমিসেরিয়েট ষ্টোর থাকিত। পশ্চিম প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে কেল্লাদার সাহেব খাঁর প্রাসাদের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কেল্লাদার কোরিম-উদ্দীন কাকা খাঁ দুর্গের মধ্যস্থলে বাস এবং তত্রস্থ সমস্ত জমির আয় ভোগ করিতেছেন।

দুর্গের ভিতরের অবস্থা অতি শোচনীয়। উহার ভিতরে ও বহির্ভাগে ভগ্ন গৃহের ভিত্তি অনেক দৃষ্ট হইল; কিন্তু বাসোপযোগী একটিও গৃহ দেখিলাম না। ৩০০০ হাজার ইতর লোক কেল্লাদারের অধীনে থাকিয়া, দুর্গাভ্যন্তরের অধিকাংশ জমি আবাদ করিতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! যাহা এক সময়ে হিন্দুরাজ্যের রাজধানী ছিল; হিয়ান্‌সিয়ান্ যে রাজ্যের বেষ্টন ৫০০ শত মাইল দেখিয়াছেন, যাহার সমৃদ্ধিবার্ত্তা শুনিয়া পরিব্রাজক মার্কপোলও সন্দর্শনের জন্য সামুদ্রিক পোতে আরোহণপূর্ব্বক চোলমণ্ডলের 'মাতৃপল্লী' গ্রামে আসিয়া পদব্রজে বরঙ্গল পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক সেই সমৃদ্ধি দর্শন ও রাজনৈতিক বৃত্তান্ত আপন ভ্রমণ-লিপিতে বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই বরঙ্গল এক্ষণে মরুভূমিতে

পরিণত হইয়াছে! দুর্গাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র দেবালয় কয়েকটী ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় প্রস্তরফলকে খোদিত অনুশাসন থাকিয়া, কাকতীয়াদিগের লুপ্ত কীর্ত্তির স্মৃতি ও সংসারের অনিত্যতা জাগরূক করিয়া দিতেছে। আমরা দুর্গাভ্যন্তর পরিদর্শন ও সংসারের অনিত্যতা ভাবিতে ভাবিতে, পূর্ব্বপথাবলম্বনে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং পরদিবস 'হনুমৎকোণ্ডা' সন্দর্শন করিতে গমন করিলাম।

ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে 'হনুমৎকোণ্ডা' সহর। উহা তৈলঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় যে সহস্রস্তম্ভ মন্দির রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। ১০৮৪ শকে মহারাজ রুদ্রদেব উহা নির্ম্মাণ করেন। সহস্রস্তম্ভ দেবালয় নামে কথিত হইলেও, উহাতে দুই শত স্তম্ভমাত্র দৃষ্ট হয়। একটি স্তম্ভে সংস্কৃত অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। উহার তারিখ ১০৮৪ শক উহাতে শ্রীরুদ্রদেব মহারাজের বিজয়বার্ত্তা বর্ণিত আছে। মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। অন্ধ্রদেশে ভাস্করকার্য্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ঐ মন্দির দৃষ্টে প্রতীত হয়। এরূপ উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবালয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, যবনের দৌরাত্ম্যে উহা অস্পৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং লিঙ্গও অদৃশ্য হইয়াছেন। সহরটীতে অনেকগুলি লোকের বাস। পুরাতন দুর্গ পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া

থাকে। তথায় কয়েকটি শৈব মন্দির ভিন্ন আর কিছু দেখিবার নাই।

রেল ষ্টেশনের নিকট নিজামের নূতন কষ্টম-হাউস এবং তাহারই পার্শ্বে পর্ব্বতোপরি 'গোবিন্দ রাজুলু' দেবের মন্দির। পূর্ব্বে নূতন সহর গোবিন্দপেটা নামে অভিহিত হইত এবং এখনও তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। 'গোবিন্দ রাজুলু' পাহাড় ও নিজাম ষ্টেট লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নূতন সহর হইয়াছে। তাহার লোক সংখ্যা ৪০০০ হাজারের অধিক হইবে। প্রাচ্য পুরাতত্ত্ববিদেরা 'হনুমৎকোণ্ডায়' সহস্রস্তম্ভ দেবালয় ও পুরাতন 'একশীলা' দুর্গ দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা হিন্দুনামে গর্ব্ব করিলেও, পুরাকালের হিন্দুকীর্ত্তি সন্দর্শন করিতে কদাচ আসি না। আমরা তীর্থদর্শনে গমন করি মাত্র; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বকীর্ত্তি-দর্শনে অভিলাষী, তাঁহারা কাকতীয় রাজাদিগের কীর্ত্তিস্বরূপ বরঙ্গলে একশীলা দুর্গ ও হনুমৎ-কোণ্ডায় সহস্রস্তম্ভ দেবালয় দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

রামেশ্বর।

রামেশ্বর দক্ষিণ দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যতীর্থ। আমরা উহা দর্শনে গমন করিলাম। স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব, উভয়েই সমভাবে এই তীর্থে আসিয়া থাকেন। ইহা

অতি পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। পুরাকালে উত্তর ভারত হইতে যাত্রীরা পদব্রজে এই পুণ্যতীর্থে আসিত। এক্ষণে লৌহবর্ত্ম হওয়ায়, গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ যাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্দেশের অধিবাসীরা বারাণসী পুণ্যধামে বিশ্বেশ্বরের পূজা এবং তথা হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক সম্বৎসর মধ্যে রামেশ্বরে আসিয়া, সযত্নে রামেশ্বরনাথের একাদশরুদ্রী * গঙ্গোদকাভিষেকাদি করিয়া থাকে। যে স্থান যত পুণ্যময়, সে স্থান তত পাপে পরিপূর্ণ। এখানে পাণ্ডাদিগের অত্যাচার ও প্রবঞ্চনায় গরীব যাত্রীদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তীর্থদর্শনের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছি যে, এপ্রদেশে অনেক তীর্থস্থান দর্শনে ও শাস্ত্রবিধানে দেবের পূজা করিতে গিয়া, অর্চ্চক কর্ত্তৃক প্রতারিত হই নাই; সে সকল স্থানে সাধারণতঃ পাণ্ডা নাই। রামেশ্বরে অনেক ঘর পাণ্ডা। তাহারা মাসিক শত হইতে সহস্রাধিক রৌপ্যমুদ্রা উপায় করিয়া থাকে। উহাদিগের বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

রামেশ্বরে যাইতে হইলে, সাধারণতঃ রেলগাড়ি সাহায্যে মধুরায় আসিতে হয়। বেগৈ নদীর ধারে অনেকগুলি ছত্র বা পান্থশালা রহিয়াছে। পাণ্ডাদিগের

---

* একাদশ বেদপারগ ব্রাহ্মণ মহান্যাস করিয়া 'নমকম্' 'চমকম্' মন্ত্র একাদশবার সমস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিবে। সেই সময়ে পঞ্চামৃত, তীর্থোদক ও নারিকেলোদকে একাদশবার ঈশ্বরের অভিষেক হইবে।

অনুচরেরা মধুরাতে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে; কোন বৈদেশিক লোক ট্রেন হইতে অবতরণ করিবা-মাত্র তাহাকে বেষ্টন এবং আপন আপন পাণ্ডার নামাদি উল্লেখ ও গুণগান করিয়া, আগন্তুকের নাম ধাম গোত্র এবং আসিবার উদ্দেশ্যাদি জিজ্ঞাসা করত, প্রত্যেকেই স্ব স্ব পাণ্ডার আলয়ে লইয়া যাইবার জন্য, সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রুটি করে না। তৎকালে তাহারা ভৃত্যের সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকে। শকট বন্দোবস্ত করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে আগন্তুকের মোট ইত্যাদি গাড়ীতে উঠাইয়া, তাহাকে ছত্রে লইয়া যায়। তথায় তাহারা সর্ব্বপ্রকারে সেবা শুশ্রূষা, আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় ও জল আনয়নাদি করিয়া, আগন্তুকের ক্লেশের লাঘব করিতে থাকে। ছত্রে অবস্থানের সময় ঐ সকল অনুচরেরা আগন্তুককে যত্ন করিতে ক্রুটি করে না; দিবা রাত্র তাহার শুশ্রূষা করে, মধুরার মন্দিরে লইয়া যাইয়া সুন্দরেশ্বর স্বামীকে দর্শন করাইয়া আনয়ন করে, দোকানদার কর্তৃক একটি কপর্দ্দকও যাহাতে প্রতারিত না হয়, তাহা করিয়া থাকে। অধিকন্তু, আগন্তুককে বুঝাইয়া থাকে যে, তাহাকে সঙ্গে লইলে, পথে কোন কষ্ট হইবে না এবং তাহার পাণ্ডার আবাসে আসিলে, তীর্থযাত্রা ও দেবদর্শনাদির কিছুই ক্লেশ হইবে না। তাহাদিগের মিষ্টালাপে ও শঠতাপূর্ণ যত্নে আগন্তুক মনে মনে ভাবিতে থাকেন যে, পাণ্ডা-ভৃত্য অযাচিত হইয়া, যখন এইরূপ বিনয় ও নম্রতাসহকারে সেবা শুশ্রূষা

করিতেছে, তখন না জানি, পাণ্ডা কতদূর বিনয়ী, নম্র ও ভদ্রলোক হইবে। পাণ্ডার অনুচরেরা কেবল মধুরাতেই বিচরণ করে, এরূপ নহে; তাহারা বারাণসী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা, পুষ্কর ও হরিদ্বার প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ সকলেও অবস্থিতি করিতেছে। কোন নূতন ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে আসিলেই, উহারা তাহাদিগের সঙ্গ লইয়া, ভজন-ভাজন দিতে থাকে এবং কোন ব্যক্তি দক্ষিণ দেশে আসিতে স্বীকৃত হইলে, পথদর্শকরূপে সঙ্গে আইসে। ইহারা এই দক্ষিণ দেশের ত্রিরুপতির শ্রীবেঙ্কটাচলে বালজীতে, শ্রী-কাঞ্চীপুরে বরদাস্বামীর মন্দিরে ও শ্রীরঙ্গম-ক্ষেত্র প্রভৃতিতে বিচরণ করিতেছে এবং বৈদেশিক আগন্তুক আসিবামাত্রই পূর্ব্ববৎ সঙ্গ লইয়া, পরিদর্শকের ন্যায় আসিয়া থাকে। উহারা মাসিক বৃত্তিভোগী। সকল পাণ্ডারই অনুচর আছে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মধুরা হইতে রামেশ্বর যাইবার সময় সঙ্গে ভৃত্য না থাকিলেও, পাণ্ডার অনুচরেরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, উত্তর পশ্চিম দেশের লোক দ্রাবিড় ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও, ঐ সকল অনুচরের সাহায্যে কষ্ট ভোগ করে না।

মধুরা হইতে রামেশ্বর যাইতে হইলে, প্রথমে রাম-নাদে আসিতে হয়। ইহা মধুরা হইতে ৭২ মাইল। ঘোড়ার ঝটকা অথবা শকট-যান পাওয়া যায়। ঝটকা হর্স-ট্রান্‌সিটের ভাড়া ১০৲ টাকা; প্রত্যেক ট্র্যানজিটে দুই জন যাইতে পারে এবং উহাতে গমন করিতে হইলে,

১৭।১৮ ঘণ্টামাত্র সময় লাগে। কারণ ৬ হইতে ৮ মাইল অন্তরে প্রত্যেক ট্র্যানজিটের ঘোড়া বদল হইয়া থাকে। গরুর গাড়ীর ভাড়া ৫৲ টাকা। তাহাতে চারিজন অনায়াসে যাইতে পারে। শকট রাত্রিতে চলিতে থাকে। দিবসে ছত্রে থাকিয়া, যাত্রীরা রন্ধন ও আহারাদি করিয়া লয় এবং ৩।৪ দিবসে রামনাদে পঁহুছায়। রাস্তায় 'মানমধুরা' 'পরাণগুটি' ও 'পড়ুলর' ছত্রবাটী আছে। পড়ুলর পর্য্যন্ত রাস্তা পাকা এবং পড়ুলর হইতে রামনাদ পর্য্যন্ত কাঁচা ও দুর্গম্য।

রামনাদ, সেতুপতিদিগের রাজধানী। ইহাঁরা এক সময়ে 'মরব' প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সময়-ক্রমে অবস্থান্তর ঘটাতে, এক্ষণে জমীদারে পরিণত হইয়াছেন। সেতুপতিদিগের বিবরণ কতক পরিমাণে মধুরা-প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। মুত্তুবিজয় রঘুনাথ সেতুপতির সময়ে দর্ভশয়নের ও রামেশ্বরের মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজবর্ত্মের ধারে অনেকগুলি ছত্রবাটী নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান রাজা ভাস্কর-সেতুপতি। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫শ বৎসর। এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, দুই স্ত্রী ও একটি পুত্র। জমীদারীর আয় ১২ লক্ষ টাকার অধিক, কলেক্টরি দেয় ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে। ইহাঁরা দেবসেবায় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। গত নবরাত্রব্রতে ৫০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। রামনাদে ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠিত 'কোদণ্ড-রামস্বামী' 'বিশ্বনাথস্বামী' 'রাণশঙ্করী' 'নীলকণ্ঠী' ও 'রাজ-

রাজেশ্বরী' দেবীর মন্দির এবং লক্ষ্মীপুরে 'বালসুব্রহ্মণ্য' 'মুত্তুরাম-লিঙ্গস্বামী' ও 'মরি-আম্মা' দেবীর মন্দিরই প্রধান। মধুরা হইতে রামেশ্বরের রাস্তায় ও রামনাদ হইতে 'দর্ভশয়ন' ও 'নব-পাষাণ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থে যাইবার রাজবর্ত্মে ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠিত ২০টী ছত্রবাটী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি ছত্রে ব্রাহ্মণেরা আহার পাইয়া থাকেন। আমরা লক্ষ্মীপুরের ছত্রে আশ্রয় লইয়াছিলাম। এই ছত্রবাটী অতি বৃহৎ। এখানে ব্রাহ্মণ আগন্তুকদিগের জন্য প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ তণ্ডুল ও ২৲ টাকা নগদ এবং ভিখারীদিগের নিমিত্ত মাসে ২ দুই মণ তণ্ডুল নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমরা ১২ই ডিসেম্বর তারিখে মধুরায় পঁহুছিলাম। উকীল সুন্দর-রাম আইয়ারের বাটীর সন্নিকটে অবস্থিতি করিলাম এবং অপরাহ্নে সুন্দরেশ্বরের মন্দির সন্দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া, 'তিরু-জ্ঞান-সম্বন্ধ-পাণ্ডার-সন্নিধির' প্রসিদ্ধ মঠ দর্শন করিলাম। এই মঠের আদি পুরুষের নাম মধুরার প্রবন্ধে কুব্জপাণ্ড্যর বিবরণে উল্লেখ করা গিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও, বর্ত্তমান মঠাধিকারী শূদ্র। যে সময়ে আমরা মঠ সন্দর্শন করিতে গমন করি, তৎকালে মঠাধিপতি রামেশ্বরে ছিলেন। তথায় তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর সন্তোষ-লাভ করিয়াছিলাম। তিনি বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী ও 'শৈববিশিষ্টাদ্বৈত'-মতাবলম্বী। অধিকন্তু, অনেকগুলি শৈব মন্দিরের ম্যানেজার।

মার্গ-শীর্ষে শুক্ল ত্রয়োদশীতে সুন্দরেশ্বরের ও রামেশ্বরের লক্ষ দীপোৎসব হইয়া থাকে। উক্ত দিবসে বহু দূরদূরান্তর হইতে সধবা ও বিধবা আগমনপূর্ব্বক মণ্ডপে বসিয়া, অতীব যত্নসহকারে গৌরী-ব্রতোৎসব সম্পাদন করে। আমরা অপরাহ্ণে দেবালয়ে আসিয়া, অনেককে ব্রত করিতে দেখিয়াছিলাম। ব্রতের প্রধান অঙ্গ, অখণ্ড-দীপালোক-প্রদান ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে হোমকার্য্য। আমরা যথাবিধি দেবদর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া, সন্ধ্যার পরে দীপোৎসব সন্দর্শনপূর্ব্বক রাত্রিতে হর্স ট্রানজিট যোগে রামনাদাভিমুখে গমন করিলাম। বেলা ১০টার সময় মানমধুরার সম্মুখে বেগৈ নদীর পরপারে যাইবার কালে স্নানাদি করিয়াছিলাম। রাত্রি ৮টার সময় রামনাদে পঁহুছিয়া রাজাদিগের লক্ষ্মীপুরের বৃহৎ লক্ষ্মী-সরোবর-তীরস্থ লক্ষ্মীবিলাস-ছত্র-বাটীতে থাকিতে স্থান পাইয়াছিলাম। এখান হইতে ১০ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে 'দেবীপুরে' নবপাষাণ, ৭ মাইল অন্তরে পশ্চিমে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে দর্ভশয়ন এবং দক্ষিণে ২২শ মাইল দূরে 'বিট্‌লেমণ্ডপ' নামক বন্দর।

দেবীপুরের অপর নাম দেবীপত্তন। উহার উৎপত্তি বিষয়ে সেতুমাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহিষাসুরযুদ্ধে, দেবী মহিষাসুরের সমস্ত সেনা নিধন করিলে, ঐ মহিষ স্বয়ং যুদ্ধে আগমনপূর্ব্বক দেবীর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, দেবীর মুষ্টি প্রহারে তাড়িত ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, দক্ষিণ সাগরের দিকে পলাইতে

আরম্ভ করিলে, দেবীও তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মহিষ অনন্যোপায় হইয়া, দশযোজনব্যাপী ধর্ম্মপুষ্করিণীর তোয়ে প্রবেশপূর্ব্বক লুক্কায়িত হইলে, অশরীরিণী বাণী দেবীকে এই ঘটনা বিনিবেদিত করে। তখন দেবীর আদেশে মৃগেন্দ্র ধর্ম্মপুষ্করিণীর তোয় পানপূর্ব্বক নিঃশেষ করিলে, দেবী মহিষকে সন্দর্শন ও বধ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীর উত্তরভাগে দক্ষিণোদধিতীরে স্বনামে যে পুরী নির্ম্মাণ করেন, দেবতারা তাহাকে 'দেবীপত্তন' নাম প্রদান করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণোক্ত সেতুমাহাত্ম্যে সপ্তম অধ্যায়ে এবিষয় সবিস্তার বর্ণিত আছে।

ধর্ম্মপুষ্করিণীর অপর নাম 'চক্রতীর্থ'। ইহার উৎপত্তির বিষয় যথা—ধর্ম্ম পুরাকালে দক্ষিণ উদধিতটে দেবদেব মহাদেবের তপস্যা করিবার সময়ে স্নানার্থ দশযোজনব্যাপী তীর্থ খনন করেন। তাহাই ধর্ম্মপুষ্করিণী নামে খ্যাত হয়। ইহা দক্ষিণ উদধিতটের অনতিদূরে ক্ষীরসরের নিকটে বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ। পুরাকালে ফুল্লগ্রামসমীপে ধর্ম্মপুষ্করিণীর তীরে বিষ্ণুপরায়ণ 'গালব' মুনি নিরাহারে অযুত বর্ষ উগ্র তপস্যা করেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যক্ষে দেখা দিলেন। মুনিবর শ্রুতিসুখাবহ স্তুতি করিলে, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, চারি বাহু দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রীতিসহকারে কহিলেন, 'বৎস গালব! তোমার তপস্যায় তুষ্ট এবং তোমার স্তোত্র ও নমস্কারে

প্রীত হইয়াছি; অধুনা বর দিবার জন্য, স্বরূপমূর্ত্তিতে তোমার সমীপে আসিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।' গালব ভক্তি-নম্রভাবে কহিলেন, 'হে জগন্ময়! তোমার স্বরূপদর্শনেই কৃতার্থ হইলাম। ব্রহ্মা যাহাঁকে জানিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার স্বরূপমূর্ত্তির দর্শন অপেক্ষা অধিক বর কি হইতে পারে? যোগীরা যাহাঁকে দেখিতে সক্ষম নহেন, কর্ম্মযোগ দ্বারাও যাহাঁকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে সচক্ষে দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক বর কি সম্ভবে? আমি কৃতার্থ হইলাম। হে জগৎপতে! ত্বদীয় পাদপদ্ম-যুগলে আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে, এই আমার প্রার্থনা।' হরি কহিলেন, 'তুমি এই স্থানে থাকিয়া, দেহান্ত পর্য্যন্ত আমার উপাসনা কর; দেহান্তে আমার স্বরূপ লাভ করিবে। তোমার কোন বিপৎ উপস্থিত হইলে, আমার চক্র আসিয়া, তোমায় রক্ষা করিবে।' এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে গালব বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া, ধর্ম্মপুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি কোন সময়ে মাঘ-মাসে শুক্লপক্ষীয় হরিবাসরে উপবাস, জাগরণ ও বিষ্ণু-পূজা করিয়া, পরদিন পুষ্করিণীতে স্নান ও নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম করণানন্তর হরির পূজা করত, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছেন; এমন সময়ে বশিষ্ঠশাপভ্রষ্ট রাক্ষসরূপী "দুর্দ্দম" ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে গালবকে আহারার্থ গ্রহণ করিল, তাহাতে তিনি বিষ্ণুর আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, সেই ভক্তার্ত্তিহারী ভগবান্

ভক্তের ত্রাণের জন্য চক্র প্রেরণ করিলেন। চক্র সত্বর আসিয়া, রাক্ষসকে সংহার করিয়া, গালব মুনিকে উদ্ধারপূর্ব্বক ধর্ম্মপুষ্করিণীকে নিরাপদ করিবার জন্য, তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। তদধিব উহা চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহা এক সময় দর্ভশয়ন হইতে দেবীপত্তন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাকালে পর্ব্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল। তাহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উৎপ্লুত হইয়া, জীবোৎপীড়ক হইলে, সংসার-নাশের আশঙ্কায় ইন্দ্র তাহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। তখন উহারা দক্ষিণ সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লয়। কোন কোন পর্ব্বত চক্রতীর্থে পতিত হয়, তাহাতে উহার গর্ভ পূরিয়া যায়। এই কারণে, এখন দর্ভশয়ন ও দেবীপত্তন দুই স্থানে দুইটী চক্রতীর্থ হইয়াছে। এতদ্‌বিষয় সেতু-মাহাত্ম্যে তৃতীয় অধ্যায় হইতে ৭ম অধ্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ বর্ণিত আছে। চতুর্ব্বিংশতি সেতুতীর্থের ইহা প্রথম তীর্থ।

রামচন্দ্র সেতুনির্ম্মাণ করিবার সময়, দেবীপুরে নব-পাষাণ প্রতিষ্ঠা করেন, উহা পুণ্যতীর্থ। সাধারণ রামে-শ্বর-যাত্রীরা রামনাদ হইতে দেবীপত্তন যাইয়া, নবপাষাণ-পূজা ও চক্রতীর্থে স্নান এবং সেতুনাথের পূজা করিয়া থাকেন। (যথা—সেতুমাহাত্ম্যে ৭।৫১—৫৩।)

শ্রীসূত উবাচ।

“মহাদেবাভ্যনুজ্ঞাতো রামচন্দ্রোঽতিধার্ম্মিকঃ।
স্থাপয়িত্বা স্বহস্তেন পাষাণনবকং মুদা॥

সেতুমারব্ধবান্বিপ্রা যাবল্লঙ্কামতন্দ্রিতঃ।
সিংহাসনং সমারুহ্য রামোনলকৃতং শুভম্॥
বানরৈঃ কারয়ামাস সেতুমব্ধৌ নলাদিভিঃ।
পর্ব্বতান্ শাখিনো বৃক্ষান্ দৃষদঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ান্॥
তৃণানি চ সমাজহ্রুর্বানরা বনমধ্যতঃ।
নলস্তানি সমাদায় চক্রে সেতুং মহোদধৌ।
পঞ্চভির্দিবসৈঃ সেতুর্যাবল্লঙ্কা সমীপতঃ॥
দশযোজনবিস্তীর্ণ শতযোজনমায়তঃ।
কৃতঃ সেতুর্নলেনাব্ধৌ পুণ্যঃ পাপবিনাশনঃ॥
দেবীপুরস্য নিকটে নবপাষাণরূপকে।
সেতুমূলে নরঃস্নায়াৎ স্বপাপ পরিশুদ্ধয়ে॥
চক্রতীর্থে তথা স্নায়াদ্ভজেৎ সেত্বধিপং হরিম্।
দেবীপত্তনমারভ্য যৎকৃতং সেতুবন্ধনম্॥
তৎসেতুমূলং বিপ্রেন্দ্রা যথার্থং পরিকল্পিতম্।
সেতোস্ত পশ্চিমাকোটিদর্ভশয্যা প্রকীর্ত্তিতা॥
দেবীপুরী চ প্রাক্কোটিরুভয়ং সেতুমূলকম্।
উভয়ং পুণ্যমাখ্যাতং পবিত্রং পাপনাশনম্॥
যৎসেতুমূলং গচ্ছন্তি যেনমার্গেণ যে নরাঃ।
তত্তন্মার্গ গতাস্তে তে তস্মিংস্তস্মিন্ বিমুক্তিদে॥
স্নাত্বাদৌ সেতুমূলেতু চক্রতীর্থে তথৈব চ।
সংকল্পপূর্ব্বকং পশ্চাদ্গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্॥
দেবীপুরে তথা দর্ভশয্যায়ামপি ভূসুরাঃ।
চক্রতীর্থে শিবে স্নানং পুণ্যং পাপবিনাশনম্॥
স্মরণাদুভয়ত্রাপি চক্রতীর্থস্য বৈ দ্বিজাঃ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি লক্ষজন্ম কৃতান্যপি॥
জন্মাপিবিলয়ং যাযান্ মুক্তিশ্চাপি করেস্থিতা।
চক্রতীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

ভূলোকে যানিতীর্থানি গঙ্গাদীনি দ্বিজোত্তমাঃ।
চক্রতীর্থস্য তাস্যন্ধা কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
আদৌ তু নবপাষাণ মধ্যেহব্ধৌ স্নানমাচরেৎ।
ক্ষেত্রপিণ্ডং ততঃ কুর্য্যাচ্চক্রতীর্থে তথৈব চ॥
সেতুনাথং হরিং সেবেৎ স্বপাপ পরিশুদ্ধয়ে।
এবং হি দর্ভশয্যায়াং কুর্য্যস্তন্মার্গতো গতাঃ॥
আরূঢ়ং রামচন্দ্রেণ যো নমস্কুরুতে জনঃ।
সিংহাসনং নলকৃতং ন তস্য নরকাস্তয়ম্॥
সেতুমাদৌ নমস্কুর্য্যাদ্রামং ধ্যায়ন্ হৃদামুদা।
রঘুবীরপদন্যাস পবিত্রীকৃতপাংসবে॥
দশকণ্ঠশিরশ্ছেদ হেতবে সেতবে নমঃ।
কেতবে রামচন্দ্রস্য মোক্ষমার্গৈকহেতবে॥
সীতায়ামানসাংভোজ ভানবে সেতবে নমঃ।
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাদৌ মন্ত্রেণানেন বৈ দ্বিজাঃ॥
ততো বেতালবরদং তীর্থং গচ্ছেন্মহাবলম্॥"

নবপাষাণ সেতুমূলে স্থাপিত। অতএব এখানে সপ্ত-খণ্ড পাষাণ প্রদান করিয়া, সাগর-স্নানপূর্ব্বক বিশুদ্ধাত্মা হইয়া দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিলে, তাঁহারা তৃপ্ত হন, এবং পিণ্ডদাতাও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যথা,—৩০।১২৮ শ্লোক।

"পিতৃণাং তৃপ্তিদং স্থানত্রয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্।
সেতুমূলে ধনস্কোট্যাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥"

ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কা-গমনের জন্য, দর্ভশয়ন হইতে নবপাষাণ-পরিসরে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,

রামায়ণে বর্ণিত সেই সেতুর পরিসর ১০ যোজন হইলেও, দর্ভশয়ন হইতে নবপাষাণ ২৬ মাইলের উপর হইবে না।

সাউথ ইষ্ট-মনসুন অর্থাৎ বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বায়ু বহিবার সময় যে সকল পোত 'নগ্নপত্তন' হইতে পাম্বম্ বন্দরে যাতায়াত করে, তাহারা নবপাষাণে রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। অতএব অনেক যাত্রী সেই বোটে চড়িয়া, নবপাষাণ হইতে পাম্বমে আইসে। নবপাষাণ সন্দর্শন, পূজা ও সাগরস্নান, রামেশ্বর-তীর্থযাত্রার প্রধান অঙ্গ হইলেও, সময়াভাবে আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই নাই।

দর্ভশয়নে ভগবান্ রামচন্দ্র সুগ্রীবশাসিত বানর-সেনায় পরিবৃত হইয়া, সাগরতীরে আগমনপূর্ব্বক সেই অগাধ নক্র-ব্যাল-সঙ্কুল ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ শতযোজনব্যাপী সাগর দেখিয়া, বরুণের সাহায্য প্রত্যাশায় দর্ভোপরি প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। অতএব ইহাও একটি উৎকৃষ্ট তীর্থ ইহার সবিস্তার বর্ণনা পৃথক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

রামনাদ হইতে মণ্ডপের রাজবর্ত্ম অতি কদর্য্য। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দুই সারি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী থাকিয়া, পুরাতন রাজবর্ত্মের পরিচয় দিলেও, ঐ রাস্তাটী আশপাশের জমীর অপেক্ষা ২ হইতে ৩ ফুট নিম্ন হইয়া গিয়াছে। ডিসেম্বর মাস "নর্থ ইষ্ট মন্‌সুনের" শেষ বর্ষা। এবৎসর মরুদেশে অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছিল।

এতদ্দেশবাসী অনেকেই কহিলেন, এরূপ বর্ষা তাহারা বহুদিন দেখেন নাই। সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত। তজ্জন্য চারি দিক শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিশোভিত হইয়া, কৃষকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিল। রাজবর্ত্মোপরি ৩।৪ ফুট জল থাকাতে, যাতায়াতের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। আমরা লক্ষ্মীবিলাসছত্রে থাকিয়া, (১) বিট্‌লে-মণ্ডপের রাস্তার দুর্গতির বিষয় কতকটা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু উপায়াভাবে শকটারোহণে উহা অতিক্রম করিতে বাধ্য হই। আহারান্তে ন্যূনাধিক অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শকটে করিয়া রওনা হইলাম এবং রাত্রি এক ঘটিকার সময় অর্দ্ধেক রাস্তায় ছত্রবাটীতে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিবস বেলা ১২টার সময় বিট্‌লে-মণ্ডপে পঁহুছিলাম। প্রথমে আমাদের সহিত কোন পাণ্ডার লোক ছিল না। আমরা মধুরা হইতে যে পাণ্ডাকে তারে সংবাদ দিয়াছিলাম, তাঁহার লোক আসিয়া পঁহুছে নাই। আমরা দ্রাবিড়ভাষায় অনভিজ্ঞ; বিশেষতঃ মরবদিগের প্রাদেশিক ভাষা আমাদিগের নিকটে গ্রীক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। লক্ষ্মীপুর হইতে দুই মাইল আসিলে পর, সৌভাগ্যক্রমে শালিগ্রাম রঘুনাথ পাণ্ডার অনুচরদ্বয় বিট্টলে-মণ্ডপ হইতে রামনাদাভিমুখে যাইতে-

(১) মধুরা হইতে পাম্বম্ পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম প্রস্তুতের নিমিত্ত সর্ভে (জরিপ) হইয়া, নক্সা ও এষ্টিমেট (মূল্যনিরূপণ) হইয়াছে। রূপার মূল্য হ্রাস হওয়ায় রাজস্ব অনাটনহেতু উহা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে। ঐ বর্ত্ম সম্পূর্ণ হইলে, যাত্রীগণ ৫ ঘণ্টা সময়ে মধুরা হইতে পাম্বমে পঁহুছিতে পারিবে।

ছিল, আমাদিগের গাড়ী বিট্‌লে-মণ্ডপাভিমুখে গমন করিতেছে। অধিকন্তু, কোন পাণ্ডার অনুচর সঙ্গে নাই, দেখিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন আমাদিগের সঙ্গ লইল ও অযাচিত হইয়াও আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিল, আবশ্যক মতে গাড়ী টানিতে বা ধরিতে আরম্ভ করিল। এক যোড়া গরু দুর্ব্বল ছিল, দুর্গম জলপূর্ণ বর্ত্মে গমন করাতে ত্বরায় ক্লান্ত হইয়া বহনে অক্ষম হইল। এই পাণ্ডার অনুচর তৎকালে আমাদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। সে ব্যক্তি পরদিবস গ্রামে যাইয়া, অপর এক গাড়ী ঠিক করিয়া না আনিলে, হয়'ত আমরা বিট্‌লে-মণ্ডপে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঁহুছিতে পারিতাম না।

বিট্‌লে-মণ্ডপ অতি প্রাচীন স্থান। কয়েকটী প্রাচীন মন্দির ও মণ্ডপের ভগ্নাবশিষ্ট দেখিলাম। পূর্ব্বে অনেকগুলি মণ্ডপ ছিল বলিয়া, বন্দরের নাম বিট্‌লে-মণ্ডপ হইয়াছে। এখান হইতে পোত পাম্বমে যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে। যে সকল কুলি সিলোনের কফি-উদ্যানে কাজ করিতে যায়, তাহাদিগের অনেকেই এই স্থানে পোতে করিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করে। মণ্ডপের সম্মুখে একটি ল্যাণ্ডিং ঘাট। রামনদের ভাস্কর সেতুপতি কয়েকদিবস পূর্ব্বে রামেশ্বরে গিয়াছিলেন বলিয়া, ঘাটটীর উপর প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করাতে সুশোভিত হইয়াছিল। মণ্ডপগুলি যাত্রীদিগের জন্য হইলেও, অন্যরূপে ব্যবহৃত

হইতেছে; অথবা গরু ও মহিষের আবাসগৃহে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কোন সময় যাত্রীরা মণ্ডপে আসিয়া, হাওয়ার বেগতিকে অপর পারে যাইতে সমর্থ না হইলে, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রবাটীর দ্বারে অধিক শুল্ক দিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। আমরা আসিবামাত্রই, পোতাধ্যক্ষেরা বেষ্টন করিয়া, আপন আপন পোতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। পাণ্ডার অনুচর একটি পোত স্থির করিয়া কহিল যে, তথা হইতে পাম্বম্ চারি মাইল দূর এবং বায়ু অনুকূলে বহিতেছে এক ঘণ্টারমধ্যে পরপারে পৌঁছাইয়া দিবে। সেই স্থানে পণ্যশালা, ছত্রবাটী ও মিষ্ট জলের ইঁদেরা আছে। তথায় যাইয়া আমরা আহারাদি করিতে সমর্থ হইব এবং কোন কষ্ট হইবে না। সামান্য দেশী বোটে ৪মাইল সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা বঙ্গবাসীর পক্ষে কম সাহসের কথা নহে। এদিকে নাবিকেরা কহিতে লাগিল, হয় বাতাস বন্ধ হইয়া যাইবে, না হয় অত্যন্ত বাতাস উঠিবে। পোত বাতাসের সাহায্যে পালভরে চলিয়া থাকে, তাহাতে দাঁড় টানিবার বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং বাতাস না হইলে, পোত চলিবে না। মৃদু হাওয়ায় তটের ধারে সামুদ্রিক তরঙ্গের যে ঊর্ম্মি উঠিতেছিল, তাহা গঙ্গার বর্ষা কোটালের বাণের ঊর্ম্মি হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। হাওয়া উঠিলে তরঙ্গ বাড়িবে। অতএব আমরা সত্বর মিষ্ট জলের ইঁদারা হইতে জল লইয়া স্নান ও মিষ্টান্ন আহার করিয়া, ত্বরায় পোতে উঠিলাম। প্রথমতঃ পোত কিনারা

হইয়া, ২ মাইলের অধিক যাইলে, পাম্বম্ বন্দরের সম্মুখে আসিয়া, পাম্বম্-যোজক পার হইল। এই পাম্বম্-যোজকের মধ্যে ভারত খণ্ডের তীর হইতে পাম্বম্ পর্য্যন্ত একটি জলমগ্ন পাহাড় গিয়াছে, তাহাই রাম-সেতুর কিয়দংশ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ভাটার সময় সেই শৈলের উপর হইয়া লোকে পদব্রজে পারাপার হইত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ছোট ষ্টীমারের গতিবিধির জন্য পাম্বম্ তীরের দিকে সহস্র ফুট পরিসর শৈল ডাইনামায়িটের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছেন। এখন তথায় ভাটার সময় ১৮ ফুট জল থাকে। অতএব যে সকল ষ্টীমার ১৬ ফুট জল কাটে, তাহা যোজকের পারাপারে গমনাগমন করিতেছে।

আমরা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া, বন্দরঘাট হইতে কলিয়ান্‌পিল্লের ছত্রে আশ্রয় লইলাম, আমাদিগের পাকাদি হইতে থাকিল। আমি সব্-ম্যাজিষ্ট্রেট রাজ-রত্ন-পিল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। রামেশ্বরে থাকিবার জন্য তিনি পৃথক বাটী স্থির করিয়া দিলেন। ব্যেঙ্কটরাম আয়ার নামে রামেশ্বর নিবাসী কোন উকীলের দ্বারা দেবালয় সন্দর্শনের সুবিধার জন্য টেম্পেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। যে পাণ্ডাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কোন লোক পাম্বমে আইসে নাই। শালিগ্রাম রঘুনাথের অনুচর কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া, তাহার প্রভুকে পাণ্ডাত্বে লইতে স্থির করিলাম। ছত্রে প্রত্যাবৃত হইয়া,

আহারান্তে নিকটস্থ দেবালয় সন্দর্শন ও সাগরতীর্থে স্পর্শ-স্নান করিয়া সন্ধ্যার পর রামেশ্বরে আসিলাম। প্রত্যাবৃত্তের সময় পাম্বমে দর্শনোপযোগী স্থানগুলি পরিদর্শন করি। অতএব পাম্বমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই সময়ে প্রদত্ত হইবে।

পাম্বম্ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ১১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রস্থ। রামেশ্বর এই দ্বীপের উত্তরদিকে ও পাম্বম্‌বন্দর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজবর্ত্ম অতি পরিষ্কার, পুরাতন বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সমভাবে পরিশোভিত। পদব্রজে ক্লান্ত পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য রথ্যপার্শ্বে যে কয়েকটি ছত্র আছে, তাহার তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে। সে দিবস পৌর্ণমাসী ছিল; বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া চন্দ্রকণা বর্ত্মোপরি পতিত হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিয়াছিল; চতুর্দ্দিকে শ্যামল নীল-সবুজ বৃক্ষে সুশোভিত। ১৫ই ডিসেম্বর হইলেও, পূর্ণ-বসন্ত মূর্ত্তিমান থাকিয়া, সকলের মনে তৎকালোচিত ভাবোদয় করিতেছিল। আমরা হর্সট্রান্‌জিটে বসিয়া, প্রকৃতির সেই মনহারিণী শ্রমনাশিনী সোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রামেশ্বরের পাণ্ডাষ্ট্রীটে আসিলাম। ট্রান্‌জিটের শব্দ পাইবামাত্র রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইল; পাণ্ডা ও পাণ্ডার অনুচরেরা বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইল; কেহ কহিতে থাকিল 'মহাশয় আমার বাটীতে আসুন', কেহ কহিল 'আপনার বাটী কোথায়? নাম গোত্র কি, কোথা হইতে আসিতেছেন'? কেহ কহিল

'আপনারাতো অমুক সময় অমুক জায়গায় ছিলেন, আমার অমুক অনুচর আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার নাম আপনাদিগকে দিয়া আপনাদিগের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে লিখিয়াছে। আমি আমার অমুক অনুচরকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি সে কি মথুরার ষ্টেশনে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঙ্গে আইসে নাই'? কেহ কহিল 'বাঙ্গালায় হুগলি জেলার অমুকের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ বলুন? তিনি আমার যজমান, তাঁহার সহিত আপনার সম্বন্ধ থাকিবে। সেই সূত্রে আপনিও আমার যজমান'। কেহ কহিল 'মুক্তাগাছার আচার্য্য-চৌধুরী বাবুদের সহিত আপনার সম্বন্ধ আছেত? আমার বাটীতে আসুন, আপনার কোন কষ্ট হইবে না, তিনি আমার যজমান'। এইরূপ প্রত্যেক পাণ্ডা আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহাদের সকলকে যথাসাধ্য প্রত্যুত্তর প্রদানে নিরস্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাটীর দিগে গাড়ী লইতে কহিলাম, কিন্তু শালিগ্রাম পাণ্ডার অনুচর, প্রভুর দ্বারদেশের সম্মুখে আসিয়া, চালকদিগকে ইঙ্গিতে গাড়ী দাঁড় করাইয়া কহিল, বাটীর সম্মুখে আসিয়াছে, আপনারা অবতরণ করুন'। কাহার বাটী জিজ্ঞাসা করাতে তাহার উত্তর না দিয়া, তথায় থাকিলে আমাদিগের কোন কষ্ট হইবে না, বাটী পরিষ্কার, কক্ষ বৃহৎ ও সজ্জিত ইত্যাদি কহিতে থাকিল। ইতিমধ্যে আরও দশাধিক অনুচর আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল ও আমাদিগের লগেজ্ নামাইতে

উপক্রম করিলে, আমি তাহাদিগের কুহক বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, 'না মহারাজ! খপরদার, এরূপ চেষ্টা করিওনা, যে বাটীতে রাজরত্নপিল্লে থাকিবার স্থির করিয়া দিয়াছেন তথায় চল, আমরা তথায় থাকিব, অন্যত্রে থাকিব না, যদি অন্যথা করিবার চেষ্টাকর, তবে জানিও তোমার পাণ্ডাকে লইতেছি না, রামনাথ শাস্ত্রীকে পাণ্ডা লইব, সামান্য লোক ভাবিওনা, হয় ত পরে তোমাকেও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দণ্ড পাইতে হইবে'। তখন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, সে বাটী যেখানে তথায় গাড়ী যাইবে না, তজ্জন্য এইখানে থাকিবার স্থান স্থির করিতেছি। তখন আমি কহিলাম, ভাল আমরা পদব্রজে যাইতেছি। এই বলিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে আসিতে থাকিলাম। পূর্ব্বোক্ত রাজবর্ত্ম দেবালয়ের পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দেবালয়ের প্রাঙ্গণ মথুরাপুরীর দেবালয়ের অপেক্ষা বৃহৎ; ইহার প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রশস্ত রাস্তা, ইহাতে অধিক পরিমাণে বালি থাকায় বোঝাই গাড়ি সহজে যায় না। আমরা পূর্ব্বদিক হইতে উত্তরদিক হইয়া, পশ্চিম দিকের নির্দ্দিষ্ট আবাসে আসিলাম। এই আবাসের সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত উকীল মহাশয়ের ভবন। আমরা আসিবামাত্র তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, দেবালয় সন্দর্শন করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, পরক্ষণেই রঘুনাথ পাণ্ডাজী আসিয়া কহিলেন, 'দেবসন্দর্শনের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে। দেবা-

লয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কন্দস্বামী মুদেলিয়ার ফুলচন্দন লইয়া আসিতেছে'। পরক্ষণেই ১০।১৫ জন লোক পশ্চিম গোপুরবিশিষ্ট তোরণ পার হইয়া আমাদের দিকে আসিতে থাকিল, তাহাদের অগ্রে অগ্রে মশাল ও বাদ্য বাজিতেছিল, তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, পাণ্ডাজী স্কন্দস্বামীর পরিচয় দিয়া তাহার কর্ত্তব্যতার বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাঁহার সহিত ইংরাজিতে বাক্যালাপ করিয়া জানিলাম যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক দীর্থদর্শনে আসিলে তিনি (স্কন্দস্বামী) ম্যানেজারের প্রতিনিধিরূপে ফুল-চন্দন প্রদানপূর্ব্বক আগন্তুকের সম্মান করিতে বাধ্য। তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছেন বলিয়া স্বহস্তে আমাদের গাত্রে চন্দন ম্রক্ষণ করিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। তৎপরে নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডাজী রামেশ্বরদেব সন্দর্শনে লইয়া যাইতে চাহিলে, পাণ্ডার অনুচরকে মুদ্রা দিয়া কহিলাম শীঘ্র করিয়া নারিকেল ও পান-সুপারী আদি আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া আইস। পাণ্ডাজী তাহা শুনিবামাত্র নিষেধ করিয়া কহিলেন, অদ্যকার দর্শনে উহা আবশ্যক নাই এবং অর্চ্চনা করাইবারও সময় নাই, চিরপ্রথানুসারে যাত্রী রামেশ্বরে আসিয়াই দেব সন্দর্শনে যাইবে, পাণ্ডা সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দর্শাইয়া দিবে এই বলিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরিচয়ের স্বরূপ কহিলেন, যে মুক্তগাছার আচার্য্য-চৌধুরী জমীদারদিগের কোন

বিধবা রমণী স্বীয় অনুচরের সহিত বারাণসী হইতে রামেশ্বর মহাধামে আসিয়াছিলেন, তৎকালে অধিক রাত্রি হওয়ায় দেবালয়ের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আসিবা মাত্রই কহিলেন যে, তিনি অনাহারে আছেন, দেব সন্দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার আগ্রহ ও নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তিনি রাত্রি তিনটার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে জাগরিত করিয়া দেবালয়ের কপাটের শিলমোহর কাটাইয়া তাহা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক আচার্য্য-চোধুরাণীকে সমস্ত দেব সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য করিতে অন্য কেহ সমর্থ হয় নাই। আমি অবশ্য তাঁহার গৌরব শুনিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তদনন্তর তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্বাদশাধিক হিন্দুস্থানী অনুচরে পরিবৃত হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডাজী এক এক করিয়া সমস্ত দেবতাদিগকে দেখাইতে থাকিলেন, প্রত্যেক দেবালয়ের দ্বারে আসিবা মাত্রই অর্চ্চক যত্ন-সহকারে কর্পূরালোকে দেবের মুখ ও শরীর দর্শাইয়া তত্তৎ দেব দর্শনের ফলশ্রুতি ব্যক্ত করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পাণ্ডাজী কহিয়াছিলেন অদ্যকার দর্শনে একটি পয়সাও খরচ হইবে না, কিন্তু প্রথমে যে দেব দর্শন করিলাম, তাহার অর্চ্চক আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া দক্ষিণা প্রার্থি হইলে পাণ্ডাজীকে কহিলাম, মহারাজ! আপনি আবাসে কহিলেন, পয়সার আবশ্যক নাই, টাকাও ভাঙ্গাইতে দিলেন না, এক্ষণে

কোথা হইতে দক্ষিণা দিব? পাণ্ডাজী অপ্রতীভ হইয়া অর্চ্চককে দ্রাবিড়ীতে কহিলেন, তোমাদের প্রাপ্য পরে পাইবে, তখন হইতে পাণ্ডাজী সকল অর্চ্চককেই সেই-রূপ কহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কত দেব সন্দর্শন করাইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ঠিক স্মরণ নাই, তবে এই কার্য্যে আমাদের প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। প্রত্যাবৃত্ত হইলে পাণ্ডাজীর অনুমতিতে অনুচরেরা দেবালয়স্থিত কূপ হইতে পানীয় জল আনিয়া দিল, তদনন্তর তিনি দুই জন অনুচরকে সর্ব্বদা আমাদিগের পরিচর্য্যায় উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা দিয়া পর দিবস প্রাতে আসিবেন কহিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় লইলেন। আমরা কথঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সে রাত্রি কাটাইলাম।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত সেতুমহাত্ম্য দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বিভক্ত। এ পর্য্যন্ত এই পুস্তক বঙ্গদেশে মুদ্রিত হইয়াছে কি না জ্ঞাত নহি, কিন্তু সেতুমাহাত্ম্যের সংক্ষেপ বিবরণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বঙ্গবাসীর জ্ঞাতব্য বিবেচনায় এস্থলে তাহা সংগৃহিত হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০৪-১১০ শ্লোকে চতুর্ব্বিংশতি প্রধানতম তীর্থের নামোল্লেখ যথা,—

১। চক্রতীর্থ।
২। বেতালবরদ তীর্থ।
৩। পাপবিনাশন তীর্থ।
৪। সীতাসর তীর্থ।
৫। মঙ্গল তীর্থ।

৬। অমৃতবাপিকা তীর্থ।
৭। ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ।
৮। হনুমৎকুণ্ড তীর্থ।
৯। অগস্ত্য তীর্থ।
১০। শ্রীরাম তীর্থ।
১১। শ্রীলক্ষ্মণ তীর্থ।
১২। জটা তীর্থ।
১৩। শ্রীলক্ষ্মী তীর্থ।
১৪। অগ্নি তীর্থ।
১৫। চক্রতীর্থ দ্বিতীয়।
১৬। শ্রীশিব তীর্থ।
১৭। শঙ্খ তীর্থ।
১৮। যামুন তীর্থ।
১৯। গঙ্গা তীর্থ।
২০। গয়া তীর্থ।
২১। কোটী তীর্থ।
২২। সাধ্যামৃত তীর্থ।
২৩। মানসাখ্য সর্ব্বতীর্থ।
২৪। ধনুষ্কোটি তীর্থ।

১। আমরা ১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বেই চক্রতীর্থ বিষয়ে বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২। বেতালবরদ তীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যে ৮ম এবং ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত। ইহা উত্তর উদধিতটে চক্রতীর্থের দক্ষিণে ও গন্ধমাদনের উত্তরে স্থিত। নামোৎপত্তি

বিষয়ে পৌরাণিকী কথা যথা,—পুরাকালে গালব ঋষির কন্যা কান্তিমতি রূপযৌবনসম্পন্না হইলেও পিতার পূজার কারণ পুষ্প চয়নে একাকিনী আশ্রমের বহির্ভাগে গহন বনে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন এমন সময়ে 'সুদর্শন' ও 'সুকর্ণ' নামে বিদ্যাধর কুমার দ্বয় তাহাকে সন্দর্শন করেন। তথা 'সুদর্শন' কান্তিমতির রূপযৌবনে মোহিত হইয়া তাহাকে প্রলোভনে স্ববশে আনিবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলে বলপ্রয়োগে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বিমানোপরি তুলিয়া প্রস্থান করিতে থাকিল, অপর ভ্রাতা তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইল না। কান্তিমতি অনন্যোপায় হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিল; গালব ঋষি উহা জানিতে পারিয়া কন্যাকে মুক্ত করত কন্যাপহারক সুদর্শনকে শাপ প্রদান করেন যে, 'মানুষরূপধারী হইয়া নানা কষ্ট পাইয়া সহসা বেতালত্ব প্রাপ্ত হইবে ও মাংস শোণিত ভুক্ হইবে।' তথা তাহার ভ্রাতা সুকর্ণকে সন্দর্শন করিয়া অভিসম্পাৎ দিলেন যে, 'তুমি তোমার ভ্রাতার দুষ্কার্য্যে প্রতিবন্ধক হও নাই বলিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে ও বিদ্যাধর বিজ্ঞাপ্ত-কৌতুককে দর্শন করিলে মুক্ত হইবে।' অনন্তর বিদ্যাধর ভ্রাতা দ্বয় গালব মুনির শাপবশতঃ যমুনাতট বাসী গোবিন্দ স্বামী নামক কোন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুদর্শন 'বিজয়াশোক দত্ত' ও সুকর্ণ 'অশোক দত্ত' নাম ধারী হয়। দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি জনিত আপৎকাল উপস্থিত হইলে গোবিন্দ স্বামী

দেশ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কাশীর উদ্দেশে গমন করেন, পথিমধ্যে প্রয়াগস্থ মহাবট মূলে কোন যতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আশীর্ব্বাদ করণানন্তর সতর্ক করিয়া কহিয়াছিলেন, অদ্য রাত্রে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগের সম্ভব আছে। রাত্রিতে হিম-শিখরযুক্ত শিতল বায়ু বেগে বহিতেছিল। গোবিন্দ স্বামীর বৃদ্ধ পিতা তাহাতে প্রপীড়িত হইয়া অগ্নি আনয়ন করিতে, কহিল, বিজয়াশোকদত্ত নগরে অগ্নি না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল, পৌরজনেরা নিদ্রাগত কেহ পাবক দিল না। বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল তোমার কথা মিথ্যা, ঐ দেখ এই পুরের অদূরে অগ্নি শিখা জ্বলিতেছে, শীত নিবৃত্ত কারণ তথা হইতে অগ্নি আনয়ন কর। তৎশ্রবণে গোবিন্দ স্বামী কহিল উহা চিতানল, অতএব অসেব্য, স্পর্শ দুষিত, যে উহা সেবন করে, তাহার আয়ু ক্ষয় হয়; অতএব উহার স্পর্শে আপনার আয়ু নষ্ট হইবে। তাহা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ পিতা কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, উহা শবানলই হউক বা দগ্ধানলই হউক আনয়ন কর, নচেৎ আমার মৃত্যু হইবে। গোবিন্দ স্বামী যতির বাক্য স্মরণ করিয়া অপত্য-স্নেহবশতঃ স্বয়ং শ্মশানে গমন করিল, বিজয়াশোকদত্ত কালের বশবর্ত্তী হইয়া পিতার পশ্চাৎ যাইল, তাপের নিকট আসিয়া চিতানলে অস্থি সমূহ বিকীর্ণ দেখিয়া পিতাকে কহিল রক্তাম্বুজসন্নিভ অগ্নিতে প্রদীপ্ত এই বর্ত্তুল কি? পুত্রের ঐ কথা শুনিয়া ব্রহ্মসত্তম গোবিন্দ স্বামী কহিল অনল

স্থালে কপালস্থ বসা রক্তাম্বুজ সদৃশ দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিজ-পুত্র তাহা শ্রবণ করিবা মাত্রই কাষ্ঠাগ্রে তাহা তাড়ন করিলে বসা ছটকাইয়া তাহার মুখে পড়িল, সে পুনঃ পুনঃ জিহ্বা লেহন করিয়া বসার আস্বাদন পাইল, পরক্ষণেই কপাল গ্রহণ করিয়া সমস্ত বসা পান করত অতি ভয়ঙ্কর মহাকায় ও তীক্ষ্ণদংষ্ট্র হইয়া বেতালত্ব পাইল, তখন তাহার অট্টহাস-ঘোষে দিক প্রদিক, আকাশান্তরীক্ষাদি প্রতিশব্দিত হইল, ঘোর রবে পিতাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। তৎক্ষণাৎ অশনিবাণী হইল পিতৃহত্যায় সাহস করিও না; সে তাহা আকর্ণ করিয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ মার্গে গমন করত অপর বেতালদিগের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর বিপ্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুত্র অশোকদত্ত ও ভার্য্যার সহিত অনেক বিলাপ করিল; ও বণিক সমুদ্রদত্তের আবাসে থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে থাকিল। কনিষ্ঠ পুত্র শাস্ত্রে ও শস্ত্রে বিচক্ষণ হইল, ক্রমে কাশিরাজের সহিত পরিচিত হইলে রাজা তাহার বলবিক্রম ও বুদ্ধি প্রাচুর্য্যে প্রীত হইয়া আপন কন্যা মদনলেখাকে তাহার করে অর্পণ করিল। তদনন্তর কদাচিৎ কোন সময়ে রাজাজ্ঞায় স্বর্ণপদ্ম আনয়ন করিতে যাইয়া বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক বিদ্যা-ধরকে দর্শনপূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্ত ও মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া স্বরূপত্ব লাভ করিল। তদনন্তর তাহারই নিকট পূর্ব্বশাপবৃত্তান্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, তাহারই মন্ত্রণায় বেতালরূপী আপন ভ্রাতাকে দক্ষিণ

সমুদ্রতটে চক্রতীর্থের দক্ষিণে গন্ধমাদনের উত্তরে স্থিত, ব্রহ্ম সনকাদি সেবিত শীকরস্পর্শমাত্রে মহাপাতক নাশক অতি পুণ্যতীর্থে আসিয়া ভ্রাতাকে কহিল, গালব মুনির শাপে তোমার এই ঘোররূপ হইয়াছে। এই তীর্থে স্নান করিয়া মুনিশাপ হইতে মুক্ত হও। তৎকালে বায়ু-যোগে তীর্থ-শীকর বেতালের গাত্রে পতিত হইবামাত্রই তাহার সংস্পর্শে বেতালত্ব ঘুচিয়া দ্বিজপুত্রত্ব লাভ করিল। তদনন্তর সঙ্কল্প করত স্নান করিবামাত্রই শাপ-মুক্ত হইয়া স্বরূপধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতার সহিত স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তখন হইতে উহা 'বেতালবরদ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ভূতলে এরূপ পুণ্যতীর্থ হয় নাই ও হইবেও না, যখন ইহার শীকরস্পর্শমাত্রেই বেতালত্ব বিনষ্ট হয়, তখন স্নানের মহিমা কি বলিব। যাহারা চক্রতীর্থের দক্ষিণস্থ এই সুবিজ্ঞাত বেতালবরদে আগমনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া, স্নানান্তর বেদবিদ ব্রাহ্মণকে গো, ভূমি, তিল, রজত, কাঞ্চন, যথাসাধ্য দান করিবে, তাহারা জীবন্মুক্ত হইবে। ইহার মাহাত্ম্যবিষয় সেতুমাহাত্ম্যে ৯।৮৩—৮৮ শ্লোকে যথা,—

"তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং বেতালবরদাভিধং।
বেতালত্বং বিনষ্টং যৎ শীকরস্পর্শমাত্রতঃ।
যা ইদং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীর্থস্য দক্ষিণে॥
স্নানং কদাচিৎ কুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তাভবন্তিতে।
এতত্তীর্থসমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

ঘোরাং বেতালতাং ত্যক্ত্বা দিব্যতাং স যদাপ্তবান্।
অত্র সঙ্কল্প্য চ স্নাত্বা বেতালবরদে শুভে।
পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদানঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ নিয়মান্বিতঃ॥"

৩। গন্ধমাদনপর্ব্বত। এখন যাহাকে পাম্বম্ ও রামেশ্বর কহে, তাহাই সেতুমাহাত্ম্যোক্ত গন্ধমাদন। অতএব ৩ সংখ্যক হইতে ত্রয়োবিংশ তীর্থগুলি এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে স্থিত। দশম অধ্যায়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতের সবিস্তার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দর্শক রামেশ্বরে যাইয়া, সেতুমাহাত্ম্যোক্ত বর্ণনার এক শতাংশের একাংশও দেখিতে পাইবেন না। গন্ধমাদন পিণ্ডদানের একটি প্রধান তীর্থ। যথা,—

"সেতুমূলং ধনুষ্কোটিগন্ধমাদনমেব চ।
ঋণমোক্ষ ইতি খ্যাতমুত্তমং দেবনির্ম্মিতম্॥"

গন্ধমাদনের বায়ু অঙ্গে লাগিলে, কোটি ব্রহ্মহত্যা, অগম্যাগমনাদি মহাপাতক নাশ হইয়া থাকে। যথা,— ১০।৯ হইতে ১১ শ্লোক।

"তস্য দর্শনমাত্রেণ বুদ্ধিসৌখ্যং নৃণাং ভবেৎ।
তন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসাঃ সিদ্ধচারণযোষিতঃ।
পূজয়ন্তি সদাকালং শঙ্করং গিরিজাপতিম্॥
কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
অঙ্গলগ্নৈর্ব্বিনশ্যন্তি গন্ধমাদন-মারুতৈঃ॥"

রামেশ্বরে আসিয়াই সাগরে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিয়া গন্ধমাদনে পিণ্ড দিবে। পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণ তুষ্ট হন। যথা,—১০।১৮—১৯ শ্লোক।

"অব্ধৌ তত্র নরঃ স্নাত্বা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
পিণ্ডদানং ততঃ কুর্য্যাদপি সর্ষপমাত্রকম্॥
তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরস্তস্য যাবদ্‌যুগক্ষয়ঃ।
শমীদলসমানান্ বা দদ্যাৎ পিণ্ডান্ পিতৃন্ প্রতি।
স্বর্গস্থা মোক্ষমায়ান্তি স্বর্গং নরকবাসিনঃ॥"

৪। পর্ব্বতোপরি লোকবিশ্রুত সর্ব্বতীর্থোপম সর্ব্ব-পাপবিনাশক "পাপবিনাশন তীর্থ।" উহার স্মরণমাত্রে গর্ভবাস নষ্ট করে এবং উহাতে স্নান করিলে, লোক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। যথা,—১০।১৯—২২ শ্লোক।

"ততস্তস্যোপরি মহাতীর্থং লোকেষু বিশ্রুতম্।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং পুণ্যং নাম্না পাপবিনাশনম্।
অস্তি পুণ্যতমং বিপ্রাঃ পবিত্রে গন্ধমাদনে॥
যস্য সংস্মরণাদেব গর্ভবাসো ন বিদ্যতে।
তৎ প্রাপ্য তু নরঃ স্নায়াৎ স্বদেহ-মলনাশনম্॥
তত্র স্নানান্নরা যান্তি বৈকুণ্ঠং নাত্র সংশয়ঃ॥"

৪। সীতাসরতীর্থ। ইহা গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক দেশে অবস্থিত। ইহার সবিস্তার বিবরণ একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত।

উহা পঞ্চ-মহাপাতক-নাশিনী বলিয়া, পঞ্চানন উহার সন্নিধানে অবস্থান করেন। এতদ্বিষয়ে পৌরাণিক গল্প যথা;—পুরাকালে 'ত্রিবক্র' রাক্ষসের পত্নী 'সুশীলা' বিন্ধ্যপাদবনে 'শুচি' নামক মহামুনির নিকট আসিয়া পুত্রকামনা করিলে, মুনি তাহার সহিত দিবসত্রয় রমণ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল-মনে কহিয়াছিলেন, তোমার উদরে

মহাবীর্য্য নিষিক্ত হইয়াছে। 'কপালাভরণ' নামে মহাবীর্য্যবন্ত পুরন্দরসম সন্তান হইবে এবং বিধির বরে পুরন্দর ভিন্ন অপরের অবধ্য হইবে ও সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করিবে। তদনন্তর কপলাভরণ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন; বিধিকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মনোমত বর লাভপূর্ব্বক সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন। অপরের অবধ্য অতএব অতি গর্ব্বিত হইয়া অমরাবতী আক্রমণ করিলে দেবাসুর-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, দেবগণ কর্তৃক তাহার শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ হইলে, কপালাভরণ পুরন্দরের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়া, তাহার বজ্রপ্রহারে নিহত হয়। কপালাভরণ ব্রহ্মবীজোদ্ভব, সুতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া, ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক পাপনাশের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, গন্ধমাদন পর্ব্বতে সীতাসর নামে পঞ্চপাপবিনাশন তীর্থ আছে, সদাশিব তাহার তীরে বাস করিতেছেন। তুমি তাহাতে স্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পুনঃ দেবলোকে আসিতে পারিবে। যথা,—১১।৬৪—৭৬ শ্লোক।

ব্রহ্মোবাচ।

"সীতাকুণ্ডং প্রযাহীন্দ্র গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
সীতাকুণ্ডস্য তীরে ত্বং ইষ্ট্বা যাগৈঃ সদাশিবম্॥
তস্মিন্ সরসি চ স্নায়াৎ সর্ব্বপাপহরে শুভে।
ততঃ পূতো ভবান্ শক্র ব্রহ্মহত্যাবিমোচিতঃ॥
দেবলোকং পুনর্যায়াঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।

সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সীতাকুণ্ডং বিমুক্তিদম্ ॥
মহাপাতক-সংঘানাং নাশকং পরমামৃতম্ ॥
সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনম্ ॥
ধনধান্যপ্রদং শুদ্ধং বৈকুণ্ঠাদিপদপ্রদম্ ।
তস্মাত্তত্র কুরুষেষ্টিং সীতাসরসি বৃত্রহন্ ॥
ইত্যুক্তঃ সুররাজোঽসৌ প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ।
প্রাপ্য সীতাসরো বিপ্রাঃ স্নাত্বেষ্ট্বা চ তদন্তিকে ॥
প্রযযৌ স্বপুরীং ভূয়ো ব্রহ্মহত্যাবিমোচিতঃ ।
এবং প্রভাবং তত্তীর্থং সীতায়াঃ কুণ্ডমুত্তমম্ ॥
রাঘবপ্রত্যয়ার্থং হি প্রবিশ্য হুতবাহনম্ ।
সন্নিধৌ সর্ব্বদেবানাং মৈথিলী জনকাত্মজা ॥
বিনির্গতা পুনর্ব্বহ্নেঃ স্থিতা সর্ব্বাঙ্গশোভনা ।
নির্ম্মমে লোকরক্ষার্থং স্বনাম্না তীর্থমুত্তমম্ ॥
তত্র সস্নৌ স্বয়ং সীতা তেন সীতাসরঃ স্মৃতম্ ।
তত্র যো মানবঃ স্নাতি সর্ব্বান্ কামান্ লভেত সঃ ॥
তস্মিন্নুপস্পৃশ্য নরো দ্বিজেন্দ্রা দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্বিধানি ।
কৃত্বা চ যজ্ঞান্ বহুদক্ষিণাভির্লোকং প্রয়ায়াৎপরমেশ্বরস্য ॥
যুষ্মাকমেবং প্রথিতং মুনীন্দ্রাঃ সীতাসরোবৈভবমেতদুক্তম্ ।
শৃণ্বন্ পঠন্ বৈ তদিহৈব ভোগান্ ভুক্ত্বা পরত্রাপি সুখং লভেত ॥"

৫। মঙ্গলতীর্থ। ইহার বিবরণ ১২শ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা গন্ধমাদন পর্ব্বতের একৈকদেশে স্থিত। তথায় বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা সদা অবস্থান করিতেছেন, অলক্ষ্মীপরিহারের জন্য নিত্য সুরেরাও তথায় আসিয়া থাকেন। তথায় স্নান করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র চত্বারিংশৎ দিন জপ করিলে সর্ব্ব অনর্থ বিনাশ হয়। এতদ্-

বিষয়ে পৌরাণিকী গাথা যথা,—পুরাকালে সোমকুলোদ্ভব 'মনোজব' রাজা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, লোভ, মদ, কাম, ক্রোধ ও অসূয়ায় বিমোহিত হইয়া বিপ্রগ্রামের করাদান, শিববিষ্ণু আদির ব্রত্ত অপহরণ করিয়া সকলের বিরাগভাজন হইয়া 'গোলভ' নামে কোন রাজা কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনগমনপূর্ব্বক অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া কদাচিৎ প্রতিপ্রাণা সুমিত্রা ভার্য্যাকে আপন দোষ কীর্ত্তন করিয়া, মনস্তাপে ও ক্ষোভে সহসা মূর্চ্ছিত হইল, পতিব্রতা সতী তদ্দর্শনে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে মুনিসত্তম পরাশর সহসা আসিয়া তথায় উপস্থিত হন; তিনি সাধ্যা পতিপ্রাণা সুমিত্রার কাতরোক্তিতে আর্দ্র হইয়া ত্র্যম্বকের ধ্যান করিয়া রাজাকে হস্তদ্বারায় স্পর্শ করিলে রাজা তমোময়ী মূর্চ্ছা ত্যাগ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং পরাশর মুনিকে প্রণাম করিয়া, পরমপ্রীতিসহকারে কহিলেন, মুনিসত্তম! আপনার পাদাঞ্জলিস্পর্শে আমার মূর্চ্ছা বিগত হইল, আমাকে আপদ হইতে রক্ষা করুন, তখন পরাশর কহিলেন, যথা—১২।৭৯—৯৯ শ্লোক।

পরাশর উবাচ।

"উপায়ন্তে প্রবক্ষ্যামি রাজন্ শত্রুজয়ায় বৈ।
রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
বিদ্যতে মঙ্গলং তীর্থং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্।
সর্ব্বলোকোপকারায় তস্মিন্ সরাস রাঘবঃ॥
সন্নিধত্তে সদা লক্ষ্ম্যা সীতয়া রাজসত্তম।

সপুত্রভার্য্যস্ত্বং তত্র গত্বা স্নাত্বা সভক্তিকম্ ।
ক্ষেত্রশ্রাদ্ধাদিকঞ্চাপি তত্তীরে কুরু ভূপতে ।।
এবং কৃতে ত্বয়া রাজন্নলক্ষ্মীঃ ক্লেশকারিণী ॥
বৈভবাত্তস্য তীর্থস্য নাশং যাস্যত্যসংশয়ম্ ।
মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি প্রাপ্স্যসে ত্বং চিরান্নৃপ ! ॥
বিজিত্য শত্রূংশ্চ রণে পুনর্ভূমিং প্রপৎস্যসে ।
অতস্ত্বং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ মনোজব ॥
গচ্ছ মঙ্গলতীর্থং তদ্গন্ধমাদনপর্ব্বতে ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি তবানুগ্রহকাম্যয়া ॥
পরাশরস্ত্বেবমুক্ত্বা রাজমুখ্যৈস্ত্রিভিঃ সহ ।
প্রায়াৎ সেতুং সমুদ্দিশ্য স্নাতুং মঙ্গলতীর্থকে ॥
রাজাদিভিঃ সহ মুনির্ব্বিলঙ্ঘ্য বিবিধং বনম্ ।
বনপ্রদেশদেশাশ্চ দস্যুগ্রামাননেকশঃ ।
প্রযযৌ মঙ্গলং তীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥
তত্র সঙ্কল্প্য বিধিবৎ সস্নৌ স মুনিপুঙ্গবঃ ॥
তানপি স্নাপয়ামাস রাজাদীন্ বিধিপূর্ব্বকম্ ।
তত্র শ্রাদ্ধঞ্চ ভূপালশ্চকার পিতৃতৃপ্তয়ে ॥
তত্র মাসত্রয়ং সস্নৌ রাজপত্নীসুতস্তথা ।
ততঃ পরাশরমুনিঃ সস্নৌ নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥
এবং মাসত্রয়ং সস্নৌ তৈঃ সাকং মুনিপুঙ্গবঃ ।
মঙ্গলাখ্যমহাপুণ্যে সর্ব্বামঙ্গলনাশনে ॥
ততঃ পরাশরমুনিঃ সর্ব্বানর্থবিনাশনম্ ।
রামস্যৈকাক্ষরং মন্ত্রং তদস্মৈ সমুপাদিশৎ ॥
চত্বারিংশদ্দিনং তত্র মন্ত্রমেকাক্ষরং নৃপঃ ।
তত্র তীর্থে জজাপাসৌ মুন্যুক্তেনৈব বর্ত্মনা ॥
এবমভ্যসতস্তস্য মন্ত্রমেকাক্ষরং দ্বিজাঃ ।
মুনিপ্রসাদাৎ পুরতো ধনুঃ প্রাদুরভূদ্দৃঢ়ম্ ॥

অক্ষয়াবিষুধী চাপি খড়্গো চ কনকৎসরু।
একং চর্ম্ম গদা চৈকা তথৈকো মুষলোত্তমঃ॥
একঃ শঙ্খো মহানাদো বাজিযুক্তো রথস্তথা।
সসারথিঃ পতাকা চ তীর্থাদুজ্জ্বরগ্রতঃ॥
কবচং কাঞ্চনময়ং বৈশ্বানরসমপ্রভম্।
প্রাদুর্ব্বভূব তত্তীর্থাৎ প্রসাদেন মুনেস্তথা॥
হার-কেয়ূর-মুকুট-কটকাদিবিভূষণম্।
তীর্থানাং প্রবরাত্তস্মাদুত্থিতং নৃপতেঃ পুরঃ॥
দিব্যাম্বরসহস্রঞ্চ তীর্থাৎপ্রাদুরভূত্তদা।
মালা চ বৈজয়ন্ত্যাখ্যা স্বর্ণপঙ্কজশোভিতা॥"

অনন্তর মনোজব নৃপতি পরাশর মুনি কর্ত্তৃক তীর্থ-জলদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, রাজ্যাপহারক গোলভের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করিয়া, পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতএব মঙ্গলতীর্থে স্নান করিলে, লোকে লক্ষ্মীবান্ হইবে।

৮। অমৃতবাপীকা। ইহা গন্ধমাদনস্থ রামনাথক্ষেত্রে স্থিত। এই বাপীকাতে নরলোকে স্নান করিয়া শঙ্করের প্রসাদে জ্বরাত্মক ভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। এতদ্বিবরণ সেতুমাহাত্ম্যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে যথা,—পুরাকালে অগস্ত্যানুজ, নানামুনি সমাকুল, সিদ্ধ-চারণ গন্ধর্ব্ব দেবকিন্নর সেবিত, সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ হস্তি মহিষাদি সমাকুল, তাল তমাল হিংন্তাল চম্পকাশোক সমন্বিত, হংস কোকিল চক্রবাকাদি শোভিত, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে অনেকদিন পর্য্যন্ত পঞ্চতপা হইয়া উগ্রতপ-স্যায় দেবাদিদেব শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলে পিনাকধৃক্

বৃষভারোহণে তাহাকে স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেন, তিনি শ্রুতি সুখকর স্তোত্রে তাঁহার স্তুতি করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিলে, শঙ্কর কহিলেন, যথা,—১৩। ৩১—৩৪।

"কুম্ভজানুজ! বক্ষ্যামি মুক্ত্যুপায়ং তবানঘ।
সেতুমধ্যে মহাতীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
মঙ্গলাখ্যস্য তীর্থস্য নাতিদূরেণ বর্ত্ততে।
তত্র গত্বা কুরু স্নানং ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি॥
তত্তীর্থসেবনান্নান্যো মোক্ষোপায়ো লঘুস্তব।
ন হি তত্তীর্থ বৈ শিষ্যং বক্তুং শক্যং ময়াপি চ॥
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যস্ত্বয়াদ্য মুনিসত্তম।
তস্মাত্তত্রৈব গচ্ছ ত্বং যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥"

তদনন্তর ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে, অগস্ত্যানুজ ঈশ্বর-গদিত মহাপুণ্যতীর্থে আসিয়া নিয়ম পূর্ব্বক স্নান করিয়া তিনবৎসর তথায় থাকিয়া চতুর্থ বর্ষে সমাধিস্থ হইয়া যোগবলে ব্রহ্মনাড়ী হইতে প্রাণবায়ুকে মস্তকে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গমনানন্তর মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি পান, অগস্ত্যানুজ ঐ বাপীতে স্নান করিয়া শঙ্করের প্রসাদে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম 'অমৃতবাপীকা' হইয়াছে, যথা,—১৩। ৪১—৪৩।

"বিনষ্টাশেষদুঃখস্য তত্তীর্থস্নানবৈভবাৎ।
অমৃতত্বমভূদ্ যস্মাদগস্ত্যস্যানুজন্মনঃ॥
ততো হ্যমৃতবাপীতি প্রথাস্যাসীন্মুনীশ্বরাঃ।
অত্র তীর্থে নরা যে তু বর্ষত্রয়মতন্দ্রিতাঃ॥
স্নানং কুর্ব্বন্তি তে সত্যমমৃতত্বং প্রয়ান্তি হি॥"

পুরাকালে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ বিভীষণ হনুমানের সহিত একান্তে সমুদ্রতটে অমৃতবাপীকার সন্নিধানে রাবণ বধের মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সাগরোর্ম্মি কল্লোলঘোষে তাহাদের পরস্পরের গুপ্ত বাক্য অস্পষ্ট হইতেছিল বলিয়া রামচন্দ্র লীলাতে ভ্রূভঙ্গ করিয়া অম্বুধিকে নিয়মিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তথাকার জল অদ্যাপি নিস্তব্ধ দৃষ্ট হয় ও ঐ একদেশ স্থান অদ্যাপি রামনাথ ক্ষেত্রনামে খ্যাত। ঐ বাপীতে অদ্বৈতবিজ্ঞান-বিবেক-শূন্য, বিরক্তি-হীন, সমাধি-হীন, যাগাদি অনুষ্ঠান-বিবর্জ্জিত পাপী মানবেও স্নান করিয়া শঙ্করের প্রসাদে অমরত্ব লাভ করিবে।

৭। ব্রহ্মকুণ্ড। ইহার সবিস্তার বর্ণনা সেতুমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ণুতে বিশ্বের কে সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে কহেন, আমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে তদনুরূপ কহেন। এই সুমহান্ বিবাদ উপস্থিত হইলে; উভয়ের গর্ব্ব বিনাশের জন্য উহাদের উভয়ের মধ্যেই অনাময় স্বয়ংজ্যোতি লিঙ্গ সহসা উত্থিত হইলে উভয়ে সেই লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া বিস্মৃত হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু পরস্পরে দেবতাদিগের সন্নিধানে সময় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'অনাদি আদিত্য-সঙ্কাশ অনন্তাগ্নিসমপ্রভ, এই লিঙ্গের আদ্যন্ত আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সন্দর্শন করিবে সে লোকে অধিক, লোককর্ত্তা ও প্রভু হইবে। আমি ঊর্দ্ধ দিকে

গমন করি, তুমি অধোদিকে গমন কর।' বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করিয়া বরাহরূপে অধোদিকে গমন করিলেন, চতুরানন হংসারোহণে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলেন। বিষ্ণু লিঙ্গের আদি না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'আমি এই অনাময় লিঙ্গের আদি দেখিতে পাইলাম না, ইহা সত্যকথা'। অনন্তর ব্রহ্মা ঊর্দ্ধে লিঙ্গের অন্ত দেখিতে সমর্থ না হইলেও, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 'আমি এই লিঙ্গের অন্ত দেখিয়াছি।' ঈশ্বর উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'চতুরানন তুমি আমার সাক্ষাতে অসত্য কহিলে, সেই হেতু সর্ব্বদা লোকে পূজা পাইবে না। তদনন্তর বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কমলা-পতে হরে! তুমি সত্য কহিয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বত্র পূজা পাইবে।' অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে শঙ্করকে বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, 'হে স্বামিন্ করুণানিধে! আমার একাপরাধ ক্ষমা করুন; জগদীশ্বর কর্ত্তৃক এক অপরাধ ক্ষন্তব্য।' মহেশ্বর ব্রহ্মাকে সান্ত্বনার জন্য কহিল, 'ব্রহ্মন্! আমার বচন মিথ্যা হইবার নহে; বৎস! আমার বচন শ্রবণ কর, গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিয়া মিথ্যা দোষ প্রশান্তির জন্য তথায় ক্রতু কর, তদনন্তর বিধৌত পাপ হইবে ইহাতে সংশয় নাই। ক্রতু সমাপনান্তে শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মে তোমার পূজা হইবে, কিন্তু প্রতিমাদিতে তোমার কদাচ পূজা হইবে না।' ভগবান্ ঈশ এই সমস্ত কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া, ক্রতুকর্ত্তা পার্ব্বতীপতির উদ্দেশে ক্রতু

আরম্ভ করিলেন। সেই অষ্টাশীতিসহস্র-বর্ষ-ব্যাপি ক্রতুতে পৌণ্ডরিকাদি মহর্ষিরা ব্রতী ছিলেন। ক্রতু সমাপনে ভগবান্ ঈশ তুষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, যথা,—১৪। ৫০ হইতে ৫৮ শ্লোক।

ঈশ্বর উবাচ।

"মিথ্যোক্তিদোষস্তে নষ্টঃ কৃতৈরেতৈর্মখৈরিহ।
চতুরানন তে পূজা শ্রৌতস্মার্ত্তেষু কর্ম্মসু॥
ভবিষ্যত্যমলা ব্রহ্মন্ন পূজা প্রতিমাসু তে॥
যাগস্থলমিদং তেঽদ্য ব্রহ্মকুণ্ডমিতি প্রথা।
গমিষ্যতি ত্রিলোকেঽস্মিন্ পুণ্যং পাপবিনাশনম্॥
ব্রহ্মকুণ্ডাভিধে তীর্থে সকৃদ্ যঃ স্নানমাচরেৎ।
মুক্তিদ্বারার্গলং তস্য ভিদ্যতে তৎক্ষণাদ্বিধে॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ললাটে ভস্ম ধারয়ন্।
মায়াকপাটং নির্ভিদ্য মুক্তিদ্বারং প্রযাস্যতি॥
ব্রহ্মকুণ্ডোত্থিতং ভস্ম ললাটে যো ন ধারয়েৎ।
স্বপিতুর্বীজসম্ভূতো ন মাতরি সুতস্তু সঃ॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মধারণতো বিধে।
ব্রহ্মহত্যাযুতং নশ্যেৎ সুরাপানাযুতং তথা।
গুরুতল্পাযুতং নশ্যেৎ স্বর্ণস্তেয়াযুতং তথা॥
তৎসংসর্গাযুতং নশ্যেৎ সত্যমুক্তং ময়া বিধে।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মধারণবৈভবাৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা নশ্যন্তি ক্ষণমাত্রতঃ॥"

তদনন্তর ভগবান ঈশ অন্তর্হিত হইলে, বিধি যজ্ঞ সমাপন ও ঋত্বিক্‌দিগকে ভূরী দক্ষিণা প্রদানে সন্তোষ করিয়া, সদাশিব-প্রসাদে লব্ধ মনোরথ হইয়া, সত্য-

লোকে গমন করিলেন। তখন হইতে ঐ কুণ্ড "ব্রহ্মকুণ্ড" নামে বিশ্রুত হইয়াছে। এইটী একটি বৃহৎ হ্রদ বর্ষায় পূরিয়া যায় এবং গ্রীষ্মে শুখাইয়া যায়। তখন উহার গর্ভ হইতে একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাই 'ব্রহ্মকুণ্ড-ভস্ম' নামে খ্যাত। ব্রহ্মকুণ্ড ও তাহার ভস্মের মাহাত্ম্য এই প্রকারে কথিত হইয়াছে। যথা,—১৪।২—২২ শ্লোক।

"সেতুমধ্যে মহাতীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বদারিদ্র্যভেষজম্॥
বিদ্যতে ব্রহ্মহত্যানামযুতাযুতনাশনম্।
দর্শনং ব্রহ্মকুণ্ডস্য সর্ব্বপাপৌঘনাশনম্॥
কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
মহাদানৈশ্চ কিং তস্য ব্রহ্মকুণ্ডবিলোকিনঃ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে সকৃৎ স্নানং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিকারণম্।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্ম যেন ধৃতং দ্বিজাঃ॥
তস্যানুগাস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মনা যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
করোতি তস্য কৈবল্যং করস্থং নাত্র সংশয়ঃ।
তদ্ভস্মপরমাণুর্ব্বা যো ললাটে ধৃতোঽভবৎ॥
তাবদেবাস্য মুক্তিস্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
তৎকুণ্ডভস্মনা মর্ত্ত্যঃ কুর্য্যাদুদ্ধূলনন্তু যঃ॥
তস্য পুণ্যফলং বক্তুং শঙ্করো বেত্তি বা ন বা।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্ম যো নৈব ধারয়েৎ॥
রৌরবে নরকে সোঽয়ং পতেদাচন্দ্রতারকম্।
উদ্ধূলনং ত্রিপুণ্ড্রং বা ব্রহ্মকুণ্ডস্থভস্মনা॥
নরাধমো ন কুর্য্যাদ্ যঃ সুখং নাস্য কদাচন।

ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মনিন্দারতস্তু যঃ।
উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্মৈতল্লোকপাবনম্॥
অন্যভস্মসমং যস্তু নূনং বা বক্তি মানবঃ।
উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা॥
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতেঽপ্যস্মিন্ ভস্মনি জাগ্রতি।
ভস্মান্তরেণ মনুজো ধারয়েদ্যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা।
কদাচিদপি যো মর্ত্ত্যো ভস্মৈতত্তু ন ধারয়েৎ॥
তৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা।
ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্মদদ্যাদ্দ্বিজায় যঃ॥
চতুরর্ণবপর্য্যন্তা তেন দত্তা বসুন্ধরা।
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যস্ত্রির্ব্বা শপথয়াম্যহম্॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে।
ব্রহ্মকুণ্ডোদ্ভবং ভস্ম ধারয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥
এতদ্ধি পাবনং ভস্ম ব্রহ্মযজ্ঞসমুদ্ভবম্।
পুরাহি ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥
সন্নিধৌ সর্ব্বদেবানাং পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
ঈশশাপনিবৃত্ত্যর্থং ক্রতূন্ সর্ব্বান্ সমাতনোৎ॥
বিধায় বিধিবৎ সর্ব্বানধ্বরান্ বহুদক্ষিণান্।
মুমুচে সহসা ব্রহ্মা শম্ভুশাপাদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥
তদেতত্তীর্থমাসাদ্য স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
তে মহাদেবসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥”

৮। হনুমৎকুণ্ড। সেতুমাহাত্ম্যে পঞ্চদশ, পঞ্চচত্বারিংশ ও ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে রাবণ সবংশে নিহত হইলে, রামপ্রভৃতি

সকলে গন্ধমাদনে প্রতিনিবৃত্ত হন। রাবণ ব্রহ্মবীজজাত, অতএব রামকে ব্রহ্মহত্যাদোষ স্পর্শে, রাম তাহার বিমোচনার্থ মুনিগণের উপদেশে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে মারুতিকে লিঙ্গ আনিবার জন্য কৈলাসে প্রেরণ করেন। মরুতাত্মজ কৈলাসে যাইয়া, লিঙ্গরূপধর মহাদেবের সাক্ষাৎ না পাইয়া তৎপ্রাপ্তির কামনায় কুশে সমাসীন, ঊর্দ্ধবাহু, নিরালম্ব হইয়া, উগ্র তপস্যা করিয়া মহাদেবের সন্তোষপূর্ব্বক লিঙ্গপ্রাপ্তিমাত্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিল, তাহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, রামচন্দ্র জানকীকৃত শৈকতলিঙ্গ শুভ-মুহূর্ত্তে স্থাপন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে ক্ষোভে রোষান্বিত হইয়া নানা আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিলে, রাম মারুতিকে শান্ত করিবার উদ্দেশে নানা সারগর্ভ পরমার্থ উপদেশ দিয়া কহিলেন, তোমার আনীত লিঙ্গ তোমার নামে প্রতিষ্ঠিত হউক ও একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হউক। যদি ইহাতে তোমার মনঃক্ষোভ-শান্তি না হয় তবে এক কর্ম্ম কর; যে লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তুমি উহা উঠাইয়া ঐ স্থলে তোমার আনীত লিঙ্গ রক্ষা কর। আমি তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব। রাম এইরূপ কহিলে, মারুতি অজ্ঞানবশতঃ রামকে প্রণাম করিয়া, মুনিগণ ও বানরমণ্ডলীর সমক্ষে রাম প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হস্তদ্বারা বেষ্টন করিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহা নাড়িতে পরিল না। তদ্দর্শনে অপর প্লবঙ্গমগণ হাসিল, তখন মারুতি পুচ্ছ দ্বারা লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া

পদের উপর ভর রাখিয়া সবলে আকাশমার্গে উৎপ্লুত হইল। বেগবশতঃ ক্রোশমাত্র দূরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; তাহার বক্ত্র, নয়নদ্বয়, নাসাপুট, শুক্ররন্ধ্র ও অপান হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব নির্গত হইয়া একটি কুণ্ড হইল। কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছা অপগত হইলে করযোড়ে রামচন্দ্রের স্তুতি করিল। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, যথা,—৪৬। ৬৫—৭৫।

"অজ্ঞানাদ্বানরশ্রেষ্ঠ! ত্বয়ায়ং সাহসঃ কৃতঃ।
ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা বাপি শক্রাদিত্রিদশৈরপি॥
নেদং লিঙ্গং সমুদ্ধর্ত্তুং শক্যতে স্থাপিতং ময়া।
মহাদেবাপরাধেন পতিতোঽস্যদ্য মূর্চ্ছিতঃ॥
ইতঃপরং মা ক্রিয়তাং দ্রোহঃ সাম্বস্য শূলিনঃ।
অদারভ্য ত্বিদং কুণ্ডং তব নাম্না জগত্রয়ে॥
খ্যাতিং প্রয়াতু যত্র ত্বং পতিতো বানরোত্তম!।
মহাপাতকসংঘানাং নাশঃ স্যাদত্র মজ্জনাৎ॥
মহাদেবজটাজাতা গৌতমী সরিতাং বরা।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলদা স্নায়িনাং নৃণাম্॥
ততঃ শতগুণা গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
এতন্নদীত্রয়ং যত্র স্থলে প্রবহতে কপে!।
মিলিত্বা তত্র তু স্নানং সহস্রগুণিতং স্মৃতম্॥
নদীষেতাসু যৎ স্নানাৎ ফলং পুংসাং ভবেৎ কপে!।
তৎ ফলং তব কুণ্ডেঽস্মিন্ স্নানাৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং হনূমৎকুণ্ডতীরতঃ॥
শ্রাদ্ধং ন কুরুতে যস্তু ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
নিরাশাস্তস্য পিতরঃ প্রয়ান্তি কুপিতাঃ কপে!॥
কুপ্যন্তি মুনয়োঽপ্যস্মৈ দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সচারণাঃ।

ন দত্তং ন হুতং যেন হনুমৎকুণ্ডতীরতঃ॥
বৃথা জীবিত এবাসাবিহামুত্র চ দুঃখভাক্।
হনূমৎকুণ্ডসবিধে যেন দত্তং তিলোদকম্।
মোদন্তে পিতরস্তস্য ঘৃতকুল্যাঃ পিবন্তি চ॥”

তদনন্তর রামচন্দ্রের আদেশে মারুতি কর্তৃক কৈলাস হইতে আনীত লিঙ্গ মারুতিকুণ্ডের তীরে প্রতিষ্ঠিত হইল। মারুতি পুচ্ছে লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আনিয়াছিল; এখনও একখানি শিলাতে মারুতির মূর্ত্তি ও তাহার পুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের অঙ্কিত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—৪৭। ৭৬—৭৮ শ্লোক।

“শ্রুত্বৈতদ্বচনং বিপ্রা রামেণোক্তং স বায়ুজঃ।
উত্তরে রামনাথস্য লিঙ্গং স্বেনাহৃতং মুদা॥
আজ্ঞয়া রামচন্দ্রস্য স্থাপয়মাস বায়ুজঃ।
প্রত্যক্ষমেব সর্ব্বেষাং কপিলাঙ্গুলবেষ্টিতম্॥
করোঽপি তৎপুচ্ছজাতং বিভর্ত্তি চ বলিত্রয়ম্।
তদুত্তরায়াং ককুভি গৌরীসংস্থাপয়েন্মুদা॥”

হনুমৎকুণ্ডের বৈভব সেতুমাহাত্ম্যের পঞ্চদশ অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত আছে। উহাতে স্নান করিলে, মহাপাতক নাশ হইবে। স্নান করিয়া উহার তীরে পুত্রেষ্টিযাগ করিলে, অপুত্রক সৎপুত্র লাভ করিবে। পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে, ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া, শিবলোকে গমন করিবে। এতদ্বিষয়ে একটি পুরাণ ইতিহাস আছে যথা;—

পুরাকালে কেকয়বংশ ‘ধর্ম্মসখা’ নামে রাজা পরম ধার্ম্মিক ও প্রজারঞ্জনে রত থাকিয়া, পুত্রকামনায় শত

বিবাহ এবং তৎপরে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ পর্য্যন্ত করেন। বৃদ্ধবয়সে একটীমাত্র পুত্র জন্মায়। কদাচিৎ একদিবস আন্দোলিকায় শয়ান সেই দুগ্ধপোষ্য বালক বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিলে, রাজা ভয় পাইয়া বেদপারগ পুরোহিতগণকে আনাইয়া কহেন 'আমি পুত্রের জীবননাশ ভয়ে সদাই ব্যথিত হইতেছি। শাস্ত্রসম্মত এমন কোন উপায় বলুন যাহা সম্পাদনে আমার শত ভার্য্যা শত পুত্র লাভ করিতে পারে। আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।' তদনন্তর ঋত্বিক্‌দিগের প্রমুখাৎ হনুমৎকুণ্ডের বৈভব শ্রবণ করিয়া শত ভার্য্যা ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ অম্বুধিস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া হনুমৎকুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে শত ভার্য্যার সহিত স্নান করিয়া তত্তীরে মাসাবধি থাকিয়া প্রতি দিন নিয়মিত স্নান দান করেন। অনন্তর চৈত্র মাসে বসন্ত সমাগমে সপত্নীক হইয়া হনুমৎকুণ্ডের তীরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যথাবিধি যজ্ঞ সমাপনান্তে ভার্য্যাগণের সহিত স্নান করিয়া আহূত ঋত্বিক্ ও পুরোহিতদিগকে অপরিমিত ধন, গ্রামাদি দানে পরিতুষ্ট করিয়া সপরিবারে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে, শত ভার্য্যা শত পুত্র প্রসব করেন। কালক্রমে ঐ পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে স্বরাজ্য তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া ভার্য্যাদিগের সহিত হনুমৎকুণ্ডে আসিয়া অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। অনন্তর কালধর্ম্ম প্রাপ্তে শত স্ত্রী তাঁহার

অনুগামিনী হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃদেহ সংস্কার করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কাল তথায় থাকিয়া শ্রাদ্ধাদি যথা-বিধানে সম্পাদন করেন; রাজা ভার্য্যাগণের সহিত শিবলোকে গমন করেন।

৯। অগস্ত্যতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে ইতিহাস যথা,—পুরাকালে মেরু ও বিন্ধ্য পর্ব্বতে কলহ উপস্থিত হয়; বিন্ধ্য সর্ব্ব আক্রমণ করিয়া সহসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রাণিগণ নিরুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃত প্রায় হইয়াছিল। সৃষ্টি নাশের আশঙ্কায় দেবগণ কৈলাস-পর্ব্বতে যাইয়া শম্ভুকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন। শঙ্কর তৎকালে পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ উৎসবে কৌতুকী ছিলেন; বিন্ধ্যগিরিকে শাসন করিতে কুম্ভজ অগস্ত্যকে আদেশ করেন। কুম্ভজ দক্ষিণদিকে যাইয়া পদাঘাতের দ্বারায় বিন্ধ্যাদ্রিকে নিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ অম্বুধিস্থ গন্ধমাদনের বৈভব অবগত হইয়া তথায় পুণ্য-তীর্থ খনন করিয়া স্বনাম প্রদান করেন; ঐ পুণ্যতীর্থ সুখ-মোক্ষ-ফলপ্রদ ও সর্ব্বাভীষ্ট-ফল-প্রদায়ক। সেই তীর্থে বেদ্যারণ্যবাসী দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র 'কক্ষিবান্' উদক নামে আচার্য্যের নিকট ষষ্টিবৎসর যাপন করিয়া চতুর্ব্বেদ, ষড়ঙ্গ, শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ও উপনিষৎ পাঠ সমাপনানন্তর গুরুর আদেশে গন্ধমাদনস্থ অগস্ত্যতীর্থে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাহাতে স্নান করিলেন এবং তত্তীরে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া চতুর্থ বর্ষে মধুরাধি-

পতি 'স্বনয়' রাজার কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিয়া তাহার জল পান করিলে ইহলোকে, ত্রিকালে পুনর্ব্বার জন্মভাক্ হইতে হয় না।

১০। রামতীর্থ। রামকুণ্ড, রামসর বা রঘুনাথসর ইহা একটি বৃহৎ গ্রেপ্রস্তরের বাঁধান পুষ্করিণী। সেতু-মাহাত্ম্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে, উহা রামকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহার তীরে স্বল্প-দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞ করিলেও সম্পূর্ণ ফললাভ হয়, উহার তীরে সাধ্যায় ব্রাহ্মণ জপ করিলে সিদ্ধি লাভ করে ও উহার তীরে মুষ্টি মাত্র দান করিলেও অনন্ত-গুণ হয়। রাম, মৃত্যুবিনাশক, মহাসিদ্ধিকর, পাতকনাশক, ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদ, লোকের নরক-ক্লেশনাশক, রামভক্তিপ্রদ, সংসারচ্ছেদ-কারণ ঐ তীর্থের তীরে লোকানুগ্রহ কামনায় মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রামতীর্থে স্নান করণানন্তর লিঙ্গ দর্শন করিবামাত্র নরগণ মুক্তি পাইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে দুইটি ইতিহাস প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সুতীক্ষ্ণ নামে কোন বিপ্র নিয়ত-মানস হইয়া রামসর-তীরে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া ষড়ক্ষর রামমন্ত্র জপ করিয়া সর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করেন।

(২) পূর্ব্বকালে ভারত মহাযুদ্ধে ধর্ম্মরাজ দ্রোণকে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' কহিয়া মিথ্যা কথন জন্য পাপে লিপ্ত হন। ভারত যুদ্ধাবসানে রাজ্যাভিষেকের সময় অশরীরিণী বাণী ধর্ম্মরাজকে নিষেধ করিয়া কহিল; 'তুমি রাজ্যপালনের যোগ্য নহ, যেহেতু ছলে আচা-

র্য্যকে মিথ্যা বাক্য কহিয়াছিলে, তাহাতে তোমার পাপ বাহুল্য হইয়াছে, অতএব তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে প্রজাপালনের যোগ্য হইবে না।' ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া অতি কাতর হইয়া মিথ্যা কথন পাপ শান্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং রাজার অন্যমনস্কতার কারণ অবগত হইয়া দয়ার্দ্র চিত্তে তাহার পাপশান্তির বিধান করিয়া দেন। ধর্ম্মপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশে ভ্রাতা ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পদব্রজে দক্ষিণাম্বুধিস্থ গন্ধমাদনস্থিত পুণ্য রামসরতীর্থে আসিয়া বিধিপূর্ব্বক পুরোহিত-প্রোক্ত শাস্ত্রানুসারে সঙ্কল্প করিয়া তত্তীর্থে স্বকৃত স্নান এবং ভারত যুদ্ধে হত জ্ঞাতি বন্ধু গুরুদিগের ও পিতৃদিগের উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ডদান করিয়া ব্যাসোক্ত গো, ভূমি, তিল, বাস স্বর্ণ রজতাদি দান করিলেন, তদনন্তর এক মাস তথায় থাকিয়া বিধি-পূর্ব্বক স্নান, বিত্ত-লোভ-হীন দ্বিজদিগকে দান করিলেন। মাসান্তে এক দিবস অশরীরিণীবাণী ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'পাণ্ডুনন্দন! ছলে অসত্য বচনে আচার্য্য বধ জন্য ওাপ ও অন্যান্য সর্ব্ব পাপ, পুণ্য রামতীর্থের স্নানে ও মহালিঙ্গ সন্দর্শনে শান্তি হইয়াছে, অতএব স্বনগরে প্রত্যাগমন করত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া শাস্ত্রানুসারে মেদিনী পালন কর।' তদনন্তর ধর্ম্মরাজ পাপ শান্তিতে প্রীত হইয়া অশরীরিণীবাণীকে ও মহা-

লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

১১। লক্ষ্মণতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যের ২৯শ অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। লক্ষ্মণ স্বতীর্থকূলে মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তীর্থস্নানানন্তর লক্ষ্মণেশ্বরের সেবা করিলে, ইহলোকে দারিদ্র্য-দুঃখ, রোগ, সংসারাদি ও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অপুত্রক ব্যক্তি আয়ুষ্মান্, গুণবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। অবিদ্বান্ তৎ কূলে তন্মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও বেদবিৎ হইবে। এতদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস কথিত হইতেছে। ভারত মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইলে, রৌহিণেয় কুরুপাণ্ডব উভয়কে আত্মীয় ভাবিয়া, সেই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবার অভিপ্রায়ে বর্ষকালব্যাপী তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া, প্রভাস, সরস্বতী, পৃথূদক, বিন্দুসর, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, শতদ্রু ইত্যাদি পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া, নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিরা অভ্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু উচ্চাসনে অবস্থিত থাকিয়া, পৌরাণিকসূত অহঙ্কারবশতঃ আসন হইতে উঠিলেন না এবং অভিবাদনও করিলেন না। তদ্দর্শনে রাম কুপিত হইয়া, পাণিস্থ কুশাগ্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করেন; তাহাতে সকল মুনিগণ হা কষ্ট এই বলিয়া রামকে কহিল, 'তুমি কেন অধর্ম্ম কাজ করিলে, আমরা উহাকে ব্রহ্মাসন ও অক্ষয় আয়ু প্রদান করিয়াছি। অতএব তুমি ব্রহ্ম বধ করিলে, তুমি

যোগেশ্বর, তোমার পক্ষে কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মহত্যায় যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিচার করিয়া লউন।' তৎশ্রবণে রাম কহিলেন, পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। অধুনা আপনারা যাদৃশ পাপশাস্তির নিয়ম অবধারিত করিবেন, তাহা লোকশিক্ষা দিবার নিমিত্ত করিব। আপনারা এইমাত্র কহিলেন যে, পৌরাণিকশ্রেষ্ঠকে অক্ষয় আয়ু দিয়াছেন। স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে তাহা সত্য করিব। 'আত্মা বৈ পুত্ররূপেণ ভবতীতি শ্রুতিস্পদা' এই শাস্ত্রোক্তানুসারে আমার যোগমায়াপ্রভাবে ইহার শরীর হইতে একটী দীর্ঘায়ু পুত্র উৎপন্ন হউক। সেই পুত্রই আপনাদিগকে নিয়ত পুরাণ শ্রবণ করাইবে। অনন্তর, ঋষিদিগের অনুরোধে যজ্ঞবিঘ্নকারী ইল্বলাত্মজ বল্বল রাক্ষসকে মূষল প্রহারে সংহার করিয়া, তথা হইতে বর্ষব্যাপী তীর্থযাত্রায় গমনপূর্ব্বক নানা তীর্থ সন্দর্শনান্তর সংবৎসরান্তে আপন পুরিতে প্রত্যাগমনোদ্‌যোগ করিলে, তমোময়ী ব্রহ্মহত্যা-ছায়াকে পৃষ্ঠদেশে অনুগমন করিতে দেখিলেন। তদনন্তর অশরীরিণী বাণী শ্রুত হইল, 'হে রাম! তীর্থাদি পর্য্যটনে এখনও তোমার ব্রহ্মহত্যা-পাপ নষ্ট হয় নাই।' রাম তাহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, তীর্থ সন্দর্শন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; তথাপি 'ব্রহ্মহত্যা পাতক নষ্ট হয় নাই' এই বচন শ্রুত হইল। তদনন্তর, কর্ত্তব্য স্থির করিতে নৈমিষারণ্যে আগমনপূর্ব্বক ঋষিগণকে তমোময়ী ছায়া দর্শন ও অশরীরিণী-বাণী-শ্রবণ বৃত্তান্ত যথাযথ

বর্ণন করিয়া পাপ শান্তির উপদেশ লইলেন এবং মহা-পুণ্য গন্ধমাদনস্থ পবিত্র ব্রহ্মহত্যাদি-পাপঘ্ন লক্ষ্মণ তীর্থে আসিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিত্ত, ধান্য, গো, ভূমি প্রদান করিলেন। তখন পুনরায় অশরীরিণী-বাণী শ্রবণগোচর হইল, 'হে রাম! অধুনা এই তীর্থে স্নান করায় তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হইল, আর সন্দেহ করিও না, এক্ষণে স্বনগরে প্রত্যাগমন কর।' রাম তাহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই তীর্থে পুনরায় স্নান করিয়া গন্তব্যপথে গমন করিলেন।

১২। জটাতীর্থ। রাবণ বধের পর রামচন্দ্র যথায় জটা শোধন করিয়াছিলেন তাহাকে জটাতীর্থ কহে। ইহা সেতুমাহাত্ম্যে বিংশতিতম অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। রামচন্দ্র স্বয়ং ঐ তীর্থকে বর প্রদান করেন। যথা, ২০।২৪ শ্লোক।

"স্নান্তি যেঽত্র সমাগত্য জটাতীর্থেঽতিপাবনে।
অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চ তেষাং ভূয়াদিতিস্মৃতিঃ॥"

এই তীর্থ জন্ম-মৃত্যু-জরান্তক, সংসারাতুর-চেতাদিগের অজ্ঞান-নাশক। ষষ্টিসহস্র বৎসর জাহ্নবীজলে স্নান করিলে যে ফল, বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে সহস্রবার গৌতমীতে স্নানে যে ফল, জটাতীর্থ দর্শনে তৎফল হইয়া থাকে এবং ঐ তীর্থে স্নান করিলে, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হয়; তদনন্তর অজ্ঞান বিনাশ হইয়া জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে মুক্তি আইসে, তাহার পর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। বেদান্ত ইতিহাস পুরাণাদি

পাঠে আত্মশুদ্ধি না জন্মিলে, শুকদেব পিতা বেদ-ব্যাসের নিকট তদ্বিষয়ে উপদেশ চাহেন। তিনি তাঁহাকে পুণ্য জটাতীর্থে যাইতে আদেশ করেন। শুক-দেব রামসেতু ও গন্ধমাদনে আসিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক জটা-তীর্থে স্নান করিয়া, মনঃশুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার অজ্ঞান-নাশ ও অদ্বৈত-জ্ঞানোৎপন্ন হইল। দত্তা-ত্রেয় ঋষি বিষ্ণুর অংশজ হইলেও, ঐ তীর্থে স্নানকরত শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, ব্রহ্মাকার হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা, শঙ্করের অংশজ হইলেও জটাতীর্থে অভিষেকানন্তর মনঃ-শুদ্ধি পাইয়া ব্রহ্মানন্দময় হইয়াছিলেন। ভৃগুও জটাতীর্থে স্নান করত বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

জটাতীর্থের তীরে ক্ষেত্রপিণ্ড প্রদান করিলে, গয়া-শ্রাদ্ধ তুল্য ফললাভ হইবে। উহাতে স্নান করিলে, পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। কদাপি দারিদ্র্য আসিবে না ও নরকার্ণবে যাইতে হইবে না।

১৩। লক্ষ্মীতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যের ২১শ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তার বর্ণিত আছে। যে কেহ কোন কামনা করিয়া, স্বকৃত সঙ্কল্পকরত উহাতে স্নান করিবে সে সেই কামনা সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইবে। উহাতে স্নান করিলে, মহাদারিদ্র্যনাশ, মহাধান্যসমৃদ্ধিপ্রাপ্তি, মহাদুঃখ-প্রমোচন, মহাধন-পরিবর্দ্ধন, শত্রুবিনাশ, সুকলত্রলাভ, অপুত্রকের সুপুত্রলাভ, ঋণির ঋণমোচন, ব্যাধিগ্রস্তের ব্যাধিবিনাশ, পাপীর সর্ব্বপাপ নাশ, মুমুক্ষুর মোক্ষ ও

স্বর্গকামীর স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। নলকূবের উহাতে স্নান করিয়া, 'মহাপদ্ম' নামে নিধির নায়ক হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের উপদেশে অনুজদিগের সহিত লক্ষ্মীতীর্থে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া, বহু গো, ভূমি, সুবর্ণ, কাঞ্চন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত হইয়া, চতুর্দ্দিক স্ববশে আনয়নানন্তর রাজসূয় মহাক্রতু সমাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইত্যাদি পৌরাণিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। এই তীর্থ এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে নিহিত।

১৪। অগ্নিতীর্থ। সেতুমাহাত্ম্যের ২২শ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তার বর্ণিত আছে। অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রাম রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সীতাদেবীকে অশোকবন হইতে আনয়নানন্তর লোকশিক্ষা দিবার ছলে তাঁহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও বানরগণ সমক্ষে যেথায় অগ্নিকে আবাহন করিয়াছিলেন, তাহাই অগ্নিতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীতীর্থের প্রায় ৫০০ শত ফুট অন্তরে রহিয়াছে। ইহাও সমুদ্রগর্ভে নিহিত। ঐ তীর্থ হইতে অগ্নিদেবের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তির লোচন তাম্রবর্ণ, পরিধানে পীতবস্ত্র, হস্তে ধনুক ও জিহ্বা দশদিক্ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছিল। তিনি সকলের সাক্ষাতে মনুষ্যরূপী রঘুপতিকে দেখিয়া, জানকীর বিশুদ্ধতাসূচক বাক্য কহিলেন যে, 'হে রাক্ষসদিগের ভয়াবহ রাম! জানকীর

পাতিব্রত্যের সাহায্যেই ভগবান্ কর্ত্তৃক রাবণ হত হইয়াছে, ইহা সত্য, ইহা সত্য, ইহা সত্য; এবিষয়ে বিচারের আবশ্যক নাই। ইনি জগন্মাতা কমলা, এক্ষণে লীলামানস-বিগ্রহা, বিষ্ণুর দেহানুরূপ আপন দেহ ধারণ করিয়াছেন। হে স্বামিন্ দেব জনার্দ্দন! আপনি যে সময়ে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে ইনিও আপনার সহচারিণী হইয়া থাকেন। যখন আপনি ভার্গবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ইনিও ধরণী ছিলেন। অধুনা জানকী হইয়াছেন, তদনন্তর রুক্মিণী হইবেন। অন্যাবতারেও ইনি সহচারিণী থাকিবেন। সেই হেতু আমার বচনে ইহাকে প্রতিগ্রহণ করুন।' তখন দেবতা ও ঋষিগণ পাবকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সীতা ও রামের প্রশংসা করিল, রামও অগ্নির বচনে সীতাকে প্রতিগ্রহণ করিলেন।

এই অগ্নিতীর্থে সঙ্কল্প করত স্নান করিয়া, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, তাহাদিগকে বস্ত্র, ধন, ভূমিদান ও ব্রাহ্মণকুমারকে সালঙ্কৃতা কন্যা অর্পণ করিলে, সর্ব্বপাপ ও ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। এতদ্বিষয়ে একটি অদ্ভুত ইতিহাস কথিত হইতেছে। পুরাকালে পাটলিপুত্র নিবাসী 'পশুমান্' বৈশ্যের কনিষ্ঠ পুত্র 'দুষ্পণ্য' অতিশয় নিষ্ঠুর ও বালঘাতক ছিল। পুরবাসীদিগের অনেক পুত্রকে জলে নিমগ্ন করিয়া হত্যা করিত। পরে রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া, বনগমনপূর্ব্বক ক্রূরকর্ম্ম-

প্রবৃত্তিবশতঃ তথায় উগ্রশ্রবা ঋষির পুত্রকে নিহত করিলে, ঋষিবর তাহা অবগত হইয়া, পুত্রহন্তা দুষ্পণ্যকে শাপ প্রদান করেন। 'যেহেতু আমার পুত্রকে জলে নিমগ্ন করিয়া নিহত করিয়াছ, সেই জন্য তুমিও জলে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অনন্তর পিশাচরূপী হইয়া অতি কষ্ট পাইবে।' তদনন্তর দুষ্পণ্য শাপপ্রভাবে অতিবৃষ্টিবশতঃ স্রোতে পড়িয়া বহমান ও সাগরে নীত হইয়া জলে নিমগ্নবশতঃ পঞ্চত্বলাভানন্তর পিশাচ হইয়া, বহুদিবস কষ্ট পাইয়াছিল পরে দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্য আশ্রম সমীপে আসিয়া, তাঁহার শিষ্যদিগকে দেখিয়া, কাতর বচনে আত্মপরিচয় দিয়া, মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিল। শিষ্যেরা অগস্ত্য সমীপে আসিয়া, তৎসমস্ত যথাযথ বিবৃত করিল। ঋষিবর যোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া শিষ্য সুতীক্ষ্ণকে কহিলেন, 'দেখ ইহার মুক্তির একমাত্র উপায় দৃষ্ট হইতেছে। তুমি গন্ধমাদনে গমনপূর্ব্বক পিশাচের উদ্দেশে সঙ্কল্প করিয়া, অগ্নিতীর্থে তিন দিবস স্নান কর; তাহা হইলে উহার মুক্তি হইবে।' অনন্তর গুরুর আদেশে সুতীক্ষ্ণ গন্ধমাদনে আসিয়া, পিশাচের উদ্দেশে সঙ্কল্পান্তে উপর্য্যুপরি অগ্নিতীর্থে তিন দিবস স্নান করিলেন। তখন সেই পিশাচরূপী সুতীক্ষ্ণ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া, দিব্য রূপ ধারণ করত বিমানে আরোহণান্তর দিব্য স্ত্রী পরিশোভিত হইয়া, অগস্ত্য ও অন্যান্য তপোধনকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া এবং দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

১৫। চক্রতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যে ২৩শ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। পূর্ব্বে ইহা 'মুনিতীর্থ' নামে অভিহিত ছিল। পুরাকালে শংসিত-ব্রত মহর্ষি অহির্বুধ্ন গন্ধমাদন পর্ব্বতে মুনিকুণ্ডে 'সুদর্শনের' উপাসনা করেন। তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা মুনির তপস্যায় বাধা দিলে, সুদর্শন ভক্তের রক্ষণের জন্য তথায় আসিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিষ্ণুচক্র ভক্তের প্রার্থনায় অহির্বুধ্ন মুনিকৃত তীর্থে সদা সন্নিধান রহিয়াছেন। তদবধি সেই তীর্থ 'চক্রতীর্থ' নামে অভিহিত হইতেছে। সুদর্শনের প্রসাদে তত্তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সকৃৎ স্নান করিলে, রাক্ষস-পিশাচাদি-জাত পীড়া নাশ হয়। উহাতে অন্ধ, মূর্খ, বধির, কুব্জ, খঞ্জ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, ছিন্নহস্ত, ছিন্নচরণ ও অন্যান্য বিকলাঙ্গ মনুষ্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে, পুনঃ অঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব এই তীর্থ সকলের সেবনীয়। তদ্বিষয়ে পুরাতন ইতিহাসদ্বয় বিবৃত হইতেছে।

(১) পুরাকালে দেবতারা অসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, ব্রহ্মার উপদেশে অহির্বুধ্ন চক্রতীর্থের সন্নিকটে মহেশ্বর ক্রতু করেন। সুদর্শন তীর্থসান্নিধ্যে থাকায়, তাহার ভয়ে অসুরেরা যজ্ঞ সম্পাদনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে নাই। হতাবশেষ পুরোডাশ বিভাগ করিয়া, ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদত্ত হয়। 'প্রাশিত্র' নামক পুরোডাশ সবিতার হস্তোপরি প্রদত্ত হইবামাত্রই তাহার হস্তদ্বয় ছিন্ন হইল। অষ্টাবক্র ঋষির উপদেশে ছিন্নহস্ত সবিতা অহির্বুধ্ন চক্রতীর্থে স্নান করিয়া উঠিবামাত্র

হিরণ্য-বাহুবিশিষ্ট হইলেন ও তাহা হইতে সবিতা 'হিরণ্য-পাণি' নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। দেবরাজ ও মহেশ্বর-ক্রতু সমাপন করিয়া, তাহার প্রভাবে অসুরকুল দমন করিয়া, স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

(২) পুরাকালে শ্যামলাপুরে হরিহর নামে এক বিপ্র বাস করিত; কদাচিৎ অরণ্যবাসী কোন ব্যাধের লক্ষ্য হইয়া, ব্যাধবিনির্মুক্ত বাণকর্তৃক ছিন্নপাদ হইলে মুনিগণ দ্বারায় গন্ধমাদনে আনীত হয়। তদনন্তর অহির্বুধ্ন-চক্রতীর্থে সকৃৎ স্নান করিয়া পদদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৬। শিবতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের ২৪শ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। স্বয়ং মহাদেব খনন করিয়া-ছিলেন বলিয়া, উহা শিবতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে সকৃৎ স্নান করিলে, মহাপাতক, মহাপাতকি-সংসর্গজনিত পাতক ও ব্রহ্মহত্যা ক্ষণমাত্রে নাশ পায়। এতদ্বিষয়ে একটি অদ্ভুত ইতিহাস কথিত হইতেছে।

পুরাকালে প্রজাপতি ও বিষ্ণু সাতন্ত্র্য লইয়া কলহ করেন। 'আমি জগৎকর্ত্তা, অন্য কেহ নহে, আমি সর্ব্ব প্রপঞ্চের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ কর্ত্তা, আমার অধিক কেহ নহে' ব্রহ্মা দেবতাদিগের সন্নিকটে এইরূপ প্রকাশ করেন। তৎশ্রবণে নারায়ণ হাঁসিয়া কহিলেন, 'বিধে! তুমি কি কারণে এমন কহিতেছ। অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া এবম্প্রকার বাক্য তোমার যোগ্য হয় না; আমি জগৎকর্ত্তা, যজ্ঞ, নারায়ণ ও বিভু। আমা বিনা এই জগৎ প্রপঞ্চের জীবন দুর্ল্লভ হয়, আমার প্রসাদে তোমা

কর্ত্তৃক এই স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইয়াছে।' তাহারা এইরূপ দেবতাদিগের সন্নিধানে বিবাদ করিতে থাকিলে, চতুর্ব্বেদ আসিয়া পরমার্থপ্রকাশক তথ্য বাক্য কহিল, 'হে বিষ্ণো! তুমি জগৎকর্ত্তা নহ; হে ব্রহ্মন্! তুমি প্রজাপতি নহ; কিন্তু ঈশ্বরই জগৎকর্ত্তা পরাৎপর বিভু। তাঁহার মায়া শক্তির সঙ্কল্পমাত্রেই স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব দেবতার বন্দনীয়; তিনিই সত্য, তিনি জগতের স্রষ্টা, পালক, সংহর্ত্তা ও প্রভু।' বেদ এইরূপ কহিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে কহিলেন, 'প্রমথাধিপ শম্ভু পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করেন, এজন্য তিনি মূর্ত্তিমান্। অতএব সর্ব্বসংসর্গবর্জ্জিত পরব্রহ্ম কি প্রকারে হইবেন?' তাহাদিগের ঐ কথায় আহত হইয়া প্রণব অরূপ হইলেও, রূপ ধারণ করিয়া, মহাধ্বনিতে গর্জ্জিয়া কহিলেন, 'শম্ভু মহাদেব, পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করেন, যেহেতু তিনি তাঁহার আত্মস্বরূপা। শম্ভু স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন বিশ্বাধিক, মহাদেব ইহা শ্রুত হয়। তিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বকর্ত্তা, সতন্ত্র ও সর্ব্বভাবন। হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টিকালে তুমি তাঁহারই কর্ত্তৃক রজোগুণে নিযুক্ত হইয়াছ। হে কেশব! সৃষ্টিকালে শম্ভু তোমাকে সত্বগুণে বিভূষিত করিয়া, বিশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব হে বিষ্ণো! হে প্রজাপতে! তোমাদের উভয়ে কাহারও স্বতন্ত্রতা সম্ভবে না। কিন্তু শম্ভুর স্বতন্ত্রতা সম্ভবে। হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! সর্ব্বলোককর্ত্তা, বিশ্বাধিক মহেশ্বরকে কি কারণ জানিতেছ না? সেই শক্তি উমাদেবী শঙ্কর হইতে

কদাচ পৃথক্‌ নহে। তাঁহাকে শম্ভুর আনন্দভূতা বলিয়া জানিও। অতএব রুদ্র, বিশ্বাধিক, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বদেব ও তোমাদিগের বন্দনীয়। রুদ্রের কর্ত্তা কেহ নাই, তাহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। অতএব, হে ব্রহ্মন্‌! হে বিষ্ণো! তোমরা বৃথা প্রলাপ কহিও না।' প্রণব এইরূপ কহিলেও, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মায়াতে মোহিত হওয়ায় শম্ভুবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলেন না।

তদনন্তর অনন্তাদিত্য-সঙ্কাশ রুদ্রদেব, লোক প্রলয়ে বাড়বাগ্নিসদৃশ কোপোজ্জ্বল হইয়া, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া কহিলেন, এই রুদ্রনামা মমাত্মজ আসিলেন। মহেশ্বর তাহার গর্ব্বিত বচন শুনিয়া মহাক্রোধাঞ্চিত হইয়া, ব্রহ্মাকে হনন করিবার নিমিত্ত কালভৈরবকে আজ্ঞা দিলেন, আজ্ঞামাত্র কালভৈরব ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার ঊর্দ্ধগত পঞ্চম বক্ত্র (যে বক্ত্র গর্ব্বিত বচন কহিয়াছিল) মুষ্টিদ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মার মৃত্যু হইল; কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া, ঈশ্বরের অনেক স্তুতি করিলেন। তদনন্তর কালভৈরব ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে, ঈশ্বর তাহার হস্তে ব্রহ্মকপাল সংলগ্ন দেখিয়া, পাপ-শান্তির উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কালভৈরবের হস্তে ব্রহ্মকপাল সংলগ্ন থাকায় কপালপাণি নামে বিখ্যাত হইয়া দেব, দানব, যক্ষাদি লোক বিচরণ করত সর্ব্ব পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া বারাণসীতে আসিলে, কুৎসিত ব্রহ্মহত্যা চতুর্থাংশ বিনা, পাপ প্রশ-

মিত হইল। অনন্তর কপালধ্বক্ সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া পুণ্য শিবতীর্থে সকৃৎ স্নান করিবামাত্রই অতি ভীষণ ব্রহ্মহত্যা পাপ বিধ্বংস হইল। তখন মহেশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া কালভৈরবকে কহিলেন, 'আমার তীর্থে নিমজ্জন করত তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হইল, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই; কাশীতে যাইয়া কোন স্থানে ঐ কপাল রাখ।' ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন কালভৈরব কাশীতে যাইয়া, ব্রহ্মকপাল স্থাপন করিলেন, সেই স্থান অদ্যাপি কপাল-তীর্থ নামে অভিহিত হইতেছে।

১৭। শঙ্খতীর্থ সেতুমাহাত্ম্যের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। পুরাকালে শঙ্খ নামে মুনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিষ্ণুর ধ্যানে সমাহিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; তৎকালে নিত্য স্নান করিবার জন্য এই তীর্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। যথা,—

"শঙ্খেন নির্ম্মিতং তীর্থং শঙ্খতীর্থমিতীর্য্যতে ॥"

তথায় সকৃৎ স্নান করিলে কৃতঘ্নও মুক্তি পায়, মাতৃ পিতৃ গুরু অবমাননাদি পাপও বিনষ্ট হয়; এতদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস আছে।

পুরাকালে 'বৎসনাভ' মুনি অনেক বৎসর তপস্যা করেন, এমন কি তাহার কলেবর বল্মীকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরে অতি বর্ষায় বল্মীক ধৌত হয় ও অশনিপাতে তাহার চৈতন্য হয়, পরে তপস্যায় নিরত হইলে, মনঃসংযোগে অসক্ত হইয়া, শরীর-পাতনে কৃত-

নিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ আসিয়া শরীর-পাতনে নিষেধ করিয়া পাপশান্তির উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর, ‘বৎসনাভ’ সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া শঙ্খতীর্থে সকৃৎস্নান করিয়া পাপমুক্ত হইলে, তাহার চিত্ত নির্ম্মল হইল এবং অচিরে তিনি ব্রহ্মত্বলাভ করিলেন।

১৮। গঙ্গাতীর্থ। ১৯। যমুনাতীর্থ। ২০ গয়াতীর্থ। এই তিন তীর্থের মাহাত্ম্য সেতুমাহাত্ম্যের ষড়্বিংশতি অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। ‘রেক্ক’ নামে মহর্ষি গন্ধমাদন পর্ব্বতে বহু দিন তপস্যা করিয়া তপোবলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইলে পঙ্গু হন এবং গন্ধমাদনস্থ তীর্থ সমূহে স্নান করিতে যাইতে অক্ষম হইলে শকটারোহণে তীর্থস্নানে যাইতেন। সংবৎসর শকট দ্বারা তীর্থস্নান করিলে ‘যুগ্বান’ নামে খ্যাত হন। ক্রমে পামারোগে আক্রান্ত হইয়া দিবা নিশি অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিতে থাকেন, তথাপি তপস্যা ত্যাগ করিতেন না। কদাচিৎ এক দিবস গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতে স্নান করিবার মন হইলে, যোগপ্রভাবে তাঁহাদিগকে আনিবার স্থির করিলেন। তাঁহারা ভূমি ভেদ করিয়া মনুষ্যরূপে মুনিকে কহিলেন, আপনার কি করিতে হইবে। মুনি কহিলেন, যথা;—

“যমুনে দেবি হে গঙ্গে হে গয়ে পাপনাশিনি!।
সন্নিধানং কুরুধ্বং মে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
যত্র ভূমিং বিনির্ভিদ্য ভবত্য ইহ নির্গতাঃ।
তানি পুণ্যানি তীর্থানি ভবেয়ুর্ব্বোঽভিধানতঃ॥

যত্র ভূমিং বিনির্ভিদ্য যমুনা নির্গতাগতা।
যমুনাতীর্থমিতি বৈ তজ্জ্ঞৈরভিধীয়তে ॥
যতো বৈ পৃথিবীরন্ধ্রাজ্জাহ্নবী সহসোত্থিতা।
গঙ্গাতীর্থমিতি খ্যাতং তল্লোকে পাপনাশনম্ ॥
গয়া হি মানুষং রূপং যত্র আস্থায় নির্গতৌ।
তদেব ভূমিবিবরং গয়াতীর্থং প্রচক্ষতে ॥
অত্র তীর্থত্রয়ে স্নানং যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
তেষামজ্ঞাননাশঃ স্যাৎ জ্ঞানমপ্যাদয়ং লভেৎ ॥"

উক্ত তীর্থ ত্রয়ের বৈভব বিষয়ে একটি ইতিহাস এই যে, রাজর্ষি সংজ্ঞের পুত্র 'জানশ্রুতি' সর্ব্ব জীবের আতিথ্য করিয়াও মনঃশুদ্ধি না পাইয়া 'রৈক' ঋষির নিকট উপদেশ প্রার্থী হইলেন এবং মুনিবরের উপদেশে গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্থে স্নান করিলে তাহার সর্ব্ব প্রারব্ধ নাশ ও তৎসঙ্গে মনঃশুদ্ধি হইল। তদনন্তর মুনিবর তাহাকে ব্রহ্মরূপী অদ্বৈত বিজ্ঞান প্রদান করিলে, তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া মায়া নির্ভেদ করত 'কেবল ব্রহ্ম' হইয়াছিলেন।

২১। কোটিতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র, নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ অতএব তাঁহার কোনও পাপ না থাকিলেও কেবল লোক শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই রাবণ-বধজনিত ব্রহ্ম-হত্যা বিমোক্ষণ জন্য রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই নিজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেকের জন্য শুদ্ধবারি

অন্বেষণ করেন কিন্তু নিকটে শুদ্ধবারি না পাইয়া ধনুষ্কোটির অগ্রভাগ দ্বারা ধরণী বিভেদ করিয়া জাহ্নবীকে শরণ করেন। জাহ্নবী সেই কোটি-ভিন্ন বিবর দিয়া নির্গত হইলে রামচন্দ্র সেই পুণ্যতোয়া দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেকাদি কার্য্য সমাপন করিলেন। তদনন্তর, রাম ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং তাহাতে স্নান করিয়া অনুজ ও কপিগণের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে আগমন করিলেন। যথা,—

"রামকার্ম্মুককোট্যৈব যতস্তন্নির্ম্মিতং পুরা।
অতঃ কোটিরিতি খ্যাতং তত্তীর্থং ভুবনত্রয়ে॥
যানি যানীহ তীর্থানি সন্তি বৈ গন্ধমাদনে।
প্রথমং তেষু তীর্থেষু স্নাত্বা বিগতকল্মষঃ॥
শেষপাপবিমোক্ষায় স্নায়াৎ কোটৌ নরস্ততঃ।
তীর্থান্তরেষু স্নানেন যঃ পাপৌঘো ন নশ্যতি॥
অনেকজন্মকোটিভিরর্জ্জিতো হৃদিসংস্থিতঃ।
বিনশ্যতি স সর্ব্বোহপি কোটিস্নানান্ন সংশয়ঃ॥"

শ্রীরামচন্দ্র কোটিতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধমাদন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, সকল যাত্রীই কোটিতীর্থে স্নান করত অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গন্ধমাদন পরিত্যাগ করিবে। যথা,—

"অতঃ কোটৌ নরঃ স্নাত্বা পাপশেষবিমোচিতঃ।
নিবর্ত্তেত্তৎক্ষণাদেব রামো দাশরথির্যথা॥
এতদ্ধি তীর্থপ্রবরং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
রামনাথাভিষেকায় নির্ম্মিতং রাঘবেণ যৎ॥

স্বয়ং ভগবতী যত্র সন্নিধত্তে চ জাহ্নবী।
তারকব্রহ্মণা যত্র রামেণ স্নাতমাদরাৎ॥"

উহাতে স্নান করিলে সর্ব্বসম্পৎ বৃদ্ধি ও মনঃশুদ্ধি হয়। দুঃখ, মহাদুঃখ, মহাপাতক, মহাবিঘ্ন বিনাশ হইয়া থাকে। পুরাকালে বাসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ স্বমাতুল কংসকে বধ করিয়া, দেবর্ষি নারদের উপদেশে জগতে ধর্ম্ম স্থাপনের উদ্দেশে স্বয়ং নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, এজন্য তাঁহার পুণ্য ও পাপ না থাকিলেও লোকশিক্ষা দিবার উদ্দেশে স্বমাতুল বধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত সেতুস্থ গন্ধমাদনের কোটি তীর্থে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন।

২২। শ্রীসাধ্যামৃত তীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে। পুরাকালে সনকাদি মহাযোগি-বৃন্দ উহার সেবা করিত উহা শক্তি-মুক্তিপ্রদ ও সর্ব্বপাপ-বিমোক্ষদ। যথা তত্রৈব। ২৮ অধ্যায় ৭—১২ শ্লোক।

"পূর্ব্বে বয়সি পাপানি কৃত্বা কর্ম্মাণি যো নরঃ।
পশ্চাৎ সাধ্যামৃতং সেবেৎ পশ্চাত্তাপসমন্বিতঃ॥
অন্তে বয়সি মুক্তঃ স্যাৎ স নরো নাত্র সংশয়ঃ।
সাধ্যামৃতে নরঃ স্নাত্বা দেহবন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥
সাধ্যামৃতজলে স্নাত্বা মনুষ্যাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
অনেকক্লেশঘোরাণি নরকাণি ন যান্তি হি॥
সাধ্যামৃতজলে স্নানাৎ পুংসাং যা স্যাদ্গতির্দ্বিজাঃ।
ন সা গতির্ভবেদ্‌যজ্ঞৈর্ন বেদৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ॥
যাবদস্থি মনুষ্যাণাং সাধ্যামৃতজলে স্থিতম্।

তাবদ্বর্ষাণি তিষ্ঠন্তি শিবলোকে সুপূজিতাঃ॥
অপহত্য তমস্তীব্রং যথা ভাতূদয়ে রবিঃ।
তথা সাধ্যামৃতস্নায়ী ভিত্ত্বা পাপনি রাজতে॥
বাঞ্ছিতান্ লভতে কামানত্র স্নাতো নরঃ সদা॥"

পুরাকালে রাজর্ষি পুরূরবা যজ্ঞফলে গন্ধর্ব্বলোকে বাস করিতেন। একদা দেবসভায় যাইয়া, দেবাঙ্গনাদিগের নৃত্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবাঙ্গনারা সকলে নৃত্য করিতে থাকিল, ক্রমে উর্ব্বশীর পালা আসিলে, উর্ব্বশী নৃত্য করিতে আসিল বটে, কিন্তু অহঙ্কারবশত সম্যক্ নৃত্য করিতে পারিল না। পরন্তু রাজার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে হাসিল। পুরূরবাও তাহা দৃষ্টি করিয়া হাস্য করিল। নাট্যাচার্য্য তুম্বুরু তাহা দেখিয়া রুষ্ট হইয়া কহিল, 'যেহেতুক তোমরা উভয়ে হাসিয়াছ, এজন্য তোমাদিগের উভয়েরই বিয়োগ হইবে।' রাজা অভিশপ্ত হইয়া, পাকশাসনের নিকট তৎশান্তির উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধমাদনে আসিয়া, সাধ্যামৃত তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া, তত্তীর্থ বৈভব-বশতঃ শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইয়া, বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতীর গমন করিয়াছিল। অতএব লোকে সেতু সন্দর্শনে যাইয়া, সাধ্যামৃত তীর্থে স্নান করিতে ভুলিবেন না। ইহা মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতর অবস্থিত।

২৩। সর্ব্বতীর্থ। ইহার অপর নাম মানসতীর্থ ইহা সেতুমাহাত্ম্যের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ যথা,—পুরাকালে ভৃগুবংশোদ্ভব 'সুচরিত' নামে ঋষি বার্দ্ধক্যবশতঃ গমনাগমনে অক্ষম হইয়া সর্ব্বতীর্থে স্নান করিবার অভিলাষী হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া শিশিরে জলমধ্যস্থ, গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-মধ্যগ, বর্ষায় বৃষ্টি-সহন হইয়া বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া ত্র্যম্বকের দশ বৎসর উগ্র তপস্যা করেন। শঙ্কর তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিবার জন্য তাহার সম্মুখে প্রত্যক্ষীভূত হইলে, 'সুচরিত' শ্রুতিসুখকর স্তোত্রে তাঁহার স্তুতি করিয়া, আপন অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, মহাদেব কহিলেন, যথা,—২৯।৩৩—৪৭।

"অহমাবাহয়িষ্যামি তীর্থান্যত্রৈব কৃৎস্নশঃ।
রামস্য সেতুনা পূতে নগেঽস্মিন্ গন্ধমাদনে॥
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবঃ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে॥
তীর্থান্যাবাহয়ামাস মুনিপ্রীত্যর্থমুত্তমঃ॥
ততঃ সুচরিতং প্রাহ শঙ্করঃ করুণানিধিঃ।
মুনে! সুচরিতেদন্তু মহাপাতকনাশনম্॥
সান্নিধ্যাৎ সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বতীর্থাভিধং স্মৃতম্।
ময়াত্র সর্ব্বতীর্থানাং মনসাকর্ষণাদিদম্॥
মানসং তীর্থমিত্যাখ্যাং লপ্স্যতে ভুক্তিমুক্তিদম্।
অতঃ সুচরিতাত্র ত্বং স্নাহি সদ্যো বিমুক্তয়ে॥
মহাপাতকসংঘানাং দাবানলসমদ্যুতৌ।
কামমোহভয়ক্রোধলোভরোগাদিনাশনে॥
বিনা বেদান্তবিজ্ঞানং সদ্যো নির্ব্বাণকারণে।
জন্মমৃত্যাদিনক্রৌঘসংসারার্ণবতারণে॥

কুম্ভীপাকাদিসকলনরকাগ্নিবিনাশনে।
চরিতঃ সুচরিতং শম্ভুনা মদনারিণা॥
সম্মৌ বিপ্রাঃ সর্ব্বতীর্থে মহাদেবস্য সন্নিধৌ।
স্নাত্বোত্থিতঃ সুচরিতো দদৃশেহগ্নিসমানবৈঃ॥
জরাপালিতনিষ্মু কুম্ভকর্ণোহতীবসুন্দরং।
দৃষ্ট্বা স্বদেহসৌন্দর্য্যং ততঃ সুচরিতো মুনিঃ॥
শ্লাঘয়ামাস তত্তীর্থং বহুধান্যে চ তাপসাঃ।
মহাদেবঃ সুচরিতং বভাষে তদনন্তরম্॥
অস্য তীর্থস্য তীরে ত্বং বসন্ সুচরিতদ্বিজ!।
স্নানং কুরুষ্ব সততং স্মরন্ মাং মুক্তিদায়কম্॥
দেশান্তরীয়তীর্থেষু মা ব্রজ ব্রাহ্মণোত্তম!।
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যাৎ মামন্তে প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্।
অন্যেহপি যেহত্র স্নাস্যন্তি তেহপি মাং প্রাপ্নুয়ুর্দ্বিজ!॥

২৪। ধনুষ্কোটি তীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের ত্রিংশৎ অধ্যায় হইতে ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

ইহা রামেশ্বর হইতে ২৪শ মাইল দূরে হইবে। ইহার উৎপত্তির বিষয় যথা,—আহবে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লোক-কণ্টক রাবণ নিহত হইলে, বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। অনন্তর রামচন্দ্র, বৈদেহী, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব-প্রমুখ কপিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, কার্ম্মুক ধারণ-পূর্ব্বক গন্ধমাদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ করপুটে রাঘবকে সেতু-ভঙ্গ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি অবলীলাক্রমে ধনুষ্কোটি (ধনুর অগ্রভাগ) দিয়া

সেতু-বিভেদ করিয়াছিলেন। যথা—৩০ অধ্যায়। ৭৪ শ্লোক হইতে ৯৩ শ্লোক পর্য্যন্ত।

"সেতুনানেন তে রাম! রাজানঃ সর্ব্ব এব হি।
বলোদ্রিক্তা সমভ্যেত্য পীড়য়েয়ুঃ পুরীং মম॥
অন্তঃসেতুমিমং ভিন্ধি ধনুষ্কোট্যা রঘূদ্বহ।
ইতি সম্প্রার্থিতস্তেন পৌলস্ত্যেন স রাঘবঃ॥
বিভেদ ধনুষঃ কোট্যা স্বসেতুং রঘুনন্দনঃ।
অতো দ্বিজাস্তত্তীর্থং ধনুষ্কোটিরিতি শ্রুতম্॥
শ্রীরামধনুষঃ কোট্যা যো রেখাং পশ্যতে কৃতাম্।
অনেকক্লেশসংযুক্তং গর্ভবাসং ন পশ্যতি॥
ধনুষ্কোট্যা কৃতা রেখা রামেণ লবণাম্বুধৌ।
তদ্দর্শনাদ্ভবেন্মুক্তির্ন জানে স্নানজং ফলম্॥
নর্ম্মদারোধসি তপো মহাপাতকনাশনম্।
গঙ্গাতীরে তু মরণমপবর্গফলপ্রদম্॥
দানং দ্বিজাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্।
তপশ্চ মরণং দানং ধনুষ্কোটৌ কৃতং নরৈঃ॥
মহাপাতকনাশায় মুক্ত্যৈ চাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
ভবেৎ সমর্থং বিপ্রেন্দ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
তাবৎ সম্পীড্যতে জন্তুঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ।
যাবন্নালোক্যতে রামধনুষ্কোটির্বিমুক্তিদা॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে পাপকর্ম্মাণি ধনুষ্কোট্যবলোকিনঃ॥
দক্ষিণাম্ভোনিধৌ সেতৌ রামচন্দ্রেণ নির্ম্মিতা।
যা রেখা ধনুষঃ কোট্যা বিভীষণহিতায় বৈ॥
সৈব কৈলাসপদবী বৈকুণ্ঠব্রহ্মলোকয়োঃ।
মার্গঃ স্বর্গস্য লোকস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

তুলাং যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈর্ধনুষ্কোট্যবগাহনম্
সর্ব্বমন্ত্রাধিকং পুণ্যং সর্ব্বদানফলপ্রদম্॥
কায়ক্লেশকরৈঃ পুংসাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈর্ধনুষ্কোটাবলোকিনঃ॥
রামচন্দ্রধনুষ্কোটৌ স্নানং চেল্লভতে নৃণাম্।
সিতাসিতসরিৎপুণ্যবারিভিঃ কিং প্রয়োজনম॥
রামচন্দ্রধনুষ্কোটিদর্শনং লভ্যতে যদি।
কাশ্যান্তু মরণান্মুক্তিঃ প্রার্থ্যতে কিং বৃথা নরৈঃ॥
অনিমজ্জ্য ধনুষ্কোটাবনুপোষ্য দিনত্রয়ম্।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাঞ্চ দরিদ্রঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
ধনুষ্কোট্যবগাহেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বাপি বহুদক্ষিণৈঃ॥
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
ধনুষ্কোট্যভিধং তীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং বিদুঃ॥
দশকোটিসহস্রাণি সন্তি তীর্থানি ভূতলে।
তেষাং সান্নিধ্যমস্ত্যত্র ধনুষ্কোটৌ দ্বিজোত্তমাঃ॥"

যে যে পাপ করিলে অষ্টাবিংশতি মহানরকে যাইতে হয় তত্তৎপাপকারী ধনুষ্কোটিতে যাইয়া স্নান করিলে মুক্ত হইয়া থাকে। ধনুষ্কোটিতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বক্রত স্নান করিলে অশ্বমেধ ফল, আত্মবিদ্যা, অদ্বৈত জ্ঞান, চতুর্বিধ মুক্তি, তুলাপুরুষ দানের ফল, গো-সহস্র দানের ফল, সম্পদ্ ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মহত্যা, গুরুস্ত্রী ও পরদার গমন বা সুবর্ণ-হরণ প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ-তৃপ্তিদ এই তিনটী স্থান স্থাপন করেন যথা,—

"পিতৃণাং তৃপ্তিদং স্নানং ত্রয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্।
সেতুমূলে ধনুষ্কোট্যাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
পিণ্ডং দত্ত্বা পিতৃভ্যোঽহত ঋণান্মুক্তো ভবিষ্যতি॥"

অতএব লোকে ধনুষ্কোটিতে আসিয়া অম্বুধিতে স্নান পিতৃতর্পণ ও পিতৃ-উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিয়া ভক্তি সংযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবে।

রবি মকরস্থ হইলে, মাঘ মাসের ত্রিংশৎ দিবসে ধনুষ্কোটি স্নান করিলে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থের ফললাভ করিয়া অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হইবে। যথা,—

"মকরস্থে রবৌ মাঘে ধনুষ্কোটৌ তু যো নরঃ।
স্নায়াৎ পুণ্যং নিগদিতুং তস্যাহং ন ক্ষমো দ্বিজাঃ।
মাঘমাসে ধনুষ্কোটাববগাহেত যো নরঃ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাদিষু মুনীশ্বরাঃ।
প্রাপ্নুয়াদক্ষয়াল্লোকান্ মোক্ষাংশ্চাপি লভেত সঃ॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্য বা।
তৎ সর্ব্বং মাঘমাসেঽত্র মজ্জনাৎ বিলয়ং ব্রজেৎ॥"

শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক রামনাথের বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া পরে সূর্য্যোদয় হইলে ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া দ্বিজগণকে ভোজন করিলে এবং যথাশক্তি ভূমি, গো, তিল, রজত, কাঞ্চন দান করিলে, সর্ব্বপাপ-বিমোচন হইয়া মুক্তি লাভ হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে মাঘমাসে ধনুষ্কোটিতে অবগাহন স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহোদয় ও অর্দ্ধোদয়-যোগে* ধনুষ্কোটিতে সংকল্প পূর্ব্বক স্নান করিলে ভবযন্ত্রণা ও নরকাদি ক্লেশ পাইতে হইবে না এবং সাযুজ্যমুক্তি হইয়া থাকে। তৎকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলে, তাঁহারা চন্দ্র-সূর্য্য-স্থিতি কাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। নরকস্থ পিতৃগণ পাপ-বিমুক্ত হইয়া, স্বর্গে গমন করেন এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণ মুক্ত হয়েন। অতএব তৎকালে তথায় স্নান ও তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান অবশ্য কর্ত্তব্য।

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে (গ্রহণে) ধনুষ্কোটিতে অবগাহন করিলে, কাশীক্ষেত্রে দশ বৎসর কাল বাসের ফললাভ হইবে, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে, অসংখ্য জন্মার্জ্জিত পাপ ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া সর্ব্ব-তীর্থ স্নান ফলপ্রাপ্তি ও সাযুজ্যমুক্তি লাভ হইবে। এতদ্-বিষয়ে কয়েকটি ইতিহাস বিবৃত হইতেছে।

(১) একত্রিংশত অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা,—ভারত-যুদ্ধে অষ্টাদশ দিবসে ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে, দ্রৌণি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, স্বয়ং প্রসাচক ও সেনাপতিত্বে প্রবৃত্ত হইয়া, পাণ্ডবদিগকে নিধন করি-বার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। ন্যায়মার্গে তাহা সম্পাদন

* অর্দ্ধোদয়যোগ যথা,—

"অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।

অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ॥"

পৌষ কিংবা মাঘমাসের অমাবস্যা তিথি রবিবার, ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণানক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে অর্দ্ধোদয়যোগ বলিয়া বিখ্যাত হয়। ইহা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে মহোদয় যোগ হইয়া থাকে।

করিতে অক্ষম ভাবিয়া, রাত্রিকালে ভাসপক্ষী কর্ত্তৃক সুপ্তপক্ষী ধৃত ও নিহত দেখিয়া শিবিরে সুপ্ত পাণ্ডবদিগকে নিধন করিতে কৃতসংকল্প করিলেন এবং ঘোর অন্ধকারে অর্দ্ধরাত্রে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক সুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অন্যান্য সেনানীগণকে নিধন করিয়া, পাণ্ডবের ভয়ে পলায়ন করেন এবং রেবা নদী-তীরে যাইয়া, মুনিগণ সমীপে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুনিগণ দেখিবামাত্র যোগবলে তাঁহাকে 'সুপ্তমারণ' পাপে লিপ্ত জানিয়া এবং সম্ভাষণাদি দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া দূর দূর করিলেন। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া বেদব্যাসাশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকট পাপশান্তির উপায়ের উপদেশ জ্ঞাত হইয়া, সেতুস্থ ধনুষ্কোটিতে আসিয়া সংকল্পপূর্ব্বক মাসাবধি নিত্য স্বকৃতস্নান ও রামনাথের পূজা, পরেদ্যুতে ধনুষ্কোটিতে সংকল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া, ভক্তিসহকারে রামনাথের অভিষেক করিয়া, আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া, শঙ্করের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকিলে, ভগবান্ প্রসন্ন ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া দ্রৌণিকে কহিলেন, 'হে দ্রৌণে! ধনুষ্কোটিতে নিমজ্জন বশতঃ তোমার সুপ্তমারণ মহাপাতক নষ্ট হইয়াছে, অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' অনন্তর, শঙ্কর বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন দ্রৌণি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

(২) অপর ইতিহাস দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা,—সোমবংশোদ্ভব নন্দরাজার পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত মৃগয়া

যাত্রা করেন এবং গহন বনমধ্যে রাত্রি হইলে, শর্ব্বরী যাপনের অভিপ্রায়ে কোন বৃক্ষে আরোহণ করেন। এক ঋক্ষ সিংহ ভয়ে ভীত হইয়া, পলায়নপূর্ব্বক সেই বৃক্ষে আশ্রয় লইয়া, রাজাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে সন্দর্শন করিয়া কহিল 'রাজন্! এই বন শ্বাপদসঙ্কুল। অতএব এই বৃক্ষেই রাত্রি যাপন কর, ভয় নাই। দেখ বৃক্ষতলে এক ভীষণ সিংহ আসিয়াছে, প্রথম অর্দ্ধ রাত্র তুমি নিদ্রা যাও আমি জাগিয়া থাকি, পরে তুমি উঠিলে আমি নিদ্রা যাইব।' অনন্তর ধর্ম্মগুপ্ত নিদ্রিত হইলে, সিংহ ঋক্ষকে কহিল, 'তুমি উহাকে ফেলিয়া দাও।' ঋক্ষ তাহা শ্রবণপূর্ব্বক কহিল, 'হে বনচর মৃগরাজ! তুমি ধর্ম্ম অবগত নহ। বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাতক, বরং ব্রহ্মহত্যার কতক পরিমাণে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কোটী জন্মেও নিষ্কৃতি নাই। আমি সুমেরুর ভারকে সামান্য এবং বিশ্বাসঘাতকতা-ভারকে মহাভার বলিয়া বিবেচনা করি।' সিংহ তাহা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইল। অনন্তর ধর্ম্মগুপ্ত প্রবুদ্ধ হইলে, ঋক্ষ নিদ্রিত হইল। তদনন্তর সিংহ কহিল, 'যুবরাজ! ঋক্ষকে পরিত্যাগ কর।' রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া, ঋক্ষকে ত্যাগ করিল। ঋক্ষ পাত্যমান হইয়াও, নখদ্বারা পাদপালম্বনে পড়িল না। ঋক্ষ রাজাকে দর্শন করিয়া কহিল, 'আমি কামরূপধর' আমার নাম ধ্যানকাষ্ঠ, এক্ষণে ঋক্ষরূপ ধারণ করিয়াছি মাত্র। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, অতএব তুমি উন্মত্ত হইবে।'

অনন্তর, সিংহকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'তুমি ভদ্রনামা কুবেরের সচিব ছিলে, তুমি গৌতমের শাপে সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ধর্ম্মশীল তবে কি জন্য হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ?' ধ্যানকাষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, সিংহ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া, যক্ষরূপ ধারণ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ধ্যানকাষ্ঠও যথাভিলষিত স্থানে গমন করিল। শাপপ্রভাবে ধর্ম্মগুপ্তও উন্মত্তাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। রাজর্ষি নন্দ, পুত্রের অবস্থা অবগত হইয়া, জৈমিনি মুনি সকাশে আসিয়া, পুত্রের উন্মত্ততার বিষয় কহিলে, মুনিপুঙ্গব ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া, শাপশান্তির উপদেশ দিলেন। নন্দরাজ উন্মত্ত ধর্ম্ম-গুপ্তকে লইয়া, সেতুস্থ ধনুষ্কোটিতে আসিয়া, সঙ্কল্প-পূর্ব্বক উন্মত্ত পুত্রকে স্নান করাইলে, পুত্র শাপবিমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিল। নন্দরাজও তত্তীর্থে স্নান করিয়া, একদিবস তথায় যাপন করিয়া, পুত্রের সহিত রামনাথের উপাসনা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ধন, ধান্য, ও ভূম্যাদি প্রদান করিয়া, স্বপুরীতে প্রত্যাগত হয়েন।

(৩) অপর ইতিহাস ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা পুরাকালে রৈভ্যমুনির পুত্রদ্বয় বেদবিদ্ সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা অর্ব্বাবসু ও পরাবসু নামা সসাগরা রাজচক্রবর্ত্তী বৃহদ্যুম্ন মহারাজের সত্রযাগে ব্রতী হইয়াছিল। অনন্তর কোন এক দিবস অপরাহ্ণে কনিষ্ঠ পরাবসু নিজ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, পথিমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হয় বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণাজিন-সমাবৃত হইয়া আশ্রম সমীপস্থ বনে

বিচরণ করিতেছিল, পরাবসু অন্ধকারে তাহাকে হিংস্র জন্তু ভাবিয়া আক্রমণ আশঙ্কায় কৃষ্ণচর্ম্মাবৃত পিতাকে গুরু প্রহার করিলে তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। পরাবসু অকস্মাৎ পিতৃ-বধরূপ ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠ অর্ব্বাবসু দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মহা সত্র করিল; তাহাতে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা উপস্থিত হইয়া, পরাবসুর পাপ মুক্তির উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া গমন করিল। জ্যেষ্ঠ অর্ব্বাবসু পরাবসুকে লইয়া রামসেতুস্থ ধনুস্কোটিতে আসিলে পরাবসু সঙ্কল্পপূর্ব্বক সেই তীর্থে স্নান করিয়া উত্থিত হইল। তখন তত্তীর্থ প্রভাবে অশরিণীবাণী তাহাকে কহিল, 'তোমার পিতৃ-ব্রহ্মঘাতজ মহাঘোর নরক-ক্লেশকারিণী ব্রহ্মহত্যা, ধনুকোটি স্নানে নষ্ট হইল।' তখন উভয়ে ধনুস্কোটিকে প্রণাম করিয়া, ভক্তিপুরঃসর রামেশ্বরের পূজা ও নমস্কার করিয়া, আপন আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তত্তীর্থপ্রভাবে তাহাদিগের পিতা রৈভ্যমুনি সমুত্থিত হইয়া, সমাগত পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

(৪) অপর চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত যথা,—পুরাকালে একটী শৃগাল ও একটী বানর জাতিস্মর ছিল। শৃগাল পূর্ব্বজন্মে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিল, কোন ব্রাহ্মণকে এক আঢ়ক ধান্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহা প্রদান করে নাই। সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া, শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। বানরও পূর্ব্বজন্মে 'দেবনাথ' নামে বিপ্র ছিল। ব্রাহ্মণস্ব হরণ করিয়াছিল বলিয়া,

সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ করিয়া, প্লবঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উভয়ে আপনাপন পূর্ব্বাবস্থা কহিয়া, পাপ-শান্তির কামনায় 'সিন্ধুদ্বীপ' নামে মুনির নিকটে স্ব স্ব পাপশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর ধ্যানাবলম্বনে তাহাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া, রামসেতুস্থ ধনুষ্কোটিতে যাইয়া স্নান করিতে উপদেশ দেন। তাহারাও তথায় যাইয়া স্নান করিয়া, পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল।

(১) মহারাষ্ট্রদেশস্থ যজ্ঞদেব বিপ্রের পুত্র সুমতি পিতৃ মাতৃ ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া উৎকলদেশে গমন করিয়াছিল। তথায় যুবমোহিনী কোন কিরাতীর মোহন মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত সহবাস ও সুরাপান এবং রাত্রে ব্রাহ্মণ গৃহে চৌর্য্যবৃত্তি করিত। কদাচিৎ চৌর্য্যবৃত্তি করিতে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণকে হনন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইল এবং তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পিতৃ সকাশে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল; কিন্তু, পিতা আশ্রয় দানে অসমর্থ হয়েন তথাপি অকস্মাৎ দুর্ব্বাসা মুনির সন্দর্শন পাইয়া বৎসলতা বশত সুরাপায়ী ব্রহ্মহা ব্রহ্মস্বহারী পিতৃ-মাতৃ-ভার্য্যাদ্রোহী কিরাতীসংসর্গদুষ্ট অতিপাপকৃৎ পুত্রের পাপশান্তির উপায় যাচ্ঞা করিলে, মুনিপ্রবর ধ্যানযোগে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎপাপের স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া রামসেতুতে যাইয়া ধনুষ্কোটিতে নিমজ্জন করিতে আদেশ করেন। সুমতিও

মুনিবরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামসেতুতে ও ধনুষ্কোটিতে যাইয়া পাপমুক্ত হইয়াছিল।

(৬) অপর মাতৃগমন-মহাপাতক-শান্তি বিষয়ক ইতিহাস পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত যথা—পুরাকালে পাণ্ড্যদেশে কোনও বহুশ্রুত ইধ্মবাহু নামে বিপ্রের পুত্র 'দুর্ব্বিনীত' বাল্যে পিতৃ-বিয়োগ হইলে, পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি সমাপন করিয়া, বিধবা মাতার সহিত বাস করিয়া, দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে দেশত্যাগ করিয়া, গোকর্ণে আসিয়া মাতার সহিত বাস করিতে থাকিল। বহুকাল অতীত হইলে মূঢ়বুদ্ধি, দুর্ব্বিনীত, রাগাদি বিকৃতমানস অতএব অনঙ্গশরবিদ্ধাঙ্গ ও কামমোহে আসক্ত হইয়া 'করিস্ কি, করিস্ কি, বলিতে থাকিলেও মনোদুঃখিনী অম্বাকে বলে আকর্ষণপূর্ব্বক মৈথুন করিয়া, তাহাতে রেতঃসেচনানন্তর ক্ষুণ্ণ হইয়া মহাপাতক করিয়াছি ভাবিয়া, মুনি আশ্রমে আসিয়া অগম্যাগমন পাপের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিলে, কেহ বা তাহার সহিত বার্ত্তাদোষ ভয়ে মৌনী হইল, কেহ বা দুষ্টাত্মা মাতৃগামীকে দূর দূর করিল। করুণানিধি সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদ্বিষয় অবগত হইয়া ধ্যানযোগে দুর্ব্বিনীতের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই জানিয়া অম্বার সহিত রামসেতুতে যাইয়া ধনুষ্কোটিতে মকর মাসে মাসাবধি নিমজ্জন করিতে আদেশ করিলেন। দুর্ব্বিনীত ব্যাসানুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া অম্বার সহিত সেতুতে আসিয়া রবি মকরস্থ হইলে সঙ্কল্পপূর্ব্বক

প্রত্যহ ধনুষ্কোটিতে নিমজ্জন করিতে লাগিল এবং নিরাহার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করত রামেশ্বরের পূজা করিয়া মাসান্তে পারণ করিল। অনন্তর, ব্যাস সমীপে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তিনি তাহাকে পাপ বিমুক্ত হইয়াছ ইহা বলিয়াছিলেন। তদনন্তর উভয়েই ধনুষ্কোটি-নিমজ্জন বশত দেহান্তে মুক্তি পাইয়াছিল।

(৭) পঞ্চ মহাপাতক সংসর্গদোষ শান্তি বিষয়ক ষড়্-ত্রিংশাধ্যায়ে বর্ণিত ইতিহাস যথা। গৌতমী তীরে দুরাচার নামে একটী ব্রাহ্মণ ছিল। সে সদা ব্রহ্মহা, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুতল্পগাদির সংসর্গে থাকিয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিয়াছিল; কারণ পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকীর সহিত একপংক্তি ভোজন একত্রে উপবেশন শয়ন বা সম্ভাষণ যে কেহ ব্রাহ্মণ একদিন মাত্র করিবে তাহার ব্রাহ্মণত্বের চতুর্থ অংশ নষ্ট হইবে. যে কেহ ব্রাহ্মণ দুই দিন করিবে তাহার দ্বিতীয় ভাগ (অর্দ্ধেক), তিন দিন ঐরূপ করিলে তৃতীয়াংশ এবং চারি দিন করিলে, অবশিষ্টাংশ লোপ পায়। তদনন্তর, মহাপাতকী সংসর্গ করিলে সে ব্যক্তি তত্তুল্য মহাপাতকী হয়। 'দুরাচার সদা মহাপাতক সংসর্গে ব্রাহ্মণ্যহীন হইলে, ভীষণ বেতাল কর্ত্তৃর আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তর ও বন হইতে বনান্তর যাইতে যাইতে পূর্ব্বপুণ্য-বিপাকবশত দৈবযোগে পিশাচ কর্ত্তৃক অনুদ্রুত হইয়া বেগে ধনুষ্কোটিতে পতিত হইয়া নিমজ্জিত হইলে তীর্থ বৈভব বশতঃ পাপ বিমুক্ত হইয়াছিল। বেতালও তৎসঙ্গে ধনুষ্কোটিতে পতিত হইবামাত্র

বেতালত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই বেতাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল। ভাদ্রপদে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়া পার্ব্বণ বিধানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করায় দেহান্তে তদ্দোষে বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; অনন্তর সে দুরাচারের অনু-সরণ করিয়া ধনুষ্কোটিতে পতিত হইয়া বেতালত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক ভাদ্রপদে কৃষ্ণপক্ষে কোন না কোন তিথিতে মহালয়ার শ্রাদ্ধ না করিলে পিতৃগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেহান্তে বেতালত্ব পাইতে হয়। এতদ্বিষয়ে অত্রা-ধ্যায়ে সুবিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে।

যে যে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত নাই তৎ-সমস্তই ধনুষ্কোটি স্নানে নষ্ট হয়। পূর্ব্বে তাহার অনেক গুলির নাম উল্লেখ হইয়াছে এক্ষণে অবশিষ্ট কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) শুদ্রকর্ত্তৃক লিঙ্গ ও বিষ্ণু পূজা (খ) বিপ্রের নিন্দা করা (গ) বিশ্বাসঘাতকতা (ঘ) ভ্রাতৃভার্য্যা-গমন (ঙ) দ্বিজাতির শূদ্রান্নভোজন (চ) শ্রুতি-নিন্দাকরা (ছ) কন্যা-বিক্রয় (জ) হয়-বিক্রয়। (ঝ) দেববিক্রয় (ঞ) বেদবিক্রয়। (ট) ধর্ম্মবিক্রয়ী। (ঠ) ধরুত্ত-বিক্রয় (ড) তীর্থজল-বিক্রয়। (ঢ) মাতৃ-পিতৃ ও যতিদ্রোহ গুরু-নিন্দা (ণ) শিবনিন্দা (ত) বিষ্ণুনিন্দা (থ) সৎ কথা-দূষক।

সেতুমাহাত্ম্যোক্ত উপতীর্থের তালিকা। যথা;—

১। ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্ডতীর্থ।

২। কপিতীর্থ।
৩। গয়াতীর্থ।
৪। সরস্বতীতীর্থ।
৫। ঋণমোচনতীর্থ।
৬। পাণ্ডবতীর্থ।
৭। দেবতীর্থ।
৮। সুগ্রীবতীর্থ।
৯। নলতীর্থ।
১০। নীলতীর্থ।
১১। গবাক্ষতীর্থ।
১২। অঙ্গদতীর্থ।
১৩। গজ-গবয়-সরভ-কুমুদতীর্থ।
১৪। বিভীষণ-তীর্থ।
১৫। ব্রহ্মহত্যাবিমোচন-তীর্থ।
১৬। নাগবিলতীর্থ।
১৭। সেতুমাধবতীর্থ।

১। ক্ষীরসর বা ক্ষীরকুণ্ড সেতুমাহাত্ম্যের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। মহাপুণ্য দেবীপুরের প্রতীচী দিকে যেখান হইতে রাম মহার্ণবে সেতুবন্ধন করেন তাহাই ফুল্লগ্রাম নামে অভিহিত পুণ্যক্ষেত্র। তাহারই নিকটে মহাপাতকনাশন ক্ষীরসর। পুরাকালে মুদ্গল ঋষি দক্ষিণাম্বুনিধি তীরে ফুল্লগ্রামে নারায়ণের প্রীতিকর যজ্ঞ করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞে বিষ্ণু স্বরূপ মূর্ত্তিতে আহুত ঘৃত পান করিয়া, অতি পরিতুষ্ট হইয়া, মুদ্গলকে

বর লইতে কহিলে, মুদ্গাল কহিলেন 'যখন আপনি স্বরূপমূর্ত্তিতে আসিয়া, হবি ভক্ষণ করিয়াছেন' তাহা অপেক্ষা অধিক বর কি হইতে পারে? তথাপি হে ভগবন্ বিষ্ণো! সদা আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকুক, এই প্রথম বর। প্রতিদিন আমি প্রাতঃকালে ও সায়ংসন্ধ্যায় তবরূপ অগ্নিতে সুরভির দুগ্ধ দিয়া, দেব-নারায়ণ হরির প্রীত্যর্থ এইস্থানে হোম করিতে বাসনা করি; এজন্য সুরভির দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দিন, এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।' তখন নারায়ণের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা একটি সরোবর খনন করিল। হরি সুরভিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মুদ্গাল মৎপ্রীত্যর্থ পয়োহোম করিতে অভিলাষী। তুমি প্রতিদিন সায়ংকালেও প্রাতঃকালে এইস্থলে আসিয়া, এই সরোবর দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়ারাখিবে। ইহা ক্ষীরসর নামে তীর্থ হইবে। ইহাতে স্নান করিলে, পঞ্চপাতক ও অন্যান্য পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ পাইবে।' তদনন্তর, মুদ্গালকে কহিলেন, দেহান্তে তুমি মুক্ত হইবে। হরি এই সমস্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কশ্যপের পত্নী কদ্রু ভর্ত্তৃবাক্যে নিয়মান্বিত হইয়া, এই তীর্থে স্নান করিয়া, 'ছলে সপত্নীজয়' দোষ হইতে সদ্য মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অষ্ট-ত্রিংশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ লইয়া কদ্রু ও বিনতার বিবাদ অনেক পুরাণেই বর্ণিত আছে এবং তাহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন জানিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

২। কপিতীর্থ, সেতুমাহাত্ম্যের ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত। পুরাকালে রাঘবকর্ত্তৃক রাবণাদি বিনষ্ট হইলে কপিগণ গন্ধমাদনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুন্দর তীর্থ খনন করিয়া রামের নিকট প্রার্থনা করিল, 'হে স্বামিন্! যাহারা অস্মৎকৃত এই তীর্থে ভক্তি করিয়া স্নান করিবে তাহারা মহাপাতক দারিদ্র্য ও যমপীড়া হইতে নিস্তার পায় এইরূপ বর প্রদান করুন।' রাম কপিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদিগের প্রীতিকামনায় তৎকৃত তীর্থকে বর দিয়াছিলেন। 'এই তীর্থ কপিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ইহাতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে গঙ্গা প্রয়াগ অথবা সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল, অগ্নিষ্টোম যাগাদির ফল গায়ত্র্যাদি মহামন্ত্র জপের ফল, গো সহস্র দানের ফল, চতুর্ব্বেদ পারায়ণ-ফল ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবপূজার ফললাভ হইবে।'

কপিতীর্থ বৈভব বিষয়ক ইতিহাস যথা—পুরাকালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মতেজে পরাভূত হইয়া ব্রহ্ম-বল ক্ষত্র বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা বিদিত হইয়া তৎপ্রাপ্তি কামনায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করিতে থাকিলে ইন্দ্র ভয় পাইয়া রম্ভাকে তপোবিঘ্ন করিতে আশ্রমে পাঠাইলেন। বিশ্বামিত্র তাহাকে তপোবিঘ্ন উৎপাদনের কারণ জানিয়া অভিসম্পাৎ করিলে রম্ভা তৎক্ষণাৎ শিলা হইয়া শত অযুতবর্ষ পড়িয়া থাকে। অনন্তর তথায় 'শ্বেত' নামে মুনি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে অঙ্গারকা নামে রাক্ষসী তপোবিঘ্নোৎপাদন

করিতে থাকে। এই রাক্ষসী পূর্ব্বে ঘৃতাচী নামে দেব-নর্ত্তকী ছিল; কুম্ভজের শাপে রাক্ষসী হইয়া রহিয়াছে। ঋষিকপুত্র 'শ্বেত' মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসীকে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন, অস্ত্রোদ্ভূত বায়ুরাশির বেগে রাক্ষসী ও পূর্ব্বোক্ত শীলাভূতা রম্ভা দক্ষিণ অম্বুধিস্থ গন্ধমাদনের কপিতীর্থে পতিত হইয়া তত্তীর্থ প্রভাবে উভয়ে শাপ বিমুক্ত হয় এবং স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া প্রস্থান করে।

৩।৪। গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থদ্বয় সেতুমাহাত্ম্যের চত্বারিংশ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে এই তীর্থদ্বয় মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্য। পুরাকালে 'বাক্' নামে প্রজাপতি স্বকন্যাতে কামুক হইয়া স্পৃহা করিলে, পুত্রী তাহার কামিতাবিলোকনপূর্ব্বক লজ্জিতা হইয়া, রোহিত (হরিণ বিশেষ) রূপ ধারণ করিলে, ব্রহ্মাও হরিণরূপ হইয়া তার অনুগমন করিতে থাকিল। দেবতারা তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মার নিন্দা করিল। শঙ্কর পিনাক লইয়া শরপ্রয়োগে হরিণের মস্তক ছেদন করিলে দেহ হইতে মহজ্জ্যোতি বিনির্গত হইয়া আকাশে মৃগশীর্ষা নক্ষত্র হইল। শঙ্করও আর্দ্রানক্ষত্ররূপী হইয়া, এখনও অম্বরে মৃগ ব্যাধরূপী ত্রিপুরান্তক মৃগশীর্ষান্তিকে দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, গায়ত্রী, সরস্বতী ভর্ত্তৃহীন হইয়া গন্ধমাদনে আসিয়া রামনাথের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন; ও স্নানের কারণ তীর্থ খনন করেন। কৃপানিধি মহাদেব তাহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া চতুর্ব্বক্ত্রের মৃত দেহ, ভূত কর্ত্তৃক আনাইয়া ধড়ে

মস্তক সংযোজনা করিবামাত্র চতুরানন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনর্জীবিত হইয়া শ্রুতিমধুর স্তোত্রে 'নিষিদ্ধাচরণ জন্য দোষ' শান্তির প্রার্থনা করিলে গিরিজাপতি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া সরস্বতী ও গায়ত্রীকে কহিলেন।

"যুবয়োর্ম্মৎপ্রসাদেন হে গায়ত্রি সরস্বতি !।
অয়ং ভর্ত্তা সমায়াতঃ সপ্রাণশ্চতুরাননঃ॥
সহানেন ব্রহ্মলোকং যাতং মাভূদ্বিলম্বতা।
যুবয়োঃ সন্নিধানেন সদা কুণ্ডদ্বয়েঽত্র বৈ॥
ভবিষ্যতি নৃণাং মুক্তিঃ স্নানাৎ সাযুজ্যরূপিণী।
যুষ্মন্নাম্না চ গায়ত্রীসরস্বত্যাবিতিদ্বয়ম্।
ইদং তীর্থং সর্ব্বলোকে খ্যাতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্॥"

একচত্বারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত। গায়ত্রী ও সরস্বতী-তীর্থমহাত্ম্য প্রতিপাদক ইতিহাস। যথা,—মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বর্ণিত। অভিমন্যু-তনয় রাজা পরীক্ষিত সমীকপুত্র শৃঙ্গীকর্ত্তৃক অভিশপ্তের বৃত্তান্তের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাগরুড়-মন্ত্রজ্ঞ, মান্ত্রিক, কশ্যপ-বিপ্র রাজাকে তক্ষক হইতে রক্ষা করিতে যাইতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক হইতে লোভে ধন লইয়া রাজার আয়ু অল্প জানিয়া, মুনিবাক্য সত্য হওয়া উচিত ইহা ভাবিয়া অর্দ্ধমার্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, অপর বিপ্রেরা তাহাকে মহাপাতকী ভাবিয়া, তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। কশ্যপ বন্ধু-বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শাকল্য-মুনির আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মুনিবর ক্ষণকাল ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন। যথা,—

"পরীক্ষিতং মহারাজং তক্ষকাদ্রক্ষিতুং ভবান্।
অয়াসীদৰ্দ্ধমার্গে তু তক্ষকেণ নিবারিতঃ॥
চিকিৎসিতুং সমর্থোঽপি বিষরোগাদিপীড়িতম্।
যো ন রক্ষতি লোভেন তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥
ক্রোধাৎকামাদ্ভয়াল্লোভান্মাৎসর্য্যান্মোহতোঽপি বা।
যো ন রক্ষতি বিপ্রেন্দ্র! বিষরোগাতুরং নরম্॥
ব্রহ্মহা স সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
সংসর্গদোষদুষ্টশ্চ নাপি তস্য হি নিষ্কৃতিঃ॥
কন্যাবিক্রয়িণশ্চাপি হয়বিক্রয়িণস্তথা।
কৃতঘ্নস্যাপি শাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তং হি বিদ্যতে॥
বিষরোগাতুরং যস্তু সমর্থোঽপি ন রক্ষতি।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি॥
ন তেন সহ পংক্তৌ চ ভুঞ্জীত সুকৃতী জনঃ।
ন তেন সহ ভাষেত ন পশ্যেত্তং নরং ক্বচিৎ।
তৎসম্ভাষণমাত্রেণ মহাপাতকভাগ্ভবেৎ॥
পরীক্ষিৎ স মহারাজঃ পুণ্যশ্লোকশ্চ ধার্ম্মিকঃ॥
বিষ্ণুভক্তো মহাযোগী চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
ব্যাসপুত্রাদ্ধরিকথাং শ্রুতবান্ ভক্তিপূর্ব্বকম্॥
অরক্ষিত্বা নৃপং তং ত্বং বচসা তক্ষকস্য যৎ।
নিবৃত্তস্তেন বিপ্রেন্দ্রৈর্ব্বান্ধবৈরপি দূষ্যতে॥
স পরীক্ষিন্মহারাজো যদ্যপি ক্ষণজীবিতঃ।
তথাপি যাবন্মরণং বুধৈঃ কার্য্যং চিকিৎসনম্॥
যাবৎকণ্ঠগতাঃ প্রাণা মুমূর্ষোর্ম্মানবস্য হি।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥
ইতি প্রাহুঃ পুরা শ্লোকং ভিষক্‌বৈদ্যাব্ধিপারগাঃ।
অতশ্চিকিৎসাশক্তোঽপি যস্মাদকৃতভেষজঃ॥
অৰ্দ্ধমার্গে নিবৃত্তস্ত্বং তেন তং হতবানসি॥"

অনন্তর শাকল্য মুনির নিকট স্বপাপ শান্তির উপায় অনুজ্ঞাত হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আসিয়া গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থদ্বয় ও দণ্ডপাণি ভৈরবকে নমস্কার করিয়া নিয়ম-সংযুক্ত হইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক তীর্থদ্বয়ে স্নান করিয়া পাপ বিমুক্ত হইয়া তথায় কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে গায়ত্রী ও সরস্বতী স্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষিতা হইয়াছিলেন. কশ্যপও শ্রুতিমধুর স্তোত্রে তাঁহাদিগের স্তুতি করিয়া কহিল 'আপনাদিগের দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহার পর পাপকৃৎ বুদ্ধি না হয় ধর্ম্মে সদা মতি থাকে এই বর দান করুন।' দেবীদ্বয় তথাস্তু কহিয়া অন্তর্হ্নিতা হইয়াছিলেন।

অনন্তর দ্বিচত্বারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত উপতীর্থ বিবরণ যথা,—

৫। ঋণমোচন তীর্থ। ঋণ ত্রিবিধ, ঋষি ঋণ দেব ঋণ ও পিতৃঋণ; ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বেদাধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনা করিলে ঋষি ঋণ, যজ্ঞ করিলে দেব ঋণ ও গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহিতা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিলে পিতৃঋণ নাশ পায়। অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ লইয়া কুসীদ সহিত প্রত্যর্পণ করিলে সেই ঋণ মোচন হয়, কিন্তু ঋণমোচন তীর্থে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে তৎসমস্তই নাশ পায়।

৬। পাণ্ডবতীর্থ। পঞ্চপাণ্ডব উহা খনন করিয়াছিলেন, উহাতে আদিত্যবসু রুদ্র সাধ্য মরুদ্‌গণ সন্নিহিত রহিয়াছেন। এই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণকে

পরিতৃপ্ত করিলে, সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। উহার তটে একজন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে, ঐহিক ও পারত্রিক সুখে অতিপাত হয় ও ঐ তীর্থে স্নান করিলে, দেহান্তে যোনি-যন্ত্রণা ভোগ ও নরক দর্শন করিতে হয় না।

৭। দেবতীর্থ। দেবতীর্থ দেবরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তথায় স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচিত হইয়া সর্ব্বকাম সমন্বিত অক্ষয়লোক লাভ হয়। দেবতীর্থের তীরে এক দিন বাস করিলে, নরক যন্ত্রণা নাশ হয়; যোনিযন্ত্রণা পাইতে হয় না। তাহাতে তিন দিবস বা.. -করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়।

৮। সুগ্রীবতীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে সূর্য্যলো: প্রাপ্তি, হয়মেধ ফল ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নিষ্কৃতি এবং সহস্র গোদান ফলপ্রাপ্তি হইবে। উহার স্মরণমাত্রে বেদ-পারায়ণের ফল, উহার তীরে একদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিনা মহাপাতক নাশ হইবে। উহার তীরে স্নানান্তে পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে পিতৃযজ্ঞের অষ্টগুণ ফল লাভ হইবে, এমন কি উহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে নরমেধ যজ্ঞে কালপ্রাপ্তি ও জাতিস্মরতা লাভ হইবে।

৯। নলতীর্থ। উহাতে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ হইবে। তত্তীরে ত্রিরাত্র যাপন করিয়া পিতৃ ও দেবতা উদ্দেশে তর্পণ করিলে ব্যক্তি-

মেধের ফল লাভ হইবে এবং সেই স্নানকারী বিপ্র সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী হইবে।

১০। নীলতীর্থ। তথায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইবে।

১১। গবাক্ষতীর্থ। উহাতে স্নান করিলে নরক যন্ত্রণা পাইতে হয় না।

১২। অঙ্গদতীর্থ। ইহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিয়তব্রত হইয়া স্নান করিলে সর্ব্বপাপ নাশ পায় ও পরে ইন্দ্রত্ব লাভ হইবে।

১৩। গজ, গবয়, সরভ ও কুমুদাদি-কৃত তীর্থ স্নানে অমরত্ব লাভ হইবে।

১৪। বিভীষণতীর্থ। উহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে মহাপাপ-বিমোচন দুঃখ-বিমোচন ও মহারোগ-নিবারণ, মরণান্তে কুম্ভিপাকাদি ক্লেশ নাশ ও দুঃখ নাশ হইবে।

১৫। ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থ। ইহাতে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা বিমোচন হইয়া থাকে। তথায় শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ গত হইয়াছিল। অদ্যাপি তথায় রাবণ ছায়ারূপে দৃষ্ট হয়।

১৬। নাগবিল। এই তীর্থ ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থের সম্মুখে, উহার তীরস্থিত মণ্ডপে রামকর্তৃক ভৈরব স্থাপিত ও ভৈরবের ভয়ে ব্রহ্মহত্যা লুকাইত রহিয়াছে। পুনরুত্থানে সমর্থ হইইতেছে না।

১৭। সেতুমাধবতীর্থ। ইহার উৎপত্তি ৫০শ অধ্যায়ে

বর্ণিত আছে যথা,—পুরাকালে হালাস্যেশ্বর-ভূষিতা মধুরাপুরীর রাজা সোমকুলোদ্ভব পুণ্যনিধি কদাচিৎ নিজ কুমারকে অন্তঃপুরী রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং রামসেতুতে গমন করিয়া ধনুষ্কোটিতে স্নান ও রামনাথের সংবৎসর পূজা করেন। তদনন্তর বিষ্ণুর প্রীতিকর মহাক্রতু করেন, তাহার সমাপনে ভার্য্যা বিন্ধ্যবাসীর সহিত ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া স্বপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু রাজার নিষ্ঠা পরীক্ষার মানসে লক্ষ্মীর সহিত সময় করেন। কমলা অষ্টবর্ষীয়া কন্যারূপে ধনুষ্কোটিতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। সেই সময়ে রাজা ধনুষ্কোটিতে আসিয়া সমাহিতচিত্তে স্নান করিয়া তুলাপুরুষ দানপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে সেই অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'তুমি কে! কাহার সুতা! কোথা হইতে আসিয়াছ! কি কার্য্যে আসিয়াছ! সমস্ত কথা বল।' কন্যা কহিল, আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বান্ধবও নাই, আমি অনাথা, আমি তোমার সুতা হইব, তোমার গৃহে থাকিব, তোমাকে সদা দেখিব। যদি কেহ অকস্মাৎ আসিয়া আমার করাকর্ষণ করে, হে ভূপ! যদি তুমি তাহাকে শাসন করিতে স্বীকৃত হও তাহা হইলে তোমার সুতা হইয়া তোমার মন্দিরে থাকিব'। রাজা কহিলেন 'হে শুভে! তুমি যাহা কহিলে তাহা সমস্তই করিব, আমার দুহিতা নাই একমাত্র কুলোদ্বহ পুত্র আছে যদি তোমার

রুচি হয়, হে ভদ্রে! তাহার করে তোমাকেই সম্প্রদান করিব। তুমি আমার গৃহে আইস, আমার ভার্য্যার সুতা হইয়া মম অন্তঃপুরে বাসকর'। রাজা এইরূপ কহিয়া কন্যাকে লইয়া বিন্ধ্যবাসীকে প্রদান করিলেন, মহিষী অতি যত্নে কন্যার লালন করিতে থাকিলেন। একদা সখির সহিত সেই কন্যা উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছে স্কন্ধে কাঁথা করিয়া এক বৃদ্ধ পরিব্রাজক সহসা তথায় আসিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিলে, তাহাতে কন্যা অতি ক্রোধে চীৎকার করিল। সেই ধ্বনি শুনিয়া ভূপতি উদ্যানে আসিয়া কন্যাকে কহিল অধুনা তুমি কি কারণ চীৎকার করিলে; কন্যা বাস্পলোচনা ক্ষুণ্ণা ও কাতরা হইয়া কহিল, তাত! ঐ বিপ্র আমার হস্ত আকর্ষণ করিয়াছেন ঐ দেখ বৃদ্ধ এখনো ঐ বৃক্ষের মূলে অকুতোভয়ে রহিয়াছে'। ভূপতি তাহা শ্রবণ করিয়া সত্বর বৃদ্ধকে ধরিয়া রামনাথালয়ে আনয়ন করিলেন এবং মণ্ডপের স্তম্ভে শৃঙ্খল দ্বারা পদদ্বয় বাঁধিয়া রাখিলেন। অনন্তর, রাত্রিতে ভূপ স্বপ্ন দেখিলেন সেই বৃদ্ধ শৃঙ্খল পাশে বদ্ধ হইয়াও শঙ্খ চক্র গদাদি বিষ্ণু ভূষণে ভূষিত শেষ পর্য্যঙ্কে শায়িত নারদাদি মুনি কর্ত্তৃক স্তুত বিষ্যক্‌সেন প্রভৃতি কিঙ্কর কর্ত্তৃক সেবিত, আরও দেখিলেন সেই কন্যা পদ্মহস্তা পদ্মোস্থিতা লক্ষ্মীচিহ্নে ভূষিতা হইয়া বিরাজমানা রহিয়াছে। রাজা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া সুতার আবাসে যাইয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিলেন। অতঃপর সবিতা উদিত হইলে রাজা কন্যাকে রাম-

নাথালয়ে আনয়ন করিয়া মণ্ডপে যাইয়া বৃদ্ধকে স্বপ্ন দৃষ্ট অবস্থায় দর্শন করিলেন; তখন তাঁহাকে স্বয়ং বিষ্ণু জানিয়া স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিলেন পরে নমস্কার করিয়া নিগড় বন্ধজ দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যথা,—

"নমস্তে কমলাকান্ত! প্রসীদ গরুড়ধ্বজ।
শার্ঙ্গপাণে নমস্তুভ্যমপরাধং ক্ষমস্ব মে।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ চক্রপাণে শ্রিয়ঃপতে!॥
কৌস্তুভালঙ্কৃতাঙ্কায় নমঃ শ্রীবৎসলক্ষণে।
নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় দৈত্যসংঘবিদারিণে॥
অশেষভুবনাবাসনাভিপঙ্কজশালিনে।
মধুকৈটভসংহর্ত্রে রাবণান্তকরায় তে॥
প্রহ্লাদরক্ষিণে তুভ্যং ধরিত্রীপতয়ে নমঃ।
নির্গুণায়াপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥
নমস্তে শ্রীনিবাসায় জগদ্ধাত্রে পরাত্মনে।
নারায়ণায় দেবায় কৃষ্ণায় মধুবিদ্বিষে॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজচক্ষুষে।
নমঃ পঙ্কজহস্তায়াঃ পতয়ে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥
ভূয়ো ভূয়ো জগন্নাথ নমঃ পঙ্কজমালিনে।
দয়ামূর্ত্তে নমস্তুভ্যমপরাধং ক্ষমস্ব মে॥
ময়া নিগড়পাশাভ্যাং যঃ কৃতো মধুসূদন!।
অনয়স্ত্বং স্বরূপস্তে দৈত্যাংস্ত্বদপরাধিনঃ॥
অতো মদপরাধোঽয়ং ক্ষন্তব্যো মধুসূদন!।
এবং স্তুত্বা মহাবিষ্ণুং রাজা পুণ্যনিধির্দ্বিজাঃ॥
লক্ষ্মীং তুষ্টাব জননীং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মুদা॥
নমো দেবি জগদ্ধাত্রি! বিষ্ণুবক্ষঃস্থলালয়ে॥

নমোঽব্ধিসম্ভবে তুভ্যং মহালক্ষ্মি হরিপ্রিয়ে।
সিদ্ধ্যৈ পুষ্ট্যৈ স্বধায়ৈ চ স্বাহায়ৈ সততং নমঃ॥
সন্ধ্যায়ৈ চ প্রভায়ৈ চ ধাত্র্যৈ ভূত্যৈ নমো নমঃ।
শ্রদ্ধায়ৈ চৈব মেধায়ৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥
যজ্ঞবিদ্যে মহাবিদ্যে গুহ্যবিদ্যেতিশোভনে।
আত্মবিদ্যে চ দেবেশি! মুক্তিদে সর্ব্বদেহিনাম্॥
ত্রয়ীরূপে জগন্মাতর্জ্জগদ্রক্ষাবিধায়িনি।
রক্ষ মাং ত্বং কৃপাদৃষ্ট্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি॥
ভূয়ো ভূয়ো নমস্তুভ্যং ব্রহ্মমাত্রে মহেশ্বরি।
ইতি স্তুত্বা মহালক্ষ্মীং প্রার্থয়ামাস মাধবম্॥
যদজ্ঞানান্ময়া বিষ্ণো ত্বয়ি দোষঃ কৃতোঽধুনা।
পাদে নিগড়বন্ধেন সদ্রোহঃ ক্ষম্যতাং ত্বয়া॥
লোকাস্তে শিশবঃ সর্ব্বে ত্বং পিতা জগতাং হরে।
সুতাপরাধঃ পিতৃভিঃ ক্ষন্তব্যো মধুসূদন!॥
অপরাধিনাঞ্চ দৈত্যানাং স্বরূপমপি দত্তবান্।
ভবান্ বিষ্ণো মমাপীমমপরাধং ক্ষমস্ব বৈ॥
জিঘাংসয়াপি ভগবন্নাগতাং পূতনাং ভবান্।
অনয়ত্ত্বৎপদাম্ভোজং তস্মাং রক্ষ কৃপানিধে॥
লক্ষ্মীকান্ত! কৃপাদৃষ্টিং ময়ি পাতয় কেশব॥”

অনন্তর বিষ্ণু প্রার্থিত হইয়া মেঘ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, ‘হে রাজন! বন্ধন নিমিত্ত দোষের ভয় নাই। এইস্থলে তুমি আমার প্রীতিকর ক্রতু করিয়াছিলে অতএব তুমি আমার ভক্ত, আমি তোমার ভক্তিপাশে আবদ্ধ। ভক্তাপরাধ সতত ক্ষন্তব্য, তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠার পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমার লক্ষ্মীকে তোমার

কন্যা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট, তোমার ভয়ের কারণ কিছু নাই'। তদনন্তর কন্যারূপী লক্ষ্মী রাজাকে কহিলেন 'রাজন্! আমরা উভয়েই তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি, আমাদিগের পদে সদা তোমার মতি ও ভক্তি থাকিবে। পাপে তোমার মতি হইবে না, সদা ধর্ম্মে মতি থাকিবে, দেহান্তে পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিত সাযুজ্য লাভ করিবে।'

তদনন্তর কন্যারূপিণী লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে উঠিলে বিষ্ণু কহিলেন, রাজন্! 'যেরূপে তোমা কর্ত্তৃক নিগড়-পাশে বদ্ধ হইয়াছি সেইরূপে সেতুমাধব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অত্রস্থানে থাকিয়াই মৎকৃত সেতুকে ভূত রাক্ষসাদি হইতে রক্ষা করিব। যে মানব সমাহিত হইয়া তোমাকর্ত্তৃক নিগড় বদ্ধ আমাকে পূজা করিবে তাহাদিগের সর্ব্বাভিষ্ট সিদ্ধিলাভ হইবে ও দেহান্তে মম সাযুজ্য পাইবে'। তদনন্তর বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর ভূপতি নিগড় বদ্ধ সেতুমাধবমূর্ত্তি শাস্ত্রোক্ত বিধানে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার সমস্ত বন্দোবস্থ করিয়াছিলেন। মধুরাপুরীতে নিজপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রামেশ্বরে থাকিয়া সেতুমাধব ও রামেশ্বর দেবের সেবায় দেহান্ত পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলেন। পরে, পরলোকে গমন করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য পাইলেন। যে নর সুসংযত হইয়া সেতুমাধবের সেবা করিবে সে পুনরাবৃত্ত-বর্জ্জিত অক্ষয় বিষ্ণু সাযুজ্য পাইবে।

তদনন্তর চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ হইতে রাবণ বধান্তে সীতার অগ্নিশুদ্ধি ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক রামের স্তুতি ও লিঙ্গস্থাপন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। লোকশিক্ষা দিবার মানসে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধজনিত পাপশান্তির উপায় মুনিগণ সমীপে জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিগণ কহিলেন। যথা,—৪৪।৮৭—৯৪।

"সত্যব্রত জগন্নাথ জগদ্রক্ষাধুরন্ধর।
সর্ব্বলোকোপকারার্থং কুরু রাম শিবার্চ্চনম্॥
গন্ধমাদনশৃঙ্গেঽস্মিন্ মহাপুণ্যে বিমুক্তিদে।
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং ত্বং লোকসংগ্রহকাম্যয়া॥
কুরু রাম দশগ্রীববধদোষাপনুত্তয়ে।
লিঙ্গস্থাপনজং পুণ্যং চতুর্ব্বক্ত্রোঽপি ভাষিতুম্॥
ন শক্নোতি নরো বক্তুং কিং পুনর্মনুজেশ্বর!।
যত্ত্বয়া স্থাপ্যতে লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥
অস্য সন্দর্শনং পুংসাং কাশীলিঙ্গাবলোকনাৎ।
অধিকং কোটিগুণিতং ফলবৎ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
তব নাম্না ত্বিদং লিঙ্গং লোকে খ্যাতিং সমশ্নুতাম্।
নাশকং পুণ্যপাপাখ্যকাষ্ঠানাং দহনোপমম্॥
ইদং রামেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি।
মা বিলম্বং কুরুষ্বাতো লিঙ্গস্থাপনকর্ম্মণি॥
রামচন্দ্র মহালিঙ্গ করুণাপূর্ণবিগ্রহ॥"

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণের সেই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লিঙ্গ আনয়ন করিবার জন্য, হনূমান্‌কে কৈলাস পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। মারুতিও দুই মুহূর্ত্তমাত্র পুণ্যকাল জানিয়া শীঘ্র আনিবার জন্য, কৈলাসে

গমন করিল এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লিঙ্গদর্শন না পাইয়া, মহাদেবের উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। এদিকে, হনুমানের বিলম্ব দেখিয়া; মুনিগণ পুণ্য-মুহূর্ত্ত-কাল অতীত হইবার আশঙ্কায় রামচন্দ্রকে সীতানির্ম্মিত সৈকতলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিলেন। তিনিও পরমানন্দে মুনিগণের সহিত জ্যেষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে বুধবারে হস্তানক্ষত্রে গরকরণে আনন্দ-মুহূর্ত্তে ব্যতীপাতযোগে, কন্যাস্থ চন্দ্রে বৃষস্থ রবিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সেতুমধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। যথা,—৪৪।১০২—১১৯।

"এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অনাগতং হনুমন্তং কালং সম্লাবশেষিতম্॥
জ্ঞাত্বা প্রকাশিতং তত্র রামং প্রতি মহামতিম্।
রাম রাম মহাবাহো কালো হ্যত্যেতি সাম্প্রতম্॥
জানক্যা যৎকৃতং লিঙ্গং সৈকতং লীলয়া বিভো।
তল্লিঙ্গং স্থাপয়স্বাদ্য মহালিঙ্গমনুত্তমম্॥
শ্রুত্বৈতদ্বচনং রামো জানক্যা সহ সত্বরম্।
মুনিভিঃ সহিতঃ প্রীত্যা কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ।
গরানন্দে ব্যতীপাতে কন্যাচন্দ্রে বৃষে রবৌ॥
দশযোগে মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
সেতুমধ্যে মহাদেবং লিঙ্গরূপধরং হরম্॥
ঈশানং কৃত্তিবসনং গঙ্গাচন্দ্রকলাধরম্।
রামো বৈ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গমনুত্তমম্॥
লিঙ্গস্থং পূজয়ামাস রাঘবঃ সাম্বমীশ্বরম্।

লিঙ্গস্থঃ স মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥
প্রত্যক্ষমেব ভগবান্ দত্তবান্ নরমুত্তমম্।
সর্ব্বলোকশরণ্যায় রাঘবায় মহাত্মনে ॥
ত্বয়াত্র স্থাপিতং লিঙ্গং যে পশ্যন্তি রঘূদ্বহ।
মহাপাতকযুক্তাশ্চ তেষাং পাপং প্রণশ্যতি ॥
সর্ব্বাণ্যপি হি পাপানি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ।
দর্শনাদ্রামলিঙ্গস্য পাতকানি মহান্ত্যপি ॥
বিলয়ং যান্তি রাজেন্দ্র রামচন্দ্র ন সংশয়ঃ।
প্রাদাদেবং হি রামায় বরং দেবোঽম্বিকাপতিঃ ॥
তদগ্রে নন্দিকেশঞ্চ স্থাপয়ামাস রাঘবঃ।
ঈশ্বরস্যাভিষেকার্থং ধনুষ্কোট্যাথ রাঘবঃ ॥
একং কূপং ধরাং ভিত্ত্বা জনয়ামাস বৈ দ্বিজাঃ।
তস্মাজ্জলমুপাদায় স্নাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥
কোটিতীর্থমিতি প্রোক্তং তত্তীর্থং পুণ্যমুত্তমম্।
উক্তং তদ্বৈভবং পূর্ব্বমস্মাভির্মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
দেবাশ্চ মুনয়ো নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥
সর্ব্বেঽপি বানরা লিঙ্গমেকৈকং চক্রুরাদরাৎ।
এবং বঃ কথিতং বিপ্রা যথা রামেণ ধীমতা ॥
স্থাপিতং শিবলিঙ্গং বৈ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥"

তদনন্তর, ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হইলে, শ্রীরামচন্দ্র নাগবিলের তীরে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে লিঙ্গের রক্ষার জন্য ভৈরব-মূর্ত্তির স্থাপনা করিলেন। এই লিঙ্গের দক্ষিণে পার্ব্বতী দেবী, পার্শ্বে সূর্য্য ও চন্দ্র, পুরোভাগে বহ্নি, প্রাচীদিকে শতক্রতু, অগ্নিকোণে অনল, দক্ষিণদিকে যম, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋত, পশ্চিমে

বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে ধনদ, ঈশানকোণে মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন এবং বিনায়ক কার্ত্তিকেয় ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণনায়ক, যথাস্থানে অবস্থিত আছেন।

অনন্তর রামনাথের বৈভব-বিষয়ক ইতিহাস অষ্ট-চত্বারিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা,—'শঙ্কর' নামে পাণ্ড্য-বংশীয় মধুরাপুরীর রাজা কদাচিৎ মৃগয়ায় গমনপূর্ব্বক গহন-বনে প্রবেশ করিয়া, পলায়িত মৃগকে মার মার করিতে২ বিপিন বনে যাইয়া, ক্কচিৎ বিপীনদেশে দরী-মধ্যনিবাসী ব্যাঘ্রচর্ম্মধর প্রশান্ত নিয়ত-মানস কোন মুনি ও তাহার পত্নীকে দূর হইতে ব্যাঘ্র ভাবিয়া বাণ-প্রহারে বধ করিলে, মুনি-পুত্র জাঙ্গল অপর মুনিদিগের উপদেশে পিতৃমেধ করিয়া, দিনান্তরে অস্থি লইয়া, 'হালস্য' গমন করিলেন। তথা হইতে রামেশ্বরে যাইয়া মুনিপ্রোক্ত বিধানে রামেশ্বর ক্ষেত্রে পিতৃ অস্থি স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। তথায় সংবৎসর থাকিয়া, আব্দিক সমস্ত কার্য্য করিলেন, আব্দিকান্তে 'জাঙ্গল' স্বপ্নে পিতাকে শঙ্খ, চক্র, গদাদি বিষ্ণুচিহ্নে বিভূষিত দেখিলেন, তদনন্তর সন্তুষ্ট-হৃদয়ে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে ঋষিরা পাণ্ড্যরাজ 'শঙ্কর' ভূপকে দেখিয়া কহিলেন, 'রে মহামূর্খ ব্রাহ্মণঘাতক! তুই স্ত্রীসহ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিস্? শত প্রায়শ্চিত্তে তোর দেহশুদ্ধি হইবে না। হব্য-বাহনে শরীর ত্যাগ কর; তোর সহিত সম্ভাষণ করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ স্পর্শে, রে পাণ্ড্যকুলপাংশল তুই আশ্রম হইতে বহির্গত হ।' শঙ্কর ভূপ তাহা-

দিগের কথা শুনিয়া কহিল, 'হে মুনিগণ! ব্রহ্মহত্যা শান্তির জন্য এক্ষণেই আপনাদিগের সন্নিধানে হব্যবাহনে দেহত্যাগ করিব।' অনন্তর রাজা মন্ত্রী প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'এ পাপের অন্য শান্তি নাই, সত্বর কাষ্ঠ সংগ্রহ কর, আমি হব্যবাহনে পাপ দেহ পরিত্যাগ করি। তদনন্তর তোমরা সত্বর আমার পুত্রকে রাজ্যাভিষেক করিও।' তদনন্তর কাষ্ঠ সংগৃহীত হইলে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ভূপতি অগ্নিকে ও মুনিগণকে প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার ও উমাপতিকে ধ্যান করিয়া, ধৈর্য্যান্বিত হইয়া অগ্নিতে পড়িবার উপক্রম করিলে, সকলের শ্রুতিগোচরে ভৈরবনাদে অশরীরিণী-বাণী কহিল। যথা,—৪৮।৭৭—৯১।

"ভো শঙ্কর মহীপাল মানলং প্রবিশাধুনা।
ব্রহ্মহত্যানিমিত্তং তে ভয়ো মাভূন্মহামতে॥
তবোপদেশং বক্ষ্যামি রহস্যং বেদসম্মিতম্।
শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ মদুক্তং ক্রিয়তাং ত্বয়া॥
দক্ষিণাম্বুনিধেস্তীরে গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
রামসেতৌ মহাপুণ্যে মহাপাতকনাশনে॥
রামপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং রামনাথং মহেশ্বরম্।
সেবস্ব বর্ষমেকং ত্বং ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্॥
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণং নমস্কারঞ্চ বৈ কুরু।
মহাভিষেকঃ ক্রিয়তাং রামনাথস্য বৈ ত্বয়া॥
নৈবেদ্যং বিবিধং রাজন্ ক্রিয়তাঞ্চ দিনে দিনে।
চন্দনাগরুকর্পূরৈর রামলিঙ্গং প্রপূজয়॥

ভারদ্বয়েন ভব্যেন হ্যাজ্যেন ত্বভিষেচয়।
প্রত্যহঞ্চ গবাং ক্ষীরৈর্দ্বিভারপরিসম্মিতৈঃ॥
মধুদ্রোণেন তল্লিঙ্গং প্রত্যহং স্নাপয় প্রভো।
প্রত্যহং পায়সান্নেন নৈবেদ্যং কুরু ভূপতে॥
প্রত্যহং তিলতৈলেন দীপারাধনমাচর।
এতেন তব রাজেন্দ্র রামনাথস্য শূলিনঃ॥
স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ তৎক্ষণাদেব নশ্যতঃ।
দর্শনাদ্রামনাথস্য ভ্রূণহত্যা শতানি চ॥
অযুতং ব্রহ্মহত্যানাং সুরাপানাযুতং তথা।
স্বর্ণস্তেয়াযুতং রাজন্ গুরুস্ত্রীগমনাযুতম্॥
এতৎ সংসর্গদোষাংশ্চ বিনশ্যন্তি ক্ষণাদ্বিভো।
মহাপাতকতুল্যানি যানি পাপানি সন্তি বৈ॥
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি রামনাথস্য সেবয়া।
মহতী রামনাথস্য সেবালভ্যেত চেন্নৃণাম্॥
কিং গঙ্গয়া চ গয়য়া প্রয়াগেণাধ্বরেণ বা॥
তদ্গচ্ছ রামসেতুং ত্বং রামনাথং ভজানিশম্।
বিলম্বং মাকুরু বিভো গমনে চ ত্বরাং কুরু॥

তদনন্তর মুনিগণ তৎশ্রবণে রাজাকে সত্বর অশরিণী-বাণীর আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিলেন। 'শঙ্কর' ভূপ শীঘ্র গন্ধমাদনে আসিয়, রামেশ্বরের পূজা করিলেন এবং সংবৎসর তথায় থাকিয়া ষোড়শোপচারে পূজা ও অভিষেক করাইলেন। সংবৎসর পূজা সমাপনান্তে 'শঙ্কর' ভূপ রামেশ্বর দেবের শ্রুতিসুখকর স্তব করিয়া, ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিকৃতি প্রার্থনা করিলেন। রাজার মুখহইতে নীলবস্ত্রধারিণী ক্রূরা রক্তবর্ণ-

কেশা ব্রহ্মহত্যা নির্গত হইল। রুদ্রদেবের আদেশে ভৈরব ত্রিশূলাঘাতে তাহাকে নিপাত করিল। তদনন্তর ভগবান্ রামেশ্বর-ভূপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তোমাকে স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজনিত দোষ পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে তুমি পাপবিধৌত হইয়া শুদ্ধ হইয়াছ। অতঃপর স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্ববৎ রাজ্য প্রতিপালন কর। আমার প্রসাদে তোমার নিশ্চলা ভক্তি থাকিবে, দেহান্তে পুনর্জ্জন্ম হইবে না।' রাজা নীলকণ্ঠ বিরূপাক্ষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করতঃ পরম প্রীতিসহকারে স্বসেনা পরিবৃত হইয়া, হলাস্য-পরিশোভিত পুরী গমন ও পুত্রকে রাজ্য অর্পণ করিয়া, রামেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করত তাঁহার সেবায় রত থাকিয়া দেহান্তে রামনাথের অক্ষয় সাযুজ্য পাইয়াছিলেন।

অনন্তর সেতুবন্ধ যাত্রার ক্রম প্রদত্ত হইতেছে। প্রথমতঃ রামেশ্বর মহাদেব ও রামের প্রীত্যর্থ নিজের ক্ষমতানুসারে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, পরে ভস্ম অথবা গোপীচন্দন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন করিবে, ললাটদেশে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক অথবা গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা ধারণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে কুশ-তিল-জল হস্তে বিধি অনুসারে 'সেতুবন্ধ যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া মনে মনে অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র জপ করত গৃহ হইতে যাত্রা করিবে। পথে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। কাহারো প্রতি কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ করিবে না। সকল ইন্দ্রিয়

সংযত রাখিবে, পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। তাম্বূল, তৈল ও স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। কেবল সর্ব্বদা চিত্ত শুদ্ধ রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যায় নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি গায়ত্রী-জপ করিবে। অবশিষ্ট সময় হৃদয়ে সেই পরাত্মা রামকে স্মরণ করিবে। পথিমধ্যে যাত্রিগণের সহিত নিরর্থক বৃথা বাক্য না কহিয়া বরং যে উদ্দেশে যাত্রা করা হইয়াছে সেই সেতুবন্ধ মাহাত্ম্যে রামায়ণ বা অপরাপর পুরাণ পাঠ করিবে। কাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎও বস্তু গ্রহণ করিবে না এবং আত্মোচিত শৌচাচার ছাড়িবে না।

পথিমধ্যে শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা বৈশ্বদেবের বলি-কর্ম্ম, বেদপাঠ হোম অতিথি সৎকার ও তর্পণাদি কর্ম্ম, বিদেশে পথের অনুরূপ যতটা সমর্থ হইবে, সেই পরিমাণে করিবে। যতি প্রভৃতি ভিক্ষুদিগকে যথাশক্তি ভিক্ষা প্রদান করিবে। এবং শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে গমন করিবে। পথে স্বধর্ম্ম তৎপর হইবে, নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ করিবে না। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যে স্থান হইতে সেতুর আরম্ভ হইয়াছে তথায় উপস্থিত হইবে। সেই সেতুমূলের ইতস্ততঃ সমুচিতরূপে পাষাণ খণ্ড স্থাপন করাই তথাকার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (পাষাণ দানের মন্ত্র পরে কহিব।) অনন্তর মহাসমুদ্রের আবাহন, নমস্কার ও অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক স্নানাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত মনে মনে প্রার্থনা করিয়া মনে মনেই সমুদ্রের অনুমতি লইয়া স্নান

করিবে। পরে যথাক্রমে দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ, মনুষ্য তর্পণ ও পিত্রাদির তর্পণ করিবে আর অন্তরে নারায়ণের স্মরণ করিবে।

পাষাণ সংখ্যা যথা,—সেতুবন্ধে সাতখণ্ড অন্ততঃ একখণ্ড পাষাণ স্থাপন করিতেই হইবে, যেহেতু পাষাণ-খণ্ড স্থাপিত না করিলে স্নানাদির কিছুই ফল হইবে না। পাষাণ-দানের মন্ত্র যথা,—

"পিপ্পলাদসমুৎপন্নে কৃত্যে লোকভয়ঙ্করে।
পাষাণং তে ময়া দত্তমাহারার্থং প্রকল্প্যতাম্॥"

পিপ্পলাদ-সমুৎপন্ন সর্ব্বলোকের ভয়প্রদ এই কার্য্যে আমি তোমাকে পাষাণও প্রদান করিতেছি'ইহা তোমার অবয়ব বর্দ্ধনের উপযোগী হউক।*

সান্নিধ্য মন্ত্র। যথা,—

"বিশ্বাচি ত্বং ঘৃতাচি ত্বং বিশ্বযানে বিশাম্পতে।
সান্নিধ্যং কুরু মে দেব সাগরে লবণাম্ভসি॥"

হে দেব! তুমি বিশ্বাচি (বিশ্বব্যাপী) তুমি ঘৃতাচি (যজ্ঞভুক্) তুমি এই বিশ্বের একমাত্র কারণ, তুমিই বিশাম্পতি (জীবের পতি) তুমি এই লবণ-সাগরে সন্নিহিত হও।

নমস্কার মন্ত্র। যথা,—

"নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণো হ্যপাম্পতে।
নমো হিরণ্যশৃঙ্গায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥
সমুদ্রায় বয়ূনায় প্রোচ্চার্য্য প্রণমেত্তথা॥"

* এই মন্ত্রের বিশেষ অর্থের প্রতি সন্দেহ রহিল।

হে ভগবন্! সমুদ্র হে বিষ্ণো! তুমি এই জলরাশির অধীশ্বর, তুমি বিশ্বপালক, তুমি হিরণ্যশৃঙ্গ, তুমিই বিশ্বস্থ তাবতী নদীর পতি, তোমাকে নমস্কার করি।

অর্ঘ্যমন্ত্র। যথা,—

"সর্ব্বরত্নময়ং শ্রীমান্ সর্ব্বরত্নাকরাকর।
সর্ব্বরত্নপ্রধানস্ত্বং গৃহাণার্ঘ্যং মহোদধে॥"

হে সমুদ্র! তুমি জ্ঞানের আকর তুমি নিজে বিবিধ রত্নের উৎপত্তির স্থান, এবং পৃথিবীতে আর আর যাবতীয় রত্নের আকরও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। রত্ন সকলের মধ্যে যাহা অতি প্রধান স্ত্রীরত্ন লক্ষ্মী, গজরত্ন ঐরাবত, ও অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি তোমা হইতেই উৎপন্ন। অতএব হে দেব! আমি তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।

অনুজ্ঞাপন মন্ত্র। যথা,—

"অশেষজগদাধারশঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং যুষ্মত্তীর্থনিষেবণে॥"

হে দেব! তোমাতেই অসংখ্য অসংখ্য লোক অবস্থিত রহিয়াছে। হে শঙ্খ চক্র গদাধারিন্! তোমার তীর্থ নিচয় সেবনের নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান কর।

প্রার্থনামন্ত্র। যথা,—

"প্রাচ্যাং দিশি চ সুগ্রীবং দক্ষিণস্যাং নলং স্মরেৎ।
প্রতীচ্যাং মৈন্দনামানমুদীচ্যাং দ্বিবিদং তথা॥

রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সীতামপি যশস্বিনীম্।
অঙ্গদং বায়ুতনয়ং স্মরেন্মধ্যে বিভীষণম্॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি প্রাবিশংস্ত্বা মহোদধে।
স্নানস্য মে ফলং দেহি সর্ব্বস্মাৎ ত্রাহি মাম্ভসঃ॥”

হে সাগর! পূর্ব্বদিকে সুগ্রীব দক্ষিণে নল, পশ্চিমে মৈন্দ, উত্তরে দ্বিবিদ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, অঙ্গদ, হনূমান্ ও বিভীষণকে মধ্যে চিন্তা করিতেছি, এই সীমাবিশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যগত যত তীর্থ তৎসমুদয়ই আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সেই সকল তীর্থ স্নানের সংপূর্ণ ফল প্রদান কর, তুমি পৃথিবীস্থ সকল জলের অধীশ্বর, অতএব সকল জলই যেন আমার হিতকর হয়।

হিরণ্য শৃঙ্গ এই দুই মন্ত্রদ্বারা নাভিপদ্মে নারায়ণ স্মরণ করিবে। স্নানাদি ক্রিয়ায় নারায়ণ স্মরণ করিলে তাঁহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; সর্ব্ব প্রকার সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেতুবন্ধ স্নান জানিবে। স্নানান্তর প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাস, অম্বরীষ, শুকদেব প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তগণের স্মরণ করিবে।

স্নানমন্ত্র। যথা,—

“বেদাদির্যো বেদবশিষ্ঠযোনিঃ সরিৎপতিঃ সাগররত্নযোনিঃ।
অগ্নিশ্চ তেতেজ ইলা চ তেজো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ॥
ইদন্তে অন্যাভিরস্য মানমদ্ভির্যাঃ কাশ্চ সিন্ধুং প্রবিশন্ত্যাপঃ।
সর্পোজীর্ণামিব ত্বচং জহামি পাপং শরীরাৎ॥”

হে সমুদ্র! তুমি বেদেরও পূর্ব্ব, তোমা হইতেই বেদ ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সকল নদীর পতি এবং তুমিই সর্ব্ব রত্নের স্থান। অগ্নি তোমার তেজ, বিষ্ণু তোমার রেত ধারণ করেন, তুমি অমৃতের নাভিস্বরূপ। অপরাপর নদনদীর সহিত তোমার আর তুলনা কি দিব তৎসমস্তই তোমার গর্ভে আসিয়া পতিত হয়। সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি তোমাতে স্নান করিয়া শরীর হইতে পাপকে পরিত্যাগ করি।

উক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিরোমজ্জনপূর্ব্বক স্নান করিয়া 'সমুদ্রায় বয়ুনায়' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্ব তীর্থ রূপ সমুদ্রকে নমস্কার করিবে। 'দ্বৌ সমুদ্রৌ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবে। অনন্তর, হে দিবাকর! ব্রহ্মাণ্ডস্থিত যাবতীয় তীর্থই তোমার করস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত এই সেতুবন্ধে আমাকে তীর্থস্নানের ফল প্রদান কর। 'প্রাচ্যাংদিশি চ সুগ্রীবং' এই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত তৃতীয়বার স্নান করিবে। যদি দেবীপত্তন তীর্থ দাবৎ যাওয়া হয় তবে সেই সাগরের মধ্যেই মুক্তিপ্রদ 'নবপাষাণ' সেতুতীর্থে স্নান করিবে, তাহাতে আত্মকৃত পাপ সমস্ত দূরীভূত হইবে।

যদি 'দর্ভশয়ন' নামক পথে সেতুবন্ধে যাইতে হয়, তবে তত্রত্য সমুদ্রে মুক্তিকামী হইয়া স্নান করিবে।

তর্পণবিধি যথা,—অনন্তর কুশহস্তে পিপ্পলাদ, কবি, কণ্ব, যম, মন্যু, কালরাত্রি, বিদ্যা, গণেশ, বশিষ্ঠ, বামদেব, পরাশর, শিব, বাল্মীকি, নারদ, বালখিল্যাদিমুনি, নল, নীল, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, শরভ, ঋষভ, সুগ্রীব, হনূমান্, বেদ, দর্শন, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলমিশ্র জলাঞ্জলি প্রদানরূপ তর্পণ করিবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই শিব, রাম ও লক্ষ্মণাদির তর্পণবাক্যে 'শিবায় রামায়' এই রূপ চতুর্থ্যন্ত নামাত্মক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অথবা দ্বিতীয়ান্ত অর্থাৎ 'শিবং রামং' ইত্যাদি রূপেও তর্পণ বাক্য হইতে পারে। তর্পণকার্য্য জলে থাকিয়াই সমাধা করিবে, বিনা তর্পণে স্নানের ফল পাওয়া যাইবে না। এইরূপে তর্পণ শেষ করিয়া নমস্কার করিয়া জল হইতে উঠিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিবে। অনন্তর, যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে এবং অসমর্থেরা কেবলমাত্র তিলতণ্ডুল দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিবে, আর ধনশালিগণ ষড়রসযুক্ত ব্যঞ্জনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, এবং গো, ভূমি ও তিলাদি দান করিবে। রামধনুষ্কোটি তীর্থেও সেতুমূলে এইরূপ পাষাণখণ্ড দান, স্নান ও তর্পণাদি করিবে।

অনন্তর, চক্রতীর্থে যাইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে সমুদ্রপতি নারায়ণের মূর্ত্তি দর্শন করিবে। পরে পশ্চিম পথে যাইয়া সেই চক্রতীর্থের সমীপে 'দর্ভশয়' নামক দেব বিগ্রহ দর্শন করিবে।

অনন্তর, কপিতীর্থে যাইয়া স্নান করিবে। তথা

হইতে 'সীতাকুণ্ডে' তৎপরে 'ঋণমোচন' তীর্থে যাইয়া স্নান করত রাম ও সীতার মূর্ত্তির দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিবে।

অনন্তর, লক্ষ্মণ তীর্থে যাইয়া কণ্ঠ হইতে উপর ভাগ এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্বকৃত পাপনিচয় স্মরণ করিয়া স্নান করিবে। তৎপরে রামতীর্থে স্নান করিয়া দেবালয় দর্শনার্থে গমন করিবে, তথা হইতে পাপমোচন গঙ্গা, যমুনা, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী, হনূমান্ কুণ্ড ও ব্রহ্ম-কুণ্ডে স্নান করিবে। তাহার পরে সর্ব্বপাপ বিনাশক ও নরক-ক্লেশনাশক নাগকুণ্ডে স্নান করিবে। এই নাগকুণ্ডে গঙ্গা প্রভৃতি সকল তীর্থই পাপীদিগের পাপশান্তির নিমিত্ত সদা সন্নিহিত থাকে, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গল কামনায় অনন্তাদি অষ্টনাগ এই তীর্থ খনন করিয়াছেন। তথা হইতে অগস্ত্যকুণ্ডে যাইয়া স্নান করিবে।

অনন্তর, অগ্নিতীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিবে ও গো ভূমি, স্বর্ণ ও ধান্যাদি যথাশক্তি দান করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে।

তৎপরে চক্রতীর্থ প্রভৃতি যে সকল পাপহর তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার একটীও লঙ্ঘন না করিয়া ক্রমশঃ সকল তীর্থেই স্নানাদি ক্রিয়া করিবে; অথবা নিজের রুচি অনুসারে পূর্ব্বাপর ক্রম ছাড়িয়াও সকল তীর্থে স্নানাদি ক্রিয়ায় দোষ হইবে না।

পরে রামেশ্বরালয়ে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সেতুমাধবে উপস্থিত হইবে, তথায় রাম,

লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনূমান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কপি-গণের প্রতিকৃতি দর্শন করিবে এবং সেই সেই তীর্থে যথাবিধি স্নানাদি করিয়া, রামেশ্বর শিব ও রামচন্দ্রকে প্রণাম করত 'ধনুষ্কোটী' তীর্থে গমন করিবে। তথায় যথারীতি পাষাণ খণ্ড দানাদি, স্নান দান করিবে। সমর্থ লোকেরা ভূমি গো, বস্ত্রাদিও দান করিবে এবং তত্রত্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুসারে দান করিবে।

অনন্তর, 'কোটিতীর্থে' উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্নান করত রামেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া শক্ত হইলে, ব্রাহ্মণকে স্বুবর্ণ দক্ষিণা দিবে, এবং নিজের বিত্তের প্রতি লোভ না করিয়া, তিল, ধান্য, গো, ভূমি, অন্ন, বস্ত্র, প্রদান করিবে। অনন্তর, রামেশ্বর মহাদেবের ষোড়শোপচারে পূজা ও স্তবাদি পাঠ করিয়া, ভক্তি-পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। মনে মনে রামেশ্বর মহাদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার সেতুমাধবে গমনপূর্ব্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা এবং তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণকরত স্বকীয় বাসস্থানে উপস্থিত হইবে, এপর্য্যন্তও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না। স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া, উত্তম-রূপে বিবিধ রসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে।

এক্ষণে সেতুবন্ধের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। সেতু-বন্ধে 'ধনুষ্কোটি' তীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শনে ভক্তি-পূর্ব্বক তথায় তিন দিবস বাস করিলে, পুণ্ডরীকপুরে দশ বৎসরকাল বাসের ফল হয়। 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিলে,

শিবের সহিত সাযুজ্যরূপে মুক্তিলাভ হয়। মধ্যার্জ্জুনে কুম্ভঘোণে, মায়ূরে, শ্বেতকাননে, হালাস্থে, গজারণ্যে, বেদারণ্যে, নৈমিষারণ্যে, শ্রীপর্ব্বতে, শ্রীরঙ্গে, বিন্ধ্যাচলে, চিদম্বরে, বল্মীকে, শেষপর্ব্বতে, বরুণাচলে, দক্ষিণ কৈলাসে, বেঙ্কটাচলে, কাঞ্চীপুরে, ব্রহ্মপুরে ও বৈদ্যনাথে এবং অপরাপর শিবতীর্থে কিংবা বিষ্ণুতীর্থে এক বৎসরকাল নিরন্তর বাস করিলে যে পুণ্য হয়, মাঘমাসে এই সেতুবন্ধে স্নান করিলেও সেই পুণ্য হইবে। এই সেতুবন্ধ সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছি।

"দ্বৌ সমুদ্রৌ" এই একটী মাতৃসমা হিতৈষিণীও নিত্যাশ্রুতি সেতুবন্ধের পুণ্যজনকত্ব বিষয় প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং "অদোযদ্দারু" এই দ্বিতীয়া শ্রুতি, "বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পর্য্যন্তে" এই তৃতীয়া শ্রুতি এবং 'তদ্‌বিষ্ণোঃ' এই চতুর্থী শ্রুতি ও সেতুবন্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। এইত হইল শ্রুতির কথা। ইতিহাস পুরাণ, ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র একবাক্য হইয়া সেতুবন্ধের মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি।

চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে সেতুবন্ধে স্নান করিলে, কাশীক্ষেত্রে দশবৎসরকাল বাসের ফললাভ এবং অসংখ্য অসংখ্য জন্মে যে সমস্ত পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা সেতুবন্ধে স্নানমাত্রই বিনষ্ট হইবে। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবে। সৌরমাঘে অথবা চান্দ্রমাঘে সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদিত হইতেছে, এমন সময়ে অদৃষ্ট সুপ্রসন্নবশতঃ তিন দিন সেতুবন্ধে স্নান করিলে, গঙ্গা

প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থ স্নানের ফললাভ হইবে। আর পাঁচ দিন প্রত্যুষে স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে।

মাঘমাসে দশদিন ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে, চন্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান ও চারি বেদাধ্যয়নের সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া, মরণান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। আর মাঘমাসে ধনুষ্কোটিতে এক পক্ষ স্নান করিলে, বৈকুণ্ঠলাভ হইবে। ২০ দিন স্নানে শিবের সান্নিধ্য পঞ্চবিংশতি দিবস স্নানে সারূপ্য এবং একমাস স্নান করিলে সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ হইবে।

অতএব অবশ্যই মাঘমাসে সূর্য্যোদয়ারম্ভে সেতুবন্ধে স্নান করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রগ্রহণে, সূর্য্যগ্রহণে ও অর্দ্ধোদয়যোগে যে ব্যক্তি সেতুবন্ধে স্নান করিবে, তাহার আর অত্যন্ত ক্লেশকর গর্ভবাস করিতে হইবে না, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইবে ও তাহার আর কোন প্রকার নরকের আশঙ্কা থাকিবে না। এই সেতুবন্ধ স্নান বিবিধ সুখসম্পত্তির একমাত্র নিদান ও স্বর্গদানের হেতু। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে অর্দ্ধোদয়ে ও মহোদয়ে এই রামসেতুতে অবশ্যই স্নান কর্ত্তব্য।

ভগবতী সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা যেস্থানে হইয়াছিল, সেই সীতাকুণ্ড দর্শনে ও তাহাতে স্নানে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং ক্ষণমাত্রে ভ্রূণহত্যার পাপ নষ্ট হয়,। শ্রীরাম ও রামকৃত-সেতুবন্ধ তীর্থতুল্য জানিবে। গঙ্গা ও বিষ্ণু তুল্যই পদার্থ। অতএব হে গঙ্গে! হে বিষ্ণো!

হে সেতো ! এই শব্দত্রয় উচ্চারণকরতঃ অপর স্নানেও স্নান করিলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

অর্দ্ধোদয়যোগে সেতুবন্ধে স্নানানন্তর তৎসন্নিহিত গন্ধমাদন নামক পর্ব্বতে পিতৃলোকের উদ্দেশে সর্ষপ-প্রমাণ পিণ্ডও যে প্রদান করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। আর শমীপত্র প্রমাণে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলে সেই পিণ্ডদানের মহিমায় নরক-স্থিত পিতা সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে এবং স্বর্গস্থ পিতা মুক্ত হইবে।

সেতুবন্ধে, শ্রীপদ্মনাভে, গোকর্ণ পর্ব্বতে ও পুরু-ষোত্তমক্ষেত্রের, মহাসাগর-স্নানে কালাকালের অপেক্ষা নাই। শুক্র, মঙ্গল ও শনিবারে এক সেতুবন্ধ ব্যতীত পুত্রার্থী গৃহস্থগণ সাগরের অপর কোন স্থানেই স্নান করিবে না। যে ব্যক্তি মৃত পিত্রাদির প্রেতক্রিয়া করে নাই এবং যাহার স্ত্রী অন্তঃসত্বা আছে, এই দুই ব্যক্তি সেতুবন্ধ ভিন্ন অন্যত্র সাগর স্নান করিবে না।

সেতুবন্ধ স্নানে কালশুদ্ধির অনাবশ্যক, তথায় নিত্য স্নানোক্তবিধানে স্নান করাও প্রশস্ত। বারতিথি ও নক্ষত্রাদির বিধিও নিষেধ অন্যান্য তীর্থে জানিবে। এই সেতুবন্ধে সজীব ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্নান করিবে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্নান করিবে না। পরন্তু কুশ-নির্ম্মিত প্রতিকৃতিকে তীর্থোদকে সান করাইবে। কুশ প্রতিকৃতি স্থাপনের এই মন্ত্র। যথা,—

"কুশোঽসি ত্বং পবিত্রোঽসি বিষ্ণুনা বিধৃতঃ পুরা।
ত্বয়ি স্নাতে স চ স্নাতো যস্যৈতদ্‌গ্রন্থিবন্ধনম্॥"

হে প্রতিকৃতে! তুমি কুশ নির্ম্মিত, অতএব তুমি পবিত্র, পূর্ব্বে তোমাকে ভগবান্ নারায়ণ ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব হে কুশ! যাহাকে মানসে উদ্দেশ্য করিয়া তোমার গ্রন্থি বন্ধন করা হইয়াছে, তোমার স্নানের দ্বারা তাহার সেতুবন্ধস্নানের ফল হউক।

প্রত্যেক পর্ব্বতিথিতেই সকল স্থানে সাগর পুণ্যপ্রদ, কিন্তু সেতুবন্ধে সিন্ধুসাগরসঙ্গমে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, গোকর্ণে ও পুরুষোত্তমে, সাগর-স্নানে পর্ব্ব হউক আর নাই হউক তাহার কোন বিচার করিবে না, নিত্যই স্নান করিবে। এই কয়েক স্থান ব্যতিরেকে পর্ব্ব ভিন্ন সময় মহাসাগর স্পর্শ করিবে না। পূর্ব্বে প্রত্যাগমনকালে দেবগণ, পিতৃগণ ও মুনিগণকে সাক্ষ্য করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি অদ্য এই সেতু-তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিলাম। অদ্য প্রভৃতি সেতুবন্ধে যে স্নান করিবে, আমার অনুকম্পায় তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এইস্থানে 'সেতুমাধব' নামক মহাবিষ্ণু নিগড়াবদ্ধ থাকিয়া, সেতু রক্ষা করিতেছেন।

দানের ব্যবস্থা যথা,—সেতুবন্ধে দান করা কর্ত্তব্য হইলেও যাহাকে তাহাকে দিবে না, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সদাচারবিশিষ্ট তপস্যান্বিত, বেদ-বেদান্তবিৎ, শিব বিষ্ণু

প্রভৃতি দেবোপাসক এবং পুরাণ ব্যাখ্যানে সমর্থ সেই প্রকৃত দানের পাত্র ও তাহাকেই দান করিবে। যত্তপি সেতুবন্ধে উক্ত আচারান্বিত পাত্র দুর্ঘট হয়, তবে অন্ততপক্ষে মনে মনে সৎপাত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া দান করত স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সেই উদ্দিষ্ট পাত্রকে দান করিবে, তথাচ অধম পাত্রকে দান করিবে না।

কিরূপ পাত্রকে দান করা উচিত, এতদ্বিষয়ে একটী ইতিহাস প্রদত্ত হইতেছে। দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে গুরো! আমি আপনার শিষ্য, অতএব জানিতে ইচ্ছা করি যে কি রূপ পাত্রকে দান করা উচিত তাহা আপনি যথার্থরূপে বলুন।'

বশিষ্ঠ বলিলেন, 'যত প্রকার দানপাত্র আছে, তন্মধ্যে বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন-ভোজন করেন নাই, যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং পৌরাণিক মন্ত্র সমস্ত যাঁহার অভ্যস্ত আছে, যিনি শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবোপসনা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর, যিনি দরিদ্র ও বহু-কুটুম্বযুক্ত; সেই ব্রাহ্মণকে, বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতেও সৎপাত্র জানিবে। ব্রাহ্মণই প্রকৃত দানের পাত্র, এরূপ পাত্রকে দান করিলেই ধর্ম্ম, অভিলাষ পূর্ণ এবং চরমে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে। পুণ্যস্থলে সৎপাত্রে সাধারণরূপে দান করা নিতান্ত নিন্দিত। অতএব, পুণ্যক্ষেত্র তীর্থাদিতে সৎপাত্রকে বিশেষরূপে দান না করিলে, দশজন্ম কৃকলাস (কাঁকলাস), তিন জন্ম গর্দ্দভ, দুই জন্ম ভেক,

এক জন্ম চণ্ডাল, তৎপরে শূদ্র, তৎপরে বৈশ্য, তৎপরে ক্ষত্রিয় ও সর্ব্বান্তে নানা রোগাকীর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যখন অসৎপাত্রে দান করায় বহুবিধ দোষ দেখা যায়; এজন্য সৎপাত্রে দান করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে। অগত্যা সৎপাত্র লাভ না হইলে, মনে মনে কোনও এক সৎপাত্রকে লক্ষ্য করিয়া, সঙ্কল্প-জল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিবে। যদি দৈবাৎ সেই উদ্দিষ্ট সৎপাত্র মরিয়া থাকে, তবে প্রদত্তবস্তু উদ্দিষ্ট পাত্রের পুত্রকে সমর্পণ করিবে। যদি সেই উদ্দিষ্ট পাত্রের পুত্রও মরিয়া থাকে, তবে প্রদত্তবস্তু মহাদেবকে প্রদান করিবে, তবুও অধম পাত্রকে বিশেষতঃ তীর্থে, কখনই দান করিবে না।'

মুণ্ডনাদির ব্যবস্থা যথা,—কুম্ভযোগে, সেতুবন্ধে, গোকর্ণে নৈমিষারণ্যে, অযোধ্যায়, দণ্ডকারণ্যে, বিরূপাক্ষে, ব্যঙ্কটেশ্বরে, শালগ্রামে, প্রয়াগে, কাঞ্চীতে, দ্বারকা, মথুরা, শ্রীপদ্মনাভ, কাশী, সকল পুণ্যনদী, সমুদ্র, ও ভাস্কর পর্ব্বত ইত্যাদি তীর্থে মুণ্ডন ও উপবাস করিবে। লোভক্রমে বা ভ্রমে যে ব্যক্তি মুণ্ডন ও উপবাস না করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যায় সমস্ত পাপ তাহার সহিত গৃহে উপস্থিত হয়। গন্ধমাদন পর্ব্বতে চব্বিশটী তীর্থ আছে, তন্মধ্যে কেবল শ্রীলক্ষ্মণ-তীর্থেই মুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে। শিবের এরূপ শাসন বাক্য আছে যে, লক্ষ্মণ-তীর্থের তীরে লোভবর্জ্জিত হইয়া কেবল মস্তক মাত্র মুণ্ডন করিয়া তথায় স্নান, দক্ষিণা ও লক্ষ্মণেশ্বর

শিব দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে শিবপ্রাপ্তি হইবে।

অর্দ্ধোদয়যোগে স্নানাদির ব্যবস্থা যথা,—

অর্দ্ধোদয়যোগ উপস্থিত হইলে মুক্তিপ্রদ সেতুবন্ধে স্নানপূর্ব্বক শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রামেশ্বর শিব, সুগ্রীব প্রভৃতি বানর, দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণকে ধ্যানপূর্ব্বক তর্পণ করিবে, তাহা হইলে নিজের দারিদ্র্যদোষ খণ্ডিত হয়।

সেতুবন্ধে 'অর্দ্ধোদয়' নামক স্বর্ণনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নারায়ণ প্রীত হন। অর্দ্ধোদয়যোগের ঘটক রবিবার প্রভৃতি প্রত্যেকের অর্ঘ্যমন্ত্র। যথা,—

"দিবাকর নমস্তেঽস্তু তেজোরাশে জগৎপতে।
অত্রিগোত্রসমুৎপন্ন লক্ষ্মীদেব্যাঃ সহোদর॥
অর্ঘ্যং গৃহাণ ভগবন্ সুধাকুম্ভ নমোঽস্তু তে।
ব্যতীপাত মহাযোগিন্ মহাপাতকনাশন॥
সহস্রবাহো সর্ব্বাত্মন্ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে।
তিথিনক্ষত্রবারাণামধীশ পরমেশ্বর॥
মাসরূপ গৃহাণার্ঘ্যং কালরূপ নমোঽস্তু তে॥"

হে দিবাকর! হে তেজোরাশে! হে জগতীনাথ! হে অত্রিগোত্রজাত! হে লক্ষ্মী-সহোদর! হে অমৃতাধার! তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি। হে ব্যতীপাত! হে মহাযোগিন্! হে পাপনাশকারিন্! হে সহস্রভুজ! হে সর্ব্ব-

স্বরূপ! তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি। হে তিথি-নক্ষত্র-বারাধিপতে! হে কাল-রূপিন্ পরমেশ্বর! হে মাঘমাস! তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি।

এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। নিজের সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে এবং চৌদ্দজন, বারোজন, আটজন, সাতজন, ছয়জন, অন্তপক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি অন্ন-পানাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ নূতন কাংস্যপাত্র অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিবে, ঐপাত্র জলদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তৎসমীপে ফল, গুড়, ঘৃত, তাম্বূল ও দক্ষিণা, যজ্ঞোপবীত, স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দান করিবে এবং সমর্থ হইলে সবৎসা বহুক্ষীরা গাভীও দান করিবে।

মন্ত্র যথা,—

"শ্রবণর্ক্ষে জগন্নাথ জন্মর্ক্ষে তব কেশব।
জন্ময়া দত্তমর্থিভ্যস্তদক্ষয়মিহাস্তু তে॥
নক্ষত্রাণামধিপতে দেবানামমৃতপ্রদ।
ত্রাহি মাং রোহিণীকান্ত কলাশেষ নমোঽস্তু তে॥
দীননাথ জগন্নাথ কালনাথ কৃপাকর।
ত্বৎপাদপদ্মযুগলে ভক্তিরস্তচলা মম॥
ব্যতীপাত নমস্তেঽস্তু সোমসূর্য্যসুত প্রভো।
যদ্দানাদিকৃতং কিঞ্চিত্তদক্ষয়মিহাস্তু তে॥

অর্থিনাং কল্পবৃক্ষোঽসি বাসুদেব জনার্দ্দন।
মাসর্ত্ত্বয়নকালেশ পাপং শময় মে হরে॥"

হে নারায়ণ! শ্রবণানক্ষত্রে অথবা জন্মনক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে আমি যাহা দান করিতেছি, তাহা তোমারই প্রীতির নিমিত্ত হউক। হে নক্ষত্রনাথ! হে দেবগণের অমৃতপ্রদ! হে রোহিণীকান্ত! হে কলাশেষ! অর্থাৎ অমাকলা-বিশিষ্ট! চন্দ্র! তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে রক্ষা কর। হে দীননাথ! হে জগতীপতে! হে কালাধীশ্বর! হে কৃপাকর সূর্য্য! আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যেন তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে। হে ব্যতীপাত! হে চন্দ্রসূর্য্যোদ্ভব! প্রভো! আমি তোমারই প্রীত্যর্থে যে দানাদি করিয়াছি, তাহা অবিনশ্বর হউক। হে নারায়ণ! তুমি তোমার সেবকদিগের সম্বন্ধে কল্পতরু। হে জনার্দ্দন! বাসুদেব! তুমি মাস ঋতু ও অয়নের অধীশ্বর, তুমি আমার পাপ বিনষ্ট কর।

পরে ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া কেবল হিরণ্যশ্রাদ্ধ, বা আমতণ্ডুল শ্রাদ্ধ, অথবা পক্কান্ন শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। অতঃপর বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা আচার্য্য পূজা সম্পন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণপ্রতিমা, ছত্র, গো ও চর্ম্মপাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিবে। সেতুবন্ধে এই প্রকার ব্রতাচরণ করিলেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কৃত হইয়া যায় তাহার আর কিছুই করিবার অবশিষ্ট থাকে না। অর্দ্ধোদয়

উপস্থিত হইলে, অন্যস্থানেও উক্তরূপেই ব্রত আচরণ করিবে।

এক্ষণে, আমরা সেতুবন্ধতীর্থে যে যে বিষয় দৃষ্টিগোচর করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। আমরা যে বাটীতে ছিলাম, পাম্বম্-পোষ্টক্লার্ক সপরিবারে, মার্গশীর্ষ শুক্ল ত্রয়োদশীতে লক্ষ দীপোৎসব দেখিতে আসিয়া, সেই বাটীর একাংশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে রকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বাক্যালাপ করিয়া, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিলাম। তিনি পাণ্ডাদিগের কার্য্যকলাপ, তাহাদিগের প্রবঞ্চনা, শঠতা ও পরে বলপ্রয়োগে অপহরণাদির বিষয় কহিয়া বলিলেন, 'আপনারা পৃথক আবাসে আসিয়া ভালই করিয়াছেন। উহারা রামরতনপিল্লেকে (ম্যাজিষ্ট্রেট) বড়ই ভয় করে। আপনাকে তাহার বন্ধু বলিয়া জানিয়াছে, সুতরাং ততদূর করিতে পারিবে না; তবে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।' তদনন্তর পূজার নিয়মাদি এবং তাহার সম্পাদনের ব্যয়াদি বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন। পরে পাণ্ডাজী প্রাতঃস্নান ও বিভূতি-ভ্রক্ষণ করতঃ শুদ্ধ হইয়া আসিলেন। আমরাও কথায় কথায় তাঁহার প্রমুখাৎ রামেশ্বরের যাত্রাবিধি, তীর্থের ও উপতীর্থের তালিকা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। (ইহা পরে বলা হইবে।) তদনন্তর, আমাদের সময় অল্প এজন্য দুই দিবসের মধ্যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে বলায় প্রত্যেক তীর্থে যে যে সময় লাগিবে,

হিসাব করিয়া তিনি কহিলেন, 'অষ্টাহের কমে কিছুতেই হইতে পারে না।' তাঁহার হিসাব দেখিয়া, অধিকাংশ বাদ দিয়া, দুই দিবসের মধ্যে কার্য্য উদ্ধার করিবার স্থির করিয়া, প্রথম পুণ্য শ্রীলক্ষ্মণকুণ্ডে আসিয়া সঙ্কল্প করণানন্তর পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ড, পরে মুণ্ডনকার্য্য, তাহার পর সস্ত্রীক তীর্থস্নান করিলাম এবং শ্রীরামচন্দ্র-কুণ্ডে তদ্রূপ করিয়া, অপর কয়েকটি তীর্থ দর্শন করত আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে তিন চারি দিবসের আত্যন্তিক ভ্রমণ, গাড়ীর কষ্টে অনিদ্রা, অসময়ের আহারাদির জন্য শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। আহারান্তে বিশ্রাম করিলেও, শরীরের গ্লানি দূর না হওয়ায়, অপ-রাহ্নে বিশেষ কিছু করিলাম না। পরে মধুরার 'ত্রিগুণ-সম্বন্ধমূর্ত্তি' মঠের মহন্তের সহিত শাস্ত্রালাপে অতিবাহিত করিলাম। ঠিক বলিতে পারিলাম না, কি কারণে ডিঃ জজ্ আফিসে এই দেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব যাইয়া থাকে। কিছুদিন হইল, আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে কয়েকখানি বেনামি পত্র আসিলে, তদন্তে কর্ম্মচারীদিগের উপর সন্দেহ হওয়ায়, তাহাদিগকে সস্পেণ্ড করিয়া নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় এবং মঠাধিপকে ম্যানেজারী দেওয়া হইয়াছে। অতএব, পাণ্ডার-সন্নিধি তৎকালে দেবালয় পারদর্শনে আসিয়াছিলেন এবং আমরা যে বাটীতে ছিলাম, তাহার পরবর্ত্তী বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি স্বয়ং ইংরাজি না জানিলেও জজ্ সাহেবের সহিত ইংরাজিতে পত্রাদি লিখিতে ও

হিসাব রাখিতে হয়। তাঁহার ইংরাজী দপ্তর ও দ্রাবিড়ী দপ্তর দুইই আছে। তাঁহার প্রধান কেরাণি সুন্দর-রাম আইয়ারের সহিত অনায়াসেই পরিচয় হইলে, তিনি পাণ্ডার-সন্নিধির সহিত সাক্ষাতের সময় স্থির করেন। পরে তাঁহার সহিত গমন করিয়া মঠাধিকারীর সহিত অনেকক্ষণ শাস্ত্রালাপ করিলাম। পরদিবস প্রাতে রামেশ্বরের আশপাশে তীর্থ সন্দর্শনে বহির্গত হইলাম। পাণ্ডাজী আমাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিয়া, সঙ্কল্প, স্পর্শস্নান ও তর্পণ করাইয়া ছিলেন। অধিকাংশ তীর্থই ক্ষুদ্র জলাশয় বা কূপমাত্র।

১। আমরা সুগ্রীবতীর্থের (ইহা উপতীর্থের অষ্টম সংখ্যক) তীরে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে সুগ্রীব-প্রতিষ্ঠিত সুগ্রীবেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলাম। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম। *

২। তথা হইতে ন্যূনাধিক এক চতুর্থ মাইল (অর্দ্ধ-পোয়া) দূরে অঙ্গদতীর্থ। ইহা উপতীর্থের দ্বাদশ সংখ্যক। উহার তীরে ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে অঙ্গদ-প্রতিষ্ঠিত অঙ্গদেশ্বর লিঙ্গ। ইহাও প্রধান একাদশ লিঙ্গের অন্যতম।

৩। এই অঙ্গদতীর্থের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে মারুতীশ্বর। ইহা ৮ সংখ্যক তীর্থের তীরস্থ মারুতীশ্বর হইতে বিভিন্ন।

---

* একাদশ-শ্রেষ্ঠ-লিঙ্গ যথা,—১ রামেশ্বর। ২ মারুতিশ্বর। ৩ জানকীশ্বর। ৪ লক্ষ্মণেশ্বর। ৫ সুগ্রীবেশ্বর। ৬ নলেশ্বর। ৭ অঙ্গদেশ্বর। ৮ নীলেশ্বর। ৯ জাম্বুবল্লিঙ্গ। ১০ বিভীষণেশ্বর। ১১ ইন্দ্রাদি দেবগণকৃত লিঙ্গ।

৪। জাম্বুতীর্থ। ইহার উল্লেখ সেতুমাহাত্ম্যে ৪১ অধ্যায়ে না থাকিলেও, জাম্বুমান-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের উল্লেখ ৪৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইল। উহাও একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম।

৫। নলতীর্থ। ইহা উপতীর্থের নবম সংখ্যক। উহার তীরে নলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহাও একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম।

৬। নীলতীর্থ। ইহা উপতীর্থের দশম সংখ্যক। ইহার তীরে নীল-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ রহিয়াছে। ইহাও একাদশ মহালিঙ্গের অন্যতর।

৭। পর্ব্বতগঙ্গা। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে অমরদাস নামে কোন শ্রীবৈষ্ণব উত্তরদেশ হইতে আসিয়া, এই স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি একটী কূপ খনন করিয়া বাঁধাইয়াছেন। ইহার নামই পর্ব্বতগঙ্গা হইয়াছে। পাণ্ডারা উহা তীর্থ বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। তবে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি তীর্থ অপেক্ষা ইহা বৃহত্তর ও উহার জল সুমিষ্ট। উহা অবশ্য সেতুমাহাত্ম্যোল্লিখিত তীর্থ নহে।

৮। অনন্তর আমরা রামনাদ রাজাদিগের পুরাতন বাটী সন্দর্শন করিলাম, অমরদাসকৃত তাহার নিকট পর্ব্বতগঙ্গা-প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান।

৯। একটি উচ্চ জমির উপর পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। উক্ত ভূখণ্ড গন্ধমাদন পর্ব্বত নামে অভিহিত। সেতুমাহাত্ম্যোক্ত গন্ধমাদন পাম্বম হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও, ইহাকেই

গন্ধমাদন বলিয়া দেখান হয়। এই স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয়।

১০। অমরদাস-প্রতিষ্ঠিত হনূমানজীর মন্দির এবং উহার সম্মুখে বাল-অঙ্গদেশ্বরের মন্দির।

১১। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর রামঝরকা। পাহাড়টী সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ১০০ফুট উচ্চ হইবে। তাহার উপর একটি দ্বিতল মন্দির আছে। মন্দিরের উপরিভাগ হইতে চতুর্দ্দিগের দৃশ্য বহুদূরব্যাপী অতি মনোহর; তথায় সর্ব্বদা শীতল বায়ু বহিতেছে। নিম্ন-তলস্থ মঞ্চোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা রহিয়াছে। অর্চ্চক, এই স্থানে আমাদিগের হইয়া অষ্টোত্তর শত অর্চ্চনাদি করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, এই তীর্থ অতি প্রসিদ্ধ। তথায় শ্রীরামচন্দ্রের যথাবিধানে পূজাদি করিয়া, ব্রাহ্মণ-সন্তর্পণ করাইলে, অপুত্রক ও গুণবান্ পুত্র লাভ করিয়া থাকে।

১২। পাণ্ডবতীর্থ। ইহা নিম্ন জমিতে অবস্থিত। ইহা উপতীর্থের ৬ সংখ্যক তীর্থ। পঞ্চ-পাণ্ডবগণ পঞ্চ-তীর্থ খনন করিয়া, স্ব স্ব নাম দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা ৫টী ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র। ধর্ম্মতীর্থের তীরে একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গ আছে, উহা ধর্ম্মরাজ-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পাণ্ডবেশ্বর নামে অভিহিত।

১৩। তদনন্তর আমরা বৃহৎ ব্রহ্মকুণ্ডে আসিলাম, ইহা চতুর্ব্বিংশতি শ্রেষ্ঠ তীর্থের মধ্যে ৭ম সংখ্যক। ইহার পশ্চিম তীরে একটী পুরাতন মণ্ডপ আছে। শুনিলাম

রামেশ্বর-দেব নবরাত্রে ঐ মণ্ডপে আসেন। হ্রদটি বর্ষা-যুক্ত জলে পূর্ণ ছিল, হ্রদের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ দৃষ্ট হইল। পাণ্ডাজী কহিলেন, উক্ত মণ্ডপের নিকটে বিভূতি মৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহাই ব্রহ্মকুণ্ডের বিভূতি।

১৪। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে দ্রৌপদী নামে ক্ষুদ্র জলাশয়। ইহার নামোল্লেখ সেতুমাহাত্ম্যে নাই।

১৫। তদনন্তর আমরা ভদ্রকালীদেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, মন্দিরটী অতি পুরাতন, সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; চূর্ণ-প্রস্তরে (লাইম্‌স্-ষ্টোনে) নির্ম্মিত; স্থানে স্থানে লোণা লাগিয়াছে; সম্মুখে দুই দ্বারপালের ভীষণমূর্ত্তি ও ১০৮ বাহনের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। মূলস্থানে গমন করিয়া দেখিলাম, মূর্ত্তিটী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী, মহিষ-রূপী অসুর পদতলে রহিয়াছে। পূজারী, ব্রাহ্মণ নহে, গরবজাতি। দেবীর পূজা বামাচার মতে হইয়া থাকে। মঙ্গল ও শুক্রবারে ছাগ-বলি হয়, উৎসবের সময় মহিষ বলি হয়। নিত্যপূজায় পশু-হনন হয় না; ষাণ্মাসিক ধ্বজারোহণ উৎসবের সময় পার্ব্বতী ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি এখানে আইসে, তৎকালে ব্রাহ্মণে অভিষেক করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ভদ্রকালীর উৎসব অতি সমারোহে হইত।

১৬। তদনন্তর, হনূমান্‌-কুণ্ডে আসিলাম। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের অষ্টম সংখ্যক। এইটি চতুষ্কোণাকৃতি, ইহার চারিদিকে প্রস্তরে বাঁধান। ইহা অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। ইহার তীরে ক্ষুদ্র

মন্দিরে হনূমানজী কর্ত্তৃক কৈলাস হইতে আনীত লাঙ্গুলাঙ্কিত লিঙ্গ রহিয়াছেন, অর্থাৎ একটি প্রস্তরে হনূমানমূর্ত্তি ও তাহার লাঙ্গুলে একটি বেষ্টিত লিঙ্গ দৃষ্ট হইল। ইহা সেতুস্থ একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম।

১৭। তদনন্তর, অগস্ত্যতীর্থে আসিলাম। ইহা সেতুমাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থের নবম সংখ্যক। এই তীর্থ-পুষ্করিণী প্রস্তরে বাঁধান। ইহার তীরে অগস্ত্যেশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপিত।

১৮। তদনন্তর লক্ষ্মীতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের ত্রয়োদশ সংখ্যক। ইহা অবশ্য সমুদ্রের একটি ঘাট মাত্র।

১৯। তদনন্তর অগ্নিতীর্থে আসিলাম, ইহা সেতু-মাহাত্ম্যোক্ত চতুর্দ্দশ তীর্থ। ইহাও একটী সাগরস্নানের ঘাট মাত্র। এই স্থানে বৈদেহীর অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল ও এই স্থানে অগ্নিদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা এই তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বকৃত স্নান করিয়া, তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিলাম। ঘাটের উপর হনূমানজীর ও মহাকালীর মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের বিষয় সেতুমাহাত্ম্যে কথিত নাই। তথা হইতে সিক্তবস্ত্রে মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিলাম। প্রাঙ্গণ মধ্যে অনেকগুলি কূপ আছে, সকল গুলিই মহাতীর্থ। ক্রমে তাহাদিগের নাম প্রদত্ত হইতেছে।

২০। মহালক্ষ্মী তীর্থ। পাণ্ডার প্রমুখাৎ জানিলাম, বলরাম, কৃষ্ণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবেরা তথায় স্নান করিয়া-

ছিলেন। উহার পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী ও পার্শ্বদেশে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর ক্ষুদ্র মন্দিরে বিরাজমান আছেন।

২১। তদনন্তর, গায়ত্রী-তীর্থে ও সাবিত্রী-তীর্থে আসিলাম। ইহা উপতীর্থের অন্তর্গত ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যক। ইহার জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাতে আমরা স্নান করিয়াছিলাম।

২২। সেতুমাধব তীর্থ। ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৮০ ফুট হইবে। চতুর্দ্দিক্ প্রস্তরে বাঁধান, ইহার তীরে মন্দির মধ্যে সেতুমাধব-মূর্ত্তি আছে। ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

২৩। তদনন্তর একটী প্রাঙ্গণে ৫টী কূপ দৃষ্ট হইল। উহা নল, নীল, গয়, গবাক্ষ ও গবয় তীর্থনামে অভিহিত। প্রত্যেকের সন্নিধানে ক্ষুদ্র মন্দিরে তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি। পূর্ব্বে আমরা নলের ও নীলের তীর্থ একবার বলিয়াছি এখানেও নলের ও নীলের তীর্থ কথিত হইয়াছে, আমরা এতদ্বিষয়ের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিলে পাণ্ডাজী কিছুই বলিতে পারেন নাই।

২৪। তদনন্তর, আমরা ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থে আসিলাম। ইহা উপতীর্থের পঞ্চদশ সংখ্যক। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইটীও একটি ক্ষুদ্র বাঁধান কূপ।

২৫। তদনন্তর যমুনা, গঙ্গা ও গয়াতীর্থ সন্দর্শন করি। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ সংখ্যক। ইহা একটী ক্ষুদ্র বাঁধান কূপমাত্র।

২৬। তদনন্তর, একটী মহলে তিনটী কূপ দৃষ্ট হইল। ইহাদের মধ্যে একটীর নাম শঙ্খতীর্থ উহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের সপ্তদশ সংখ্যক। অপর দুইটির নাম চন্দ্র-তীর্থ ও সূর্য্যতীর্থ। ইহাদের উল্লেখ সেতুমাহাত্ম্যে দেখি নাই।

২৭। তদনন্তর একটি শঙ্করতীর্থ নামে কূপ দৃষ্ট হইল। শুনিলাম শঙ্করভূপ উহা খনন করিয়াছিলেন।

২৮। তদনন্তর, দ্বিতীয় চক্রতীর্থ। ইহা সেতুমাহা-ত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের পঞ্চদশ সংখ্যক। ইহাও বাঁধান কূপমাত্র।

২৯। শিবতীর্থ। ইহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের ষষ্ঠদশ সংখ্যক ও একটী ক্ষুদ্র কূপ মাত্র।

৩০। তদনন্তর, সাধ্যামৃত তীর্থ দৃষ্ট হইল। উহা সেতুমাহাত্ম্যোক্ত দ্বাবিংশ সংখ্যক। উহাও একটী কূপমাত্র।

তদনন্তর, রামেশ্বর দেবের গঙ্গোদকাভিষেক, জলাভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজার জন্য নির্দ্ধারিত মূল্য প্রদান করিলাম। গঙ্গাদেবীর পূজা, অভিষেক ও স্বস্তিপাঠাদি করাইয়া, যথা সময়ে দেবালয়ে যাইয়া, পার্ব্বতীদেবীর, বিশ্বেশ্বরের* ও রামেশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আহারান্তে মন্দির সন্দর্শনে গমন করিলাম। এতাবৎ

* দক্ষিণ প্রদেশে প্রথমতঃ দেবীর পূজা ও তৎপরে দেবের পূজা হইয়া থাকে।

কাল আমরা তীর্থসন্দর্শনাদিতে ব্যাপৃত ছিলাম, বিশেষ-রূপে মন্দির দর্শনে অবকাশ পাই নাই। তজ্জন্য তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলি নাই। এক্ষণে দেবালয়ের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে উচ্চ প্রাকার, তাহা দীর্ঘে ১০০০ ফুট ও প্রস্থে ৬৮৭ ফুট, চারিদিকে চারিটি প্রবেশদ্বার, পশ্চিম দিকের প্রবেশ দ্বার ১০০ ফুট উচ্চ। লোকপ্রবাদ এই যে, সিংহল দ্বীপের অন্তর্গত 'কাণ্ডির বরশঙ্কর' রাজা সিংহল হইতে প্রস্তর আনাইয়া, মূল-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মধুরার নায়ক রাজাগণ ভিতরের প্রাকার নির্ম্মাণ করেন। রামনাদের সেতুপতিরা বহির্ভাগের বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মণ্ডপ ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা কমজোরি, সামুদ্রিক বায়ুপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে কয়েক বৎসর ধরিয়া মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়, সেতুপতি-দিগের রাজ্যের সীমানায় যে সকল বন্দর ছিল, তাহার সমস্ত আয় মন্দির নির্ম্মাণে প্রদত্ত হইত। প্রাকারের তোরণ দ্বারে ৪০ ফুট পরিমিত প্রস্তর খণ্ড দরজার বাজু ও গোব্রাটে লাগান হইয়াছে। এই দেবালয়ে দ্রাবিড়ী গঠনপ্রণালীর পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অবয়ব বৃদ্ধি না হইয়া চতুর্দ্দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবালয়ের সমস্ত নক্সা একত্রে স্থিরীকৃত হইলে বোধ হয় সমস্ত এক সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার বহিঃ-প্রাকার ২০ ফুট উচ্চ তাহাতে চারিটি গোপুর। পশ্চিম

দিকের গোপুরটি সম্পূর্ণ রহিয়াছে, অপর ৩টি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। প্রাকাণ্ড বারাণ্ডা এই দেবালয়ের প্রধান গৌরবের সামগ্রী। এই দেবালয়ের বারাণ্ডা ৭০০ ফুট দীর্ঘ ও ৪০০ ফুট প্রশস্ত। দৈর্ঘ্যে সমস্তই খোলা, প্রস্থে বা পরিসরদিকে স্তম্ভের উপর ছাদ। ২০ হইতে ৩০ ফুট অন্তর স্তম্ভশ্রেণি এবং ছাদ মেজে হইতে ৩০ ফুট উচ্চে স্তম্ভোপরি অবস্থিত। এখানকার স্তম্ভের কার্য্য চিদম্বরের পার্ব্বতী-মহেশ্বরের কনকসভার স্তম্ভের কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। প্রত্যেক স্তম্ভে নানাবিধ দেব দেবীর ও রাজাদিগের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য দক্ষিণদেশের অল্প মন্দিরেই দৃষ্ট হয়। গর্ভ গৃহের সম্মুখে যে বারাণ্ডা আসিয়াছে, তাহার এক দিকে রামনাদ রাজাদিগের মূর্ত্তি রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে দপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্ভবত যে সময়ে পেরুমল নায়ক মদুরার স্নুন্দরেশ্বর-মন্দিরের পুনঃ সংস্কার ও বৃদ্ধি করিতেছিলেন, সেতুপতিরাও তৎ সময়ে এই মন্দিরের বৃহৎ বারাণ্ডা, মণ্ডপ ও প্রাকার নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। ইহার নিৰ্ম্মাণ-কার্য্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক আমরা এরূপ বৃহৎ মন্দির অন্য কুত্রাপি দর্শন করি নাই। বলা বাহুল্য মন্দিরের চারিদিক পরিদর্শন করিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমরা দুইবার রামেশ্বর দেবদর্শন করিয়াছিলাম,

পরে আর একবার দর্শনের অভিপ্রায়ে সায়াহ্নে পুনরায় দেবালয়ে আসিয়া দেবের অষ্টোত্তর শত নাম অর্চ্চনা করি। যাত্রীমাত্রেই চিরপ্রথানুসারে অন্ততঃ তিনবার দেব দর্শন করিবে। সেতুপতির সম্মান জন্য ঐ দিবস দীপোৎসব হইয়াছিল। তাহা সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডাজীর নিকট বিদায় হইয়াছিলাম। পাণ্ডাজী এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিশেষ পীড়ন করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু, সুযোগ পাইয়া বিদায় গ্রহণের সময়ে সফল দিবার ছলনায় হস্তে জল দিয়া পীড়নের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি, অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে পাণ্ডাদিগের আধিপত্য দেবালয়ের বহির্ভাগস্থ তীর্থাদি-কার্য্য করিবার সময়, রামেশ্বর দেবের অভিষেকাদিতে তাহাদিগের কোন আধিপত্য নাই। যে অবধি জজের নিকট আয় ব্যয়ের হিসাব যাইতেছে, তখন হইতেই দেবালয়ের পূজার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উভয়বিধ অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজার মূল্য ৫॥৹ টাকা, অষ্টোত্তর শত নামার্চ্চনার মূল্য ।/৹ আনা, সহস্র নামার্চ্চনার মূল্য ১৲ টাকা, প্রত্যেক নারিকেল উপহার ও কর্পূরালোকে দেবদর্শনের দক্ষিণা /৹ আনা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাতঃকাল হইতে কারকুন আপন দপ্তরে থাকিয়া, মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রীদিগকে রসিদ প্রদান করিয়া থাকে। ৫॥৹ টাকার ভিতর পূজার দ্রব্য, অভিষেকের দ্রব্য ও ভোগদ্রব্য ইত্যাদি সমস্তই মন্দির হইতে প্রদত্ত হয়, যাত্রীদিগকে

কিছুই করিতে হয় না। যাত্রীরা সাধারণতঃ গঙ্গাজল লইয়া আইসে। কিন্তু, যাহারা গঙ্গাজল লইয়া না আইসে, তাহারা আর এক টাকা বেশী দিলেই দেবালয়ের ভাণ্ডার হইতে একশিশি গঙ্গাজল পাইয়া থাকে। পূজার আয়োজন হইলে, দেবালয়ের কোন ব্যক্তি যাত্রীদিগকে সংবাদ দেয়। যাত্রীগণ তথায় আসিলে, অর্চ্চক তাহার প্রতিনিধি হইয়া, যথাক্রমে পার্ব্বতী, বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বরদেবের অভিষেক করিয়া, ষোড়শোপচারে পূজা, পক্কান্নের ভোগ প্রদান ও কর্পূরালোকে আরতি করিয়া মন্ত্রপুষ্পপ্রদানে পূজা সম্পন্ন করেন। অভিষেকের সময়ে অপর তিনটী ব্রাহ্মণ তৎকালোচিত 'নমকং চমকং' আদি বেদগান করিতে থাকে। অর্চ্চকেরা মাসিক বেতনভোগী। অতএব তাহারা জোর করিয়া, একটি কপর্দ্দক পাইতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ভিতর তাহাদিগের দক্ষিণা লওয়া হইয়াছে।

অনেকে এরূপ ভাবিতে পারেন, যদি পূজার মূল্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তবে যাত্রী পীড়নের সুবিধা কোথায়। এতদ্বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। যাত্রী আসিলেই পাণ্ডানুচরেরা পাণ্ডার বাটীতে লইয়া গিয়া, সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। পাণ্ডার পদপূজা ও পাণ্ডাদর্শনী দেওয়াইতে পারিলেই, তাহারা একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়। তখন পাণ্ডাজী যাত্রীকে দেব সন্দর্শনে দেবালয়ে লইয়া যান, তখনও বিশেষ কিছু পীড়ন হয় নাই। পরদিবস শ্রীলক্ষ্মণকুণ্ডের কার্য্যে প্রথম পীড়ন

আরম্ভ হয়। প্রত্যেক তীর্থে, তীর্থদর্শনী, ব্রহ্মদণ্ড, কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত, গোদান, ভূমিদান ও সাধারণ স্নান দক্ষিণাদি (যাত্রিক বিধি দেখ) হিসাবে লইবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়া থাকে। একে একে সমস্ত তীর্থযাত্রা সমাপন না হইলে, রামেশ্বরের অভিষেক পূজা হইবে না। ধনুষ্কোটী তীর্থে সেতুস্নানের সময় পীড়নের চরমসীমা। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, বিশ্বেশ্বরের উভয়বিধ পূজাদি হইয়া থাকে। এতাবৎকাল পাণ্ডানুচরেরা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে থাকে ও ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করে। যাত্রিগণকে অপরের সহিত কথা কহিতে সুযোগ দেয় না। দেবালয়ের পূজার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা শত যাত্রীর মধ্যে এক জনও যে জানিতে পারে তাহা বলিয়া বোধ হয় না। যাত্রীমাত্রেই গঙ্গোদকে রামেশ্বরের অভিষেক করিবার অভিলাষ করিয়া আইসেন, অনেকেই সঙ্গে গঙ্গোদক আনয়ন করেন, যাহারা গঙ্গোদক আনয়ন করেন না, তাহারা পাণ্ডার নিকট ক্রয় করেন। গঙ্গোদক দেবালয় ভাণ্ডার হইতে ১৲ টাকা মূল্যে এক সিসি পাওয়া যায়; কিন্তু পাণ্ডা অন্ততঃ তাহার মূল্যস্বরূপ ১০৲ টাকা লইয়া থাকেন। পূজার মূল্য ৫৷৹ টাকা হইলেও পাণ্ডাজী লোকবিশেষে দশ হইতে শত মুদ্রা লইয়া থাকেন। কলিকাতা নিবাসী তারাপ্রসাদ বসু মহাশয় জগন্নাথ পাণ্ডার আবাসে ছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, জগন্নাথ পাণ্ডা অতি ভদ্র, উভয় বিধ পূজার খরচ ৩০৲ টাকা হইলেও অনেক বলিয়া কহিয়া

তাহা ২৫৲ টাকায় চুকাইয়া প্রত্যেকে পঁচিশ টাকার হিসাবে দিয়াছিলেন। পাণ্ডারা যাত্রীর নিকট হইতে অভিষেক ও পূজার টাকা স্বয়ং গ্রহণ করেন, পরে দেবালয়ে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা জমা দিয়া পূজার বন্দোবস্ত করেন, কিয়দংশ অর্চ্চককে দিয়া অবশিষ্ট আত্মসাৎ করেন। পরে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ছলে অন্ততঃ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের খরচ লইয়া থাকেন ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিয়া স্বয়ং অপরার্দ্ধ আত্মসাৎ করেন। অধিক কি, শ্রীলক্ষ্মণতীর্থে মুণ্ডনকার্য্যের মূল্যেরও অর্দ্ধেক অংশ রাখেন অর্থাৎ নরসুন্দরকে দুই আনার হিসাবে দিলে, নরসুন্দর এক আনা মাত্র পাইবে ও পাণ্ডার এক আনা থাকিবে। সর্ব্বশেষে বিদায়ের সময় 'সফল' দিবার ছলনায় হস্তে জল দিয়া লোক বিশেষে সাধ্যানুসারে পীড়ন করিয়া থাকে। অনেক পাণ্ডার মাসিক আয় সহস্র টাকার অধিক হইবে।

আমরা যে সময়ে আসিয়াছিলাম সে সময়ে অতি বর্ষাপ্রযুক্ত ধনুষ্কোটির রাস্তার অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া দুর্গম হইয়াছিল। ইহা রামেশ্বর হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার উভয় পার্শ্বে সমুদ্র, মধ্যস্থলে বালুকাময়, জমি তাহার অনেক অংশ জোয়ারের সময়ে ডুবিয়া থাকে; রামনাদ হইতে মণ্ডপে আসিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলাম, আমাদিগের সময়াভাবও হইয়াছিল। এক মতে দেবীপত্তন ও দর্ভশয়ন হইতে সিংহল দ্বীপের উত্তর সীমা সমস্তই সেতু বিশেষ। পাম্বমবন্দর হইতে ভারতখণ্ড

পর্য্যন্ত যে পাহাড়শ্রেণি আছে, তাহা অবশ্যই সেতুর অংশ ও তাহার সন্নিকটস্থ সাগরে স্নান করিলে, সেতু-স্নানের ফলভাগী হইব ভাবিয়া, তথায় স্নান করিতে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু পাণ্ডাদিগের মতে আমাদিগের রামেশ্বর যাত্রা পূর্ণ হয় নাই। সেতুমাহাত্ম্য মতে বিভীষণের প্রার্থনায় যথায় রামচন্দ্র ধনুষ্কোটির (ধনুর অগ্রভাগ) দ্বারা সেতুভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহাই ধনুষ্কোটি, (এতদ্বিষয়ে রামেশ্বরের ৭৫ পৃঃ ধনুষ্কোটির বিবরণ দেখ।) উহা অবশ্যই পুণ্যস্থান। তথায় সমুদ্রস্নানে প্রকৃতই সেতুস্নান হয়। পথ দুর্গম হইলেও, যাত্রিগণ তথায় স্নান করিয়া থাকেন। সেতুঘাট হইতে ৩ মাইল দূরে কয়েকটি ছত্রবাটী আছে, তথায় নাটোকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের ছত্রই শ্রেষ্ঠ। ছত্রাধিকারীরা যাত্রীদিগকে আহারাদি দিয়া থাকে। যাত্রিগণ ছত্রে রাত্রিযাপন করে, প্রাতে পাণ্ডা বা পাণ্ডানুচরে পরিবৃত হইয়া ধনুষ্কোটিতীর্থে সেতুস্নান করিয়া থাকে। তৎকালে পাণ্ডাজী নানা বাবুদে যাত্রীদের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন; এমন কি টাকার অনাটন হইলে অযাচিত আপন টাকা দিয়া, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও দানাদি করাইয়া থাকেন। তদনন্তর, যতদিন যাত্রী উক্ত টাকা আনাইয়া পরিশোধ না করেন, ততদিন প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না।

রামেশ্বর লিঙ্গের পূজার মূল্য হিসাবে, যাত্রিগণের নিকট হইতে প্রত্যহ ৫০৲ টাকার উপর সংগ্রহ হইয়া

থাকে। নিত্য পূজায় ও যাত্রী পূজায় তত টাকাই ব্যয় হইয়া থাকে। শিবরাত্রি উপলক্ষে চারি হইতে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ হয়। দেবত্তর ৯৬ ছিয়ানব্বই খানি গ্রামে লক্ষ টাকা আয় আছে। অর্চ্চক প্রভৃতি ভৃত্য-দিগের মাসিক ৩০০ শত টাকা বেতন প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেবালয়ে অনেকগুলি উৎসব হইয়া থাকে ও তাহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দশ প্রকার প্রধান উৎসব। যথা,—

১। বৈশাখ মাসে শুক্লষষ্ঠী হইতে দশদিনব্যাপী বসন্তোৎসব।

২। জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতপক্ষে দশমীতে প্রতিষ্ঠোৎসব।

৩। আষাঢ় মাসে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর প্রথম ধ্বজোৎসব।

৪। শ্রাবণ মাসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পঞ্চ দিবস-ব্যাপী কল্যাণ (বিবাহ) উৎসব।

৫। আশ্বিন মাসে প্রতিপদ হইতে দশমী পর্য্যন্ত নবরাত্রোৎসব।

৬। কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ব্রহ্মোৎসব।

৭। অগ্রহায়ণ মাসে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর দ্বিতীয় ধ্বজোৎসব এবং এই মাসে শুক্ল ত্রয়োদশীতে লক্ষ দীপোৎসব।

৮। পৌষ মাসে পূর্ণিমার দিন একটী উৎসব হইয়া থাকে।

৯। মাঘ মাসে পঞ্চদিবসব্যাপী মাঘোৎসব ও শিবরাত্রোৎসব হইয়া থাকে।

১০। ফাল্গুন মাসে মহাভিষেকোৎসব হয়।

আমরা রামেশ্বরক্ষেত্রে ত্রিরাত্র যাপন করিয়াছিলাম। কোটিতীর্থের পুণ্যপাণি পূর্ব্বরাত্রে আনয়ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। চতুর্থ দিবস প্রাতে তাহাতে তীর্থস্নান করিয়া, পাম্বমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যোজকের সন্নিকটে ফ্ল্যাগষ্টকের ধারে পাথরে বসিয়া মনের সাধে সাগরাবগাহন করিলাম। অতএব, অগ্নিকুণ্ডে ও এইখানে দুইবার আমাদের সাগর স্নান ঘটিয়াছিল।

পাণ্ডাপ্রমুখোক্ত শ্রীরামেশ্বর-যাত্রা-কর্ত্তব্য তালিকা।

১। পাণ্ডাদর্শনী। ন্যূনকল্পে ২৲ টাকা।

২। লক্ষ্মণতীর্থে কর্ত্তব্য বিষয়। তীর্থদর্শনী। (অভিপ্রায়ানুসারে।) ব্রহ্মদণ্ড। মুণ্ডন ও ষোড়শবিধ কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত। গোদান। ভূমিদান। লক্ষ্মণেশ্বরের দক্ষিণা। স্নান।

৩। রামতীর্থে কর্ত্তব্যবিষয়। তীর্থদর্শনী। কৃচ্ছ্রাচরণ। হিরণ্যদান ও গোদান। স্নান। শ্রীরামচন্দ্রজীর দর্শনী। শ্রাদ্ধবিধি। পিণ্ডোপকরণ। পিণ্ডবস্ত্র। চটদক্ষিণা। পিণ্ডদক্ষিণা। পিণ্ড ভিন্ন সময়ে গো, ভূমি, দীপ, উদকুম্ভ, কলস, পাখা, ছত্র ও ঘণ্টার দানরূপ পিতৃ অষ্ট দান করিতে হয়। সুখশয্যা দান। কদলীবৃক্ষ দান। ভূমিদান। ব্রাহ্মণ ভোজন।

৪। ধনুষ্কোটিতীর্থে কর্ত্তব্যবিষয়। পূজোপকরণ।

স্বর্ণ-ধনুর্বাণ। পঞ্চরত্ন। মহাভেট। মহাবস্ত্র। দান-দক্ষিণা। নবগ্রহের নববিধ দান। দশদিকপালের দশবিধ দান। গোদান। (শত, একাদশ বা এক।) অষ্টবিংশোত্তর সহস্রবিধ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণপূজা। সেতুপূজা। ফল ও তাম্বুল দান।

৫। ২৪ তীর্থযাত্রা কর্ত্তব্য বিষয়। অর্থাৎ অবশিষ্ট প্রত্যেক তীর্থেই এইরূপ করিতে হয়। তীর্থভেট। কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত। হিরণ্যদান ও গোদান। স্নানসম্মত দক্ষিণা।

৬। রামঝরকার কর্ত্তব্য বিষয়। অষ্টতীর্থ, তীর্থভেট, গোদান ইত্যাদি।

৭। রামেশ্বরদেবের গঙ্গাভিষেক কর্ত্তব্য বিষয়। গঙ্গাজল। গঙ্গাপূজা বিধি। পূজোপকরণ। গঙ্গাজীর বস্ত্র ও দর্শনী। রামেশ্বরজীর দর্শনী এবং বস্ত্র। লক্ষরুদ্র বা মহারুদ্র পূজা। দম্পতিপূজা। এই স্থানে দুইটী বা দ্বাদশটী ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে।

৮। কোটিতীর্থ-যাত্রার কর্ত্তব্য বিষয়। তীর্থদর্শনী। গোদান। সুবর্ণদান। গুপ্তদান। এই তীর্থে স্নানের পর রামেশ্বরের ভিতর মল মূত্র ত্যাগ নিষেধ।

পাম্বম হইতে রামেশ্বর যাইবার পথে যে চারিটী ছত্রবাটী আছে তাহাদিগের নাম প্রদত্ত হইল।

১। তঙ্গুচিমুড়ম্ ছত্রবাটী। ইহা পাম্বব হইতে ৩ মাইল দূরে স্থিত।

২। পিল্লে-মঠম্ ছত্র। ইহা পাম্বম হইতে ৪ মাইল দূরে স্থিত।

৩। আইয়ার মঠ। ইহা পাম্বম হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪। তৃতীয় ছত্রবাটী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে রাস্তার ধারে উদৈয়ার-তেবন নামে আর একটি ছত্রবাটী আছে।

রামেশ্বরে যে কয়েকটী ছত্রবাটী আছে তাহাদিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তঞ্জাবুর রাজাদিগের ১টী।

ধর্ম্মপুরের মঠাধিপতির ১১টী।

কোচীনরাজের ১টী।

কালহস্তীর মহারাজের ১ টী।

ইন্দোর মহারাজের ১ টী

বারবার ছত্র।

কোমটী ছত্র।

তঙ্গমার ছত্র। এই ছত্রে প্রতি দ্বাদশীতে ৩০ জন ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে।

ব্যেঙ্কটরাজার ১টী।

বিরপ্পা-শ্রেষ্ঠীর ১টী। এই ছত্রে সকল জাতীয় আগন্তুক আহার পাইয়া থাকে এবং বালকদিগের জন্য দুগ্ধের বন্দোবস্ত আছে।

ধনুস্কোটিতে যে কয়েকটী ছত্র আছে তাহার তালিকা।

ব্যেঙ্কটরাজার ছত্র, তঞ্জাবুর রাজার ছত্র ও বিরপ্পা-শ্রেষ্ঠীর ছত্র।

দর্ভশয়ন।

আমরা স্কন্দপুরাণোক্ত অধ্যাত্ম-রামায়ণে দেখিতে পাই যে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব-শাসিত বানর-সেনা পরিবৃত হইয়া লঙ্কা যাইবার উদ্দেশে দক্ষিণাম্বুধি-তটে উপস্থিত হইয়া, অগাধ, শতযোজন-ব্যাপী, নক্র-মকর-সমাকুল ও উর্ম্মি-সঙ্কুল অম্বুধিকে মধ্যস্থিত দেখিয়া এবং তাহা উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায় না পাইয়া, বরুণদেবের সাহায্যাভিপ্রায়ে সাগরতীরে দর্ভশয্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রয়োপবেশনে থাকিলেও বরুণদেব আসিলেন না। তখন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন যোজনা করিলে, বরুণ-দেব ভয়ে মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া, শ্রীরামের সম্মুখে আসিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। যথায় শ্রীরামচন্দ্র দর্ভ-শয্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত পুণ্যতীর্থ হইলেও, আমরা তাহা কোথায় জানি-তাম না। রামেশ্বরে আসিয়া শুনিলাম, উহা দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পশ্চিম চক্রতীর্থের ধারে, সেতুপতিদিগের রাজধানী রামনাদ হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা রামনাদ হইতে বিট্‌লে-মণ্ডপ হইয়া, পাম্বমে আসিয়া কালিমুত্তুপিল্লের ছত্রবাটীতে যৎকালে বিশ্রাম করিতেছিলাম, কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বর-তীর্থ সন্দর্শনানন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই ছত্রবাটীতে

আসিলে, তাহাদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম, তাহারা পাম্বম্ হইতে পোতযোগে তুৎকুড়িতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন ও পথিমধ্যে দর্ভশয়ন তীর্থ সন্দর্শন করিবেন। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনকালে দর্ভশয়ন সন্দর্শন করিতে সঙ্কল্প করিলাম। তদনন্তর, রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পাম্বম্ টেলিগ্রাফ আফিসের নিকটস্থ জামিদারের ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইলাম ও অপরাহ্নে পাম্বম বন্দরের দ্রষ্টব্য বাটীগুলি সন্দর্শন করিলাম। বন্দরটী ক্ষুদ্র হইলেও, যতকাল রামেশ্বর তীর্থ ততকালের হইবে। ভারতবর্ষ হইতে রামেশ্বরে যাইতে হইলে, যাত্রী যে রাস্তা দিয়াই আসুক না কেন, প্রথম তাহাকে পাম্বম বন্দরে নামিতে হইবে। তথায় যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য চারিটি ছত্রবাটী দেখিলাম।

১ম। জমিদার-ছত্রবাটী। উহা বন্দর ঘাটের সন্নিকটে টেলিগ্রাফ্ আফিসের অনতিদূরে অবস্থিত। জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহা বৃহৎ হইলেও, উহার সন্নিকটে পানীয় জল না থাকায়, অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী উহাতে আশ্রয় লইয়া থাকে।

২য়। কালভৈরব-দেবালয়ের নিকট কালিমুত্তুপিল্লেরকৃত ছত্রবাটী। ইহা নিতান্ত ছোট নহে, তৎকৃত পাণীয় পুষ্করিণীটী ছোট হইলেও, তাহার জল অতি পরিষ্কার।

৩য়। পুরাতন জেলবাটীর একাংশে লোকেল-ফণ্ড-ছত্রবাটী। উহার কক্ষগুলি অতি পরিষ্কার, পূর্ব্বোক্ত

২য় ছত্রবাটীতে স্থানাভাব হইলে যাত্রী এই ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইয়া থাকে। উহার প্রাঙ্গণে পানীয় জলের বাঁধান কূপ দৃষ্ট হইল।

৪র্থ। নটকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের ছত্রবাটী।

পূর্ব্বোক্ত পুরাতন জেলের অপরাংশে লোকেলফণ্ড দাতব্য চিকিৎসালয়, তাহার অব্যবহিত পরে লাইট-হাউস (দীপঘর), উহার অনতিদূরে রামনাদ জমিদার-দিগের উদ্যানবাটী।

কালি-মুত্তু পিল্লের ছত্রবাটীর নিকট ভৈরবস্বামীর মন্দির, বালকদিগের শিক্ষা দিবার কারণ দুইটি পাঠ-শালা ও একটি মিশনস্কুল, খৃষ্টানদিগের উপাসনা গৃহ ও মুসলমানদিগের মস্‌জিদ্‌গৃহ দৃষ্ট হইল। বাজারের পণ্য-শালাগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। এইস্থানে শ্রেষ্ঠীদিগের ছত্র ও মুসলমানদিগের দুইটী ফারম্ ও কুটি রহিয়াছে।

ভারতখণ্ড হইতে যে সকল কুলি সিংহল দ্বীপের কাপি ও চা ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যায় তাহারা পাম্ব-মের কুলি আফিসের তত্ত্বাবধানে একত্রিত হয়। পরে নির্দ্দিষ্ট পোতে করিয়া 'মানয়ার' উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে চা বা কাপি ক্ষেত্রে যাইয়া থাকে। তাহারা দাদন লইয়া আইসে ও তাহাদিগের রাহাখরচের টাকা তাহাদের নামে খরচ পড়ে। খাটিয়া উভয়বিধ দেয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে তাহারা ইচ্ছামত অন্যত্র যাইতে পারে। তাহারা ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া রোজ ছয় আনার হিসাবে পাইয়া থাকে, অতএব আমাদ

কাছাড়াদি চা-ক্ষেত্রের কুলিদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের অবস্থা অনেক ভাল বলিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই চা ও কাপিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

পোর্টআফিস হইবার পূর্ব্বে দেশীয় পোতাধ্যক্ষেরা যাত্রীদিগকে নানা প্রকার কষ্ট দিত, কিন্তু উহার প্রতিষ্ঠা হওয়াবধি নৌকাভাড়া নির্দ্দিষ্ট হারে স্থিরীকৃত হইয়াছে ও যাত্রীদিগের যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। পাম্বন্ হইতে মণ্ডপে যাইবার কারণ সাধারণ লোককে এক আনা হারে ভাড়া দিতে হয়। তুৎকুড়ি ও নাগপত্তন যাইতে এক টাকা চারি আনার হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। তুৎকুড়ি যাইবার সময় যাত্রী এক দিবস দর্ভশয়নে নামিয়া থাকে ও নাগপত্তনে যাইতে হইলে নবপাষাণে যাইয়া আহার করিয়া থাকে। অবয়বানুসারে ১০ হইতে ৩০ ব্যক্তিকে এক পোতে লইয়া যায়।

পোর্ট আফিসের ক্লার্ক আমাদের তুৎকুড়ি যাইবার জন্য একখানি পোত ১৫৲ টাকায় স্থির করিয়াছিল। বেলা ৮ ঘটিকার সময় পাম্বন্ পরিত্যাগ করিয়া পোত দর্ভশয়নাভিমুখে আসিতে থাকিল। পূর্ব্ব হইতে নভোমণ্ডলে মেঘ হইতেছিল, ক্রমে চারিদিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলবেগে বায়ু বহিতে বহিতে এক পশলা বৃষ্টি হইল; তৎকালে পোত যথেষ্ট দুলিয়াছিল। বেলা এক ঘটিকার সময় দর্ভশয়নের সেতুতীর্থ ঘাটে নামিয়া নিকটস্থ ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইলাম। এখানে দুইটি ছত্রবাটী

থাকিলেও পণ্যশালা নাই। তাহাতে বুঝিলাম, যাত্রী পোত হইতে নামিয়াই দর্ভশয়ন গ্রামে যাইয়া আহারাদি করে এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র ছত্র-বাটীতে রাত্রিযাপন করে। আমরা তথায় পাক করিয়া আহার করিলাম ও তদনন্তর শকটারোহণপূর্ব্বক দর্ভ-শয়নে আসিলাম। দুই মাইল পাকা রাস্তা অতিবাহিত করিয়া অর্দ্ধ মাইল বালুকাময় নিম্নচর জমী পার হই-লাম। পুনরায় অর্দ্ধ মাইল পাকা রাস্তা দিয়া 'দর্ভশয়ন' গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত দুই মাইল বর্ত্ম সম্প্রতি নটকোটার শেটীরা পাকা করিয়া দিয়াছে। ছত্র হইতে এক মাইল পথ আসিলে রাস্তার বাম দিকে ব্যেঙ্কটেশ্বরস্বামীর মন্দিরের নিকট অগস্ত্যতীর্থ। পূর্ব্বোক্ত নিম্নচর জমী বর্ষাকালে সমুদ্রের সহিত যোগ হইয়া যায়। অতএব, প্রথমোক্ত দুই মাইলও যে সমুদ্রের গর্ভ হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে, দর্ভশয়ন সমুদ্র তীর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও পুরাকালে উহার পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্বিষয় অধ্যাত্ম্য-রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ৩ অধ্যায়ে ৬৬।৬৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

সে যাহাই হউক আমরা গ্রামের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে মন্দিরের সন্নিকটে আসিলাম। মন্দিরের সম্মুখে যে বৃহৎ পুরাতন পুষ্করিণী আছে তাহা সেতুমাহা-ত্ম্যোক্ত প্রথম চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। এক সময়ে তাহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরে বাঁধান ছিল; এক্ষণে তাহার অধিকাংশ

স্থানই নষ্ট হইয়াছে। উহার জল লবণাক্ত; উহার উত্তর দিকে যে জলাশয় আছে তাহা রামতীর্থ নামে খ্যাত ও তাহার জল মিষ্ট। চক্রতীর্থের পশ্চিম তীরে ও মন্দিরের সম্মুখে একটী পুরাতন মণ্ডপের ভিতর একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপর ক্ষুদ্র বেদীমণ্ডপ। উহাতে উৎসব কালীন দেবের ভোগমূর্ত্তি রক্ষিত হয়। দেবালয়ের প্রাচীরটি দীর্ঘে ও প্রস্থে ন্যূনাধিক ৪০০ ফুট হইবে। প্রবেশ দ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর। মূল মন্দির বৃহৎ না হইলেও উহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি বড় বড় মণ্ডপ রহিয়াছে। উহা মুত্ত বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি কর্ত্তৃক গ্রে-প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনিই রামেশ্বরের মণ্ডপ ও পাম্বমের ছত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আরও শুনিলাম যে, তিরুমঙ্গের আল্বার চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া দর্ভশয়নের জগন্নাথজীর মন্দির ও শ্রীরঙ্গপত্তনের মন্দিরের একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও মালোবারের রামরাজা কোদণ্ডরাম স্বামী স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য অন্নছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় অভ্যাগত সাধু ও সন্ন্যাসিগণ অন্ন পাইয়া থাকেন। মূল মন্দির কোন্ সময়ে এবং কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত তাহা জানিতে পারিলাম না। উহা মরকত নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত ও উহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি অনুশাসনপত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। উহার ভিতরে যাইয়া দেখিলাম যে এক বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি শেষপর্য্যঙ্কে শায়িত রহিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণদিকে শীর্ষ, উত্তরে পাদ ও নাভিদেশোদ্ভব নালের উপরিস্থ পদ্মের উপর চতুর্ম্মুখ

ব্রহ্মা। এই বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের দর্ভশয়ন মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্রুত হইলেও, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। মন্দিরের পার্শ্বে একটি বাঁধান ক্ষুদ্র কূপ আছে, উহা বরুণকুণ্ড নামে বিশ্রুত। রামচন্দ্র তিন দিবস দর্ভ-শয়নে থাকিলেও, বরুণদেব উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে শরযোজনা করিয়া, শরাসন আকর্ষণ করিতে করিতে কহিয়াছিলেন, 'অদ্য সর্ব্বপ্রাণী রাম-বাণের সামর্থ্য অবলোকন করুক। এখনই সমুদ্রকে শুষ্ক করিব, বানরগণ এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া পদব্রজে লঙ্কায় গমন করিবে।' রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বসুমতী ঘন ঘন কম্পিতা হইলেন; নভঃস্থল ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সমুদ্র বিক্ষোভিত হইল। সমুদ্র ভয়ে বেলা ছাড়িয়া এক যোজন পিছাইয়া গেল। তখন, সরিৎপতি দিব্যরূপ ধারণ করত উক্ত কূপ হইতে বহির্গত হইয়া, স্তুতিকরত রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করেন। অতএব তদবধি ইহা বরুণ-তীর্থ নামে কথিত হইতেছে।

অনন্তর, আমরা যথাক্রমে মহালক্ষ্মী, শ্রীদেবী, ভূদেবী, জগন্নাথস্বামী, কোদণ্ড-রামস্বামীও সন্তান-রামস্বামীকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। সেতুপতিরা ব্যয় বহন জন্য ১৮০০০৲ টাকা আয়ের মত ২২শ খানি গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। এই বিগ্রহের নিত্য-সেবায় ১৮৫ সের তণ্ডুলের অন্নপাক হইয়া থাকে।

এখানেও পঞ্চতীর্থ স্নানের বিধি আছে। যথা,— সেতু, অগস্ত্য, বরুণ, চক্র ও রামতীর্থ। যাত্রীগণও

যথানিয়মে এই পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। দর্ভশয়ন শ্রীবৈষ্ণবদিগের ও রামেশ্বর স্মার্ত্তদিগের তীর্থ। আমরা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আহার সমাপনান্তে কিছুকাল নিদ্রা যাইলাম। রাত্রি তিনটার সময় নৌকায় আরোহণ করিয়া পরদিবস বেলা ১২টার সময় তুৎকুড়িতে উপস্থিত হইলাম। অদ্য নৌকা বিশেষ রূপে দুলিয়াছিল বলিয়া, সামান্য সামুদ্রিক পীড়া ভোগ করিতে হইয়াছিল।

নাগপত্তন।

১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বরে ৭।৫৫ মিনিটে নাগপত্তনে আসিয়া পঁহুছিলাম। উহা উত্তর ১০।৪৫।৩৭ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব৭৯।৫৩।২৮দ্রাঘিমায় অবস্থিত। তঞ্জাবুর জংসন রেল ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া, তঞ্জাবুর নাগপত্তন শাখা লাইন হইয়া, নাগপত্তনে আসিতে হয়। ইহা তঞ্জাবুর হইতে ৪৮মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। এইটি বহুপ্রজাবিশিষ্ট পুরাতন বন্দর। পূর্ব্বে ইহা দিনামারদিগের অধীনে ছিল। কিঞ্চিৎ অধিক শতবর্ষ হইতে বৃটিশ-শাসনভুক্ত হইয়াছে। প্রধান রাজবর্ত্ম

হলাণ্ডষ্ট্রীট, সেণ্টপিটর্স চর্চ্চ ও কয়েকটি বৃহৎ সমাধি-স্তম্ভ এখনও দিনামারদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। সাউথ-ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোং লোকোমটিভ্ ওয়ার্ক-সপ ও চিপ্-ষ্টোর সংস্থাপনাবধি ক্রমশই নাগপত্তনের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পশ্চিম-দক্ষিণ মন্সুন্ বায়ু বহিবার সময় নাগপত্তন হইতে দেশীয় পোত বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য বন্দরে যাতায়াত করিয়া থাকে ইহা অন্যত্রে উক্ত হইয়াছে। তৎকালে, রামেশ্বরের অনেক যাত্রী নাগ-পত্তনে পোতে চড়িয়া, দুই দিবসে পাম্বম্ বন্দরে আইসে ও নবপাষাণে রাত্রিযাপন করে। (নবপাষাণ সম্বন্ধে রামেশ্বরের ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) নগপত্তনে সাপ্তাহিক ঔপকূলিক (কোষ্টীং) ষ্টীমার আসিয়া থাকে।

এখান হইতে ৫মাইল পূর্ব্বোত্তর সাগরতীরে নগোদ নামক স্থানে কাদের-উলিয়ার-সৈয়দ, তাহার পুত্র মহম্মদ ইসুফ্-সৈয়দ ও পুত্রবধূ জোহারা বিবির প্রসিদ্ধ সমাধিগৃহ রহিয়াছে। 'কাদের উলিয়ার' সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে ভক্তি করিত; অনেকেই নাগপত্তনে আসিয়া, তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া থাকে। সমাধি মস্কের (মন্দির) মিনারেট (চূড়া) বঙ্গোপসাগরে পোতাধ্যক্ষদিগের একটি স্থানীয় নিদর্শনস্বরূপ। বহুদূর হইতে ইহা দৃষ্ট হয়। মস্কের নিকট বৃহৎ পুষ্করিণী তীরে ফকিরদিগের থাকি-বার মণ্ডপ। মস্কের ভূসম্পত্তির আয় ৫০হাজার টাকার উপর হইবে।

আমরা ষ্টেশন হইতে সহরের ভিতর আসিয়া, বৃহৎ পানীয় পুষ্করিণীর নিকটস্থ ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইয়া, প্রথম নগোদের-মস্ক সন্দর্শনে গমন করিলাম। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পেরুমলস্বামী ও কায়ারোহণ-স্বামী সন্দর্শন করিলাম।

পেরুমলস্বামীর উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কৃতযুগে ব্রহ্মা দক্ষিণাম্বুধি-তটে মহাবিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তিনিই নাকি সেই স্থান অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। যাহাই হউক দেবালয়টি অতি পুরাকালে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। কালের বশে উহা জীর্ণ হইয়াছিল, সম্প্রতি নটোকোটা শ্রেষ্ঠিগণেরা উহার সংস্কারও বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা দেব-সন্দর্শনানন্তর তাঁহার অষ্টোত্তর শত তুলসী ও দেবীর অষ্টোত্তর শত কুঙ্কুম অর্চ্চনা করিয়া 'কায়ারোহণ' স্বামীর মন্দির সন্দর্শনে আসি। দেবীর নাম নীলায়তাক্ষী, স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অতি সম্মান করিয়া তাঁহার নামে শিব-মন্দিরের নামকরণ করিয়াছেন। মন্দিরটি অতি পুরাতন গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সম্মুখের গোপুরটি অসম্পূর্ণ। নটকোটা শ্রেষ্ঠীরা প্রভূত অর্থ ব্যয়ে মন্দিরের পূর্ণ সংস্কার ও নূতন মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও কিছু পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতেছেন; যেরূপ আড়ম্বরে কার্য্য চলিতেছে তাহাতে সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। প্রত্যেক নূতন স্তম্ভে পূর্ণায়তন

সিংহ, ব্যাঘ্র, মুনি ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত হই-তেছে। সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে দেবালয় নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বৈশাখ মাসে প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। আমরা দেবালয় পরিদর্শন করিয়া কায়ারোহণ স্বামীর, 'নীলায়তাক্ষী' দেবীর সন্দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হই। তদনন্তর, সাউথ ইণ্ডিয়ান্ রেলকোম্পানীর 'লোকোমোটিভওয়ার্ক শপ' সন্দ-র্শন করি। সহকারি লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া 'ওয়ার্ক শপের' সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। অতঃপর শকট আরোহণে প্রধান রথ্যা দিয়া নগর সন্দর্শন করিয়া ১৬।৩০ মিনি-টের ট্রেণে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হই।

মায়াবরম্।



২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১।২২ মিনিটের সময় মায়া-বরমে পঁহুছিলাম। ইহা উত্তর ১১।৬।২০ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব৭৯।৪১।৫০দ্রাঘিমায় কাবেরী তীরে অবস্থিত। কেহ কহিয়া থাকেন, উহা ময়ূরবরম্ শব্দের অপভ্রংশ। ময়ূর = ময়ূরস্বামী। বরম্ = পুরম্। অপরে কহেন, মায়া = মহামায়া বা মহালক্ষ্মী। বরম্ = পুরম্। অর্থাৎ লক্ষ্মীপুরম্। মায়াবরম্ প্রদেশটী উর্ব্বরা ইহার সর্ব্বদিকে আবাদ,

সর্ব্বপ্রকার শস্য ও ফল সর্ব্বদাই প্রাপ্য; শীতের লেশমাত্র নাই; সদাই যেন বসন্ত বিরাজমান। অধিবাসীদিগের অবস্থা উন্নত, অতএব এই স্থান মায়াবরম্ (লক্ষ্মীপুরম্) এই শব্দের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে। উহা এস্, আই, রেলওয়ের তঞ্জাবুর জংসন ষ্টেশন হইতে ৪৪ মাইল, ত্রিশিরাপল্লী জংসন ষ্টেশন হইতে ৭৫ মাইল, বিল্বপুর জংসন ষ্টেশন হইতে দক্ষিণদিকে ৭৬ মাইল ও মাদ্রাজ ষ্টেশন হইতে ১৭৪ মাইল দূরে অবস্থিত। রেল-ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে 'কোডনারুর' পুলিশ ষ্টেশনের সম্মুখে ছত্রবাটীতে রাত্রিযাপন করিয়া, প্রাতে কাবেরী ঘাটে আসিলাম। কাবেরীতে পূর্ব্ববিভাগের আবাদি-খাল প্রস্তুত হওয়ায়, শ্রীরঙ্গমের সম্মুখে অর্দ্ধ মাইলের উপর প্রশস্ত হইলেও, এস্থলে উহার পরিসর ১৭৫ ফিটের অধিক হইবে না। উহার উভয় তীরেই গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং উভয় তীরেই প্রাতঃকালে লোক সকল অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকে।

যে দ্বাদশ পুণ্য-সলিলাতে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে, কাবেরী তাহার অন্যতম। * তুলাতে বৃহস্পতি গমন

---

* পুষ্করযোগের বিষয়। যথা,—

"মেষে চ গঙ্গা বৃষভে চ নর্ম্মদা যুগ্মে চ বাণী যমুনা কুলীরে।
গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণা কন্যাগতে জীব ইতি ক্রমেণ॥
কাবেরী তোলাামলিতাম্রপর্ণী ভীমাথানন্দা ইতি চাপপুষ্করঃ।
মৃগে চ ভদ্রা ঘটসিন্ধুনন্দা বাচস্পতৌ মীনগতে পিণাকিনী॥"

বৃহস্পতি মেষরাশিতে গমন করিলে পর গঙ্গায়, বৃষরাশিতে গমন করিলে নর্ম্মদায়, মিথুনে যাইলে সরস্বতীতে, কর্কটে যাইলে যমুনায়, সিংহগত হইলে

করিলে মায়াবরমের কাবেরীঘাটে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে, উহা দ্বাদশ বৎসরান্তে উপস্থিত হয়। তৎকালে দেবতারাও তথায় আসিয়া স্নান করণান্তর ময়ূরনাথ-স্বামীর পূজা করিয়া যান। তুলামাসে কাবেরী-স্নান কালে মায়াবরমের তীরস্থ বৃহৎ মণ্ডপে ময়ূরনাথস্বামীর মূর্ত্তি প্রত্যহ আনীত হইয়া থাকে। মণ্ডপের ধারে তরকারির বাজার বসিয়া থাকে। স্নানোপলক্ষে যাহারা আসেন প্রায় সকলেই বাজার করিয়া লইয়া যান। ময়ূরনাথ-স্বামীর মন্দির ঘাট হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দির অতি বৃহৎ ও পৃথক্ তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অপরাপর মন্দিরের ন্যায় ইহাও অতি পুরাকালে চোলরাজগণ কর্ত্তৃক গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেব দেবীর আলয় পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, আয়তন নিতান্ত কম নহে। মূলবিগ্রহ লিঙ্গাকৃতি ও দেবী 'অভয়াম্বা' নামে বিখ্যাত। মন্দিরের যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহার আয় ১৮ হাজার টাকার উপর। নিত্য ভোগে ১/ মন।৪ সের তণ্ডুলের অন্ন পাক হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে ১৫ দিবস ও কর্ত্তিকমাসে মাসব্যাপী অতি সমারোহে দেবের উৎসব হইয়া থাকে। আমরা দেব দেবীর অষ্টোত্তরশত নামাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তথা হইতে দুই মাইল

গোদাবরীয়, কন্যাস্থ হইলে কৃষ্ণায়, তুলায় গমন করিলে কাবেরীয়, বৃশ্চিকস্থ হইলে তাম্রপর্ণীয়, ধনুঃস্থ হইলে ভীমাতে, মকরগত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, কুম্ভে যাইলে সিন্ধুনদীতে ও মীনরাশিতে যাইলে পিণাকিনীয় পুষ্করযোগ হইয়া থাকে

দূরে 'তিরু-ইন্দলূর্' (সংস্কৃত নাম ইন্দুপুরী বা চন্দ্রপুরী) নামক স্থানে পেরুমল রঙ্গনাথের মন্দির সন্দর্শন করিতে আসিলাম। উহা কাবেরীর তীরে অবস্থিত। অর্চ্চকের মুখে শুনিলাম, এই স্থানের অপর নাম 'অন্তরঙ্গম্।' তাহারা কহিল যে, ত্রিশিরাপল্লির সন্নিকটস্থ শ্রীরঙ্গমে 'আদিরঙ্গম' কুম্ভঘোনে 'মধ্যরঙ্গম্' ও তিরু-ইন্দলুর 'অন্তরঙ্গম্' নামে বিষ্ণুর তিন মূর্ত্তি শেষপর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন। কিন্তু, এবিষয়ে প্রাদেশিক মত-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহিশুরের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গপত্তনকে আদি-রঙ্গম্ নামে কথিত হয়। এখানে এইরূপ কিংবদন্তী আছে, মহারাজ অম্বরীষ 'তিরু-ইন্দুলুতে' পুরাকালে কোন সময়ে কাবেরী তটে মহাবিষ্ণুর তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, শেষ পর্য্যঙ্ক শয়নে প্রত্যক্ষীভূত হন। অম্বরীষ মহারাজ সেই স্থান অবলম্বন করিয়াই মূলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তিরুমঙ্গৈ আল্বার এই মন্দিরটিকে পরিবর্দ্ধিত করেন। যাহাই হউক, উহার গঠন দৃষ্টে ইহা অতি পুরাকালের বলিয়া দৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য ইহাও অন্যান্য মন্দিরের অনুকরণে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের সম্মুখে ইন্দু-পুষ্করিণী। প্রবাদ যে, ইন্দুদেব উহা খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দির, চারিটি বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরের দরজার উপর বৃহৎ গোপুর। দেব 'পেরুমল রঙ্গনাথস্বামী' ও দেবী 'পেরুমল নায়িকা' নামে প্রসিদ্ধ। দেবদেবীর প্রত্যেকেরই পুরী পৃথক্ ও

সপ্তম প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দেবী মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক দেবাসুর-যুদ্ধ-বিষয়ক মূর্ত্তি সকল চিত্রিত রহিয়াছে। দেবালয়ের ভূসম্পত্তি হইতে ৭০০০৲ হাজার টাকার অধিক আয় আছে ও কলেক্টরি হইতে বার্ষিক ২০০০৲ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাত্যহিক ভোগান্নে অনেকগুলি বৈদিক ব্রাহ্মণ অন্ন পাইয়া থাকেন। এই স্থানে যে কয়েকটি উৎসব হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে নিম্নের কয়টিই প্রধান।

১। জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্চ দিবস ব্যাপী 'তিরুপবিত্র' উৎসব।

২। কর্কট মাসে দশ দিন ব্যাপী 'আড়িপুর' উৎসব।

৩। কন্যা মাসে নয় দিন ব্যাপী 'নবরাত্রোৎসব। এই সময় রামায়ণ পাঠ হইয়া থাকে।

৪। তুলা মাসে একাদশ দিন ব্যাপী 'বৈকুণ্ঠ একাদশী' উৎসব।

৫। মাঘ মাসে মাঘোৎসব অর্থাৎ স্বামীকে প্রত্যহ দেবালয় হইতে কাবেরী সঙ্গমে লইয়া যাইয়া স্নান করান হয়।

৬। ফাল্গুন মাসে ত্রয়োবিংশ দিবস ব্যাপী 'অধ্যয়ন উৎসব'। এই সময় রামায়ণ মহাভারত ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় পুরাণ সকল পাঠ হইয়া থাকে।

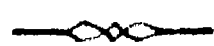
৭। মধু মাসে দশ দিন ব্যাপী 'বসন্তোৎসব' হইয়া থাকে।

তুলা মাসে দক্ষিণদেশের অনেকেই কাবেরীতে স্নান করিতে আইসেন। তৎসময়ে রেল যাত্রীর সংখ্যা ২০ হাজারের অধিক হইয়া থাকে। এই সময় সাউথ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানী পেসেঞ্জার ট্রাফিকে যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। আমরা পেরুমল রঙ্গনাথ স্বামী ও রঙ্গনায়িকার দর্শন, অষ্টোত্তর শত অর্চ্চনা ও কর্পূরা লোক প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হই।

মায়াবরমে আগন্তুক দিগের জন্য চারিটী ছত্রবাটী আছে। নটকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের যে দুইটী ছত্র আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা আহার পাইয়া থাকেন ও অপর দুইটী ছত্রে কেবল তুলামাসে ব্রাহ্মণ দিগকে অন্নদান হইয়া থাকে। কোড্নুরেও দুইটী ছত্র আছে তাহাতে দ্বাদশী তিথিতে এবং তুলামাসে ব্রাহ্মণেরা অন্ন পাইয়া থাকে।

মায়াবরম্ সহরটি অতি পুরাতন, রাস্তাগুলি অতি পরিষ্কার। ইহার বায়ু নিতান্ত মন্দ নহে, আহার্য্য দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার সুপ্রতুল, সহরে অনেকগুলি ধনী আয়ার ও আয়াঙ্গার ব্রাহ্মণ বাস করেন।

বৈদ্যেশ্বর কোবিল।



২৫ ডিসেম্বর দিবসে ১২।১৯ মিনিটের সময়ে বৈদ্যেশ্বর বা বৈদীশবরম্ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। উহা মান্দ্রাজ হইতে ১৬৫ মাইল, বিল্বপুর জংসন হইতে ৬৭ মাইল, তঞ্জাবুর জংসন হইতে ৫২ মাইল ও ত্রিশিরা-পল্লী জংসন হইতে ১৮৩ মাইল দূরে অবস্থিত। রেল-ষ্টেশন হইতে দেবালয় অর্দ্ধ মাইল অন্তর হইবে, রাস্তা অতি কদর্য্য। মন্দিরটি অতি বৃহৎ ও পুরাতন চের-চোল-পাণ্ড্যরাজগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মন্দিরটী ৩টী বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও প্রবেশ দ্বারে চারিটি বৃহৎ গোপুর। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ 'তিপ্পকুল' পুষ্করিণী, উহার চতুর্দ্দিক গ্রেনাইট প্রস্তরের বাঁধান সোপান-শ্রেণি ও তদুপরি মণ্ডপ-শ্রেণী শোভিত রহিয়াছে। কর্ত্তান্ নামে কোন ধনী শ্রেষ্ঠী মন্দিরের পূর্ণ সংস্কার ও দুইটি নূতন মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। সে ব্যক্তি ৬০০০০৲ ষাটিহাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছে ও অবশিষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে ২০০০০৲ বিংশতি হাজার টাকার অধিক খরচ হইবে বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু, এক্ষণে ইহাতে যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই কুৎসিত রুচির পরিচয় দিতেছে। পশ্চিমদিকে বহিঃ-

প্রকোষ্ঠে অষ্টোত্তর শত বৃহৎ মণ্ডপ পার হইয়া 'দেব সন্নিধি' মণ্ডপে আসিতে হয়। জম্বুকেশ্বরের মন্দিরের মত এ স্থানেও বিগ্রহ পশ্চিমমুখে রহিয়াছেন। মন্দিরের উত্তর দিকে যে মণ্ডপ আছে তাহার একদিকে একটী কূপ দর্শাইয়া অর্চ্চকেরা কহিল, 'ভগবান্ রামচন্দ্র তাহাতে জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই কূপ জটায়ুতীর্থ নামে অভিহিত। এ কথা সত্য হইতে পারে না কারণ রামচন্দ্র জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া চিত্রকূটে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হয়েন। তিনি বালারি জেলার অন্তর্গত হাম্পি সহরের সন্নিকট 'তুঙ্গভদ্রার' বামতীরে চিত্রকূট গিরি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। বৈদ্যেশ্বর চিত্রকূটের উত্তরে না হইয়া দক্ষিণে স্থিত। চিত্রকূট বৈদ্যেশ্বরের দক্ষিণে নহে।

মন্দিরের ভূসম্পত্তির আয় ৮০০০০৲ হাজার টাকার উপর। ধর্ম্মপুরের শৈব মহন্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ। তাঁহার এক চেলা মন্দিরে থাকিয়া, আয় ব্যয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। নিত্য পূজায় ১॥০ মণ তণ্ডুলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। আমরা মন্দিরের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। দেবদর্শন ও অর্চ্চনাদি কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

শিবালি।

ইহা একটি প্রসিদ্ধ শৈব-তীর্থ-স্থান। মান্দ্রাজ হইতে ১৬১ মাইল, বিল্বপুর জংসন হইতে ৬৩ মাইল, তঞ্জাবুর জংসন হইতে ৫৬ মাইল ও ত্রিশিরাপল্লী জংসন হইতে ১৮৭ মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরস্থ লিঙ্গ 'ব্রহ্ম-পুরীশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। অতএব, স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। উহা রেল-ষ্টেশন হইতে এক মাইল অন্তরে অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণ অতি প্রশস্ত ও সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাঙ্গণ মধ্যে দেব ও দেবীর পৃথক্ পৃথক্ আলয়ও তিপ্পকুল। দেব 'ব্রহ্মপুরীশ্বর' ও দেবী 'ত্রিপুরাসুন্দরী' নামে অভিহিত। দেব-সম্পত্তির আয়ও অধিক। নিত্য পূজায় ১॥০ মণ তণ্ডুলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। উৎসবের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। জ্যৈষ্ঠমাসে দশদিবসব্যাপী 'অশ্বোৎসব'। আশ্বিন মাসে দশদিবসব্যাপী 'নবরাত্রোৎসব।' মাঘমাসে 'শিব-রাত্রোৎসব' ও মধুমাসে দশদিনব্যাপী বসন্তোৎসব। এখানেও ধর্ম্মপুরের মহন্তের চেলা থাকিয়া, আয় ব্যয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমরা দেবদেবীর অষ্টোত্তরশত অর্চ্চনাদিকার্য্য সমাধা করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হই।

মহাবলিপুর

আমরা ১৮৯২ সালের প্রারম্ভ দিনে চিঙ্গলপট ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত মহাপুণ্যভূমি মহাবলিপুর সন্দর্শনে গমন করিলাম। ইহা উত্তর ১২।৩৬।৩৫ অক্ষরেখায় এবং পূর্ব্ব ৮০।১৩।১৫ দ্রাঘিমায়, মান্দ্রাজ সহরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণ-ভারতে ইহা পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের একটি অত্যাবশ্যকীয় স্থান। মান্দ্রাজ হইতে তথায় যাইবার দুইটি পথ। প্রথম মান্দ্রাজ হইতে ৭ মাইল দূরে ইষ্টকোষ্ট ক্যানালের পাপাক্কোরি নামক ঘাটে বোট ভাড়া করিয়া, উক্ত ক্যানাল সাহায্যে ৩০ মাইল জলপথে যাইতে হয়। আমরা সমস্ত বোটটি ভাড়া লইয়াছিলাম ও যাতায়াতের ভাড়া ৭৲ টাকা দিয়াছিলাম। বোটে যাতায়াতে আরাম আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাটা খালটি সমুদ্র তীরের অনতিদূরে সমভাবে গিয়াছে। ইহার জল অতিশয় লবণাক্ত এবং ইহার উভয় পার্শ্বে ঝাউ গাছের উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গাছ বেলা-ভূমিতে অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে বলিয়া, সকলেই উহার আবাদ করিতেছে। ৭ হইতে ১০ বৎসর মধ্যে বৃক্ষগুলি এক-প্রকার বড় হইয়া যায়। তদনন্তর তাহা কাটিয়া উক্ত খাল দিয়া, বিক্রয়ার্থ মান্দ্রাজে পাঠান হইয়া থাকে।

খালের স্থানে স্থানে কাষ্ঠের ডিপোও দেখিলাম এবং যতগুলি বোঝাই বোট দেখিলাম, তাহার অধিকাংশই কাষ্ঠবোঝাই হইয়া, মান্দ্রাজাভিমুখে আসিতেছে। এই খাল পুঁদিচারীর উত্তর ২০ মাইল দূরে ফরাসী সীমানার মরক্কানম্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু নৌকা তেম্বাকম্ নামক স্থান পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে।

মহাবলিপুর যাইবার দ্বিতীয় রাস্তা। এস্, আই. রেল দিয়া চিঙ্গলপুত্ত যাইয়া, ঝট্‌কা (শকট) যোগে ২০ মাইল যাইলে, তথায় পঁহুছান যায়। চিঙ্গলপুত্ত হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ ৬ মাইল যাইলে, পর্ব্বতশিখরোপরি বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের পুণ্যক্ষেত্র। যাহারা কাঞ্চীপুরে শ্রীবরদারাজস্বামী দর্শন করিয়া, চিঙ্গলপুত্তে আইসেন। তাঁহাদের অনেকেই বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর সন্দর্শনে যান। উহার অপর নাম শ্রীপক্ষীতীর্থ (তিরুবাড়ীকুণ্ডম্।) তথায় যাত্রী আসিলেই, প্রধান অর্চ্চক ভোগের নিমিত্ত টাকা লইয়া, ভোগ প্রস্তুত করাইয়া রাখে। মধ্যাহ্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ২।৩টি পাত্রে তৈল, ইটের জল ও পরিষ্কার জল রক্ষিত হয়। কাকাতুয়ার ন্যায় শুক্ল-বর্ণের দুইটি পক্ষী আসিয়া, তৈলপাত্রে মস্তক ডুবাইয়া, তৎপরে ইটের জলে মস্তক ধুইয়া, শুদ্ধজলে স্নান করে। অনন্তর, প্রধান অর্চ্চকের হস্তস্থিত পাত্রে ভোগান্ন তিন গ্রাস খাইয়া জল পান করিয়া, তিনবার দেবালয়ের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করত প্রস্থান করে। পর দিবস আবার যথা সময়ে আইসে। প্রধান অর্চ্চক

আগন্তুক যাত্রীদিগকে কহিয়া দেয় যে উহারা রামেশ্বর তীর্থে গমন করিল; তথা হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বারাণসী তীর্থে যাইয়া রাত্রি যাপন করিবে ও পুনরায় মধ্যাহ্নে স্নানাহারের নিমিত্ত এইখানে আসিবে। অতএব উহারা পক্ষী নহে পক্ষীরূপধারী পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর, ভক্তবৃন্দকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই ঐরূপ করিতেছেন। চারিযুগ ঐরূপ হইয়া আসিতেছে। সামান্য পক্ষী হইলে কি চারিযুগ অমর হইতে পারে? অজ্ঞান ভক্তবৃন্দ তদ্দর্শনে পুলকিত হইয়া স্বয়ং কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া পক্ষিরূপধারী গৌরীশঙ্করকে ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও স্তব স্তুতি করিয়া মানব জন্মে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইল ভাবিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রধান অর্চ্চককে যথেষ্ঠ দান করিয়া থাকেন।*

স্মার্ত্ত ও শ্রীবৈষ্ণবে সম্প্রীতি নাই, অর্চ্চক স্মার্ত্ত, আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ত্রুটি করেন না। সন্নিকটে মহাবলিপুর পুণ্যক্ষেত্র হইলেও কখন কোনও যাত্রীকে তথায় যাইতে উপদেশ দেন না। অনেক যাত্রীরা পক্ষীতীর্থ হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মহাবলিপুরের বিষয় অবগত আছেন তাঁহারাই তথায় যাইয়া থাকেন। যে সকল পাশ্চাত্য পরিব্রাজ-

* কলিকাতা বাগ্‌বাজার নিবাসী শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু এই তীর্থে যাইয়া এই ঘটনাটী স্বয়ং সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ থিয়জফিষ্ট পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগের পাচক গয়াপ্রসাদ পাঠকও ইহা সন্দর্শন করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিল।

কেরা শীত ঋতুতে এ প্রদেশ পরিভ্রমণে আইসেন, তাহাদের অনেকেই মহাবলিপুরের হিন্দু (আর্কিটেক্‌চ্যুরাল) গৃহাদি-নির্ম্মাণ-বিষয়ক শিল্প-নৈপুণ্য কার্য্য সন্দর্শন করেন। যাঁহারা ভারতের পূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য সন্দর্শন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মহাবলিপুরে যাইয়া তাহা সন্দর্শন করিয়া সুখী হইবেন।

অতি প্রত্যুষে 'পাপনচৌবির' ঘাটে আসিয়া বোট ভাড়া করিয়া মহাবলিপুরের উদ্দেশে গমন করি। বোটে রন্ধনাদি করিয়া আহারাদি করি। যাইতে যাইতে দুইদিকে বালুকারাশি ও ঝাউবৃক্ষ আবাদ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। বোট বেলা দুই ঘটিকার সময় মহাবলিপুরের ঘাটে আসিল। আমরা পদব্রজে পূর্ব্বাভিমুখে মহাবলিপুরের দিকে যাইতে যাইতে একটি ক্ষুদ্রমণ্ডপ ও তাহার দক্ষিণ দিকে একটি সামান্য পাহাড়-শ্রেণিতে অসম্পূর্ণ মন্দিরত্রয় দেখিলাম। তিন খণ্ড পাহাড় কাটিয়া, মন্দিরাকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদিগের মেজে থামালের উপর সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ, কিন্তু মূলস্থানে কোনও দেবতা দেখিলাম না। বোধ হয় সম্পূর্ণ হইলে, মূলস্থানের মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইত। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে যাইতে যাইতে রাস্তার দক্ষিণদিকে এক পর্ব্বতশ্রেণীর নীচে এক প্রশস্ত পুষ্করিণী ও পর্ব্বতের গায়ে পাথর কাটিয়া একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে দুইটি পরিষ্কার মনোহর মন্দির দেখিলাম। উভয় মন্দিরই

এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। তাহার প্রথমটিতে বিনায়কের মূর্ত্তি দেখিলাম। অপরটি মহাবলি চক্রবর্ত্তীর মণ্ডপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার দক্ষিণ দেওয়ালে অষ্ট-ভুজার মূর্ত্তি, বাম দেওয়ালে কূর্ম্মাবতারের মূর্ত্তি ও সম্মুখ দেওয়ালে বহু দেব-দেবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই উভয় মন্দিরের মধ্যস্থলে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের খনি দৃষ্ট হইল। তথা হইতে অগ্রসর হইয়া, পাহাড়ের গায়ে নানাবিধ ক্ষোদিত মূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর হইল। দীর্ঘে ৯ ফুট উর্দ্ধে ৪৩ ফুট, দুইটি বৃহৎ হস্তী, কয়েকটি সিংহ, অনেকগুলি দেবদেবী, গোপিকা, মারুতি ও সর্ব্ব মধ্যস্থলে অর্দ্ধ-নাগ-নারীর (ঊর্দ্ধ-ভাগ নারী ও অধোভাগ সর্পাকৃতি) মূর্ত্তি, একপদে দণ্ডায়মান ঊর্দ্ধবাহু যোগী ইত্যাদি নানাবিধ মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একস্থানে পাহাড় কাটিয়া মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাতে চারিটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কিন্তু কোনটিতে মূর্ত্তি নাই। এই মণ্ডপের দক্ষিণভাগে অপর একটি মণ্ডপ দৃষ্ট হইল। উহা কৃষ্ণ-মণ্ডপ নামে খ্যাত, উহার সম্মুখের স্তম্ভগুলি প্রস্তরে নির্ম্মিত। কিন্তু পশ্চাৎভাগের দেওয়াল পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত। উক্ত দেওয়ালে অনেকগুলি পৌরাণিক চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে গোপ গোপিকা গাভী আশ্রয় লইয়াছে। আর এক স্থানে গোপ-বালক গাভীদোহন করিতেছে। এই মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে বর্ম্ম ও বর্ম্মের

পূর্ব্বদিকে শয়ান-বিষ্ণু মন্দির। একস্থানে দুইটি হনূমানের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, ইহারা পরস্পরের গায়ে উকুন দেখিতেছে, একটি বানর শাবক স্তনপান করিতেছে। এই পাহাড়টি দূর হইতে দেখিলে বৃহৎ মনুষ্যাকৃতি বলিয়া বোধ হয়। কেহ বলেন উহা বলিরাজার মূর্ত্তি, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা উহাকে জৈনমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই পাহাড়ের স্থানে স্থানে ১৪টি গহ্বর দৃষ্ট হয়।

পুরাকালে পুণ্ডরীক ঋষি বহুদিবস ক্ষীরোদ তীরে আরাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাবিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, স্থলশয়ান মূর্ত্তিতে ভক্তকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই স্থান অবলম্বন করিয়া, স্থলশয়ান স্বামীর মন্দির বলিরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল মন্দির ও মণ্ডপের গঠন দৃষ্টে অতি পুরাতন বলিয়া অনুমিত হইল। এই মন্দিরের তিনটি গোপুর আছে। পশ্চিমদিকের পর্ব্বতোপরিস্থ গোপুর অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। অপর দুইটি পূর্ব্বদিকে নির্ম্মিত আছে। সর্ব্ব পূর্ব্বদিকেরটি অসম্পূর্ণ ও অপরটি সম্পূর্ণ। ইহার শিল্প-নৈপুণ্য কার্য্যগুলি দেখিয়া, অধিক দিবসের বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বদিকে উভয় গোপুরের মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে। মন্দির মধ্যে মহাবিষ্ণু দর্শন করিয়া দেখিলাম, প্রস্তরোপরি কেবল বিষ্ণুমূর্ত্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর শেষপর্য্যঙ্ক দৃষ্ট হইল না। সেই জন্য ঐ মূর্ত্তি স্থল-শয়ান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মন্দিরের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে জমী পতিত রহিয়াছে। পূর্ব্ব-দক্ষিণ বর্ত্মের অপর পার্শ্বে ৭ ঘর শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের বাটী। তাঁহারাই মন্দিরের অর্চ্চক। তাঁহারা মন্দিরের ভূসম্পত্তির আয় হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। উক্ত পতিত জমীর উত্তরদিকে শূদ্রদিগের আবাসস্থান। মন্দিরের পূর্ব্ব-দিকে উত্তরমুখে যে বর্ত্ম গিয়াছে, তাহার উত্তর সীমানায় স্তম্ভোপরি একটি বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের গায়ে পৌরাণিকী দেবদেবী-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। উৎসবের সময় বিষ্ণুমূর্ত্তি এই মণ্ডপে বিশ্রাম করেন। মণ্ডপের শতহস্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে উচ্চ জমীখণ্ডের উপর হিন্দু-দেবদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ও কৃষ্ণ পাথরের লিঙ্গ দৃষ্ট হইল।

মন্দির হইতে পূর্ব্বদিকে সাগরে যাইবার পথের দক্ষিণভাগে গ্রেনাইট প্রস্তরে বাঁধান বৃহৎ পুষ্করিণী ও বামভাগে মণ্ডপ; এই পুষ্করিণীতে তেপ্পকূল উৎসব হইয়া থাকে। অন্যান্য দেবালয়ের তেপ্পকূলের জলের ন্যায় ইহার জল দূষিত নহে, অধিকন্তু পানোপযোগী সুমিষ্ট, নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। মণ্ডপটি অতি পুরাতন, সংস্কারাভাবে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, উভয়ই অতি পুরাতন তাহার সন্দেহ নাই। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে যাইয়া সমুদ্রতীরে ভগ্ন শিবালয় দৃষ্ট হইল; ইহার অধিকাংশ বালুকায় চাপা পড়িয়াছিল, বালুরাশি সরাইয়া অনেক পরিমানে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার গঠন প্রনালীদৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুমন্দির

অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অনুমিত হইল। সামুদ্রিক হাওয়া প্রভাবে গ্রেনাইট প্রস্তরেও লোনা ধরিয়াছে মূলস্থানে কৃষ্ণপ্রস্তরের লিঙ্গ দৃষ্ট হইল। পশ্চিমদিকের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থল-শয়ান মহাবিষ্ণু মূর্ত্তিও দৃষ্ট হইল। এই মন্দিরের পূর্ব্বভাগে সাগরগর্ভে ভাটার সময় মন্দিরের কএকটি চূড়া অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী আছে যে, মন্দিরের পূর্ব্বভাগে বহুদূরে সমুদ্র ছিল, পূর্ব্ব-উত্তর মনসুনের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে তীর ভূমি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্ব মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। যে সকল প্রস্তরে মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আশ-পাশের মৃত্তিকা ধুইয়া যাওয়াতে মন্দির বসিয়া গিয়াছে। মহাবলি চক্রবর্ত্তী নামে কোন মহারাজা এতৎ সমস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। আর একটি প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে এই স্থলে বৌদ্ধদিগের মঠ ছিল। মহাবলি চক্রবর্ত্তী বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, মঠ ভাঙ্গিয়া হিন্দু-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাবলি চক্রবর্ত্তী কোন্ সময়ের লোক তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কেহ কহেন, তিনি চালুক্যবংশীয় মল্ল; অপরে কহেন, বিরোচন পুত্র বলিরাজ চক্রবর্ত্তী ও ইহাই তাহার রাজধানী। অতএব ইহার নাম মহাবলিপুর। আবার অপরে কহিয়া থাকেন, কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালিরাজা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন ও তপস্যান্তে ইহা নির্ম্মাণ করেন। কোন্‌টী সত্য আর কোন্‌টী অসত্য, তাহা স্থির করিবার উপায়

নাই। দেবালয় দৃষ্টে উহার বয়ঃক্রম ১২শত বৎসরেরও উপর বলিয়া বোধ হয়। তামিলেরা এই স্থানকে মহাবলিবরম্ কহিয়া থাকে। বরম্ অর্থে পুরম্।

অনন্তর, পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের পশ্চিমোত্তর ভাগে কোন পুরাতন ইমারতের ভিত্তি খনন দৃষ্ট হইল। এখানে বর্ষার সময় মধ্যে মধ্যে পুরাতন তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কৃষক আমাদিগকে দুইটি তাম্রমুদ্রা দিয়াছিল। উহাতে অস্পষ্ট অক্ষর রহিয়াছে। তৎপরে তথা হইতে পূর্ব্বোক্ত গন্তব্য পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিয়া, লাইট হাউসের দিকে আসিলাম। পথিমধ্যে পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। পর্ব্বতোপরি অসম্পূর্ণ হিন্দু-মন্দির ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া, লাইট হাউস নির্ম্মিত হইয়াছে ও উপরে উঠিবার জন্য, সিঁড়িও রহিয়াছে। যে পাহাড়ে লাইট হাউস তাহার অর্দ্ধ নিম্নদেশে পূর্ব্বগা কাটিয়া মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এই মণ্ডপের পশ্চিম দেওয়ালে ৩টী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে সকল প্রকোষ্ঠেই লিঙ্গ না থাকিলেও, দেওয়ালে পার্ব্বতী পরমেশ্বর ও নন্দীমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। মণ্ডপের দক্ষিণ দেওয়ালে অষ্টভুজা সিংহারোহণে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত, অসুরের হস্তে গদা, দেবীর চতুর্দ্দিকে অন্যান্য দেবীরা ও অসুরের চতুর্দ্দিকে অপর অসুরগণ যুদ্ধবেশে পরস্পরের সহিত ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে অনন্ত পর্য্যঙ্কে বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহার

চতুর্দ্দিকে দেব ও ঋষিগণ তাঁহার স্তবে ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। প্রকোষ্ঠের দ্বারে দ্বারপালমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

তদনন্তর, তথা হইতে দক্ষিণ মুখে অর্দ্ধ মাইল দূরে যাইয়া ৫টী ছোট বড় রথ, একটি বৃহৎ হস্তী, একটি সিংহ ও একটি নন্দীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। উহার প্রত্যেকই এক এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত; রথগুলির গঠন অতি পরিপাটী নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, যেন ছাঁচে সমস্ত প্রস্তুত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের কারণিস্ ও উপরের সুচারু কার্য্য অতি পরিপাটি। ভারত খণ্ড যে এক সময়ে গৃহাদি-নির্ম্মাণ-শাস্ত্রের (আর্কিটেকচুর্যাল্) চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল, তাহা দেখিলেই স্পষ্টীকৃত হইবে। উত্তর দিকেরটি দীর্ঘ প্রস্থে ১১ ফুট ও উর্দ্ধে ২০ ফুট হইবে, ২য়টি দীর্ঘে ১৬ ফুট ও প্রস্থে ১১ ফুট ও উর্দ্ধে ২০ ফুট হইবে। ৩য়টি দীর্ঘে ৪২ ফুট প্রস্থে ২৫ ফুট ও উর্দ্ধে ২৫ ফুট হইবে, ইহা অশনিপাতে ফাটিয়া গিয়াছে ও ইহার ফাট দিয়া ভিতর হইতে সূর্য্যালোক দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ কহে ভূমিকম্পে এইরূপ হইয়াছে। ৪র্থটি দীর্ঘে ২৭ ফুট প্রস্থে ২৫ ফুট ও উর্দ্ধে ৩৪ ফুট হইবে। ৫মটি কিয়দ্দূরে অর্জ্জুনের রথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উপরিভাগের কার্য্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যেরূপ বহির্দ্দেশের অবয়ব, প্রকোষ্ঠ সেরূপ নহে; কোনটি অসম্পূর্ণ অব-

স্থায় রহিয়াছে। দেব স্থাপনের নিদর্শন পাইলাম না। যে মহাত্মার সময়ে ও যাহার ব্যয়ে এই সকল নিৰ্ম্মিত হইতেছিল বিগ্রহ স্থাপন কাৰ্য্য শেষ হইবার পূৰ্ব্বেই তিনি কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া থাকিবেন। সংস্কৃত অনুশাসন পত্র ক্ষোদিত আছে, তাহার কোন-টিতে সময় নিৰ্দ্দেশ না থাকায়, পুরাতন তত্ত্ববিদেরা অক্ষর সন্দর্শন করিয়া খৃঃ ৭ম শতাব্দির বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

তদনন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লাইট হাউস্ পাহাড়ের নিকট দিয়া রথ্যার উপর পশ্চিমাভিমুখে অল্পদূর আসিলেই, একটী ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হইল। উহার প্রাঙ্গণের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে। তথা হইতে পৰ্ব্বোত্তর মুখে আসিয়া রাস্তার উত্তর ভাগে পৰ্ব্বতো-পরি কয়েকটী মণ্ডপ পরিদশন করিয়া বৃহৎ পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে নূতন বিশ্রাম-ডাক-বাঙ্গলা ও তাহার উদ্যান দেখিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার সময় সমস্ত ঘোর হইয়া আসিলে আমরা আমাদিগের পোতে আসিলাম। বাহকেরা আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া পর দিন সাড়ে আট ঘটি-কার সময় পাপান্ চৌরিঘাটে নৌকা আনিয়া দিল।

তিরুবল্লুর

১৮৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমরা চিঙ্গলপুর জেলার অন্তর্গত তিরুবল্লুর নামক মহাতীর্থ সন্দর্শনে যাই, উহা মান্দ্রাজ আরকোনম্ রেল লাইনের ধারে ও মান্দ্রাজ হইতে ২৬ মাইল দূরে। তিরুবল্লুরের নিকট যে রেলষ্টেশন তাহা 'ত্রিবেল্লুর' নামে কথিত; কারণ সাউথ-ইণ্ডিয়ান্ রেলের তঞ্জাবুর নাগপত্তন লাইনের ধারে তিরুবল্লুর নামে আর একটি বিষ্ণুধাম রহিয়াছে, উহা মান্দ্রাজ হইতে রেলপথে ২৫১ মাইল ও তঞ্জাবুর জংসন হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ উভয় পুণ্যক্ষেত্র এক মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া একই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং উভয়ই বিষ্ণুধাম। চিঙ্গলপুত তিরুবল্লুর রেল ষ্টেশন হইতে উত্তরদিকে ১৷৷০ মাইল দূরে 'হৃৎতাপ নাশিনী' নামক বৃহৎ তীর্থের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই তীর্থটি নবকোনবিশিষ্ট, উহার চতুর্দ্দিক গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপানে বাঁধান; উক্ত তীর্থের উত্তরদিকে রথ্যা, উহার উত্তরে দেবালয় প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে প্রস্তর স্তম্ভোপরি অনাবৃত মণ্ডপ। মন্দিরের বহিঃপ্রাকারের পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বারোপরি বৃহৎ গোপুর। ভিতরে দুইটি পৃথক পৃথক মন্দির ও উৎসব মণ্ডপ রহিয়াছে। একটিতে বীর-রাঘব-স্বামী, অপরটিতে

কনকবল্লী মাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবের নাম বীর রাঘব স্বামী হইলেও চতুর্হস্ত মহাবিষ্ণুমূর্ত্তি শেষপর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন; তাঁহার নাভি হইতে কমলনাল বহির্গত হইয়াছে তদুপরিস্থিত একটি পদ্মের উপর চতুর্মুখ ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। চতুর্ভুজ বিষ্ণু শালিগোত্রজ ঋষির মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্ত অর্পণ করিয়া অভয় দিতেছেন এবং বামহস্ত প্রসারণ করিয়া ব্রহ্মাকে জ্ঞানোপদেশ দিতেছেন, ইহার অপর দুইটী হস্তে শঙ্খ ও চক্র বিরাজমান রহিয়াছে।

দেবের উৎপত্তির বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী যে, পুরাকালে শালিগোত্রজ মহর্ষি বহু দিবস হৃৎতাপ নাশিনীর তটে তপস্যা করিলে বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া উক্ত মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া, বরপ্রদানে সম্মত হইলে, ঋষি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে মহাপাপীও যেন উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া হৃৎতাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। বিষ্ণু, 'তথাস্তু' কহিলেও ঋষির সন্দেহ থাকিলে বিষ্ণু ভক্তের সন্দেহ দূর করণোদ্দেশে তাঁহার মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়া তদ্বিষয়ে সত্য করিয়াছিলেন। তখন হইতে উক্ত পুষ্করিণী 'হৃৎতাপ নাশিনী' নামে বিশ্রুত হইয়াছে, অদ্যাপিও লোকে দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া হৃৎতাপ হইতে নিস্তার পাইবার আশায় উহাতে সংকল্প পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া থাকে। যে স্থানে বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ঋষিবর সেইস্থলে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মহাবিষ্ণুর সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন। দেবালয়টি বড়কলৈ শ্রীবৈষ্ণবদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। কর্নূলের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 'অহোবলম্' মঠের অধিপতি শ্রীনিবাসস্বামী এইস্থানে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে শ্রীরঙ্গমাদি ধাম দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন।

কনকবল্লী মাতার বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী যে, দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দশবর্ষের পরে অযোধ্যায় রাজা হইয়া প্রজারঞ্জনব্রত পালনার্থ দূতমুখে সীতার চরিত্রাপবাদ জ্ঞাত হইয়া সীতাকে বনবাস দিবার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ উদযাপনের সময় স্বর্ণসীতা নিৰ্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ সমাধা করেন; ইহা সেই মূর্ত্তির অনুরূপ।

মন্দিরটির গঠন পুরাতন, সম্প্রতি জীর্ণ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এই দেবালয়েও কুরুচির পরিচায়ক কুৎসিত চিত্রিত মূর্ত্তির অভাব নাই; এখানেও অনেকগুলি কুরুচির পরিচায়ক মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম।

দেবালয়ে প্রত্যহ চারিবার পূজা হইয়া থাকে প্রাতঃপূজায় /২॥০ সের তণ্ডুলের অন্নভোগ, মধ্যাহ্ন পূজায় দধি দুগ্ধাদি ভোগ, অপরাহ্ণ পূজায় পায়স পিষ্টকাদি ভোগ এবং সায়াহ্ন পূজায় ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে। প্রত্যহ ॥২ বাইসসের তণ্ডুলের অন্নপাক হইয়া থাকে। দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০০০৲ টাকা আয়ের একখানি দেবত্তর গ্রাম আছে। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী অমাবস্যা ও শুক্ল প্রতিপদে দেব দেবীর দর্শন করিতে "দরজা-

উন্দি” নামে ৴০ এক আনার হিসাবে মাশুল দিতে হয় অন্য দিবসে উহা দিতে হয় না, দেবের অষ্টোত্তরশত তুলসী ও দেবীর অষ্টোত্তরশত কুঙ্কুম অর্চ্চনা করাইতে দক্ষিণা হিসাবে ৶১০ আড়াই আনা দিতে হয়। প্রতি শুক্রবার কনকবল্লী মাতার প্রদক্ষিণ উৎসব অতি সমারোহে হইয়া থাকে এবং আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসবের সময় রামায়ণাদি পাঠ হইয়া থাকে।

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং নির্ম্মিত পুরাতন ত্রিপসোর দুর্গ ও পূর্ব্ব দক্ষিণ দশ মাইল দূরে শ্রীপরম্বতুর গ্রাম। ইহা শ্রীরামানুজাচার্য্যের জন্মস্থান এজন্য বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

কোএম্বতোর।

১৮৯২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারিতে কোএম্বতোর সন্দর্শন করিতে আসিয়া, তথাকার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত অন্নস্বামী-রাও বিএ, বিএল, মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম। কোএম্বতোর শব্দ ‘কোবতুর’ শব্দের অপভ্রংশ। এপ্রদেশটি অতি পুরাতন। ইহার কিংবদন্তী এইরূপ যে, পঞ্চ-পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস কালে কোবতুর জঙ্গলে (এখন ইহাকে ‘মুত্তুপলয়মের’ জঙ্গল কহে) কিয়ৎকাল আশ্রয় ও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

কোএম্বতোর ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত 'ধারাপুর' পুরাতন 'বিরাটপুর' বলিয়া কথিত আছে। ইহাতেই পাণ্ডবেরা এক বৎসর গুপ্ত-বাস করিয়াছিলেন। 'কোল্লেগাল' নামক পাহাড়ে ও জঙ্গলে তাঁহারা কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া অপর আর একটী কিংবদন্তী আছে। এপ্রদেশে সর্ব্বত্রই প্রস্তরের পুরাতন সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা 'পাণ্ডবকুলি' নামে খ্যাত। ঐরূপ প্রস্তর সমাধি দক্ষিণ অরুবাদর অন্তর্গত 'হরিকাণ্ড-নেল্লুরের' নিকটে বালিবাজার ছাউনি নামে বিখ্যাত।

সুপ্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা টলোমি ১১০ খৃঃ চের রাজপুত্রের রাজধানীকে 'করুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে তৎসময়ে চের-রাজারা দক্ষিণ প্রদেশে প্রবল ও প্রতাপান্বিত ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। চের-রাজদিগের এক বংশ কোএম্বতোর প্রদেশের 'করুর' নামক স্থানে থকিয়া, স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। ৮৭৮ খৃঃ চোলবংশীয় রাজারা 'চের-রাজবংশ' নষ্ট করিয়া, 'করুর্' 'কঙ্গু' 'কর্ণাট্' ও 'তলকাদ' অধিকার করিয়া, দুই শতাব্দী কাল তাহা শাসন করেন। ১০৮০ খৃঃ বল্লালবংশীয় বিনয়াদিত্য 'কর্ণাট' অধিকার করেন ও তাঁহার পুত্র বল্লাল রায় 'কঙ্গু' 'কবেতুর' 'চেরম্' (বর্ত্তমান সলম্) 'অনেমল্' অধিকার করেন এবং 'তলকাদে' থাকিয়া, তৎসমস্ত শাসন করেন। ১৩৪৮ খৃঃ হাম্পির অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজা হরিহর রায়ালু এপ্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া

লয়েন, তদবধি উহা তাহাদিগের অধিকারে থাকে। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে, উহা মধুরার অধীনে আইসে। ১৫০৯ শকাব্দের একটি তাম্রশাসনে উহাই প্রতীয়মান হইতেছে। ১৬২৩ হইতে ১৬৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে মহিস্থর-রাজ চিক্কদেব 'কোএম্বতোর' 'করুর্' 'ইরোৎ' 'ধারাপুরম্' অধিকার করিয়া লয়েন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোএম্বতোর মহিস্থুর রাজ্যাভিভুক্ত থাকিয়া, পরে ব্রিটীশ-শাসনে আসিয়াছে।

সহর কোএম্বতোর তন্নামক ডিষ্ট্রীক্ট ও তালুকের প্রধান নগর, মান্দ্রাজ রেলওয়ের সাউথ ওয়েষ্ট লাইনের 'পোদনুরমুত্ত পালেয়ম্' শাখা লাইনের কোএম্বতোর একটি ষ্টেশন, ইহা পোদনুর জংশন হইতে ৪মাইল মাত্র। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তাহাতে সহরের রাস্তাগুলি ভাল পরিষ্কার থাকে। বাটীগুলি অধিকাংশ ইষ্টক নির্ম্মিত ও ক্লম্বেলাচ্ছাদিত। সমুদ্র-সমতল হইতে ১৩৪৮ ফুট উচ্চ বলিয়া, আব হাওয়া স্বাস্থ্যকর ও গ্রীষ্মকালে ইহার উত্তাপ কষ্টকর হয় না। জল অতি উত্তম বলিয়া লোক্যাল্ য়্যাড্মিনিষ্টেশনের হেড্কোয়াটার্ হইয়াছে। এখানে ডিষ্ট্রীক্ট কলেক্টর ও ডিষ্ট্রীক্ট জজের কাছারি। চতুর্থ সার্কেলের সুপারিন্টেণ্ডণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, পুলিস্ বিভাগের ডেঃ ইন্স্পেক্টর জেনেরেল ও ডিঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বনবিভাগের ডিঃ কন্জারভেটর, জেলার সার্জ্জন লোক্যাল্ফণ্ড ইঞ্জিনিয়ার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ

আফিস্ আদি সমস্তই আছে। এখনকার সেণ্ট্রাল জেলে ১২২১জন কারাবাসীর স্থান আছে এবং একটি সব্ জেলও আছে। মিউনিসিপ্যাল ডাক্তারখানায় অনেকগুলি লোক সুচিকিৎসা পাইয়া থাকে, খৃষ্টানদিগের তিন সম্প্রদায়ের উপাসনালয় বিদ্যমান আছে। এখানে রোমান ক্যাথলিকদিগের বিশপ্ থাকেন। এই স্থানে কফি প্রস্তুতের দুইটি কারখানা আছে। একটি মেসার্স ষ্টেনস্ এণ্ড কোং অপর মেসার্স পিয়াস্ লেস্‌লি এণ্ড কোং তন্মধ্যে মেসার্স ষ্টেনস্ এণ্ড কোংর কারখানা উৎকৃষ্ট, তাহাতে ৪০০ শত লোক কার্য্য করিতেছে। এখানে একটি সুতা প্রস্তুতের কল ও দুইটি তুলার গাইট বাঁধা কল আছে। নূতন টাউনহল গৃহ আট হাজার পাঁচ শত টাকা ব্যয়ে ও নূতন নেটিভ ক্লব্ বাটী ৩০০০৲ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে; উক্ত নেটিভ ক্লবে লংটেনিস্ খেলিবার ও সংবাদপত্র পাঠ করিবার বন্দোবস্ত থাকায়, দেশীয় কৃতবিদ্য সকলেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় আসিয়া, সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। টাউন-হল-কম্পাউণ্ডে আর একটি সংবাদপত্র পাঠ করিবার ক্লব আছে। তথায়ও অনেকে উপস্থিত হইয়া, সংবাদপত্র পাঠে ও মিষ্টালাপে প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যাল বাজার নিতান্ত মন্দ নহে। মিউনিসিপ্যাল শাখা ডাক্তারখানা সহরের মধ্যস্থলে বলিয়া অনেকেই তথা হইতে ঔষধ পাইয়া থাকেন। জোসেফ্

কোরের ঔষধের দোকানে সর্ব্ব প্রকার ইংরাজী ঔষধ বিক্রয় হইতেছে। কো-অপারেটিভ্ ষ্টোরে সর্ব্ব-প্রকার বিলাতী দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে একটি প্রাইভেট্ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, হাই-স্কুল, লণ্ডন মিশন স্কুল, রোমান্ ক্যাথলিক স্কুল নরমাল স্কুল ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় থাকায়, বালক বালিকা-দিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের পবলিক ডাক-বাঙ্গালা ও হিন্দুদিগের 'রঙ্গাপ্পারাও' ছত্রে আগন্তুকেরা স্থান পাইয়া থাকেন।

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে 'পেরুর' নামক স্থানে 'মেলচিদম্বর' নামে পুরাতন প্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থ। লোকে কহিয়া থাকে, দেবের এতদূর প্রভাব যে, টিপু-সুল-তানেরও দেব-সম্পত্তি বা দেবালয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় নাই। মূল-মন্দির চের-রাজদিগের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তাহাদিগের কৃত সাতটি মন্দিরের অন্যতম। (অপর মন্দিরগুলির বিষয় পরে প্রদত্ত হইবে।)

অপরাহ্ণে আমরা মেল-চিদম্বরম্ সন্দর্শনে যাইয়া, রাস্তায় দুইটি মঠ দেখিলাম। একটি শৈবদিগের সন্ন্যাসী মঠ নামে বিখ্যাত। অপরটি লিঙ্গায়ৎদিগের স্কন্দলিঙ্গ-স্বামী মঠ নামে প্রসিদ্ধ। উভয়ই সামান্য মঠ বলিয়া প্রতীতি হইল। পেরুরে উপস্থিত হইয়া, বাঁধাপুষ্করিণী ও তাহার শতহস্ত পশ্চিমদিকে মন্দির, প্রবেশদ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর ও উভয়ের মধ্যস্থলে গ্রে-প্রস্তরের

বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ দৃষ্ট হইল। উহার শিল্পকার্য্য অতি পরিপাটী। স্তম্ভের নিম্নদেশের পশ্চিম গায়ে একটি গাভীর স্তন হইতে লিঙ্গের উপর দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে। দক্ষিণ গায়ে ত্রিশূলাকৃতি, পূর্ব্ব গায়ে বিনায়ক মূর্ত্তি ও উত্তর গায়ে সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সুন্দরদেব উক্ত মূর্ত্তিতে জ্যৈষ্ঠমাসে ভূমি খনন করিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত মাসে তাঁহার উৎসব হইয়া থাকে। ধ্বজস্তম্ভ বেষ্টন করিয়া, চারিটি স্তম্ভের উপর একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে। তদনন্তর গোপুরের ভিতর দিয়া, বহিঃপ্রাকার পার হইয়া, দ্বিতীয় প্রাকারাভ্যন্তরে যাইয়া, প্রথমে গ্রে-প্রস্তরে নির্ম্মিত কনক সভা মণ্ডপ দেখিলাম। ইহার যে কয়েকটি স্তম্ভ আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে পৌরাণিকী ভাস্কর-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বহির্ভাগে অনেকগুলি স্তম্ভ দেখিলাম, উহা সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ নির্ম্মাণের জন্য সংগ্রহ হইতেছিল। কিন্তু, কোন কারণবশতঃ উহা পূর্ণ হয় নাই। ঐ সকল স্তম্ভের কার্য্য একই রূপ হইলেও, অতি পরিপাটী। নট-রাজার গৃহটীর কারুকার্য্য অতি সুন্দর, তথায় দেবের নটমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। উহা দশভুজ একপাদে নটবেশে দণ্ডায়মান। তদনন্তর, মূল মন্দির সন্দর্শন করি, উহা মরকত নীল রঙের প্রস্তরে নির্ম্মিত ও তাহার বহির্দ্দেশে চারিদিকেই নানা অনুশাসন পত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। মূল মন্দিরের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে দুইটি মণ্ডপ; মূলের নিকটস্থ মণ্ডপটি পুরাতন হইলেও, তাহার জীর্ণ

সংস্কার হইয়া যাওয়ায় নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্মুখের দ্বিতীয় মণ্ডপ ১৮৮৩ অব্দে দেবস্থানের ইন্স্পেক্টর স্কন্দস্বামী মুদেলিয়ারের যত্নে পূর্ব্বোক্ত অসম্পূর্ণ সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপের স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মণ্ডপের এক পার্শ্বে একটী বাঁধান কূপ; উহা সিংহতীর্থ নামে অভিহিত ও তাহার জলে দেবের অভিষেকাদি কার্য্য হইয়া থাকে। এই দেব 'মেল' অর্থাৎ পশ্চিম চিদম্বর নামে অভিহিত হইলেও, মহাদেব লিঙ্গরূপী চিদাকাশরূপী নহেন।

দেবীর মন্দির পৃথক্ অবস্থিত। ইহার মূলস্থান (যে স্থানে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে) পুরাতন। সম্মুখের মণ্ডপ ১৮৮৩ খৃঃ নির্ম্মিত। দেবীর নাম 'মরকতবল্লী' অথবা 'মরকত-অম্মা'। প্রত্যহ দেবের ছয়বার অভিষেক-কার্য্য হইয়া থাকে। দ্বাদশ মাসের বিশেষ উৎসব যথা;—অগ্রহায়ণ মাসে দশদিবসব্যাপী উৎসব হয়। ইহার শেষ স্নান আর্দ্রা নক্ষত্রে হইয়া থাকে। পুষ্যামাসে পুষ্যা নক্ষত্রে রথোৎসব হয়। মাঘমাসে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি উপলক্ষে উৎসব হয়। ফাল্গুনমাসে একাদশ দিবসব্যাপী ব্রহ্মোৎসব শুক্ল পঞ্চমীতে আরম্ভ হইয়া, পূর্ণিমায় শেষ হয়। চৈত্রমাসে পূর্ণিমাতে এক দিবস উৎসব হইয়া থাকে। বৈশাখে দশদিনব্যাপী বসন্ত উৎসব শুক্ল ষষ্ঠীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হয়। জ্যৈষ্ঠমাসে সুন্দর মূর্ত্তির দশদিনব্যাপী বপনোৎসব হইয়া উত্তরফল্গুনীতে শেষ হয়। আষাঢ় মাসে পূর্ব্ব-

ফাল্গুণীতে দেবীর নদী স্নান উৎসব হইয়া থাকে, শ্রাবণ মাসে মূলানক্ষত্রে দেবের নদী স্নানোৎসব। ভাদ্রমাসে অসুর-সংহার উৎসব। আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসব ও কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে দীপালোক উৎসব হইয়া থাকে।

এ প্রদেশে এই মন্দিরটি প্রসিদ্ধ, ফারগোসন্ সাহেব ইহা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ইয়োরোপ পরিব্রাজক ও প্রদেশীয় গবর্ণর হইতে অধস্তন কর্ম্মচারীরা কোএম্ব-তোরে পদার্পণ করিলেই 'মেলচিদম্বর' না দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চেররাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাতটি শৈব মন্দিরের মধ্যে এইটি অন্যতম মন্দির, অতএব অপর ছয়টির নাম সকলেই জানিতে ইচ্ছুক হইবেন বলিয়া এস্থলে প্রদত্ত হইল।

২য়। ভবানীসহরে কাবেরী ভবানী সঙ্গমের মধ্য-স্থলে 'সঙ্গমেশ্বর স্বামী'র প্রসিদ্ধ মন্দির।

৩য়। করুর সহরে 'পশুপতীশ্বর' স্বামীর দেবালয়। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে একটি কিংবদন্তী আছে যে, পুরাকালে কোন গাভী বল্মীকির উপর দাঁড়াইত ও তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইত। গাভীর স্বামী দুগ্ধ না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। এক দিবস উক্ত গাভীকে বল্মীকোপরি দাঁড়াইতে ও তাহার দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, অকস্মাৎ যষ্টি দ্বারা গাভীকে তাড়না করিলে, গাভী আঘাতে চমকিয়া সরিয়া যায়। তাহার ক্ষুরাঘাতে

বাল্মীক ভগ্ন হইলে, তাহার মধ্যে ক্ষুরাঙ্কিত লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। তদনন্তর সেই অনাদিলিঙ্গের উপর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪র্থ। 'পলনদ্' তালুকের অন্তর্গত 'পাপনাশী স্বামীর' মন্দির।

৫ম। 'ইরোড্' তালুকের অন্তর্গত 'কোদমুড়ির' মন্দির।

৬ষ্ঠ। 'বেঙ্গ মঙ্গুদলুর' মন্দির।

৭। 'ত্রিরু-মুরু-গোম্পুণ্ডির' মন্দির।

আমরা অম্লস্বামীরাও মহাশয়ের যত্নে মেলচিদম্বরের দর্শন, পূজা ও কোএম্বতোরের সমস্ত অফিস্ বাটী, স্কুল-বাটী, টাউনহল ক্লব, হাঁসপাতাল ও কফির কারখানা সন্দর্শন করিয়াছিলাম।

ত্রিচুর।

আমরা ১৮৯২ খৃঃ ৬ই জানুয়ারিতে কোএম্বতোর হইতে ত্রিচুর যাত্রা করি। ত্রিচুর যাইতে হইলে, মান্দ্রাজ রেলওয়ের সাউথওয়েষ্ট লাইনের 'শোরনুর' ষ্টেশনে নামিয়া ২৬ মাইল গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। ষ্টেশন

হইতে পাকারাস্তায় যাইয়া, পশ্চিমমুখে পালঘাট নামক নদী পার হইতে হয়। এই নদী কোচিন ও ব্রিটীশ রাজ্যের সীমানা। অতএব নদীর উপর যে লৌহসেতু আছে, তাহার অর্দ্ধাংশ ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ও অপর অর্দ্ধাংশ কোচিন গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নদী পার হইবামাত্র রাস্তার বামভাগে একটী প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে কোচিন রাজের বিশ্রাম প্রাসাদ। ত্রিচুর হইতে প্রত্যাগমন কালে আমরা এই প্রাসাদে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। ইহা এক দ্বিতল বাটী, রাজোচিত আসবাবে সুসজ্জিত। বাটীটি নদীর তিরোপরি হইলেও প্রাঙ্গণ হইতে নদীতে নামিবার কোন ঘাট নাই। কিন্তু এই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের পশ্চাৎ ভাগে ও নদী তীরে রাজাদিগের অন্নছত্র বাটীর সম্মুখে পাকা ঘাট আছে। উক্ত ছত্রে ব্রাহ্মণেরাই অন্ন পাইয়া থাকেন। অনেক ব্রাহ্মণে সিদা (আহার্য্য দ্রব্য) লইয়া স্বয়ং পাক করিয়া আহার করে। প্রাসাদের দক্ষিণদিকে নদীর ধারে পুরাতন প্রাসাদ বাটীতে ওভার্শিয়ার ও রেভেনিউ ইনস্‌পেক্টরের আবাস স্থান হইয়াছে। শোরনুর গ্রামের ভিতর রাস্তার উপর ভট্টর ব্রাহ্মণ ক্লব স্থাপন করিয়াছে। তথায় প্রত্যেকে ২ আনা হইতে ৪ আনা দিলে প্রস্তুতান্ন পাইয়া থাকে। আমরা গমন কালে উক্ত ক্লবে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। উক্ত দিবস রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় ত্রিচুরে পৌঁছি। তথাকার দাওয়ানপেস্কার শ্রীযুক্ত শ -অ াইয়া মহাশয় আমাদিগের আসিবার সংবাদ

পূর্ব্বে পাইয়া আমাদিগের থাকিবার বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা সেই বাটীতে রাত্রিযাপন করি।

ত্রিচুর, কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ত্রিচুর ডিষ্ট্রীক্টের হেড্ কোয়াটর। ইহা উত্তর ১০।৩২ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব ৭৬।১৫ দ্রাঘিমায় স্থিত। ইহা অতি পুরাতন সহর। পরশুরাম স্বয়ং ত্রিচুরে থাকিয়া, শিবালয় স্থাপন করেন ও এই স্থানকে তিরু-শিব-পুর নামে অভিহিত করেন। ত্রিচুরের অপর কথা বলিবার পূর্ব্বে, পরশুরাম হইতে 'কেরল্' উৎপত্তির কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। কেরল উৎপত্তি নামক সংস্কৃত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, পরশুরাম ধরিত্রীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করণানন্তর বিশ্বামিত্র ঋষির পরামর্শে বৃহৎ যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ সমাপনান্তে কশ্যপকে ধরিত্রী দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন। তখন ঋষিরা মন্ত্রণা করিয়া তাহাকে ধরিত্রী পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলে পরশুরাম ঋষিগণের কুহক বুঝিয়া এবং আপন সত্য পালন করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া, সুব্রহ্মণ্য স্বামীর শরণাপন্ন হয়েন। তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া বরুণদেবের আশ্রয় লইতে আদেশ করেন।

পরশুরাম তাঁহার আদেশে কন্যাকুমারীতে যাইয়া বহুদিবস পর্য্যন্ত বরুণদেবের উগ্র তপস্যা করিলে, জলদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে 'তিনি যতদূর পর্য্যন্ত আপন পরশু নিক্ষেপ করিবেন, তাহার বাসস্থানের জন্য ততদূর সমুদ্র গর্ভ

প্রদান করিবেন। পরন্তু রাম কন্যাকুমারীতে থাকিয়া সজোরে উত্তরদিকে পরশু নিক্ষেপ করিলে তাহা 'দক্ষিণ কেনারার' অন্তর্গত 'গোকণে' পতিত হয়। বরুণ-দেবও কন্যাকুমারী হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত একখণ্ড ভূভাগ সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরশুরামকে প্রদান করেন; সেই ভূখণ্ড 'কেরল' নামে প্রসিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান, 'ত্রিবঙ্কুল' 'কোচিন' ও 'মালেবার' কেরলের অন্তর্গত, উক্ত ভূখণ্ড পরশুরামের তপোবলে সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া পরশুরাম-ক্ষেত্র নামে বিশ্রুত হইয়াছে। তিনি মলবর পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্বভাগ 'চেরমণ্ডল' হইতে প্রজা আনাইয়া স্বক্ষেত্রে বাস করান ও উহাকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করেন; কিন্তু, তাহারা সর্পভয়ে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। পরশুরাম পুনরায় কৃষ্ণানদীর তীর হইতে ৬৪ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া 'কেরলকে' ৬৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ এক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন ও তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য নার্য্য* নামে শূদ্রজাতি আনাইয়া প্রত্যেক গ্রামে বাস করান। যাহাতে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের আচার ভ্রষ্ট করিয়া দেন। কেরল বাসিরা পুরশ্চূড় অর্থাৎ পুরুষ মস্তকের পুরোভাগে শিখা রাখে। যোষিৎগণ পুরোভাগে ঝুটী বাঁধে।

---

* নার্য্য হইতে নারীয়র তাহা হইতে নেয়ার শব্দ অপভ্রংশ হইয়াছে।

কেরল ব্রাহ্মণগণ নম্বুত্তিরী (নম্বু = বেদ + ত্তিরী = বেত্তা) অর্থাৎ বেদবেত্তা নামে অভিহিত। উহাদিগের আবাসভূমিকে 'মন' অথবা 'ইল্লোম' কহে। উহাদিগের বাটী মধ্যস্থলে হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণ অতি বৃহৎ, তাহার একাংশ নাগকে অর্পিত হয়। অপর দিকে গৃহ-শ্মশান দাহভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে। যোষিৎগণকে 'অন্তর্জ্জনা' অথবা 'অকত্তমার' কহে। উহারা মোটা বস্ত্র পরিধান করে। উহাদের আভরণ, হস্তে পিত্তল বলয়, গলায় স্বর্ণ কণ্ঠহার, কাণে ইয়ারিং মাত্র। কদাচ নাক বিধায় না, কপালে কুঙ্কুম লাগায় না, ললাটে চন্দনের তিলক এবং নেত্রে আকর্ণ পর্য্যন্ত কজ্জল পরিয়া থাকে। প্রত্যেক অন্তর্জ্জনার একটী দাসী থাকে, তাহাদিগকে 'বৃষলী' বা 'পিন্নত্তী' কহে। যখন অন্তর্জ্জনা বহির্দ্দেশে আইসে, তৎকালে তাহারা অপর একখণ্ড বস্ত্রে গাত্রাবরণ ও তালপত্রের ছাতা দিয়া, অপরের দৃষ্টি হইতে আপন মুখ রক্ষা করে এবং বৃষলী অগ্রে অগ্রে আসিতে থাকে।

নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণেরা ৬৪ প্রকার আচার পালন করিয়া থাকে। তাহার তালিকা, যথা।—

১। মার্জ্জনী কাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জনা করিবে না।

২। পরিধান বহির্বস্ত্র খুলিয়া স্নান করিবে না।

৩। বহির্বাসে গাত্র মার্জ্জনা করিবে না।

৪। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিবে না।

৫। স্নান করিবার পূর্ব্বে রন্ধন করিবে না।

৬। পূর্ব্ব রাত্রির উদ্বৃত্ত জল ব্যবহার করিবে না।

৭। স্নানের সময় চিন্তা করিবে না।

৮। কোন বিশেষ উদ্দেশে জল আনিয়া অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করিবে না।

৯। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও স্পর্শ করিলে স্নান করিবে।

১০। অস্পর্শীয় জাতি সন্নিকটে আসিলে স্নান করিবে।

১১। পতিত জাতির স্পৃষ্ট কূপ বা সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে।

১২। যে স্থানে ঝাঁট দেওয়া হইয়াছে, তথায় জল না দিলে, সে স্থানে পা দিবে না।

১৩। স্বমতের চিহ্ন কপালে ধারণ করিবে।

১৪। যাদু বা তুক্ করিবে না।

১৫। পূর্ব্ব দিবসের অন্ন ত্যাগ করিবে।

১৬। সন্তান-ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবে।

১৭। শিবোপাসক কদাপি শিব-প্রসাদ ত্যাগ করিবে না।

১৮। হস্ত দ্বারা অন্ন পরিবেশন করিবে না।

১৯। মাহিষ ঘৃতে হোম করিবে না।

২০। বাৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়ায় মাহিষ ঘৃত ব্যবহার করিবে না।

২১। সম্প্রদায় নিয়মে আহার করিবে।

২২। পতিত জাতির স্পর্শাদিজনিত অবস্থায় পান করিবে না।

২৩। পাঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।

২৪। গুরুদক্ষিণা যথাশক্তি দিবে।

২৫। রাস্তায় দণ্ডায়মান হইয়া বেদাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না।

২৬। কন্যা বিক্রয় করিবে না।

২৭। ব্রত লইয়া উদ্‌যাপন করিবে।

২৮। রজস্বলাকে পৃথক্ থাকিতে হইবে না।

২৯। ব্রাহ্মণে সূতা কাটিবে না।

৩০। ব্রাহ্মণে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে না।

৩১। ব্রাহ্মণে শূদ্রের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করিবে না।

৩২। পিতা, পিতামহ, মাতামহ, মাতা, পিতামহী মাতামহীদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে বাধ্য ও পিতৃব্যদিগের উদ্দেশে শাস্ত্রানুসারে পিণ্ড দিবে।

৩৩। অমাবস্যায় বাৎসরিক কার্য্য শেষ করিবেনা।

৩৪। সংবৎসর গত হইলে সপিণ্ড দান করিবে।

৩৫। নক্ষত্রানুসারে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবে। তিথি অনুসারে নহে।

৩৬। জাতাশৌচান্তে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।

৩৭। দত্তক স্বপিতা ও দত্ত পিতার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিতে বাধ্য।

৩৮। মৃতকে আপন ইস্লোদর প্রাঙ্গণে দাহ করিবে।

৩৯। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যোষিৎগণের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না।

৪০। সদা পরজন্মের জন্য কামনা করিবে না।

৪১। পিতা সন্ন্যাসী হইলে পুত্র তাহার শ্রাদ্ধ করিবে না।

৪২। অন্তর্জ্জনা পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবে না। ভ্রষ্টা হইলে রাজ-সঙ্ঘটিত জুরি কর্ত্তৃক বিচারিত হইবে। এতদ্বিষয় পরে বলা যাইবে।

৪৩। অন্তর্জ্জনা আপন আপন তালপত্রের ছত্র এবং বৃষলী না লইয়া অন্যত্র গমন করিবে না।

৪৪। যোষিৎগণ নাক বিধাইবে না। ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণ পিত্তল বলয়, রজত ইয়ারিং ও কণ্ঠহার ভিন্ন অপর আভরণ ধারণ করিবে না। অপর যোষিৎগণ হস্তে, কণ্ঠে ও মস্তকে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া থাকে।

৪৫। ব্রাহ্মণ মাদক দ্রব্য সেবন করিলে সমাজচ্যুত হইবে।

৪৬। ব্রাহ্মণ বিবাহিতা অন্তর্জ্জনাতে গমন করিবে, অন্য অন্তর্জ্জনাতে গমন করিলে সমাজচ্যুত হইবে। এতদ্বিষয়ও পরে বলা যাইবে।

৪৭ [illegible] দেবতা স্পর্শ করিবে না।

৪৮। এক দ্রব্য কোন দেবকে অর্পণ করিয়া, পুনরায় অপর দেবকে তাহা প্রদান করিবে না।

৪৯। বিবাহাদি কার্য্যে হোম করিবে।

৫০। ভট্টর-ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে থাকিয়া, অন্য স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ বা অভিবাদন করিবে

না। অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কখনই অভিবাদন করিবে না।

৫১। পুরুষ এবং যোষিৎগণ শুভ্রবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে। যোষিৎদিগের অন্তর ও বহির্ব্বাস থাকিবে. অন্তর্ব্বাস পঞ্চহস্ত-পরিমিত ও তদ্দ্বারা হিন্দুস্থানী পুরুষের ন্যায় কাছা দিবে, বহির্ব্বাস সাধারণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় কোটিদেশে বাঁধিবে। পুরুষের অন্তর্ব্বাস কৌপীন ও বহির্ব্বাস সাধারণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় কোটিদেশে বন্ধন করিবে।

৫২। ব্রাহ্মণে গোমেধ করিবে না।

৫৩। একজন ব্রাহ্মণে শিব ও বিষ্ণুর উভয় দেবের পূজা করিবে না। হয় শিবোপাসক, নচেৎ বিষ্ণু-উপাসক হইবে।

৫৪। বিবাহিত ব্রাহ্মণ একটিমাত্র গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। ভট্টর-ব্রাহ্মণে অন্ততঃ দুইটি গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে।

৫৫। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাস্ত্রবিধানে পাণিগ্রহণ করিবে।

৫৬। ব্রাহ্মণের অপর পুত্রেরা বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদনান্তর নার্য্যার যোষিৎকে গন্ধর্ব্ব-বিধানে গ্রহণ করিবে। এতদ্বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

৫৭। মৃতের উদ্দেশে পক্কান্ন পিণ্ড প্রদত্ত হইবে।

৫৮। বিধবা অন্তর্জ্জনা মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ব্রহ্মচারিণী হইবে।

৫৯। সতীদাহ নিষিদ্ধ।

৬০। সকলে পুরশ্চূড় হইবে।

৬১। যাহারা 'ইল্লোম' 'মন' বা 'তারবদ্' সম্পত্তির বিভাগ চাহিবে, তাহারা সমাজচ্যুত হইবে।

৬২। ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ পুষ্পোদ্গমের পর হইবে। নার্য্য ও ক্ষত্রিয় জাতির তালিবন্ধক্রিয়া পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে হইবে। পরে, প্রাপ্ত-যৌবনে গন্ধর্ব্ববিধানে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিবে। এতদ্বিষয় পরে বলা হইবে।

৬৩। নার্য্যারমণী অন্তর্জ্জনাকে প্রসবাবস্থায় শুশ্রূষা করিবে ও অন্নাদি দিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যা প্রসবাবস্থায় নার্য্যান্ন আহার করিয়া পতিতা হইবে না।

৬৪। নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন আহারের পর ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারে, ভট্টর ব্রাহ্মণ তাহা পূর্ব্বাহ্নে করিয়া থাকে।

নম্বুত্তিরীরা অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, শাস্ত্রবিধানে প্রাতঃশৌচাদি সমাপনান্তে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে স্নান করিয়া, নগ্নগাত্রে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে গমনপূর্ব্বক আহ্নিকাদি সমাপন করেন এবং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেদাদি পাঠে অতিবাহিত করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আহার করেন। পরে অপরাহ্নে সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তৈল মর্দ্দন ও স্নান করিয়া, পুনরায় দেবালয়ে যাইয়া, সন্ধ্যাবন্দনা ও বেদাদি পাঠে ৯টা পর্য্যন্ত রত থাকিয়া, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয় ও পরে আহার

করিয়া শয়ন করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। ইহাঁরা হিন্দু-রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ ইংরাজের অধীনে চাকরী করেন নাই।

নম্বুত্তিরী বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই বেদাচার্য্য বন্ধনের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে থাকে ও শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ব্রত পালন করিয়া থাকে। বেদাচার্য্য শিষ্যের মস্তক হস্তে ধরিয়া, ধীরে ধীরে তালে তালে দোলাইতে থাকে। শিষ্যও তালে তালে স্বরের সহিত বেদ অভ্যাস করিতে থাকে।

কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই দার পরিগ্রহ করে বলিয়া, অনেক নম্বুত্তিরী কন্যা অবিবাহিতা থাকে ও তজ্জন্য বহু বিবাহের প্রথা চলিত আছে। কন্যার বিবাহ পুষ্পোদ্গম হইবার পরে হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যাহারা পুষ্পবতী হইবার পর অবিবাহিতা অবস্থায় পরলোক গমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গলে তদবস্থায় কোন ব্রাহ্মণ তালি নামক মঙ্গল-সূত্র শাস্ত্রবিধানে বাঁধিয়া দিলে, মৃতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইতে পায়। কন্যার বিবাহে পিতাকে বহুল ব্যয় বহন করিতে হয়, প্রথম ভাবি দম্পতির কোষ্ঠি গণনায় মিল হইলে, যৌতুকের মূল্য কমবেশী দুই হাজার টাকা স্থির হয়। উক্ত কার্য্য কন্যার 'ইল্লোমে' সমারোহে সম্পাদন হইয়া থাকে। তৎকালে উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধবেরা আমন্ত্রিত হইয়া

উপস্থিত থাকে। বরকর্ত্তা আপন পুত্রের জন্য কন্যা-কর্ত্তার নিকট কন্যার করপ্রার্থী হয়, কন্যাকর্ত্তা বাক্‌দান করিলে, পরিণয়ের শুভদিন স্থির হয়। বর শুভদিনে শুভক্ষণে হস্তে মঙ্গলসূত্র ধারণ করিয়া বংশদণ্ড লইয়া নার্য্যজাতি-দেহরক্ষকে পরিবৃত হইয়া কন্যার 'ইল্লোমে আইসে। নার্য্যজাতি-যোষিৎগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণীর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া ইল্লোমের সন্নিকটে থাকিয়া বরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক আনয়ন করে, আলো দ্বারা আরোতি করিয়া 'অষ্টমাঙ্গল্যম্' নামে অষ্টবিধ তুক্ করিতে থাকে। তদনন্তর বর ও কন্যা পৃথক পৃথক কক্ষে নীত হয় ও সেই কক্ষে চর্ব্ব্যচোষ্য আহার করে, উক্ত আহার্য্যকে 'অয়-নিউন' কহে। তদনন্তর বর বংশদণ্ড গ্রহণ করে, কন্যা দর্পণ ও তীর হস্তে গ্রহণ করে। তদনন্তর কন্যার পিতা বরের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে, কোন নার্য্যা যুবতী কন্যার মাতার সদৃশা হইয়া বরের সম্মুখে দীপালোক ধীরে ধীরে দোলাইতে থাকে। পরে বর বিবাহ সভায় আগমন করে, ঐ সভার একদেশে একটি পর্দ্দা থাকে। উক্ত পর্দ্দায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহার পশ্চাতে অন্তর্জ্জনা ও ধনী নার্য্য-যোষিৎগণ থাকিয়া সমস্বরে তালে তালে বৈকুর (পক্ষী বিশেষ) ধ্বনির ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। এদিকে কন্যা বরের সম্মুখে আসিয়া বরের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহার গলদেশে মাল্য প্রদানপূর্ব্বক বরণ করে। তদনন্তর বরকন্যা পরস্পরে শুভদৃষ্টি করিতে থাকে। তৎকালে বেদমন্ত্রো-

চ্চারিত হইতে থাকে। কন্যার পিতা বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া যৌতুক সহিত কন্যাকে বরের হস্তে সম্প্রদান করিলে, বর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন তাহাতে 'উদকে পূর্ব্বং' নামক ক্রিয়া শেষ হয়। তদনন্তর বরকন্যা সপ্তপদ গমনানন্তর উপবেশন করিয়া হোম কার্য্য শেষ করেন। তখন পিতা কন্যাকে ভর্ত্তার সহধর্ম্মিণী হইয়া গৃহাশ্রমের সহায়তা করিতে উপদেশ দেন, অনন্তর, জামাতাকে কহেন এই কন্যাকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিণী ভাবিও ও যত্ন করিও। তদনন্তর বর কন্যাকে লইয়া আপন 'ইল্লোমে' আইসে; কন্যা অন্তর্জনা কর্ত্তৃক গৃহীতা হইয়া গৃহকার্য্যে দীক্ষিতা হয় অর্থাৎ কন্যা অন্তর্প্রাঙ্গণে একটি জুইফুলের গাছ রোপণ করিয়া তাহাতে তদ্দিবস হইতে প্রত্যহ জল প্রদান করিতে থাকিবে, তিন দিবস হোম কার্য্য হইবে। চতুর্থ দিবসে নির্দ্দিষ্ট ঘরের মেজেতে গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর পীতবর্ণের বস্ত্র পাতিয়া পান সুপারী ও ধান্যের রাশি করা হয়, উক্ত গৃহের অপর পার্শ্বে মস্‌লন্দ মাদুরের শয্যা থাকে ও তাহার চতুর্দ্দিকে ধান্যের সারি দেওয়া হয়, নবদম্পতি শয্যায় উপবেশন করিলে, দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, পুরোহিত বহির্ভাগে থাকিয়া তৎকালোচিত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে থাকে। বর তাহা পুনরাবৃত্ত করিতে থাকে। তদনন্তর স্ত্রী স্বামীকে অন্ন প্রদান করে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানে গর্ভাধান ক্রিয়া সমাধা হয়, অতঃপর নবদম্পতি পূর্ব্বোক্ত শয্যায় একত্র শয়ন করিয়া বিভাবরী যাপন করে। পঞ্চম দিবসে

বর বাহুর মঙ্গলসূত্র ও হস্তস্থিত বংশদণ্ড পরিত্যাগ করে।

শুনিলাম অনেক সময়েই যুবতী অন্তর্জনা বিবাহের চতুর্থদিবসে গর্ভিণী হইয়া থাকে ; গর্ভের তৃতীয়, পঞ্চম এবং নবম মাসে বিশেষ বিশেষ সংস্কার কার্য্য হইয়া থাকে। তৎকালে হোমাদি কার্য্যও হইয়া থাকে। প্রথম সংস্কারে ভর্ত্তা সহধর্ম্মিণীর নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শজারুর কাটা দিয়া একটী ঊর্দ্ধ ঋজুরেখা, টানিয়া দেয়। দ্বিতীয় সংস্কারে অশ্বথ ও অপর কয়েকটি বৃক্ষের কুঁড়ি হস্তে রগড়াইয়া কোন বিশেষ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া গর্ভিণীর নাসারন্ধ্রে পূর্ব্বোক্ত কুঁড়ির রস ঢালিয়া দেয়। প্রসবান্তে প্রসূতি ও সন্ততি উভয়কে স্নান করিতে হয়। তৎকালে নার্য্যা রমণী প্রসূতির সেবা করিয়া থাকে এবং পক্কান্নও আনিয়া দিয়া থাকে, দেশাচার ভেদে ব্রাহ্মণ প্রসূতির নার্য্যান্ন ভক্ষণে দোষ স্পর্শে না। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণে স্নান না করিয়া পাণীয়গ্রহণ করে না তথায় আবার সময়ে বিশেষ নার্য্যান্ন ভক্ষণের বিধিও আছে।

জন্মাইবার একাদশ দিবসে পিতা সন্তানের নামকরণ, ষণ্মাসে অন্নাশন প্রদান, তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ, পঞ্চম বর্ষে বিজয়া দশমীতে বিদ্যারম্ভ; সপ্তম বর্ষে কর্ণবেদ ও উপনয়ন কার্য্য সমাধা করেন। তদনন্তর পুত্র বেদাচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন ও বেদাদিপাঠ করিতে থাকে। বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন কার্য্য

সমাধা করে। জ্যেষ্ঠ হইলে দারপরিগ্রহ করিবে, কনিষ্ঠ হইলে, ক্ষত্রিয়া অথবা নেয়ার যুবতীকে গন্ধর্ব্ব-বিধানে সম্বন্ধে লইবে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথা। দাহকার্য্য নিজ 'ইল্লোমের একাংশে সম্পাদিত হয়, চিতার উপর দেহ রক্ষিত হইলে, আত্মীয়গণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃতের মুখোপরি পক্কান্ন পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে, তৎপরে তাহার পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র মৃতের নবদ্বারে নয়খণ্ড স্বর্ণ রক্ষা করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চিতায় অগ্নি প্রদান করে। দেহ দগ্ধ হইলে, চিতায় জল প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় ও স্নান করে। দশদিন অশৌচগ্রহণ করে, একাহারী থাকে। তৎকালে লবণাক্ত দ্রব্য আহার করে না। বাৎসরিক দিবসে সপিণ্ডকরণ ও বাৎসরিক নক্ষত্রে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

নম্বুত্রিরীদিগের বেশের আড়ম্বর নাই। শুভ্রবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করে, পুরুষের অন্তর্ব্বাস কৌপীন, বহির্ব্বাস চারি হস্ত পরিমিত ১ খণ্ড বস্ত্র ব্রহ্মচারীর ন্যায় কোমরে বদ্ধ ও স্কন্ধে এক দোছোট বা গামছা ব্যবহার করে। কেহ কেহ কোটিদেশে রজত কোমরবন্ধ পরিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণীরা সাধারণতঃ সতী ও সাধ্বী পতিসেবায় রত থাকে, কদাচ পরপুরুষের মুখাবলোকন করে না। অতএব 'ইল্লোমের' বহির্ভাগে যাইতে হইলে, সতীত্বের চিহ্নস্বরূপ তাল ছত্র হস্তে করিয়া গমন করিয়া থাকে। যদি কোন অন্তর্জ্জনা কোন কারণে ভ্রষ্টা হয়, সে

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহার হস্তস্থ সতীত্বের চিহ্নস্বরূপ তালছত্র কোন সূত্রে কাড়িয়া লইয়া, গৃহ হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

যেরূপে ভ্রষ্টা অন্তর্জ্জনার বিচার নিষ্পত্তি হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ সংগৃহীত হইল। কোন অন্তর্জ্জনার সতীত্বের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইলে, 'ইল্লোমের' 'কণবেন' (অর্থাৎ ষ্টেটের ম্যানেজার) ও 'বন্ধন' তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকে। অন্তর্জ্জনার ব্রমণীর ও অপরের সাক্ষ্য লইয়া, তাহাকে ভ্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিলে 'সধানোম' নামে বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ পঞ্চম গৃহে আবদ্ধ করিয়া, প্রহরী নিযুক্ত করে এবং * রাজাকে তদ্বিষয় সংবাদ দেয়। রাজা অন্তর্জ্জনার কলঙ্ক নিষ্পত্তির জন্য বিচার সমিতি নির্দ্দেশ করিয়া, অনুজ্ঞা পত্র দেন। ঐ বিচার সমিতিকে স্মার্ত্তবিচার সমিতি কহে। উহাতে একজন রাজার প্রতিনিধি, দুই জন শ্রৌত বিচারক ও দুই জন স্মার্ত্তবিচারক থাকে। তাহারা নিকটস্থ দেবালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়, অপর সকলে উপস্থিত হইলে, রাজপ্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র পঠিত হয়। রাজার নিকট হইতেও দুই ব্যক্তি আইসে, এক ব্যক্তিকে শান্তিরক্ষক, অপরকে 'অনক্কোয়ম্' কহে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিচার ঠিক হইতেছে কিনা তাহা সন্দর্শন করিতে থাকে। অনন্তর সভ্যরা যথায় কলঙ্কিনী

* মালবরে হইলে, জেমোরিণকে, কোচিনে হইলে কোচিনরাজকে এবং ত্রিবঙ্কুর হইলে, ত্রিবঙ্কুররাজকে ইত্যাদি।

পঞ্চম ঘরে আবদ্ধ থাকে, তাহার অভিমুখে গমন করিতে থাকে। শান্তিরক্ষক প্রাঙ্গণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করে সভ্যরা পঞ্চম কক্ষের দ্বারদেশে আইসে, বৃষলী ত্বরিতা-গমনে তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া, গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মানা হয়। সভ্যগণ তাহাকে আপনাদিগের গতি রোধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে, বৃষলী প্রত্যুত্তরে কহে, 'কোন অন্তর্জ্জনা উক্ত গৃহে অবস্থিতি করিতেছে।' তৎশ্রবণে তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রশ্ন করে, 'ইহা পঞ্চম ঘর, কোন্ অন্তর্জ্জনা আসিয়াছে?' বৃষলী উত্তরে কহে, 'অমুক অন্তর্জ্জনা আসিয়াছে।' তাহারা তাহার তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। বৃষলী-ও জটিল উত্তর দিতে থাকে। ক্রমে পাকেপ্রকারে অন্ত-র্জ্জনার চরিত্র কলঙ্কিত বলিয়া দেয়। তদনন্তর সভ্যরা কলঙ্কিনীকে নানা প্রশ্ন করিয়া, নিজ মুখে নিজ কলঙ্ক বার্ত্তা প্রকাশ করাইতে চেষ্টা করে। অন্তর্জ্জনা বৃষলীর পশ্চাতে থাকিয়া, ক্ষুদ্র স্বরে তাহার কর্ণে প্রশ্নের সদুত্তর কহে, বৃষলী তাহা সভ্যদিগকে কহিতে থাকে, নিজ মুখে আপন কলঙ্ক স্বীকার না করিলে অন্তর্জ্জনাকে দোষী করা হয় না, অনেক সময় তাহা স্বীকার করা-ইতে অনেক দিন কাটিয়া যায়। এদিকে গৃহস্থ সমাজচ্যুত হইয়া পিতৃ উদ্দেশে পিতৃনক্ষত্রে তর্পণ শ্রাদ্ধ অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক বেদাধ্যয়ন করিতে অক্ষম হয়। বিচার-সমি-তির সভ্যগণ ও অপর নম্বুত্তিরীদিগের আহার ব্যয় বহন করিতে বাধ্য হয়। অতএব কলঙ্কিনীকে কখন ভয়

প্রদর্শন, কখন অনুনয় বিনয়, কখন সাধ্যসাধনা করিয়া অথবা তাহাকে অনাহারে রাখিয়া কলঙ্ক স্বীকার করা-ইতে যত্নের ক্রটী করে না। প্রকৃত কলঙ্কিনী হইলে প্রায়ই কলঙ্ক স্বীকার করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত কলঙ্কিনী না হয় সভ্যরা তাহার পদোপরি ভূমিষ্ট হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সেই মর্ম্মে মন্তব্য লিখিয়া রাজার নিকট পাঠান। কলঙ্ক স্বীকার করিলে তখন প্রকৃত বিচার আরম্ভ হয়, সভ্যরা দেবালয়ে অথবা ইল্লোমের বহির্গুপে আসিয়া সকলকে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধারণের সম্মুখে বিবৃত করিতে থাকে, সভ্যরা প্রকৃত বিবরণ দিতেছে কি না 'অসক্কোয়ম্' তাহা শ্রবণ করিতে থাকে, সে বাক্‌নিস্পত্তি করে না, কিন্তু কোন বাক্যের ফের ঘটিলেই আপন স্কন্ধস্থ উত্তরীয় ভূমিতে রাখিবে, তাহা সন্দর্শন করিয়া প্রধান সভ্য ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবে, সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত 'অসক্কোয়ম্' আপন উত্তরীয় ভূমি হইতে উঠাইবে না।

শুনা গিয়াছে অনেক সময় ভুল সংশোধন করিতে অক্ষম হইয়া বিচার-সমিতির সভ্যগণ পঞ্চম গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কলঙ্কিনীর দোষারোপ স্থির হইলে, সে সকলের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করে তাহাকে নানা-প্রশ্ন করা হইতে থাকে। সেও তাহার প্রত্যুত্তর দিতে থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে কাহার কর্ত্তৃক বিপথগামিনী

হইয়াছে তাহার নাম স্বমুখে কহিবে না, অথচ পারদারিকের নাম জানিবার আবশ্যক। অতএব বিচার-সমিতির সভ্য একে একে গ্রামস্থ সকল লোকের নাম উচ্চারণ করিতে থাকিবে ও কলঙ্কিনী 'না না' করিয়া উত্তর দিবে। প্রকৃত নাম উচ্চারিত হইলে, চুপ করিয়া থাকিবে তখন সেই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইবে। পরে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলে তাহার বাক্যের সত্যতার বিষয় স্থির করিবার জন্য তাহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করা হইবে ও সেই সকল জেরা প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইলে, সেই ব্যক্তিকে দোষী স্থির করা হইবে। তখন বিচার কার্য্য শেষ করিয়া প্রধান বিচারক বিচারের সারাংশ লিখিয়া রাজার নিকট আসিবে ও সমস্ত বিবরণ যথাযথ বিবৃত করিয়া, কোন ভট্টরের নাম করিয়া কহিবে, যে পারদারিক অমুক 'ইল্লোমের' অমুক অন্তর্জ্জনাকে ভ্রষ্টা করিয়াছে. সে তাহার নাম জ্ঞাত আছে। অনন্তর ঐ ভট্টর তাহার নাম উচ্চারণ করিবার জন্য রজত মুদ্রা পাইয়া, তাহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক নিকটস্থ জলাশয়ে যাইয়া, সমস্তশরীর নিমজ্জনপূর্ব্বক পাপপ্রক্ষালন করিয়া, স্বগৃহে গমন করে। তদনন্তর, কলঙ্কিনীকে সকলের সম্মুখে হাততালি দিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। উহাকে 'কোট্টল' কহে। প্রথমে বিচারের সারার্থ তাহার সম্মুখে পঠিত হইবে। নার্য্যা জাতির কোন স্ত্রী আসিয়া, তাহার সতীত্বের চিহ্নের স্বরূপ ছত্র কাড়িয়া লইবে। অপরে হাততালি

দিতে থাকিবে। এইরূপ পঞ্চম গৃহ হইতে দূরীকৃত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। তখন সে যথা ইচ্ছা যাইতে সমর্থা হয়। বারবিলাসিনী হইতে পারে অথবা যে কলঙ্কিনী করিয়াছে, তাহার সহিত থাকিতে পারে। ব্যভিচার-কারী পুরুষও সমাজচ্যুত হয়। উভয়েই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, 'নম্বিয়ার' ও 'চক্কিয়ার' নামে অভিহিত হয় এবং তাহাদের বংশজাতগণ অস্পৃশীয় আম্বাল-বাসীর মধ্যে গণ্য হয়। অসতীত্বের এরূপ কঠিন দণ্ড থাকায়, উহাদিগের মধ্যে অসতীর সংখ্যা খুবই কম। অসতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলে, তাহার জ্ঞাতিরা যেন সে মরিয়াছে, এরূপ ক্রন্দন করে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অন্যান্য 'ইল্লোমের' ব্রাহ্মণ-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাদের সহিত আপন 'ইল্লোমে' এক পংক্তিতে আহার করত সমাজভুক্ত হইয়া, পূর্ব্ববৎ দেবালয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। নম্বুত্তিরী-দিগের সকলেরই ভূসম্পত্তি আছে, তাহা সাধারণ 'ইল্লোম' নামে অভিহিত ও তাহার আয়ে উহারা দিনাতিপাত করিতেছে। উহারা পরশরীরজাত দুষ্পর্শা-শৌচের ভয়ে সহরে আসিতে ভাল বাসেনা। 'ইল্লোমে' থিয়ারজাতি প্রভৃতি নীচজাতি আসিতে পায় না। পথিমধ্যে কোন নীচ শূদ্রকে আসিতে দেখিলে, 'আয়া আয়া' বলিয়া চীৎকার করে। তাহারা তাহা শুনিবা-মাত্র অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করে।

নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

যথা,—'তিরুনবোয়যোগম্' 'ত্রিচুরযোগম্' ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য 'বন্ধন' নামে অভিহিত।

উৎকৃষ্ট নম্বুত্তিরীরা 'নম্বুত্রিপদ' বা 'অধ্যন' নামে অভিহিত। উহাদিগের মধ্যে 'অঝ্বণচেরী' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'মনর' কর্ত্তা 'তম্বুরুল অর্থাৎ মহারাজ নামে অভিহিত। এইরূপ আরও অষ্ট শ্রেষ্ঠ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা 'অষ্ট-গৃহ-অধ্যন' নামে অভিহিত ও তাহাদিগের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে।

'অগ্নিহোত্রী' দিগকে 'অক্কিত্তিরী' অধ্যন কহে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সোম-যাগ করিতে সমর্থ, তাহারা 'চোমতিরী' অথবা 'সোমযাগীপদ'। যাহারা 'অধনোম্' যাগ করিতে সমর্থ, তাহারা 'অদিত্তিরী' বা 'অদ্বিশ্যেরিপদ' নামে অভিহিত ও তাহারা বিশেষ আকৃতির ইয়ারিং পরিয়া থাকে।

যাহারা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যোগে রত নহে, তাহারা 'ভট্টবৃত্তিকর' বা 'ভট্টত্তিরী' নামে অভিহিত। উহারা পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা,—১ বন্ধন্। ২ বৈদিকন্। ৩ স্মার্ত্তন্। ৪ তান্ত্রী। ৫ শান্তি।

১। 'বন্ধন্‌রা' উয়িক্কন্ নামে অভিহিত। ইহারা বেদাচার্য্য অর্থাৎ বালকদিগকে বেদাধ্যয়ন করান ও পূজা করেন।

২। 'বৈদিকন্' ইহারা বৈদিক কার্য্যের মতামত দিয়া থাকেন ও পূজাদির সময় বন্ধন্‌দিগের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করেন।

৩। 'স্মার্ত্তন' ইহারা স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবসায়ী ও আচারাদি মীমাংসা করিয়া থাকেন।

৪। 'তান্ত্রী' ইহাঁরা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। 'শান্তি' ইহাঁরা নিত্য পূজাদি কার্য্যে রত থাকেন।

নিম্নে কয়েক সম্প্রদায়ের পতিত ব্রাহ্মণের বিষয় প্রদত্ত হইল। যথা,—

১। 'মুস্‌সদ' অষ্ট-ঘর বৈদ্য অষ্ট মুস্‌সদ নামে খ্যাত। পরশুরামের আদেশে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। উহারা অদ্যাপি অষ্ট-বৈদ্য নামে অভিহিত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ উহাদিগের উপজীবিকা ও উহারা অস্ত্রচিকিৎসায় পারদর্শী। উহারা বেদাধ্যয়ন, যাগ অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে না।

২। অষ্ট-ঘর ব্রাহ্মণ ইহারা পরশুরামের আজ্ঞায় মন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহারা অদ্যাপি 'মন্ত্রীক' নামে অভিহিত।

৩। পুরাকালে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আয়ুধ ধারণ করিয়াছিল, তাহারা অদ্যাপি 'আয়ুধপাণি' 'শস্ত্রাঙ্গকার' অথবা 'রক্ষাপুরুষ' নামে অভিহিত হইতেছে। উহাদিগের সংখ্যা ৩৬ হাজার ছিল। তাহাদিগের নায়ককে নম্বুত্তিরী ও অধিনায়ক বা সেনাপতিকে 'ইদপল্লী-নম্বুত্তিরী' কহে। এক্ষণে উহারা যাত্রা ব্যবসা করে এবং তৎকালে ঢাল তরবারি লইয়া, খেলার অভিনয় করিয়া

থাকে। নম্বুত্তিরীদিগের বিবাহ ও সপিণ্ডকরণে উহা-দিগের খেলার অভিনয় হইয়া থাকে। উত্তর মালবরে উহারা 'নম্বিদি' নামে অভিহিত।

৪। যে সকল ব্রাহ্মণ পরশুরামের নিকট গ্রাম পাইয়াছিল, তাহারা 'গ্রামী' নামে অভিহিত। আদৌ তাহারা ৬৪ গ্রামে থাকিত। এক্ষণে খাস মালবরে দশ বংশ ও কোচিনে আট বংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। 'উরিল-পরিশ-মুসৃসদ' অথবা 'পরদর'। পরশু-রাম ধরিত্রীকে নিক্ষত্রিয় করিয়া, যে পাপসঞ্চয় করিয়া-ছিলেন, তাহার ক্ষালন করিবার উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, উহাদিগকে দান করিয়াছিলেন।

৬। 'নম্বিদী' ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কোন সময়ে কোন রাজাকে হত্যা করিয়া পতিত হইয়াছিল। উত্তর মালবরে ইহারা নার্য্যার দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পৌর-হিত্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে রাজহা-নম্বুত্তিরী কহে।

৭। 'ইলায়দ' ইহারা দক্ষিণ মালবরে নার্য্যার-দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরহিত্য করিয়া থাকে।

৮। 'পন্নিয়ুর-গ্রাম-নম্বুত্তিরী' ইহারা গ্রাম্য দেবতার অনিষ্ট করিয়া পতিত হইয়াছে।

৯। 'পয়ন্নুর-গ্রাম-নম্বুত্তিরী' ইহারা উত্তর মালবরে ও দক্ষিণ কাণারার 'অম্বুবন' অথবা 'তিরুমুম্পু' নামে অভিহিত ও 'মরুমক্কত্তয়ম' দায়াদ মানিয়া থাকে। যদিও ইহারা অন্য নম্বুত্তিরীদিগের মত বিবাহ করে, তথাচ সন্তান পিতৃসম্পত্তি পায় না, মাতৃ সম্পত্তির অধিকারী

হয়। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে, কোন বৈদিক নম্বু-ত্তিরীকে কন্যা সম্প্রদান করে। বিবাহের সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় ও ভর্ত্তা সমাজচ্যুত হইয়া, কন্যার গৃহে আসিয়া বাস করে ও কন্যার 'তারবদ' সম্পত্তিতে প্রতিপালিত হয় এবং তাহাদিগের সন্ততি মাতৃ 'তার-বদে' পরিবারভুক্ত হইয়া যায়।

১০। 'পিদারন্মর' ইহারা ভদ্রকালীর উপাসক এবং সুরাপায়ী ও ভূতরোজা, সর্পরোজারাও ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, উহাদিগের স্ত্রীগণ ঘোষা (পরদানবিশ) নহে।

'ভট্টর-ব্রাহ্মণ'। অতি পুরাকালে মালবরে যে সকল পরদেশী ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করিয়াছিল উহাদিগকে নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণেরা ভট্টর কহিত। সেই নাম এক্ষণে 'ভট্টর' নামে পরিণত হইয়াছে। উহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, নম্বুত্তিরীরা উহাদিগের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি উহাদিগের সহিত আদান প্রদান করে নাই। উহারা নম্বুত্তিরীদিগের অনুকরণে অন্তর ও বহির্ব্বাস পরিয়া থাকে ও নার্য্যার রমণীর সহিত গন্ধর্ব্ববিধান সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদিগের যোষিৎগণ তামিলদিগের মতন বস্ত্র পরিধান করিলেও রেবকি ব্যবহার করে না ও নাক বিধায় না উহাদিগের অনেকেরই ভূসম্পত্তি আছে এক্ষণে অনেকেই কৃষি বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্ম্ম করিতেছে।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের বিষয় বলা হইতেছে। মাল-

বরের ক্ষত্রিয়েরা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা,—১। কোবিল-তিরুমল-পদ। ২। ইরড়ি। ৩। নিতুঙ্গড়ি। ৪। বিলড়ি। প্রথম সম্প্রদায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, অপরে তাহা করে না। প্রথম সম্প্রদায়ের কন্যার তালিবন্ধন কার্য্য ব্রাহ্মণদ্বারায় হইয়া থাকে। অপর সম্প্রদায়ের কন্যার বিবাহ বেপুর, অথবা 'কেঙ্গনোর' রাজবংশীয় কোন যুবার সহিত সম্পাদিত হয়।

উহাদিগের মধ্যে কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া নার্য্যার জাতীর মতন গন্ধর্ব্ববিধানে স্বজাতীয় যুবককে সম্বন্ধে গ্রহণ করে। ইহাদিগের মধ্যে 'মরুমক্কতায়ম' দায়াদ প্রচলিত আছে।

ত্রিবঙ্কুর রাজবংশ প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ইহারা 'ত্রিপ্পস্বরূপম্' নামে অভিহিত। রাজকুমারীদিগের তালিবন্ধন ব্রাহ্মণে করিয়া থাকে; কিন্তু বয়স্থা হইয়া গন্ধর্ব্ববিধানে 'তিরুমলপদ' ক্ষত্রিয় যুবককে সম্বন্ধে লইয়া থাকে। কোচিন রাজবংশ 'পেরুম্ পদপ্-স্বরূপম্' ও জেমোরিন রাজবংশ 'নেতিয়ীরুপ্পু-স্বরূপম্' নামে অভিহিত। রাজকন্যাদিগের তালিবন্ধন ব্রাহ্মণের দ্বারা হইয়া থাকে; বয়ঃস্থা হইলে নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণকে সম্বন্ধে গ্রহণ করে।

অম্পলবাসী। ইহারা দেবালয়ের কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, উহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। উহাদিগের মধ্যে 'মরুমক্কতায়ম্' দায়াদ প্রচলিত। ভাগিনেয় মাতুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে বাধ্য। তাহাদিগের কয়েকটীর সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। 'নম্বিদি'। উহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে, অপরে গ্রহণ করে না।

২। 'গুরুক্কল'। উহারা উপবীত ধারণ করে, দেবালয় পরিষ্কৃত ও দেবসেবার জন্য পুষ্পচয়ন এবং দেবালয়ে দুগ্ধ ঘৃত যোগাইয়া থাকে।

৩। 'মুত্তুড়ু'। উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, ব্রাহ্মণ দিগের আচার ও ধর্ম্মসংস্কার পালন করিয়া থাকে, দেবোৎসবের সময় স্কন্ধে করিয়া দেবের ভোগমূর্ত্তি বহন করে ও অন্য সময়ে দেবালয়ের সিঁড়ি পরিষ্কার করে। উহাদিগের মধ্যে 'মিতাক্ষরী দায়াদ' চলিত। তাহাদিগের বাটীতে অপর ব্রাহ্মণে অন্নপাক করিয়া আহার করিয়া থাকে ও তাহাদিগের প্রস্তুতান্ন অপর অম্পালবাসীরা ভোজন করিয়া থাকে।

৪। 'অতিক্কল্'। ইহারা উপবীত ধারণ করে ও দুর্গা, চামুণ্ডাদি গ্রাম্যদেবতার পূজা করে।

৫। 'চক্কিয়ার'। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে ও দেবালয়ে নৃত্য করে, দেবোৎসবের সময় রামায়ণ ও মহাভারতের অংশ বিশেষের অভিনয় করে, উহাদিগের যোষিৎ 'ইল্লোত অম্মা' নামে অভিহিত। যে সকল অন্তর্জ্জনারা ভ্রষ্টা হইয়া পুত্রপ্রসব করে ও তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের উপনয়ন হয়, তাহারা সমাজচ্যুত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই সম্প্রদায় ভুক্ত হয়।

৬। 'নম্বিয়ার'। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভ্রষ্টা অন্তর্জ্জনার পুত্র উপবীত হইবার পূর্ব্বে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া

এই শ্রেণী ভুক্ত হয়। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না দেবালয়ে জয়ঢাক বাজাইয়া থাকে।

৭। 'পুষ্পকম্'। উহাদিগকে 'নম্বিসন' কহে। উহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে কথিত আছে, কোন নম্বুত্তিরী ঋতুমতী ভার্য্যায় গমন করিলে, তাহাতে তাহার ভার্য্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করে। তদনন্তর তাহাদিগের উক্ত নাম হইয়াছে। উহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, দেবালয়ের নিত্য পূজার পুষ্প আহরণ করে। উহাদিগের যোষিৎগণ অন্তর্জ্জনার মত বস্ত্র পরিধান করে ও পুষ্পিনী নামে অভিহিতা হইয়া থাকে।

৮। 'পিসরোত্তি'। উহাদিগের উৎপত্তির বিষয়ে কিংবদন্তী যে, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় গুরুর অনুমতি লইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া, শিখায় তিনটিমাত্র কেশ রাখিয়া দেয়। পরে উলঙ্গ হইয়া ঝম্প দিয়া জলে মধ্যে প্রবেশ করত উক্ত তিন গাছি কেশ হস্ত দ্বারা উৎপাটন করিয়া ফেলে; পরে তাহার গুরু নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া কর্ণে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, শিষ্য জল হইতে উঠিয়া উলঙ্গাবস্থায় উত্তর দিকে ধাবিত হয়। পূর্ব্ব হইতে কোন ভট্টর ব্রাহ্মণের সহিত নিয়ম থাকে যে, সে শিষ্যকে পথিমধ্যে ভুলাইয়া স্বগৃহে আনাইয়া বস্ত্র ও আহার দিবে। শিষ্য কৌপীন পরিধান ও আহার করিয়া গুরুর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। ইহাই মালবরের সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়ম। কোন সময়ে কোন শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে

মস্তক মুণ্ডন করত জলে অবতীর্ণ হইয়া ভুলক্রমে দুই গাছি মাত্র কেশ উৎপাটন করিয়া গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়া প্রস্থান করিলে, গুরু তৃতীয় কেশ উৎপাটিত হয় নাই জানিয়া, শিষ্যকে 'পিসারওটি' অর্থাৎ শিষ্য পলাইয়াছে কহিয়াছিল। সেই কারণ শিষ্য পরিত্যক্ত ও পতিত হয়। শিষ্যের ব্রাহ্মণত্ব পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল। তাহার সন্ন্যাস গ্রহণও হইল না। সে ব্যক্তি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত মিলিত হইল ও তাহার সন্ততীরা 'পিসারোতি' নামে খ্যাত হইল। উহারা মৃতদেহ দাহ করে না, লবণ দিয়া মৃৎসমাধি করে।

৯। 'বারিয়ার'। ইহারা দেবালয়-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে ও সানাই বাজায়।

১০। 'থিয়থুন্নী'। ইহারা দেবালয়ে মণ্ডপ-মেজেতে দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিয়া থাকে। তৎকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তদুপরি লম্ফ প্রদান করিয়া নানাবিধ ভয়ানক কার্য্য প্রদর্শন করে।

১১। 'পথুবল' নামে অপর সম্প্রদায় দেবালয়ের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

১২। 'পিথরণ' নামে অপর সম্প্রদায় গ্রাম্য দেবতার উদ্দেশে পশুবলি করিয়া থাকে।

১৩। 'মরব' নামে অপর সম্প্রদায় দেবালয়ে ঢাক ও কাঁসী বাজায়।

নার্য্যর জাতি। নার্য্যর শব্দের অর্থ নারীসম্বন্ধীয়। উহার অপভ্রংশ 'নায়ার' উহাদিগকে শূদ্রশ্রেণীতে গণনা

করিলেও, উহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

এক্ষণে অনেকে নম্বুত্তিরীদিগের দাসত্ব করিলেও, পূর্ব্বে ইহারা সেনাবিভাগে কার্য্য করিত। রেজিমেণ্টের নাম 'নাদ' ছিল। প্রত্যেক 'নাদে' ১৫০ 'তোড়া', প্রত্যেক 'তোড়ায়' ৪টী নার্য্য সেনা থাকিত। অতএব 'নাদে' ৬০০ শত নার্য্যর সেনা থাকিত।

নার্য্যরদিগের মধ্যে অষ্টাদশ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। 'নার্য্যর' অর্থাৎ নায়ক, সেনা বা প্রভু।

২। 'মেলবন' (মেলবন = শ্রেষ্ঠনায়ক) ইহারই অপভ্রংশ 'মেলন'।

৩। 'মেনোক্ক' (মেল = উপর + নোক্কদর্শন) অর্থাৎ দর্শক নার্য্যর।

৪। 'মুপ্পিল-নার্য্যর' = শ্রেষ্ঠ নার্য্যর।

৫। 'পড়নায়ক' অর্থাৎ যোদ্ধানার্য্যর।

৬। কুরূপ-নার্য্যর' = দুর্গরক্ষক।

৭। 'কৈমল' (কৈ = হস্তী + মল = চিহ্ন) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

৮। 'পনিক্কর'।

৯। 'কিরীয়ত্ত'।

১০। 'মুত্তুর'।

১১। 'বরে নার্য্যর'।

১২। 'কেদাবু'।

১৩ ‘কর্ত্তাব্’।

১৪ ‘ইবাদি’।

১৫ ‘নিদুন-গাদি’

১৬ ‘কম্নাডে’।

১৭ ‘মন্নডিয়ার’।

১৮ ‘মনবালম্’।

উহাদিগের মধ্যে ব্যবসাভেদে আরও কয়েকটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

১। যাহারা নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণের ‘ইল্লোমে’ পুরুষানুক্রমে দাসের কার্য্য করিতেছে তাহারা ‘শূদ্রম্’ অথবা ‘পরিয়পেত্তবর’ নামধেয়।

২। যাহারা রাজসংসারে রাজার দেহ-রক্ষকরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহারা ‘চর্ণাবর’ নামে অভিহিত।

৩। যাহারা নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের পাল্কী পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা ‘পল্লিচ্যন’ নামধেয়।

৪। যাহারা নম্বুত্তিরী ও অম্পালবাসীদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় পুরুষানুক্রমে সহায়তা করিতেছে, তাহারা ‘অত্তিকুরিটি’ নামধেয়।

৫। যাহারা পুরুষানুক্রমে দেবালয়ের ও ‘ইল্লোমের’ জন্য তৈল প্রস্তুত করে, তাহারা ‘বট্টকটেন’ নামধেয়।

৬। যাহারা পুরুষানুক্রমে খোলা ও টালি প্রস্তুত করে, তাহারা ‘অন্তুরণ’ নামধেয়।

৭। যাহারা পুরুষানুক্রমে জেমোরিন রাজার ভৃত্য, তাহারা 'উরলি' নামে খ্যাত।

৮। যাহারা পুরুষানুক্রমে রজকের কার্য্য করিতেছে, তাহারা 'বেলুথিদেন' নামে অভিহিত।

৯। যাহরা পুরুষানুক্রমে নরসুন্দরের কার্য্য করিতেছে, তাহারা 'বেলক্কথলবেন' নামে অভিহিত।

নার্য্যর জাতির মধ্যে অনেকেই ইংরাজী শিক্ষায় পারদর্শী। উহাদিগের মধ্যে 'মরুমক্কতায়ম্' দায়াদ প্রচলিত। পুরুষে বিবাহ করে না, কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া গন্ধর্ব্ববিধানে সম্বন্ধ লইয়া থাকে। সন্তান-সন্ততি 'তারবদ' ধনে প্রতিপালিত এবং মাতুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদির অধিকারী হয়। ঔরসজাত পিতার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। গৃহের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সম্পত্তির ম্যানেজার। তাহার স্বাক্ষরে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, কেবল সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতে পারে না।

উহাদিগের পরিচ্ছদের বিশেষ আড়ম্বর নাই। স্ত্রীগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অন্তর্ব্বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা গাত্রে আবরণ দেয় না, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে রাস্তায় গমনের সময়, কেহ কেহ একখানা রুমাল দিয়া বক্ষঃস্থল আবৃত করে। রাজা, রাজকুমার অথবা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে উহারা কদাচ বক্ষঃস্থলে আবরণ রাখিবে না। তাহা করিলে, তাহাদিগকে অসম্মান করা হইবে। শৈশবে নিম্নের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া, রৌপ্য অথবা সীসার

রিং পরিতে থাকে ও ক্রমে রিংএর ব্যাস বৃদ্ধি করিলে ছিদ্র বাড়িতে থাকে। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক বালিকার কর্ণে ১॥০ ইঞ্চির অধিক রিং দেখিয়াছি। উহারা গলদেশে স্বর্ণহার, হস্তে নানাবিধ বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ও মস্তকে নানাবিধ সিঁথি এবং কোমরে কোমরবন্ধ ব্যবহার করে। নার্য্যারদিগের পুরুষগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অন্তর্ব্বহির্ব্বাস পরিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণে অনেকে কোট কামিজ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। উহারা শৈশবে হস্তে বলয় ও গলদেশে হার পরিয়া থাকে। যৌবনে কোমরবন্ধ ও কর্ণে ইয়ারিং ব্যবহার করে। পুরুষে পুরশ্চূড়, উহারা সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া সম্মুখভাগে শিখা রাখে। স্ত্রীগণের কেশ অত্যন্ত লম্বা হয়; এমন কি, অনেকের চুল খুলিয়া দিলে, হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে। * উহারা অতিশয় শুদ্ধাচারে থাকে।

পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে কন্যার তালিবন্ধন বা 'কেত্তু-কল্যানম্' সংস্কার হইয়া থাকে। তৎকালে বাটীর সম্মুখের পাণ্ডাল (আটচালা) উত্তমরূপে সজ্জিত হয়, শুভদিনে ও শুভলগ্নে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হয়। গৃহস্বামিনী

---

* "বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে
দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং স্খলিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাম্।
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥"

আমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদিগকে আহার করায় এবং ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করে। কোন কোন বাটীতে চারি দিবস পর্য্যন্ত ভোজ চলে ও এই কার্য্য অতি সমারোহে হইয়া থাকে। এককালে 'তারবদের' সমস্ত কন্যার তালি-বন্ধন সংস্কার সম্পাদিত হয়। তালিবন্ধনকারী বালক নম্বুতিরী, ভট্টর ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। উহাদিগকে 'মনবল্লন' অথবা 'মনলন' কহে।

কেত্তু কল্যান-বন্ধনের প্রধান অঙ্গ যথা,—শুভদিনে লগ্ন স্থির; অষ্ট-মাঙ্গল্যম্ অষ্টবিধ ভুক্ সম্পাদন; 'মন-বল্লনের' সমারোহে বিবাহ মণ্ডপে শুভক্ষণে আগমন, ভ্রাতৃগণ দ্বারা বালিকাদিগকে তথায় আনয়ন ও 'মন-বল্লনের' পার্শ্বে স্থাপন এবং জ্যোতিষী পণিক্কর কর্ত্তৃক শুভলগ্ন নির্দ্দেশ করিয়া কহিলে 'মনবল্লন' কর্ত্তৃক বালিকা-দিগের কণ্ঠে তালিবন্ধন ও তৎসময়ে উপস্থিত বয়ো-জ্যেষ্ঠদিগের 'আহা আহা' করিয়া জয়প্রকাশ করা। তদনন্তর আমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজ দেওয়া। ইহার পর 'মনবল্লন' তিন দিবস 'তারবদে' থাকিয়া, চতুর্থ দিবসে সকল বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে বিবাহ-পরিচ্ছদ ছিন্ন ও বিবাহ-বন্ধন মুক্ত করিয়া, তালিবন্ধন কার্য্যের মূল্যস্বরূপ উপহার লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তদবধি বালিকার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই কার্য্যকে 'কেত্তু কল্যানম্' কহে।

কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে, গৃহ-স্বামিনীর অনু-মতি লইয়া কোন পুরুষকে আপন সম্বন্ধে নিয়োগ

করিতে পারে, অথবা গৃহস্বামিনী আপন ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নম্বুতিরী ভট্টর অথবা স্বজাতীয় উৎকৃষ্ট বংশজাত যুবার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া পণিকর সাহায্যে পোতমরি প্রদানের শুভলগ্ন স্থির করে। কন্যা অবশ্য ঐ নির্ব্বাচনে সম্মতি প্রদান করিবে। উক্ত সম্বন্ধকে 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধ কহে। নির্ব্বাচিত পুরুষ কাপড় ও মাখিবার জন্য তৈল দিতে স্বীকৃত হইলে শুভদিনে যুবতীর বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রিত হয়, যুবকও তৎকালে দেয় বস্তু লইয়া তথায় আইসে, গৃহস্বামিনী পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানে তাহাকে সম্মানিত করে। তদনন্তর, যুবক আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে গৃহস্বামিনীর হস্তে আনীত বস্ত্র অর্পণ করে, তিনি যুবতীর হস্তে তাহা প্রদান করিলে, যুবতী গ্রহণ করিবামাত্র সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। তখন, উপস্থিত আত্মীয়গণ 'আহা আহা' করিয়া আপন আপন সম্মতি প্রদান করে। পরে, যুবতীর নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে যুবক গমন করিয়া রাত্রিযাপন করে ও তদবধি অবিবাদে যুবতীর সন্নিধানে যাতায়াত করিতে থাকে। স্বজাতি হইলে রাত্রিকালে আহার করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ হইলে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। ইহাকে হিন্দুস্মৃত্যুক্ত গান্ধর্ব্ববিবাহ বলা যাইতে পারে। যত দিন প্রণয় ও ও ভালবাসা থাকে, তত দিন যুবতীর নিকট যুবক আইসে ও প্রতি মাসে মাখিবার তৈলের মূল্য দিয়া থাকে; পরন্তু যুবক সঙ্গতিপন্ন হইলে যুবতীকে অলঙ্কারাদি দিয়া থাকে ও সেই সমস্ত যুবতীর স্ত্রীধনে পরিণত

হয়; কিন্তু যুবতীর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীধন তারবদের সম্পত্তি হয়। উভয়ের মনে মনে মনোমালিন্য ঘটিলে সহজেই সম্বন্ধ ভগ্ন হয়। যুবতী যুবা-প্রদত্ত বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেই সম্বন্ধ ভগ্ন হয়, পুনরায় উভয়েই অপরের সহিত সম্বন্ধ নিয়োগে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হয়।

যুবতী এক সময়ে একটিমাত্র 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধ লইয়া থাকে, তৎ সময়ে অপরের সহিত ব্যভিচার করে না।

শুনিলাম, পূর্ব্বকালে কাহারও২ একাধিক 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধ থাকিত এবং যুবকগণ পর্য্যায়ক্রমে যুবতীর সহিত সহবাস করিত। তাহারা পাণ্ডবদিগের ন্যায় নিয়মে আবদ্ধ থাকিত; অর্থাৎ যখন কোন যুবক যুবতীর নিকট থাকিত তখন যুবতীর গৃহদ্বারে স্বজাতি হইলে অস্ত্র ও ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড রক্ষিত হইত, তাহা দেখিয়া অপরে সে দিকে অগ্রসর হইত না। যুবতী নিয়মিত সময়ের মধ্যে 'গুণদোষ-কারী' ভিন্ন অপরের সহিত বাক্যালাপও করিত না। নায়ার যুবতীগণ এই সনাতন নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতেছে। যে হিসাবে দ্রৌপদী সতীপদ বাচ্যা, ইহাদিগকেও সেই হিসাবে সতীসাধ্বী বলা যাইতে পারে। যুবতী যাহার সংসর্গে গর্ভিণী হইয়া থাকে তাহাকেই সন্তানের পিতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। ঔরস সন্তান পিতার পিণ্ড দিবার অথবা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় না ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মাতৃ'তারবদ' সম্পত্তিতে লালিত পালিত হইয়া মাতুলের পিণ্ডাধিকারী

ও মাতুল সম্পত্তিতে আজীবন প্রতিপালিত হয়। যদি কোন নার্য্যারের ভগ্নী না থাকে অথবা ভগ্নী বন্ধ্যা হয়, বংশরক্ষা ও পিণ্ড দিবার জন্য দত্তক ভগ্নী গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ও ভগিনীকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ, ভ্রূণহত্যা আদি পাপ কদাচ শ্রুত হয় না। যুবতী আপন ঘরে থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে।

এখন অনেক নার্য্যরজাতি ইংরাজী শিক্ষায় কৃত-বিদ্য হইয়াছেন ও কার্য্যোপলক্ষে দূরদূরান্তর যাইতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া যুবতীগণ আপন 'তারবদ' কিছু দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আপন 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধকারির অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা অতি বিরল। কোন যুবতী দক্ষিণ মালবরের সীমা 'কোর-পুজা' নদের পরপারে যাইবে না। অতএব আপন 'গুণ-দোষ-কারণ' সম্বন্ধ উক্ত নদের অপর পারে যাইলে তাহারা যাইতে পারে না।

বলা বাহুল্য এক হিসাবে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ প্রথা অতি পুরাতন, কারণ মহাভারতে আমরা জ্ঞাত আছি যে, শ্বেতকেতু মহর্ষি আপন মাতাকে অন্য পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া পরিণয় সম্বন্ধ প্রবর্ত্তন করেন। অতএব শ্বেতকেতুর পূর্ব্বে সমস্ত ভারতখণ্ডে নিয়োগ প্রথাই চলিত ছিল; আবার যখন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তখন ক্ষত্রিয় রমণীগণ ব্রাহ্মণকে সম্বন্ধ-নিয়োগে লইয়া পুত্রোৎ-

পাদন করিয়াছিলেন। কেরলদেশ পরশুরামক্ষেত্র বলিয়া উক্ত নিয়ম ক্ষত্রিয়কুলে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

'অগথিথর' নার্য্যর নামে এক পতিত ভিন্ন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। উহাদিগের বিষয়ে একটী প্রবাদ আছে যে, 'পালঘাটের' কোন ক্ষত্রিয় রাজা নীচ-কুলোদ্ভবা একটী সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয়েন এবং স্বভবনে আনয়ন করিতে মন্ত্রীকে অনুজ্ঞা দেন, মন্ত্রী তৎকার্য্য গর্হিত মনে করিয়া, রাত্রিকালে রাজরাণীকে পাহাড়িনী-বেশে ভূষিত করাইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজাও তাহাকে পাহাড়িনী ভাবিয়া, কামবিমুগ্ধতাবশত তাহার সহিত রাত্রিযাপন করেন। পরদিবস মন্ত্রী প্রকৃত বিবরণ বলিলেও, রাজা আপন কার্য্য গর্হিত বিবেচনা করিয়া, স্বয়ং সমাজচ্যুত হয়েন। তাহার বংশধরেরা অগথিথর নার্য্যর নামে কথিত হইতেছে। রাজ্যস্থ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ রাজাকে পতিত শুনিয়া, আপন আপন 'ইল্লোম্' ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া যায়। এখনও গ্রামের যে অংশে 'অগথিথর' বাস করে, তথায় অন্য নার্য্যর প্রবেশ করিলে, আপনাকে পতিত ভাবিয়া স্নান না করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করে না। ব্রাহ্মণ অথবা অপর নার্য্যর জাতি উহাদিগের কন্যার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয় না। অতএব উহাদিগের স্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। উহাদিগের কন্যার তালিবন্ধন ও বয়োপ্রাপ্তে সম্বন্ধ-প্রথা অপর নার্য্যর জাতির ন্যায়।

'পুত্তুপত্তর' নামে এক সম্প্রদায় আছে। উহারা গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। উহাদিগের কন্যার পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে পিতা মাতা বর স্থির করিয়া বাকদান প্রদান করে। তখন ভাবী জামাতার ভগ্নী আসিয়া, কন্যার গলে তালিসূত্র বন্ধন করিয়া দেয়। উহাতে বিবাহ-কার্য্য সিদ্ধ হয়। কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিতে করিতে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, ভর্ত্তা আসিয়া তাহাকে স্বভবনে লইয়া যায় এবং তদবধি উভয়ে দম্পতী-রূপে বাস করিতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্তান জন্মি-বার পূর্ব্বে বিধবা হইলে, কন্যা দ্বাদশ দিবসে পিতৃভবনে আইসে। তৎকালে মৃতভর্ত্তৃ-বংশীয় দুই জন যোষিৎ সঙ্গে আসিয়া, তাহার পিতৃভবন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এদিকে বিধবা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠে, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক পিতা মাতা শোক করিতে থাকে ও বিধবাকে আলয়ে লইয়া যাইয়া নূতন বস্ত্র প্রদান করে। বিধবা তাহা পরিধান করিয়া, মস্তক আবৃত রাখে ও পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে। সন্তান প্রসব করিয়া বিধবা হইলে, পতিগৃহেই বাস করে। পুনরায় পতিগ্রহণ করে না; কিন্তু কন্যা প্রসব করিয়া বিধবা হইলে, পিতৃভবনে প্রত্যাগত হইয়া, পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

'কনিয়ার-পণিক্কর'। ইহারা গ্রহাচার্য্য ও পতিত। ইহাদিগের উৎপত্তির বিষয়ে প্রবাদ এই যে, 'পালুর-ভত্তার' নামে কোন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ

পারদর্শী ছিলেন। কোন সময়ে অপর স্থানে যাইবার উদ্দেশে কুক্ষণে কোন নদী পদব্রজে পার হইতেছিলেন, অকস্মাৎ স্রোতে ভাসিয়া যান। অনেক কষ্টে তীর-প্রাপ্ত হইলেও রাত্রিপ্রযুক্ত অন্যত্রে যাইতে অক্ষম হইয়া, নিকটস্থ কোন থিয়ার জাতির বাটীর 'পায়ালে' (রক্) শয়ন করিয়া থাকেন। থিয়ার আপন পত্নীর সহিত কলহ করিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। 'থিয়ারণী' পতি প্রত্যাবৃত্ত হইবে ভাবিয়া, অর্দ্ধ রাত্রে দরজা খুলিয়া পায়ালে, পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষীকে শয়নাবস্থায় দেখিয়া, অন্ধকারে আপন ভর্ত্তা ভাবিয়া, তাহাকে তদবস্থায় গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া শয়ন করায়। ব্রাহ্মণ সংজ্ঞালাভ করিয়া, পূর্ব্ব অশুভ স্মরণপূর্ব্বক থিয়ারণীর সংসর্গজনিত পাপে আপনাকে পতিত ভাবিয়া, তাহার সহিত কিছুকাল সহবাস করিতে থাকেন। পরে তৎসহবাস সম্ভূত যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করান; বালক জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ হইয়া 'গনকান' নামে প্রসিদ্ধ হয়, ক্রমে সেই শব্দের অপভ্রংশ 'কনিকান' 'কনিয়ান্' ও 'কনিয়ার' উৎপত্তি হইয়াছে। কনিয়ারে গৃহাচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকে; শুভাশুভ কার্য্য স্থির করিয়া দেয়, জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করে, দুর্ঘটনার কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকে; রোগীর ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দেয়, এমন কি কনিয়ারের মত না লইয়া কোন গৃহস্থ বীজবপন বা বৃক্ষরোপণ করিবে না, এক স্থান

হইতে অপর স্থানে গমন করিবে না, কোন কার্য্য আরম্ভ অথবা ঋণদান বা ঋণগ্রহণ করিবে না, খত লিখিবে না, অধিক কি, ক্ষৌরকর্ম্ম পর্য্যন্ত করিবে না। প্রসবকালে, অন্নপ্রাশনের, চূড়াকরণের, উপনয়নের, সমাবর্ত্তনের ও বিবাহের সময় কনিয়ারের মত আবশ্যক; অতএব আপন বাটীতে বসিয়া 'কনিয়ার' জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানের দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও গৃহস্থ স্বেচ্ছা অনুসারে পারিতোষিক দিয়া কনিয়ারের সহিত প্রণয় রাখে। ইহারা জমীর উপর খড়ির রেখা টানিয়া কড়ি রাখিয়া গণনা করিয়া থাকে, কোন ব্যক্তি গণনা উদ্দেশে আসিলে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে থলি হইতে কড়ি বাহির করিয়া মেজের উপর রাখে এবং দক্ষিণহস্তে তাহা একটী একটী করিয়া সরাইতে সরাইতে মন্ত্রোচ্চারণ করে। জমীতে খড়ির রেখা টানিয়া ১২টি প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করে। তদনন্তর গণপতি, সূর্য্য, বৃহস্পতি, সরস্বতী ও আপন গুরুর উদ্দেশে এক সারিতে ৫টি কড়ি ধীরে ধীরে রাখে, গণনা শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত গণপতি আদি পূজা করে ও আপন দক্ষিণা লইয়া আগন্তুককে গণনার ফল জ্ঞাপন করিয়া দেয়। ইহাদিগের মধ্যে 'পলিয়াণ্ড্রি' প্রথা চলিত আছে, অর্থাৎ উহারা দুই, তিন বা চারি ভাই মিলিত হইয়া এক পত্নী গ্রহণ করে, উহাদিগের মধ্যে অনেক অবিবাহিতা কন্যা থাকিয়া যায়, তাহারা

নায়্যার জাতির কন্যার মত সম্বন্ধ করিয়া লয় ও তৎগর্ভজাত সন্তান সন্ততি মাতুল অন্নে প্রতিপালিত হয়। কনিয়ারের পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

'থিয়ারজাতি' উহাদিগকে ইরুবন্ এবং চোগন্ কহে উহারা আদৌ কোন দ্বীপ হইতে আসিয়া থাকিবে. কেহ কেহ কহিয়া থাকে যে, উহারা সিংহলদ্বীপ হইতে আসিয়াছিল ও সঙ্গে 'তেঙ্গায়মরম্' (নারিকেল গাছ) আনিয়া কেরলে রোপণ করিয়াছিল। উহাদিগের উপজীবিকা সেগো, নারিকেল ও তালগাছের রসে তাড়ি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা অথবা রস জ্বালাইয়া গুড় প্রস্তুত করা। উহারা হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ, উহাদিগের যোষিৎগণ বিশেষ 'তনেনোর'-থিয়ারদিগের স্ত্রীগণ অতি সুন্দরী। নায়্যারদিগের ন্যায় পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে উহাদিগের কন্যার গলে তালিবন্ধন সংস্কার হইয়া থাকে ও ভাবী সম্বন্ধীয় পুরুষ তালি বাঁধিয়া দিয়া থাকে, তবে কন্যা পিত্রালয়ে থাকে, যুবতী হইয়া সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত পুরুষের সহিত সহবাস করিতে থাকে। উহাদিগের মধ্যেও 'মরুমক্কতায়ম্ দায়াদ' প্রচলিত আছে। উহাদিগের পুরোহিতকে 'থনট্টন' কহে।

আরও কয়েকটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সকলেই পতিত জাতি। তাহারা দশ হস্ত ব্যবধানে আসিলে অপরে স্নান করিয়া মুক্ত হয়। শিল্পীরা 'কম্মল্লের' নামে অভিহিত; ক্ষৌরকারকে

'বেলন' রজককে 'বন্নন্' মাদুর নির্ম্মাতাকে 'কোরবন' ভেল্কীকারকে 'পুল্লুবন' মৎস্যজীবিকে 'মুক্কুবর' নিষাদকে 'নয়ড়ী' যাদুকরকে 'পরয়ন্' কর্ষোপজীবিকে 'পুনয়ন্' অথবা 'চেরুমন্' কহে।

এ প্রদেশে 'পোলিয়াণ্ড্রি' অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ভ্রাতার এক পত্নী গ্রহণ প্রথা, অস্পর্শীয় জাতির মধ্যে দেখা যায়। 'চৌঘাট' এবং আতিপুর তালুকের 'থিয়ার' জাতি (তাড়িওয়ালা); 'কম্মল্লের' জাতি যথা, 'তোচিন' (সূত্রধর) 'পেরকল্লন' (কর্ম্মকার) 'থট্টন' (স্বর্ণকার) 'মুসারি' (কাঁশারী) দিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত; সুতরাং উহাদিগের মধ্যে অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া যায়। তাহারা পিতৃগৃহে থাকিয়া কোন বৈদেশিক যুবাকে সম্বন্ধে গ্রহণ করে, তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি 'বিত্তিল-পিরম্ন' (গৃহে জাত) নামে অভিহিত হয় ও মাতুল ভবনে থাকিয়া লালিত পালিত হয়।

অতি পুরাকালে মিসর, আরব ও তুর্কীস্থান হইতে বৈদেশিক সওদাগরেরা দক্ষিণ পশ্চিম মনসুনে পণ্যদ্রব্য লইয়া মালবর উপকূলে আসিত, আবার পূর্ব্ব উত্তর বায়ুতে মালবর জাত পণ্য লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইত। মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে অনেক খৃষ্ট উপাসক বাণিজ্য উপলক্ষে মালবরে আনা যাওয়া করিত। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই থিয়ার ও অপর যে সকল জাতির মধ্যে পোলিয়াণ্ড্রি প্রথা প্রচলিত

আছে, তাহাদিগের যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মালবরে বাস করিয়াছিল। তাহারা অদ্যাপি 'সিরিয়' খৃষ্টান নামে অভিহিত হইতেছে। ইহারা ত্রিবঙ্কুর কোচিন ও মালবরের সর্ব্ব স্থানেই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহারা হিন্দু আচরণে থাকিত ও কদাচ গোহত্যা করিত না বলিয়া অপর নিকৃষ্ট হিন্দু জাতি তাহাদিগকে ঘৃণা করিত না, পরন্তু আপন আপন কন্যা সম্প্রদান করিত এবং তাহাদিগের মতেও অনেকে দীক্ষিত হইত। কিন্তু পোর্টুগিজেরা আসিয়া গোমাংস আহার করিতে থাকিলে তদনুকরণে পূর্ব্বোক্ত সিরিয় খৃষ্টানেরাও গোমাংস আহার করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, মালবরিরা উহাদিগকে নীচ বলিয়া তাহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করে এবং তদবধি উহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়; কিন্তু মিশনরিদিগের যত্নে এক্ষণে তাহারা পুনরায় ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে।

আরব, পারস্য ও মিশরাদি দেশের মহম্মদীয় সওদাগরগণ খৃষ্টানদিগের ন্যায় মালবরে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে থিয়ারজাতি আদি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া এ প্রদেশে বাস করিতেছে। তাহারা 'মাপ্পিল্লা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ। পূর্ব্বে ইহারা ত্রিবঙ্কুর, কোচিন ও জামরী রাজসংসারে সেনাবিভাগে কার্য্য করিত। যৎকালে পর্টুগিজেরা মালবরে আইসে, তখন হিন্দুরাজগণ 'মাপ্পিল্লা' সেনাবলে তাহাদিগকে বহুবার নিরস্ত করিয়াছিল, কিন্তু

এক্ষণে 'মাপ্পিল্লা' দিগের অবস্থা হীন হইয়াছে; উহারা সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত. উহাদিগের প্রধান মস্‌জিদ্ কোদঙ্গল্লুরে। উহাদিগের কাজিকে 'কদিয়র' ও কোরাণ উপদেষ্টাকে 'মোল্লা' কহে। ভজনাগৃহে যে এক-জন করিয়া থাকে, তাহাকে মুক্রী কহে। মালবরে মাপ্পিল্লাদিগের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেরলের মধ্যে ত্রিচুর পুণ্যভূমি। পরশুরাম যে বটবৃক্ষতলে থাকিত. লোকে তাহা অদ্যাপি শিবমন্দিরের সম্মুখে দেখাইয়া দেয় ও উহাকে 'শ্রীমূল' স্থান কহে। দেবালয়ের গঠনপ্রণালী পৃথক্ বলিয়া দৃষ্ট হইল। পোতা থামাল পর্য্যন্ত গ্রেনাইট প্রস্তরে ও তদুপরি ল্যাটারাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তাহার উপরিভাগ খোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। উহা জৈনমন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ল্যাটারাইট প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের গায়ে ৩টি মঠ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য আপন শিষ্য-চতুষ্টয় সুরেশ্বরা-চার্য্য, পদ্মপাদ, হস্তামল ও তোটকের সহিত কিয়ৎকাল এই দেবালয়ে অবস্থিতি করেন এবং চারি শিষ্যের জন্য চারিটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কালবশে একটি মঠ লোপ পাইয়াছে এবং অদ্যাপি তিনটি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এপ্রবাদ সত্য হইতে পারে না, সুরেশ্বর আচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য এক সময়ের লোক ছিলেন না। 'থিয়সফি' মাসিকপত্রে ৺ এন্ ভাষ্বাচার্য্যলিখিত গবেষণাপূর্ণ শঙ্ক-

রের সময় নির্দ্ধারণ নামক প্রবন্ধে ইহা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। সে যাহা হউক ৩টি মঠের একটির মঠাধ্যক্ষ সম্প্রতি মানবলীলা সংবরণ করিবার সময়ে শিষ্যনিয়োগ করিয়া যান নাই। উক্ত মঠে যে ভূসম্পত্তির আয় আছে. তাহা হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্মণকুমার আহার পাইয়া বেদশিক্ষা করিতেছে। এই মঠটি সর্ব্ব দক্ষিণ দিকে. উহার উত্তরদিকে যে দুইটি মঠ তাহাদিগকে 'স্বামীয়ার' কহে, অর্থাৎ তাহার স্বামী বা মঠাধিকারী আছে। উহার ভূসম্পত্তির আয় নিতান্ত মন্দ নহে। উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ ইচ্ছামত প্রাতে আহার পাইয়া থাকে। দেবালয়ের চারিদিকে প্রশস্ত পাকা রাস্তা; ঐ রাস্তাকে 'প্রদক্ষিণবল্লী' কহে। উহার তিন দিকে দোকানাদি বসিয়াছে। দেবালয়ের উত্তর দিকে একটি বৃহৎ বাঁধান পুষ্করিণী, তাহাতে ব্রাহ্মণ ও নায়ারজাতি অবগাহন করিয়া থাকে। উক্ত পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীরে দেওয়ান-পেস্কার ও মাজিষ্ট্রেট-কোর্ট এবং উত্তরতীরে কোচিন-রাজের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ-প্রাচীরের বায়ুকোণে পল্লু-ত্তেবর-কুডু নামে ক্ষুদ্র দেবালয়, উহার প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। যখন কোচিনরাজ ত্রিচুরে আসিয়া থাকেন, উক্ত সরোবরে স্নান করিয়া দেবপূজা করেন। অতএব ঐ উভয়ই প্রাসাদের অঙ্গ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ডিষ্ট্রীক্ট জেলে পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় কয়েদির জন্য

পৃথক্ পৃথক্ আবাস, পৃথক্ পৃথক্ কূপ ও পৃথক্ পৃথক্ রন্ধনের ব্যবস্থা আছে; অতএব জেলে যাইলেও অপরাধীকে জাতিচ্যুত হইতে হয় না, অথবা অস্পর্শীয় জাতির সহিত একত্রে সহবাস বা শয়ন করিতে হয় না। কোচিন-গবর্ণমেণ্ট অপরাধীর জাতিত্বের উপর হস্তক্ষেপ করেন না; এ সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কোচিন-রাজের নিকট শিক্ষা পাইতে পারেন।

শিক্ষা বিভাগেরও বন্দোবস্ত মন্দ নহে; বালকদিগের জন্য দুইটি হাইস্কুল ও প্রাইমেরিস্কুল এবং বালিকাদিগের কারণ সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল বাটিটী বৃহৎ, উহাতে ৩৭০টি বালক শিক্ষা পাইতেছে, শিক্ষাদিবার জন্য ১৮জন শিক্ষক নিযুক্ত আছে। বালকদিগের 'টুইশন্' ফিতে অর্দ্ধেক খরচ উঠে ও অপর অর্দ্ধেক কোচিনরাজ বহন করেন। অপর হাইস্কুলটী এপিস্কোপল-চর্চ্চ সোহাইটী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহাতে ১৬০টি বালক শিক্ষা পাইতেছে। উক্ত চর্চ্চ সোসাইটীর একটি প্রাইমেরিস্কুলও আছে। জুবিলী উপলক্ষে কোচিন-গবর্ণমেণ্ট একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উহাতে ১১০টি বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। উহাতে গান, ছুঁচের কার্য্য এবং মালবারি ও ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছুঁচের কার্য্যের জন্য লেডি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, গান শিক্ষা দিবার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী এবং ইংরাজী ও মালবারির জন্য তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত আছে। বালিকারা

বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে। বালিকাদিগের মধ্যে ২২টি ব্রাহ্মণ-কন্যা ও অবশিষ্টগুলি নার্য্যরজাতির কন্যা। অপর মিশনারীদিগের চারিটি বালিকাবিদ্যালয় আছে, তাহার দুইটিতে সৎশূদ্রের ও অপর দুইটিতে খৃষ্টান ও অসৎ-শূদ্রের বালিকা শিক্ষা পাইয়া থাকে। এইস্থানে প্রাইমারি শিক্ষা-বিভাগেরও বন্দোবস্ত মন্দ নহে। একটি নরম্যান স্কুল আছে, তাহাতে ৩০টী ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে।

এখানেও খৃষ্টান মিশনারীদিগের আধিপত্য নিতান্ত কম নহে। মিশনারি-প্রটেষ্টান্-চর্চ্চ ও রোমান্ ক্যাথলিক-চ্যাপল তাহা বিদিত করিয়া দিতেছে।

ক্যানটনমেণ্টের নৈঋ‍তকোণে ‘ব্যাক্-ওয়াটার’ ঘাট। এখান হইতে ব্যাক্-ওয়াটার সাহায্যে কোচিন-পোত যাতায়াত করিয়া থাকে।

ত্রিচুরের রাস্তাগুলি দাওয়ান পেস্কার মহাশয়ের যত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। জল বায়ুও স্বাস্থ্যকর, আহার্য্য দ্রব্যও সুপ্রতুল, এখানে তণ্ডুল অন্নই প্রধান আহার। পনস্, আলু, সিম্, বেগুণ, কদলী ইত্যাদি তরকারিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরন্তু মরিচ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

প্রত্যুষে দাওয়ান পেস্কারের সহিত সহর পরিদর্শন করিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে স্কুলের ইন্স্পেক্টরের সমভিব্যাহারে জুবিলী বালিকা বিদ্যালয় দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। উচ্চ শ্রেণীর বালিকারা

মালবরি ও ইংরাজী পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিল এবং মালবরি, সংস্কৃত ও হিন্দি গীত গাইয়াছিল। হাই-স্কুল অবকাশ উপলক্ষে বন্ধ থাকিলেও, স্কুল-বাটীর ভিতর গমন করিয়া সন্দর্শন করিয়াছিলাম। অপরাহ্ণে দাওয়ান পেস্কার মহাশয় কোন আম্বালবাসিনীকে আনাইয়া বীণাসহযোগে গীত গাওযাইয়া ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোন বর্দ্ধিষ্ঠ নার্য্যর বাটীতে যাইয়া, গৃহের ব্যবস্থা, শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা, স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ ও আভরণ সন্দর্শন করিয়া, বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। রাত্রিতে দাওয়ান পেস্কার প্রমুখাৎ মালবরিদিগের আচার ব্যবহারের জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রবণ করিলাম। পরদিন প্রাতে ক্যানুটনুমেণ্ট ব্যাক্-ওয়াটার ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিলাম। অনন্তর, রাত্রিকালে আহারান্তে শকটারোহণে শোরনুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মালবরিরা সৌরমানে সংবৎসর গণনা করিয়া থাকে ও ভাদ্রপদে নূতন সংবৎসর আরম্ভ করে। এখন উহাদিগের ১০৬৭ বৎসর চলিতেছে। এক মতে কেরলের রাজা চেরুমল-পেরুমল স্বরাজ্যকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া, ত্রিবঙ্কুর, কোচিন ও কালিকট নাম দিয়া, উহাতে তিনজন রাজা স্থাপিত করত যে দিন হইতে মহম্মদীয় যাজকের সহিত মক্কা উদ্দেশে গমন করেন সেইদিন হইতে নূতন 'কোইলম্' সংবৎসর গণনা হইতেছে। এই হিসাবে ত্রিবঙ্কুর রাজবংশ, কোচিন-রাজবংশ ও জামরী রাজবংশ ততদিনের পুরা-

তেন। অপর প্রবাদ এই যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যৎকালে চারিটি শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিচুরের শিবালয়ে বাস করিতেছিলেন, কেরলের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার যশোগৌরবে ব্যথিত হইয়া, তাঁহার সিদ্ধি-পরীক্ষার অভিপ্রায়ে মন্ত্রণা করত কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ব্রিটীশ মালবরের অন্তর্গত দুইটি বহুদূরস্থিত স্থানে একই দিবসে একই সময়ে পণ্ডিত সভা স্থাপন করিয়া, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে প্রত্যেক সভামণ্ডলীতে একই সময়ে উপস্থিত হইয়া, পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে আহ্বান করিলে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বসিদ্ধি-প্রভাবে উভয় স্থানেই একই সময়ে উপস্থিত হইয়া বেদ ও উপনিষৎ হইতে স্বমত-পোষক মহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, অপর মত খণ্ডন ও আপন অদ্বৈত মত স্থাপন পূর্ব্বক পণ্ডিতমণ্ডলীকে অদ্বৈতমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই বিষয় চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশে সেই দিবস হইতে নূতন সংবৎসর গণনা হইতে থাকে। যে স্থলে সভা হইয়াছিল, তাহা 'কোল্লিউম' (নূতন সংবৎসর) নামে প্রসিদ্ধ হয়। এক্ষণে তাহার অপভ্রংশ 'কোইলম্' হইয়াছে। এই উভয় স্থানই কেরলদেশে একটি কোচিন রাজ্যে ও অপরটি ব্রিটীশ মালবরে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে সমাধিস্থ হয়েন অতএব ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। পরন্তু আরব উপকূলে সফাই নামক স্থানে চেরুমল পেরুমলের সমাধিগৃহে যে অনুশাসন পত্র দৃষ্ট হয়; তাহাতে

২১২ হিজরীতে (৮২৭ খৃঃ) চেরুমল-পেরুমল সফাই নগরে উপস্থিত হন ও ২১৬ হিজরীতে (৮৩১ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন এইরূপ লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ২১০ হিজরীতে (৮২৫ খৃঃ) স্বরাজ্য পরিত্যাগ করেন ও সেই দিন হইতে কোইলম সংবৎসর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

কালিকট



আমরা ১৮৯২ খৃঃ ৮ই জানুয়ারিতে ত্রিচুর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মান্দ্রাজ সাউথ-ওয়েষ্ট মেলট্রেনযোগে ১১।৪৫ মিনিটের সময় কালিকটে উপস্থিত হইলাম। ইহা উত্তর ১১।১৫ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব ৭৫।৪৯ দ্রাঘীমায় অবস্থিত। ইহা বহুকালাবধি পরশুরাম-ক্ষেত্রের অন্তর্গত জামরীর রাজধানী; এক্ষণে ব্রিটীশ দক্ষিণ মালবরের হেডকোয়াটার, প্রতীচ্য-উপকূলিক প্রধান বন্দর এবং পাশ্চাত্য ইতিহাসের সহিত পঞ্চদশ খৃঃ শতাব্দির শেষ হইতে জড়িত।

পরশুরামকর্ত্তৃক কেরল উদ্ধার, প্রজাসৃষ্টি ও আদিম বাসীদিগের আচার, ব্যবহার অন্যত্রে বিবৃত হইয়াছে। ইহা প্রতীচ্য-বন্দর বলিয়া অতি পুরাকাল হইতে মিশর, আরব ও পারসিক নাবিকেরা মালবরে আসিত এবং তথা হইতে মরিচ ও অপর পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া যাইত। মহম্মদীয় যাজকেরা স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া কেরলের তদানীন্তন নরপতি চেরুমল-পেরুমলের শুভ-দৃষ্টিতে পতিত হয়। রাজা তুর্কিস্থানের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া, স্বধর্ম্ম ত্যাগকরণানন্তর মক্কাই নগরে যাইলে, মন-বিক্রম-সামরী কালিকটের অংশ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহা হইতেই সামরীবংশের উৎপত্তি ও উহারই

অপভ্রংশ জামরী হইয়াছে। মালবরিদিগের মতে ৮২৫ খৃঃ অব্দে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, অতএব জামরী বংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। ইহারা মল্লিয়ালেনা সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিত।

১৪৮৬ খৃঃ প্রসিদ্ধ পর্টুগিজ পরিব্রাজক 'কোবিল-হাম্' মিশর হইয়া, আরবীয় পোত সাহায্যে কালিকট সন্দর্শনে আইসেন। তদনন্তর, ১৮৯৮ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ 'ভাস-কো-ডি-গামা' উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্বকূল হইয়া আরব্য উপসাগরে আসেন এবং কোন আরব-নাবিকের সাহায্যে তথা হইতে কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। জামরী প্রথমতঃ স্বরাজ্যে পর্টুগিজদিগকে কুটী নির্ম্মাণ করিতে অনুজ্ঞা দেন নাই; কিন্তু তাহারা পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া ১৫১৩ খৃঃ অব্দে কুটী নির্ম্মাণ করিবার অনুজ্ঞা পাইয়াছিল। তদ্রূপ ইষ্টইণ্ডিয়া কোং ১৬১৬ খৃঃ, ফরাসিরা ১৭২২ খৃঃ ও দিনামারেরা ১৭৫১ খৃঃ অব্দে কুটী নির্ম্মাণ করিতে অনুজ্ঞা পাইয়াছিল।

মহিসুরের সুপ্রসিদ্ধ হাইদার আলি মালবর আক্রমণ করিলে, জামরী তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃঃ টিপুসুলতানের সহিত সন্ধি হইলে, ইংরাজেরা উত্তর মালবরে আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তদবধি জামরী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বশ্য হইয়াছেন। ক্রমে জামরীর রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মালবরের শাসনভার আপনহস্তে লইয়াছেন,

তীর্থদর্শন।

(পঞ্চম অংশ।)

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীহরিচরণ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্,

…নলনারায়ণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশি

শক ১৮১৩

PRINTED BY
K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS
71, PATHURIAGHATTA STREET.
CALCUTTA.

ভূমিকা।

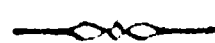
তীর্থদর্শনের পঞ্চমাংশ প্রকাশিত হইল। গত মাঘমাস হইতে চৈত্রমাসে উড়িষ্যায় যে কয়টী স্থান দর্শন করিয়াছিলাম তাহারই বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। ইহাতে উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত, মহাবিনায়ক, যাজপুর, একাম্রকানন, পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও সত্যবাদী গোপালের বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতিবৎসর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অর্দ্ধলক্ষাধিক বঙ্গবাসী যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু বঙ্গভাষায় এই স্থানের একটী বিবরণ এপর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। সকলকেই পাণ্ডার ও তাহার বেতনভোগী সেতোর কথার উপর নির্ভর করিতে হয়। এজন্য অনেক সময়ে অনেককেই ভ্রমে পতিত হইতে হয় এবং বহুব্যয় হইলেও নিয়মানুসারে তীর্থকার্য্যাদি সম্পন্ন হয় না। এইরূপ নানাবিষয়ের অভাব দর্শন করিয়া এবং যাহাতে পুরীযাত্রীগণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হয় এই বিবেচনা করিয়া এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিলাম। ভ্রম বশতঃ যদি ইহার কোন স্থানে কোনও রূপ দোষ হইয়া থাকে, তাহা পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন তাহা হইলে বারান্তরে তাহা সংশোধিত হইতে পারিবে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কাহারও কোনরূপ উপকার সংসাধিত হয় তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের নববর্দ্ধিত "শব্দকল্পদ্রুমের" ৩য় সংস্করণে নিযুক্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই তীর্থদর্শনের প্রথম অংশ হইতে পঞ্চম অংশের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া ও প্রুফ্ সংশোধন করিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন; অধিকন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় অনেক নূতন ভাব দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।

অগ্রহায়ণ ১৮১৫ শকাব্দঃ।

সূচিপত্র।



শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২০	কানারকে	কোনার্কের
২	৮	পুঁথি	মাদ্‌লা পঞ্জী
৩	১৭	লালৎ ইন্দ্র	ললাটেন্দু
৩	২০	বিরোজা	বিরজা
৪	১	মহানদীর	কাটজুরির
৫	১৫	অনঙ্গা ভীমদেব	অনঙ্গভীমদেব
৫	২	কানারকের	কোনার্কের
৬	৮	তিনি***দেন	
৬	১১	ও পুরীর***হন	০
১২	৫	আনন্দ	অনঙ্গ
১২	১০	ঋগ্বেদ	ঋগ্বেদী
১৬	২৫	কট্যক	কট্যাতে
১৭	১৮	রজেধানী	রাজধানী
১৭	২৫	কাটজুড়ের	কাটজুরির
১৯	১৪	তিন	চারি
১৯	১৭	এবং	
১৯	১৭	বিখ্যাত।	বিখ্যাত এবং চতুর্থ ভোগমণ্ডপ কহে।
২০	১৮	ষষ্ঠদশ	পঞ্চদশ
৩৩	১৪	পুরের	হ্রদের
৩৪	১৩	দ্বারে	দ্বারের
৩৪	১৩	বিশেয়	বিশেষ
৪০	৭	দর্পণের দেবমূর্ত্তি কেল্লায়	দর্পণের কেল্লায় দেবমূর্ত্তি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	৩	রাখিয়া	থাকিয়া
৪৯	২৬	দিবার	দিয়া
৫৩	৪	ষষ্ঠ	ষষ্ঠদশ
৫৫	২৭	রাইহ	ইহার
৫৮	১৯	বাড়ী	রাড়ী
৫৯	৭	জ্ঞানোদেশ	জ্ঞানোপদেশ
৬০	১৭	যায় যে,	যায়, যে
৬৩	১০	ব্রহ্মশার্ষো	ব্রহ্মশীর্ষো
৯০	১৮	নিস্থতা	নিঃস্থতা
৯১	২	ত্রিভূনেশ্বরকে	ত্রিভুবনেশ্বরকে
১১৫	১২	শৃঙ্গাতে	শৃঙ্গারে
১২০	১৯	করিবায়	করিবার
১২৭	১	উত্থিত	উপস্থিত
১৩০	১৫	করিয়া শত অশ্বমেধ	করিয়া, স্বায়ম্ভুব মন্বর দ্বিতীয় চতুর্যুগের প্রথম পূর্ণিমাতে, শত অশ্বমেধ
১৩১	২	কাষ্ঠ	ব্রহ্মকাষ্ঠ
১৪০	৩	পঞ্চ	পঞ্চদশ
১৫৩	২৭	বসিলা	বসিয়া
১৫৪	২৩	বৃন্দাবনে গমন করেন	বৃন্দাবনোদ্দেশে গমন করেন ; কিন্তু পাকচক্রে পড়িয়া কাটয়ায় আসিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নীলাচলাভি মুখে গমন করেন
১৫৫	৮	তাহার	তাঁহার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৬	১৬-২৫-১৭	মূলকদাস	মলুকদাস
১৫৬	২১	মত	মঠ
১৫৭	২২	মূলকদাশী	মলুকদাসী
১৬১	১২	দগ্ধ করেন,	দগ্ধকরেন, এবং তৎ-স্থানে সমাধি চিহ্ননির্ম্মাণ করেন, তাহা অদ্যাপি কবীর চৌর নামে বিশ্রুত হইতেছে।
১৬২	২	উপর	উপরের
১৬৪	১১	মূলমন্দির	শ্রীমন্দির
১৬৭	১০	সমাধি	সম্বোধি
১৬৮	২৩	সর্ব্বমঙ্গলার	সর্ব্বমঙ্গলা
১৭১	১৩	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত প্রথমতঃ
১৮১	২০	প্রহর শৃঙ্গার	রাজ শৃঙ্গার
১৪২	২১	মূলমন্দিরাভ্যন্তরে	শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে
১৯৭	৫	মার্কণ্ডেয়বটং	মার্কণ্ডেয়াবটং

মঙ্গলাচরণ।

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি-যোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪ অঃ, ১॥)

যিনি একাকী, বর্ণহীন; যিনি প্রজাহিতার্থে বহুবিধ শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; যিনি সমুদায় বিশ্বের আদ্যন্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি দীপ্যমান্ পরমাত্মা; তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন॥

তীর্থদর্শন।

(পঞ্চম অংশ।)

উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত

উৎকলস্য সমো দেশো নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
অমরাঃ স্থাতুমিচ্ছন্তি কৃষ্ণার্ক-পার্ব্বতী-হরাঃ॥

কর্ম্মের অনুরোধে ভাবী কটক, মেদিনীপুর, কলিকাতা রেলের সর্ভে-কার্য্য উপলক্ষে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক ডিষ্ট্রীক্টে আসিয়া কমবেশী ৯০ মাইল পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হই। তৎকালে যাহা পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। নারাজের উপর লৌহসেতু হইবার কল্পনা হইয়াছে। পূর্ব্ব ঔপকুলিক রেল বিজয়বাড়া হইতে নারাজ পর্য্যন্ত আসিতেছে। কটক, মেদিনীপুর, কলিকাতা রেল তাহার ক্রমিকতা হইতে কলিকাতাকে মান্দ্রাজের সহিত সংযোজনা করিবে, অতএব সর্ভেকার্য্য নারাজের পরপার মহানদীর উত্তরতীর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যার নাম এবং উড়িয়া বেহারার ও কুলির পরিচয় পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলাম। উৎকলবাসীদিগের 'ন' ও 'ব' বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া হাসিতাম ও উৎকলবাসীদিগকে সাধারণ মনুষ্য মনে করিতাম। উৎকলদেশ পঞ্চ গৌড়ের অন্তর্গত। এইখানে জগৎ-প্রসিদ্ধ পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের শৈবমন্দির, কানারকের সূর্য্যমন্দির, যাজপুরের জগন্নাথদেব, বরাহদেব ও বিরোজাদেবীর মন্দির, খাণ্ডগিরি ও

উদয়গিরির বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভগ্ন, দয়াস্রোতশৌনির তীরে ধৌলিপাহাড়ে অশোকের অনুশাসন, অচল-বসন্তের নিকট মাধীপুরের ভগ্ন, অমরাবতীর ভগ্ন, মহাবিনায়ক পাহাড়ের একাধারে পঞ্চমূর্ত্তি থাকিয়া, উৎকালবাসীদিগের পূর্ব্ব গৌরব ও সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। এরূপ পুরাতন কীর্ত্তি বঙ্গদেশে কয়টা আছে? অতএব উৎকলবাসীদিগের কথঞ্চিৎ পূর্ব্ব-বিবরণ দিলে ক্ষতি হইবে না।

পুরীমন্দিরে তালপত্রে লিখিত যে, পুরাতন পুঁথি আছে, তাহাতে পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণের সময় হইতে ধারাবাহিক ১০৭ জন উৎকলরাজের বিবরণ পাওয়া যায়; তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, রাজা মহেন্দ্রদেব ৮২২ খৃঃ পূর্ব্বে গৌতমী তীরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বনাম প্রদান করেন, তাহা অদ্যাপি 'রাজমহেন্দ্রবরম্' এবং উহার অপভ্রংশ 'রাজমহেন্দ্রী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তৎসময়ে কৃষ্ণাতীর হইতে বৈতরণী পয্যন্ত ঔপকূলিক ভূভাগ সমূহ কলিঙ্গদেশ বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু পরে চিল্কাহ্রদের দক্ষিণ ভূভাগ কলিঙ্গ ও উত্তর ভূভাগ, উৎকল নামে প্রসিদ্ধ হয়। আমরা সিংহলদ্বীপের মহাবংশ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই, শ্রীবৌদ্ধদেবের তিরোধানের বৎসরে (৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে) উৎকল বৌদ্ধদেবের শাসনে আইসে ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে; আবার ধৌলির নিকট পর্ব্বতোপরি অশোক রাজের এক অনুশাসন (২৫০ খৃঃ পূর্ব্বে) পাওয়া গিয়াছে। তদনন্তর, ৩১৯ খৃঃ অব্দে সুভনদেবের রাজত্বকালে রক্তবাহু নামে কোন যবন উৎকল আক্রমণ করিয়া সুভনকে পরাভব করিলে রাজা প্রথমতঃ জঙ্গলে আশ্রয় লন, পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার সন্তানগণ রক্তবাহু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, হিন্দুবংশ লোপ পায়। প্রাচ্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, যবনরাজ গ্রীক ও বেক্‌ট্রিয়জাতি হইবে এবং জলপথে আসিয়া থাকিবে।

আমরা বলিতে পারি, রামায়ণোক্ত কোন যবনরাজ উত্তর ভারত হইতে উৎকলে আসিয়া থাকিবে। যাহা হউক রক্তবাহু প্রতিষ্ঠিত যবন রাজগণ ১৪৬ বৎসর উৎকলদেশ শাসন করেন। অনন্তর, যযাতিকেশরী নামে কোন বীর ৪৭৪ খৃঃ অব্দে যবনরাজদিগকে পরাভব করিয়া কেশরীরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন; যাজপুরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হয়, আমরা ঠিক জ্ঞাত নাই তিনি যাজপুর * নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কি না। তিনি ১০হাজার বেদজ্ঞ কনোজিয়া ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি তিবারী আদি নামে বিখ্যাত। অতএব যযাতিকেশরী উত্তর ভারত হইতে উৎকলদেশে আসিয়া থাকিবেন ও চন্দ্রবংশীয় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যযাতিকেশরী, জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, পুরীর সন্নিকটস্থ বালুকারাশিতে যাইয়া জগন্নাথদেবকে নিভৃত স্থান হইতে আনয়ন করিয়া পুরীতে পুনঃ স্থাপন করেন। তিনি একাম্রকাননে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন; তাঁহার পরবর্ত্তী সূর্য্যকেশরী ও অনন্তকেশরীর সময়েও মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে থাকে ও তাঁহার প্রপৌত্র ললাৎ ইন্দ্রকেশরীর সময়ে ৬৫৭ খৃঃ ইহা সম্পূর্ণ হয়। কেশরী রাজগণ যাজপুরে, কখন বা ভুবনেশ্বরে থাকিতেন। ইহারা যাজপুরকে বরাহদেব, জগন্নাথ বিরোজা আদির মন্দিরে সুশোভিত করেন। নৃপকেশরী (৯৪১-৯৫৩ খৃঃ) মহানদী ও কাটযুরীর মধ্যস্থলে 'ব' কোণে কটকপুরী নির্ম্মাণ করিয়া যাজপুর হইতে কটকে রাজধানী আনয়ন করেন। মকরকেশরী (৯৫৩—৯৬১ খৃঃ) কাটযুরী ও মহানদীর বন্যা হইতে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য বহু ক্রোশব্যাপিয়া ২৫ ফুট উর্দ্ধ রিভেটমেণ্ট প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। মাধবকেশরী (৯৭১—

* যাজপুর যজ্ঞপুরের অপভ্রংশ, ইহার বিষয় পরে বলা হইবে।

৯৮৯ খৃঃ) রাজধানী সুদৃঢ় করিবার জন্য মহানদীর দক্ষিণতীরে সরঙ্গড় নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অনন্তর মৎস্যকেশরী (১০৩৪-১০৫০ খৃঃ) পুরীর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য যে প্রস্তর সেতু নির্ম্মাণ করেন তাহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। (১০৯৯—১১০৪ খৃঃ) কোন সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ নাটমন্দির তদানীন্তন রাণী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১১৩২ খৃঃ বরঙ্গলের কাকতীয় চোর-গঙ্গা রাজা উড়িষ্যা বিজয়ে আসিয়া তদানীন্তন সুবর্ণকেশরী রাজাকে সমরে নিহত করিয়া, কটকে গঙ্গাবংশীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা বরঙ্গলে রাজত্ব করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত হস্তলিপিতে ৬৩ জন কেশরীবংশীয় রাজা-দিগের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুবর্ণকেশরী হইতে কেশরীবংশ লোপ পাইয়াছে।

তদনন্তর, চোরগঙ্গা আপন নবরাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া-বঙ্গ-বিজয়ার্থে গমন করিয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত স্ববশে আনিয়া-ছিলেন। গঙ্গাবংশীয় পঞ্চম রাজা অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪—১২০২ খৃঃ) অতি দক্ষ রাজা ছিলেন; রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবার কারণ রাজ্য জরিপ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা হুগলী ও দক্ষিণ সীমা গোদাবরী ছিল। তিনি দেবালয়, ১০টি সেতু, ৪০টি বাপী ও ১৫২টি পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করেন ও যাজপুর হইতে ৪৫০ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া পুরীতে বাস করান। তিনি জগন্নাথদেবের আদেশে জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খৃঃ নির্ম্মাণ করেন। উহার নির্ম্মাণে ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল। তিনি না জানিয়া ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন ও তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অতএব, তৎকালে ব্রহ্ম-হত্যাদির প্রায়শ্চিত্তোপলক্ষে সাধারণের উপকারোপযোগী অনেক কার্য্য হইত। তাহার পৌত্র লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেব

(১২৩৭—১২৮২ খৃঃ) পুরী হইতে ঊনবিংশ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের কূলে কানারকের প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তদনন্তর আমরা দেখিতে পাই, রাজা পুরুষোত্তমদেব অতি প্রসিদ্ধ হয়েন। তাঁহার বিজয়বাহিনী কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল; তিনি জগন্নাথদেবের 'ছেরাপোরা' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন; এতদ্বিষয়ে একটি বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইবেক। তিনি কৃষ্ণাজেলায় একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি পুরুষোত্তমপত্তন নামে কথিত হইতেছে; উহা বিজয়বাড়া হইতে ২০মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি গাঞ্জম ডিষ্ট্রীক্টে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহা পুরুষোত্তমপুর নামে কথিত হইতেছে। উৎকল দেশেও কয়েকখানি পল্লী তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। কেশরীবংশ প্রতিষ্ঠা হওয়াবধি উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রতাপরুদ্রের সময়ে বৌদ্ধগণ উৎকল হইতে একেবারে বিতাড়িত হয় বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, চৈতন্যদেব তাঁহাকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়া, বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তিনি তখন হইতে বৌদ্ধপীড়ক হন। কথিত আছে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ ও জীবনের শেষভাগ পুরীতে থাকিয়া, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খৃঃ তিনি অদৃশ্য হয়েন। প্রতাপরুদ্রের আর একটি কার্য্য যাজপুরে বরাহদেবের মন্দির নির্ম্মাণ। তিনি ১৫৩২ খৃঃ পরলোক গমন করেন ও তাহার পুত্রদ্বয় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদানীন্তন কটকের মন্ত্রী কটকরাজ্য আত্মসাৎ করেন ও তদনন্তর মন্ত্রি-বংশ চতুস্ত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত উৎকলপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের নবাব সলিমানের সেনানায়ক কালাপাহাড় ১৫৬৮ খৃঃ উৎকলে আগমন করিয়া তদানীন্তন রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের সন্নিকটে সমরে পরাভূত ও হত্যা করিলে কটক হিন্দুরাজবংশ লোপ পাইল। কালাপাহাড় পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুপীড়ক হইয়াছিল। তিনি যাজপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি নষ্ট করিয়া পুরীরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, পথিমধ্যে হিন্দুদেবালয় প্রায় সমস্তই নষ্ট করেন। তিনি বাৎসরিক ৯ নয়লক্ষ টাকা লইয়া জগন্নাথকে রেহাই দেন।

মুকুন্দদেবের উত্তরাধিকারী কালাপাহাড়ের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক খুড়দহতে করদ রাজারূপে থাকিতে সমর্থ হয়েন ও পুরীর 'তত্বাবধায়ক' পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি উৎকলপ্রদেশ পাঠানশাসনভুক্ত হইয়া যায়। ১৫৭৪ খৃঃ মগলবাহিনী নায়ক রাজা টোডারমল উড়িষ্যার পাঠান রাজা দাউদখাঁকে পরাভব করেন। দুই বৎসর পরে উৎকলপ্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ১৭৫১ খৃঃ নাগপুরের মহারাজ মুরসীদাবাদের আলীবর্দ্দীর খাঁর নিকট উৎকল পাইয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ লাট ওয়েলেস্লির সময়ে উহা ইংরাজশাসনভুক্ত হইয়াছে। অতএব ইহা ৫২ বৎসর মাত্র মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে থাকে।

মুসলমান শাসনাধীনে উৎকলবাসীর প্রতি পীড়ন ও অত্যাচার যথেষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু হিন্দু-মহারাষ্ট্রীয়শাসনে অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তাহাদিগের সময়ে, দেশ একেবারে ছারখারে গিয়াছিল। ১৮৬৭ খৃঃ রামদাস নামে কোন সাধু পুরীর কালেক্টরকে মহারাষ্ট্র অত্যাচারের বিষয় যেরূপ কহিয়াছিল তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমার নাম রামদাস, আমার জন্মস্থান গুজরাট ; মহারাষ্ট্রীয়েরা উৎকল পরিত্যাগ করিবার ৪ বা ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি

পুরীতে আসিয়াছি ; তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয়-শাসনকর্ত্তার নাম রঘুজী ; আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তিনি কটক দুর্গেই থাকিতেন, কিন্তু টাকার আবশ্যক হইলেই পুরীতে আসিতেন। সাধারণত সেনার অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণে আসিতেন, সঙ্গে যে সেনা আসিত তাহার সংখ্যা ১৫ শত হইবে, অধিকন্তু বহুশত হাতী ঘোড়া পাল্কী আসিত। পুরীর (খুড়দহের) রাজা তৎকালে আপন ভবন পরিত্যাগ করিয়া যাইত। রঘুজী সেই পুরাতন রাজভবনে থাকিতেন ; তিনি টাকা সংগ্রহের জন্য আসিতেন ; তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দরবারের ভানে পুরীর সমস্ত বর্দ্ধিষ্ঠ লোককে আসিতে বাধ্য করিতেন। দরবারে টাকা সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করিতেন কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। আমি তাহাকে কখন ন্যায় বিচার করিতে দেখি বা শুনি নাই। আমি শুনিয়াছি বড় বড় লোকের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার সময় যে ব্যক্তি বেশী উৎকোচ দিত তিনি তাহাকেই জয়পত্র দিতেন। আমি তাহাকে গরিবদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে শুনি নাই ; গরিবদিগের পক্ষে রঘুজীর নিকট সদ্বিচার পাওয়া আর গণ্ডুষে সাগর শুকাইয়া ফেলা একই ছিল। আমি জানি কোন সময় একটী লোক অপর লোককে হত্যা করে। হতব্যক্তির বন্ধুরা হত্যাকারীকে বন্ধন করিয়া রঘুজীর নিকট আনয়নপূর্ব্বক সদ্বিচার প্রার্থনা করিয়াছিল। রঘুজী তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমাকে বিরক্ত করিতেছ কেন ? যদি এই ব্যক্তি তোমাদের কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকে তবে তোমরাও উহার প্রাণ লইতে সমর্থ। আমাকে বিরক্ত না করিয়া তোমরা কি তাহা সম্পন্ন করিতে পার না ?' সেই সময়ে ধর্ম্মাধিষ্ঠান বা কারাগার ছিল না ; সর্ব্বত্রই চোর ডাকাইত ছিল। রঘুজীর অনুগামীরা লুঠ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত ; তাহাদিগের বেতন

ছিল না; যত বদমাইস রঘুজীর অনুগামী হইবার চেষ্টা করিত। কারণ, তাহার বৃত্তিভোগী অশ্বারোহী হওয়া আর রাজা হওয়া সমান ছিল। কোন উৎকলবাসী রাত্রে কোন চোরকে ধরিতে পারিলে, তপ্ত লৌহ চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দিত; কখন কখন গ্রামবাসীরা সকলে এক জোট হইয়া চোরকে খুন করিত। পঞ্চায়ৎরা দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে প্রকারে রাজস্ব আদায় করিত তাহা কহিতেছি। শাসন কর্ত্তার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি গ্রামে আসিয়া আড্ডা করিয়া সমস্ত গ্রামবাসীকে ডাকাইয়া একত্র করিত; তদনন্তর সকলকে একে একে বলিত, 'তুমি এক কাহন কড়ি দাও।' অপরকে বলিত, 'তোমাকে আর এককাহন দিতে হইবে।' এইরূপে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন দিতে কহিত। যে গ্রামবাসী আদিষ্ট রাজস্ব না দিত, প্রথমত তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। বেত্রাঘাতে না দিলে, অপর যন্ত্রণা দেওয়া হইত। নখের ভিতর পিত্তল শলাকা পুরিয়া দেওয়া একপ্রকার শাস্তি ছিল; চাপনি নামে অপর এক প্রকার শাস্তি দেওয়া ছিল। তাহা যে প্রকারে সম্পন্ন হইত, তাহা বলিতেছি; প্রথমে লোকটীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া বুকের উপর আড়ভাবে দুইটী বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরা; চাপা ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইত; যে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি রাজস্ব দিতে স্বীকার না হইত, ততক্ষণ ছাড়া হইত না, লোকবিশেষে উবুড় করিয়া পীঠে, হাতে, পায়ে, চাপা দেওয়া হইত।

কোন ব্যক্তিকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিলে তাহারা বলিত, এব্যক্তি ঘৃত খাইয়া থাকে, অতএব এ ধনী। ক্রমে লোকে সেই আশঙ্কায় শীর্ণ থাকিতে চেষ্টা করিত। কোন ব্যক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিলে তাহাকে ধনী মনে করিত। অতএব সেই ভয়ে লোকে ময়লা মোটা কম বহরের বস্ত্র পরিধান করিত। কোন বাটীতে দরজা দেখিলে গৃহস্বামীর সম্পত্তি আছে বলিয়া তাহাকে পীড়ন

করিত; সেই ভয়ে লোকে ঘরের কপাট করিত না; যাহার ঘরে কপাট থাকিত সে শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ লোক আসিতে দেখিলে ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিত। কেহ পাকা বাটীতে বাস করিলে তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত ঘরে বাস করিতে পারে সে অনায়াসে শত মুদ্রা দিতে সমর্থ। গ্রামবাসীদিগের সম্পত্তি আছে কি না তাহারা অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিত। কোন গৃহস্থের বাটীতে গিয়া যে পাতে গৃহস্থ ভাত খাইয়াছে, তাহারা তাহা একত্র করিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া পরীক্ষা করিত। যদি পত্র সকল তেলা মারিত, তবে বুঝিত তাহারা ঘৃত খাইয়াছে। তাহারা আচম্বিতে গৃহে প্রবেশ করিত, অন্তরপ্রাঙ্গণে যাইত, টাকার অনুসন্ধানে ঘরের মেজে খুড়িত, দেওয়াল ফুটাইত, আবশ্যক হইলে ঘরও ভাঙ্গিত; এইরূপেই তাহারা সকলকে নিস্ব করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করে নাই, অথবা বন্যার জল হইতে দেশ রক্ষা করিতে বাঁধ বাঁধে নাই। সে সময়ে পথ ছিল বটে, কিন্তু কেহই তাহা নির্ম্মাণ করে নাই; সে সকল শুঁড়ি পথ মাত্র। তখন জগন্নাথদেবের যাত্রীরা যাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়া হইয়া আসিত; ইহাও একটী শুঁড়ি রাস্তামাত্র ছিল। বর্ষাকালে উহা বহুক্রোশ ব্যাপী জলে পরিপূর্ণ থাকিত। সে সময়ে জগন্নাথের যাত্রীর সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল, মহারাষ্ট্রীয়েরা ধারাবাহীরূপে ধনী যাত্রীদিগকে পথিমধ্যে লুটিয়া লইত। গরিব যাত্রীরাও ডাকাইত কর্ত্তৃক বনের ধারে লুণ্ঠিত ও হত হইত। গরিব লোক নিতান্ত ধার্ম্মিক না হইলে পুরী সন্দর্শনে আসিতে কখনও মনে ভাবিত না। যখন তাহারা পুরী সন্দর্শনে আসিত, পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা জন্য তাহারা দল বাঁধিয়া আসিত। ধনীরা তরবারী ও ধনুর্দ্ধারী সেনা ও পাইক

লইয়া আসিত। সে সময়ে পুরীতে একখানিও পাকা বাটী ছিল না; মটের ছিটে বেড়ার দেওয়াল ছিল। এখন দেবালয়ের চতুর্দ্দিক শত শত ধনাঢ্য বিপণীতে পরিশোভিত হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে একখানি মাত্র দোকান ছিল; এখন যত গৃহ দৃষ্ট হইতেছে, তৎকালে ইহার অর্দ্ধেকও ছিল না; রাস্তা জঙ্গলময় ছিল; সমস্ত উৎকল দেশে একটীমাত্র ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই বর্ত্তমান কেন্দ্রাপাড়ার জমীদারের পিতা।"

রামদাস কথিত এই বিবরণ অতি ভয়ানক, আমরা এইরূপ উৎপীড়নে বীজাপুর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহা অন্যত্র বলিয়াছি *। বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের পীড়ন হইতেই উৎকলবাসীরা গরীব ও ধূর্ত্ত হইয়াছে, কম বহরের মোটা ময়লা বস্ত্র পরিতে শিখিয়াছে, স্ত্রীলোকগণ গহনাপ্রিয় হইয়াও কাঁশার খাড়ু ও মল প্রভৃতি সামান্য আভরণ পরিয়া থাকে। খাড়ুগুলি একসের পরিমাণ ওজন হইবে, গরুর কাঁদে যেমন দাগ হয়, সেই প্রকার স্ত্রীলোকদিগের হাতে গহনা পরার দাগ হইয়া থাকে। অনেককেই এক পায়ে মল ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

পল্লিগ্রামে ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, গৃহাদি সামান্য দোচালা ছাপ্পর, দেওয়াল ছিটে বেড়ার। বদ্ধিষ্ণু লোকেরা জঙ্গলে ও পাহাড়ে থাকিত, বাটীর চতুর্দ্দিকে জঙ্গলি বাঁশের ঝাড়ে ঘেরিয়া রাখিত, তাহা গড় বা কেল্লানামে কথিত হইত, সেরূপ গড় এপ্রদেশে নিতান্ত বিরল নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা অশ্বারোহণে আসিত বংশবেষ্টিত গড় তাহাদিগের দুর্ভেদ্য ছিল। ভাবী রেল-লাইনের জঙ্গল কাটিতে বাঁশের ঝোপ পড়িলে, তাহা সহজে পরিষ্কার করা যায় নাই। সম্মুখে বাঁশের ঝাড় পড়িলে, সেই ঝাড়টি একেবারে সমূলে কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

* বিজাপুরের প্রবন্ধ দেখ।

উৎকলবাসীরা গরিব হইলেও ধূর্ত্তের শেষ, মিষ্ট কথার বশবর্ত্তী নহে।

ব্রাহ্মণমাত্রেই পঞ্চ উপাসক অর্থাৎ সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী। চৈতন্যদেবের প্রভাবে অপর লোক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত। গ্রামে গ্রামে গৌরাঙ্গের কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি সাদরে পূজিত হইতেছে। সাধারণ লোক গৌরাঙ্গ সেবক হইলেও মাংস ভোজনে বিমুখ নহে।

উৎকলে দুই সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, একের নাম বৈদিক অপরের নাম লৌকিক। রাজা যযাতিকেশরীর সময় দশ হাজার ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে * আনীত হয়। তাহাদের বংশাবলীরা প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা যাজপুরে বাস করিতেছেন, তাহারা উত্তরশ্রেণী; তাহাদিগের চতুর্ব্বিধ পদার্ঘ্য যথা,—(১) বরাহ, (২) বিরজা, (৩) দশ সহস্র কান্যকুব্জ ও (৪) বলভদ্র জগন্নাথ সুভদ্রা। যথা,—

নমোঽস্তু তে যজ্ঞবরাহমূর্ত্তে
জলেষু মগ্নাং ক্ষিতিমুদ্ধরেদ্যঃ।
নমামি মাতর্ব্বিরজে যুগাভ্যাং
পদেষু নির্ম্মাল্যমিদং দদামি॥
কণোজদেশাশ্রয়তো হৃতা যে
দশাশ্বমেধেষু পুরা বিধাত্রা।
স্বর্গে স্থিতা মর্ত্যকৃতঞ্চ লোকে
তেভ্যো বিনর্ঘং বিনিযোজয়স্ব॥
শ্রীনীল-শৈল-শিখর-বাসিনে
ওড়দেশ-জনিতৈকবাসিনে।

* যাজপুরের ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যাজপুরে যজ্ঞ করিবার কালে ১০ সহস্র ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

তেভ্য ইদং অর্ঘং বিনিযোজয়স্ব
যদ্‌গ্রামে যদরণ্যে যৎসভায়াম্।
যদিন্দ্রীয়ে যদেনশ্চ ক্রমাবয়োমিদং
যদবয়োজামহে স্বাহা গ্রাম্যদেবতা॥

আনন্দ ভীমদেবের সময়ে যাজপুর হইতে ৪৫০ ঘর ব্রাহ্মণ পুরীতে আনীত হইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীরা দক্ষিণশ্রেণী নামে কথিত, তাহাদিগের দুই পদার্ঘ্য। যথা,—(১) জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা, (২) গ্রাম্যদেবতা।

এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে অন্য প্রভেদ দৃষ্ট হয় নাই। বেদশাখা বিভাগে ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী, অথর্ব্ববেদী, ঋগ্বেদী ও অথর্ব্ববেদীর সংখ্যা অল্প, সামবেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক, যজুর্ব্বেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। এক সময়ে এপ্রদেশে বেদের আলোচনা যথেষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কমিয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশের মত নির্ব্বাণ হয় নাই। ঋক্‌বেদীয় গোত্র বশিষ্ঠ, সরঙ্গী ও মহোপাত্র উপাধি। যজুর্ব্বেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রের সারঙ্গী, মিশ্র, পাণ্ডা ও নন্দা উপাধি; আত্রেয় গোত্রের রথ উপাধি; হরিতাসা গোত্রের দাস ও মহাপাত্র উপাধি; কৌশিকী ও ঘৃতকৌশিকী গোত্রের দাস উপাধি; মুদ্গল গোত্রের সৎপাথী উপাধি; বাৎস গোত্রের আচার্য্য দাস ও সৎপাথী উপাধি; কাত্যায়ন গোত্রের মিশ্র, সারঙ্গী ও পাণ্ডা উপাধি; কোপিঞ্জল গোত্রের দাস, শাণ্ডিল্য উপাধি; কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের পাণ্ডা ও দাস উপাধি; বর্ষাকাপিল গোত্রের মিশ্র উপাধি এবং গৌতম গোত্রের কর উপাধি; সামবেদী কাশ্যপ গোত্রের নন্দ উপাধি: ধার-গৌতম গোত্রের ত্রিপাটী (তিয়রি) উপাধি; গৌতম গোত্রের উদ্গাতা (উঠা) উপাধি; পরাশর গোত্রের দ্বিবেদী (দোবে) উপাধি; এবং কৌণ্ডিল্যগোত্রের ত্রিপাটী (তিয়রি) উপাধি। অথর্ব্ববেদীয় আঙ্গিরস গোত্রের উপাধ্যায় ও পাণ্ডা উপাধি

ব্রাহ্মণেরা আবার কুলীন ও শ্রোত্রিয় ভেদে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। পুরী-প্রদেশে যাহাদের উপাধি বাচা ও নন্দ, তাহারাই কুলীন এবং ব্রহ্মত্তরের উপসত্বভোগী। শ্রোত্রিয়েরা ভট্ট, মিশ্র, উপাধ্যায় মিশ্ররথ, উদ্গাতা (উটা), ত্রিপাঠী (তিয়রী), দাস, পাণ্ডা এবং সৎপথী। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মত্তরের আয়ে দিনাতিপাত করিতেছে। কেহ কেহ টোল রাখিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকে, কেহ কেহ যাত্রীর সেতুগিরী, কেহ কেহ পৌরহিত্যের কার্য্যে নিযুক্ত, কেহ বা পুরীর দেবালয়ে অর্চ্চকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যাজপুরে অনেক ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্ম নিরত ও অগ্নিহোত্রী নামে খ্যাত; তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাকালে যথারীতি বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া নিত্য ত্রিসন্ধ্যা এবং অগ্নি ও দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে; তাহাদিগের গৃহে আমরণ অগ্নি থাকে; তাহাদিগের অবস্থাও মন্দ নহে, পুরাকাল হইতে ব্রহ্মত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছে, অনেকেই অধ্যাপনা করিত, এখনও করিয়া থাকে। পুরাকালে হিন্দু রাজারা ব্রাহ্মণকে অনেক গ্রাম দান খয়রাৎ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গ্রাম অদ্যাপি শাসন নামে খ্যাত আছে; যথা,—শাসন পুরুষোত্তমপুর ইত্যাদি। শাসনে যে সকল ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে বেদালোচনা কমিয়াছে, শাসনাধিপতি পাণীগ্রাহী নামধেয়।

লৌকিক ব্রাহ্মণেরা বলরাম, মস্তানি ও পনিয়ারী গোত্রত্রয়োদ্ভব; তাহাদিগের অনেকেই কৃষিকার্য্যে রত। তাহারা পাণ্ডা, সেনাপতি, পর্হি, বস্তিয়া, পানী ও সাহু উপাধিধারী হইয়া স্বহস্তে লাঙ্গল পরিচালন করিয়া থাকে, বাণিজ্যকার্য্য, মুদির কার্য্য ও সেতোর কার্য্য করিয়া থাকে। অধিক কি সামান্য কুলি মজুরের কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক হিসাবে পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষোপজীবী হয় না।

ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ বৈদিকপ্রকরণে দিবসে হইয়া থাকে। বিবাহপ্রণালী বঙ্গদেশেরই মত। এখানে শম্ভুকরকৃত বাজপেয় ক্রিয়া প্রচলিত।

ক্ষত্রিয়। এপ্রদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই, তবে করদ হিন্দু-রাজারা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; ইহাদিগের মধ্যে কন্যার পুষ্পোদ্গমের পর বিবাহ প্রচলিত আছে, ইহারা দশাহের পর শুদ্ধ হয়। অতএব,—

"বিপ্রঃ শুধ্যেৎ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

এই স্মৃতিবাক্য এপ্রদেশে প্রচলিত না হইয়া,—"সর্ব্বেষা-মেব বর্ণানাং দশরাত্রমশৌচকম্।" এই বাক্য প্রচলিত হইয়া থাকে।

রাজপুত। ইহাদিগকে এপ্রদেশের বাসান্দা বলা যাইতে পারা যায় না, তবে জিবীকানির্ব্বাহ উদ্দেশে অনেকে পুরুষানু-ক্রমে বাস করিতেছে; অনেকেই সেনাবিভাগে কার্য্য করিত, এক্ষণে পেয়াদা, কনষ্টেবল ও দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত।

খণ্ডায়ৎ। (খড়্গধারী) পুরাকালে রাজসংসারে সেনা-বিভাগে খড়্গধারী ছিল, তাহারাই উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত; উহাদিগের মধ্যে আদান-প্রদান নাই। প্রথম সম্প্রদায়, বর্ম্মা, জানা, পট্ট, বন্ধন, ধীর, বীর, দীপ, স্বীয় ও খড়াই উপাধিধারী। ইহাদিগের কন্যার বিবাহ দশ হইতে অষ্টাদশ বৎসরে হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ প্রচলিত নাই। অপর সম্প্রদায়, নায়ক, সই, রাউত, মাহান্তী আদি নামধারী, ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অবর্ত্ত-মানে কনিষ্ঠের ভ্রাতৃজায়া-ভোগ-বিধি আছে ও কন্যার বিবাহ ১০ হইতে ১৮ বৎসর বয়সে হইয়া থাকে। উভয় সম্প্রদায়ই এখন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। ইহারা যজ্ঞোপবীতধারী।

করণ। করণেরা বাঙ্গালাদেশের কায়স্থের সমান অর্থাৎ ইহারা মসিজীবি হইয়া, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও ভারদ্বাজ গোত্রোদ্ভব এবং ইহাদিগের উপাধি দাস ও মাহান্তী। পূর্ব্বে যাহারা রাজসংসারে কার্য্য করিত, তাহারা 'পাঠনায়ক' নাম ধরে। ইহাদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহ পুষ্পোদ্গমের পরে হইয়া থাকে। ইহারা দশদিনে শুদ্ধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগবিধি প্রচলিত নাই।

গণক। ইহাদিগকে নায়ক অথবা গ্রহাচার্য্য কহে, ইহারা পতিত ব্রাহ্মণ।

ভাট। ইহারাও পতিত ব্রাহ্মণ।

বণিক। ইহারা বৈশ্যকুলোদ্ভব। উহারা গন্ধবণিক, বৈশ্য বণিক, পুটলিবণিক, আগরওয়ালা, মাড়ুয়ারী, কাপাড়িয়া, কমটি ইত্যাদি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ নিষিদ্ধ।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ। বঙ্গদেশের ন্যায় নানাবিধ চতুর্থ বর্ণের শূদ্রজাতি আছে এবং জাতীয় ব্যবসানুসারে তাহাদিগের নামও হইয়াছে। পঞ্চম বর্ণ অস্পৃশ্য জাতি; বাঙ্গালার কাওরা, হাড়ী ও চণ্ডাল এবং দক্ষিণদেশের পরচারীর ন্যায় তাহারা অস্পৃশ্য জাতি। এই উভয় জাতির মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ প্রচলিত আছে। এবিষয়ে একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

আমরা বেদে 'দেবর' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তি পুত্র উৎপাদনের পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করিলে, বিধবা অশৌচান্তে মৃত ভর্ত্তার পারত্রিক কামনায় কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ লইয়া সন্তান উৎপাদন করিত, যে ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হইত, তাহাকে 'দেবর' বলিয়া সম্বোধন করিত। এই নিয়োগ প্রথা, আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইত। অনেক সময়ে মৃতের কনিষ্ঠই নিয়োগে আবদ্ধ হইত। ক্রমে সে

প্রথা রহিত হইলেও, ভর্ত্তার অনুজ 'দেবর' নামে কথিত হই-তেছে। বৈদিক নিয়োগ প্রথায় যে পুত্র উৎপাদিত হইত, সে মৃতের ক্ষেত্রজপুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাহার পারত্রিক কার্য্য করিত। ওড্রদেশে চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ মধ্যে সেই প্রথা কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া প্রচলিত হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোক গত হইলে, কনিষ্ঠ সহোদর বিধবাকে বিবাহ করিয়া পত্নীর ন্যায় ভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহার সহিত মৃতের কোন সম্বন্ধ থাকে না; সে জন্মদাতার পুত্র হইয়া থাকে। অধিকন্তু, বিধবা পুত্রবতী হইলেও, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া থাকে। এতদ্‌সম্বন্ধে একটি গাথা শুনিতে পাওয়া যায়।

"ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নযোন্যোঃ কলিঙ্গজে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে দক্ষিণে মাতুলকন্যকা॥
পশ্চিমে চর্ম্মপাণীনা উত্তরে মহিষীমাংসম্।
পরাশরবিধানেন আচারদেশতো বিধিঃ॥"

দক্ষিণে (দ্রাবিড় ও ত্রৈলঙ্গদেশে) সধবারা সিন্দূরের ব্যবহার করে না। এপ্রদেশে সধবারা কপালে যথেষ্ট পরিমাণে সিন্দূর ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা নিত্য স্নানের সময় দক্ষিণ-দেশীয়ের ন্যায় হরিদ্রা ম্রক্ষণ করে। উড়িষ্যাবাসীদিগের যে যে আচার বঙ্গদেশের সহিত পৃথক্, আমরা তাহা সম্যক্ এখনও জ্ঞাত হই নাই। অতএব তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে আপাততঃ নিরস্ত থাকিলাম।

আমরা ১৮৯২ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর কটকে * আসিয়া, তথায় তিন দিবস ছিলাম। রাজা নৃপকেশরী দশম শতাব্দির মধ্যভাগে

---

* কটক শব্দে বাক্যার্থ যথা,—কটাক পরিবেষ্টাতে দুর্গপ্রাচীরাদিভিরিতি কট বেষ্টনে+বুন্। রাজধানী। ইতি মেদিনী॥ নগরী। ইতি শব্দরত্নাবলী

ইহা নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানীতে পরিণত করেন; তদবধি কেশরী, গঙ্গা, মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় শাসন করিতেন। কটকের সে পূর্ব্ব-গৌরব নাই, তবে কাটজুরি ও মহানদীর লাটারাইট প্রস্তরের রিভেটমেণ্ট প্রাচীর কেশরীবংশীয়দিগের, দুর্গস্থ পূর্ব্বদিকের সিংহদ্বার ও ফতিখাঁরহমন-মস্ক মুসলমানদিগের এবং দুর্গের বহির্ভাগে মহারাষ্ট্র-খাদ (ডিচ্) মহারাষ্ট্রীয়দিগের কীর্ত্তি স্মরণ করাইতেছে। বৃটীশশাসনাধীনাবধি কটক নগর প্রদেশীয় কমিশনার, বিভাগীয় কালেক্টর ও জজ সাহেবদিগের হেড কোয়াটরে পরিণত হইয়াছে; অতএব কমিশনার সাহেবের প্রাসাদ, কলেক্টর জজ আদির আবাস-গৃহ, ডিষ্ট্রীক্ট, কলেক্টরি কোর্ট, সেণ্ট্রাল জেল, রেভেন্স কলেজ, ডিষ্ট্রীক্ট হস্‌পিটাল, ইত্যাদি নূতন অট্টালিকা, পূর্ত্তবিভাগের শিল্পশালা এবং মহানদী কাটজুরির উপর আনিকট ও কানেল হেড লকে পরিশোভিত

সেনা ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ লক্ষণয়া সেনানিবেশঃ॥ কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন, দাশরথি রাম কপিসেনার সহিত লঙ্কাভিযানের সময় কাটজুড়ির ও মহানদীর 'ব' কোণে সেনানিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত স্থান কটক নামে বিখ্যাত হয়। আমরা এ মত সমর্থন করিতে পারি না। আমাদিগের মতে কটক অর্থে রজধানী মাত্র। আমরা পুরীস্থ মাদলা পঞ্জিতে কটকবিভাগে হিন্দু রাজাদিগের সাতটী কটক অর্থাৎ রাজধানীর উল্লেখ দেখিতে পাই। (১) যজ্ঞপুর বা যাজপুর, এখানে যযাতিকেশরী প্রথমে রাজধানী স্থাপন করেন। (২) পুরুষোত্তম বা পুরি, এস্থানেও তিনি জগন্নাথদেবকে পুনঃ স্থাপনানন্তর ইহাকে দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করেন। (৩) ভুবনেশ্বর, এখানে তিনি জীবনের শেষভাগে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। (৪) বিরাণসী (বারাণসীর অপভ্রংশ) নৃপকেশরী কাটজুড়ে ও মহানদীর 'ব' কোণে আপন রাজধানী উঠাইয়া আনেন। (৫) সারঙ্গর, ইহা কাটজুড়ের দক্ষিণ তীরে মাধবকেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। (৬) চোদ্বার, ইহা অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। (৭) অমরাবতী, ইহা ছত্তিয়ার নিকট অবস্থিত ও অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। চতুর্থ সংখ্যক রাজধানী, অপর অপেক্ষা বহুদিন স্থায়ী হওয়ায়, কটক নামে বিশ্রুত রহিয়াছে।

হইয়াছে ; ইহা উত্তর ২০।২৯।৪ অক্ষরেখায় এবং পূর্ব্ব ৮৫।৫৪।২৯ দ্রাঘিমায় মহানদীর 'ব' কোনে অবস্থিত। মহানদীর হাই ফ্লডের ১০ ফুট নিম্নে অবস্থিত হইলেও, এখানকার জল ও বায়ু স্বাস্থ্যকর, আহার্য্য সুপ্রতুল। রৌপ্য ও কাঁশারির দ্রব্যের জন্য কটক, উড়িষ্যার মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রসিদ্ধ পুরাতন দেবালয় নাই, তবে ৬ মাইল দূরে অগ্নিকোণে তালদণ্ডা প্রণালীর প্রথম লক পোলের এক মাইল অন্তরে কাটজুরির শাখানদী তীরে পরমহংসপত্তনে শ্রীপরমহংসেশ্বর দেবের মন্দির দর্শনোপযোগী। এই মন্দির সেণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার গর্ভগৃহের বহির্ভাগ দীর্ঘ-প্রস্থ ২৫ হস্ত ও ইহার চুড়া উর্দ্ধ ৬০ হস্ত। ইহার জগন্মোহন মণ্ডপ বাহিরসারা ৩০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ ও ৩৫ হস্ত উর্দ্ধ। সম্মুখস্থ নাটমন্দির অসম্পূর্ণাবস্থায় রহিয়াছে। মন্দিরের ঈশানকোণে বেণুকুণ্ড-নামে ৫০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত চতুর্দ্দিক সেণ্ড প্রস্তরের সোপান বাঁধান পুরাতন পুষ্করিণী, তাহার জলে দেবের অভিষেকাদি হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তাহার পশ্চিমভাগে একটী ক্ষুদ্র বাপী। পরমহংসের মন্দিরের কার্য্য অতি উত্তম, মন্দিরাভ্যন্তর সাধারণ জমি অপেক্ষা তিন ফুট নিম্ন। বেদীর গর্ত্তে লিঙ্গমূর্ত্তি লুক্কায়িত, শুনিলাম অভিষেক সময়ে বেদীগর্ভে যতই জল ঢালা হউক না, লিঙ্গোপরি ৪ চারি অঙ্গুলিমাত্র জল থাকে ; ইহাতে বুঝা যাইতেছে বেদীগর্ভের লিঙ্গ শির হইতে চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে ছিদ্র দিয়া অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়া যায়। আরও শুনিলাম পূর্ব্বে অভিষেক-কালে সময়ে সময়ে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত একটী সর্প বেদীগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া ভোগের দ্রব্যোপরি যাইত ; তাহার বর্ণ কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন লোহিত, কখন নীলবর্ণে পরিণত হইত ; সর্পটীকে স্পর্শ করিলেও, কখন কাহাকে দংশন করে নাই। এই কারণ এপ্রদেশের যত ঈশ্বর

আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহার প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। কিংবদন্তী রাজা পুরুষোত্তমদেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রামখানি ১৫ ঘর ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন এবং দেবসেবার নিমিত্ত ১৫২ মানজমি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। পরে অন্যান্য রাজা ও অপরে বহু দেবোত্তর দিয়াছেন। দেবসেবায় নিত্য।২॥ সের তণ্ডুলের অন্ন ভোগ ও অপর হিসাবে ব্যয়-কারণ এক টাকা নিৰ্দ্দিষ্ট আছে। মার্গশীর্ষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ও শিবরাত্রিতে যাত্রোৎসব হইয়া থাকে। উক্ত ১৫ ঘর ব্রাহ্মণ হইতে এখন ১০০ শত ঘর হইয়াছে এবং তাহারা দেবসেবা উপলক্ষে কালাতিপাত করিতেছে।

উড়িষ্যার মন্দির গঠনপ্রণালী দ্রাবিড়প্রণালী অপেক্ষা পৃথক. তথায় মন্দিরকে সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত দেখা গিয়াছে এবং সপ্তম প্রকোষ্ঠেই স্থাবর মূর্ত্তি বিরাজমান। এখানে মন্দিরকে তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বলা যাইতে পারে; মূল প্রকোষ্ঠ সর্ব্ব উচ্চ, তাহাতে একটিমাত্র দ্বার ও মেজে থামল, সাধারণ দরজার অপেক্ষা তিন ফুট নিম্ন, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠকে জগন্মোহন বলে এবং তৃতীয় লাটমন্দির নামে বিখ্যাত। দ্রাবিড়ে সপ্তম প্রকোষ্ঠ দ্বার পর্য্যন্ত যাত্রী যাইতে পায় মাত্র। অর্চ্চক ভিতরে থাকিয়া প্রতিনিধিরূপে অভিষেক অর্চ্চনাদি করিয়া, কর্পূর জ্বালিয়া আরতি করণানন্তর মূলবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকে। উড়িষ্যার মূলমন্দিরের ভিতর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তথায় চতুর্ব্বর্ণ যাত্রীমাত্রেই প্রবেশ করিতে পারে ও মন্দির অভ্যন্তরে প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণত দ্রাবিড়দেশে শিবালয়ে বিভূতিমাত্র প্রসাদরূপে প্রদত্ত হয় ও অন্য প্রসাদ অগ্রাহ্য। উৎকল প্রদেশে ঈশ্বরালয়ে বিভূতির ব্যবহার নাই এবং শিবপ্রসাদ গ্রহণীয়। উৎকলখণ্ডে জগন্নাথদেব শিবকে বারংবার স্বীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ

করিয়াছেন। যথা—৪র্থ অধ্যায়ে জগন্নাথ মার্কণ্ডেয় সংবাদে "সেই তীর্থে তপস্যা করিয়া, আমরা দ্বিতীয় মূর্ত্তি শিবকে আরাধনা করিলে, আমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে।" ১২শ অধ্যায়ে নারদ ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে "মহারাজা সেই কানন মধ্যে বিষ্ণুস্বরূপ ত্রিলোকপতি ভগবান ধূর্জ্জটিকে নিরীক্ষণ করিয়া, অতুল আনন্দানুভব করতঃ বেদোক্ত বিধিতে অভিষেক করাইয়া, নানাবিধ উপচার দিয়া পূজা করিলেন ইত্যাদি।"

এপ্রদেশে শিবপ্রসাদ গ্রাহ্য করিবার উদ্দেশে উৎকলখণ্ডে শিবকে বিষ্ণুর দ্বিতীয় মূর্ত্তিরূপে কথিত হইয়া থাকিবে। অতএব এস্থানে শিবপ্রসাদ ও চরণামৃত প্রত্যেক যাত্রীকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কটকে একটী শঙ্করাচারী মঠ, এক শিখ মঠ ও কয়েকটী বৈষ্ণব মঠ রহিয়াছে।

শঙ্করাচারী মঠ বালুবাজারে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধিপ শম্ভু ভারতী নামে বিখ্যাত। এইস্থানে সন্ন্যাসী এবং সাধু, আশ্রয় ও ভোগান্ন পাইয়া থাকে।

শিখ-মঠকে কালিয়াবোদা কহে, ইহার উৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ যথা,—ষষ্ঠদশঃশতাব্দির প্রারম্ভে শিখগুরু নানক, মর্দ্দনা ও ভাইবালা শিষ্যদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে পুরী দর্শনাভিলাষী হইয়া, কটকের মহানদীর তীরে কোন উপবনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। মর্দ্দনা সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, গুরু সন্নিধানে তদ্রচিত ভজন গান করিতেন, ভাইবালা গুরুকে চামর করিতেন। গুরু নানক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। অধিকন্তু তাহার রচিত ভজন গান লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল; তীর্থ ভ্রমণের সময় তিনি যে স্থানে অবস্থিত করিতেন, সেই সেই স্থানে দূর দূরান্তর হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তাহাকে দর্শন ও ভজনালাপ শ্রবণ করিয়া, পরম

প্রীতিলাভ করিত, কটকেও তাহাই হইয়াছিল। চৈতন্য-ভারতী নামে কোন মহারাষ্ট্রীয় মঠাধিপ, সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, গুরু নানকের প্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত হয়। সে ব্যক্তি ভৈরব সিদ্ধ ছিল, সে ভৈরবকে কহিল, মহানদীর তীরে উপবন মধ্যে গুরু নানক ও তাহার শিষ্যদ্বয় অবস্থিতি করিতেছে; তুমি তথায় যাইয়া, তাহাদিগের প্রাণসংহার করিয়া আইস। ভৈরবেরও কর্ম্ম পরিপাক হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার আদেশে উপবনের সমীপে আসিল, কিন্তু উপবন মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনেকক্ষণ পরে পুনর্ব্বার আসিল, পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইরূপ বারবংার করিতে থাকিলে, সে গুরু নানকের দৃষ্টিগোচরে পড়িল। গুরু নানক মর্দ্দনাকে কহিল, দেখ ঐ ব্যক্তি আমাদিগের দিকে বারংবার আসিতেছে ও প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, ঐ ব্যক্তি কে? এবং উহার উদ্দেশ্য কি অবগত হও। মর্দ্দনা গুরু আজ্ঞা পাইয়া, মনুষ্যরূপী ভৈরবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভৈরব আপনার নাম ও আগমন উদ্দেশ্য জানাইয়া কহিল, দেখ ভারতীর আজ্ঞায় তোমাদিগকে সংহার করিতে আসিয়াছি, উপবন সমীপে আসিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে থাকে, সেই কারণে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হই। অনন্তর, জ্বালা কমিলে পরে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইলে পূর্ব্ববৎ জ্বালা আরম্ভ হইয়া থাকে; এইজন্য আমি যাতায়াত করিতেছি। মর্দ্দনা তথা হইতে গুরু সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলে, গুরু নানক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওহে ভৈরব! তোমার বল কদাচ নির্ব্বিরোধির কাছে নহে, সদা বিরোধীর নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে; তুমি নির্ব্বিরোধীকে হত্যা করিতে আসিয়াছ বলিয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে।" তখন গুরু নানকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, ভৈরব বিরোধভাব পরিত্যাগ করিল; তৎসঙ্গে সঙ্গেই

তাহার অঙ্গদাহ প্রশমিত হইল, তখন সে শান্তভাবে গুরুর নিকটে আসিয়া, গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, তাহার আশীর্ব্বাদ লইয়া অন্তর্হিত হইল। যে লগুড় লইয়া সে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহা পতিত রহিল। মর্দ্দনা তাহা গুরুকে দেখাইয়া কহিল, ভৈরব আমাদের সংহার করিতে ঐ লগুড় আনিয়াছিল। গুরু নানক কহিল, মর্দ্দনা ওরূপ আর কহিও না। ভৈরব স্বেচ্ছায় আইসে নাই; তার কর্ম্মপরিপাক ও প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইয়াছে। এক্ষণে সে নির্ব্বিরোধী ও আমার পরম ভক্ত হইয়াছে। এইরূপ কহিয়া গুরু সেই দণ্ড স্বহস্তে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন। তাহা ক্রমে সজীব হইল এবং তাহাতে পত্রোদ্গম হইল, ক্রমে একটী শাখোট বৃক্ষে পরিণত হইল; লোকে এই ঘটনা অলৌকিক দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিল এবং তদবধি সেই শাখোট বৃক্ষকে পূজা করিতে থাকিল।

অনন্তর দশম গুরুগোবিন্দ সিংহ বিধর্ম্মিদমন উদ্দেশে দেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়া, লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; যজ্ঞ সমাপনান্তে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া আপন অসি প্রদানানন্তর, গুরুগোবিন্দ সিংহকে ম্লেচ্ছ দমন করিতে আদেশ করেন। তিনি দেবীবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, শিখশিষ্যদিগকে যে প্রকার সামরিক পল্টনে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা এখানে বক্তব্য নহে। সেই যজ্ঞে কটক চাউলগঞ্জনিবাসী কালিয়ানাথ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, যজ্ঞ সমাপনান্তে বিদায়কালীন পণ্ডিতবরকে শ্রীচক্র প্রদানপূর্ব্বক আদেশ করেন, "কটকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহানদী তীরে নানক-প্রতিষ্ঠিত শাখোট বৃক্ষতলে এই শ্রীচক্র স্থাপন করিয়া উপাসনা করিও।" কালিয়ানাথ শ্রীচক্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সেই বৃক্ষতলে তাহা স্থাপনপূর্ব্বক দেহান্ত পর্য্যন্ত তাহার উপাসনা করিয়াছিল; সেই কারণ তাহা কালিয়াবোদা নামে বিশ্রুত হয়। ঐ বোদার

অপর নাম 'নির্ব্বাণ' আশ্রম অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনার স্থান-বিশেষ। কালিয়া পণ্ডিতের তিরোধানের পর সেই শ্রীযন্ত্র শাখোট বৃক্ষতলে বল্মীক ঢিপীতে আবৃত হইয়া যায়। অনন্তর ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যানন্দদেব (বাহাগুরু) নামে শিখ আসিয়া যন্ত্রোদ্ধার উদ্দেশে কুশোপরি অনাহারে পাঁচ দিবস থাকেন। ১৮৬৭ সালের ১১ অঙ্কের বাড়ীতে বল্মীক স্তূপ ধুইয়া শ্রীযন্ত্র তাহার নেত্রপথে পতিত হয়। তখন তিনি সেই শ্রীযন্ত্র বৃক্ষমূলে স্থাপন করেন এবং জঙ্গল কাটাইয়া আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ করাইয়া আশ্রমোপযোগী করেন। একটী ছোট চুম্রিতে নানক রচিত গ্রন্থ রহিয়াছে। অপর একটী বৃহৎ চুম্রি ঘরে অভ্যাগত পরমহংস সাধু স্থান পাইয়া থাকেন; স্বয়ং একটী ক্ষুদ্র চুম্রিতে বাস করেন। অনেক লোক কালিয়াবোদা দর্শনে আসিয়া নজর দিয়া থাকে। বিদ্যানন্দদেব তাহা হইতে অভ্যাগত সাধুদিগের অতিথি-সৎকার করিতেছেন। তিনি মিষ্টালাপী সংস্কৃতাভিজ্ঞ; সাধুসঙ্গালাপে কালাতিপাত করিতেছেন। আশ্রমটী নদীকূলে বলিয়া, বিশেষ বিদ্যানন্দদেব যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন বলিয়া, উচ্চদরের সাধুগণ এই আশ্রমে থাকিতে ভালবাসেন। আশ্রমের একদিকে সাধুদিগের সমাধি রহিয়াছে। আশ্রমের পূর্ব্বদিকে নদীতটে নানাবিধ শস্যাদি জন্মিয়াছে ও পশ্চিমভাগে কনিকাপিল্লৈ প্রতিষ্ঠিত মাতৃচিহ্নস্বরূপ শিবমন্দির, মাতার ও আপনার সমাধি রহিয়াছে। কনিকাপিল্লৈ শৈব ছিলেন। শৈবেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দাহ না করিয়া, সমাধি দিয়া থাকে এবং সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদিগের মতে জীবাত্মা দেহান্তে শিবত্বে লীন হইয়া যায়। অতএব দেহী লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। আমরা কালিয়াবোদা সন্দর্শন ও একটী সাধুর সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলাম।

অনন্তর, বৈষ্ণবদিগের কয়েকটি মঠ বলিয়া এবিষয়ের উপসংহার করিব। শ্রীসম্প্রদায়ে গরিবদাস প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীপুরের বড় মঠ বর্ত্তমান। মঠাধিপ গোপালদাস; তথায় বিগ্রহ-মূর্ত্তি রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতা; তারক-ব্রহ্ম রাম নাম। এই মঠে অতিথি-আশ্রয় পাইয়া থাকে।

গৌড় সম্প্রদায়ের গোপাল-জীউর মঠ চৌধুরিবাজারে অবস্থিত; তথাকার বিগ্রহমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ-জীউ। তারকমন্ত্র ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা। মঠাধিপ নরসিংহ দাস, তথায় অতিথিরা সেবা পাইয়া থাকে। গৌড় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মঠ মানসিংহপত্তনে অবস্থিত। মস্তরাম মঠাধিপ, বিগ্রহমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ ও জগন্নাথদেব। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য পঞ্চহস্ত পরিমিত প্রস্তরময়ী গরুড়মূর্ত্তি ও ২০ হস্ত দীর্ঘ, ২০ হস্ত প্রস্থ, ক্ষুদ্র গৃহবিশিষ্ট পুরাতন বাপী। এখানকার বর্ত্তমান মহন্ত পরমেশ্বরদাস। এখানেও অতিথিরা আশ্রয় পাইয়া থাকে।

১৮৯২ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর। আমাদিগের প্রথম পটাবাস মহানদীর উত্তর তীরে কটক হইতে ৯ মাইল উত্তরে ব্রহ্মপুর গ্রামে আসিয়াছিল; উহাতে বৃহৎ পুরাতন আম্রকানন থাকায়, আমাদের পটাবাস স্থাপনের কষ্ট হয় নাই। আম্রকাননের দক্ষিণভাগে অতি পুরাতন শিবমন্দিরে ব্রহ্মেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির সেগুপ্রস্তরে নির্ম্মিত; তাহার দেওয়ালের বহির্ভাগে দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে; গর্ভ-গৃহটী অতি প্রশস্ত ও সাধারণ জমি অপেক্ষা ৪ ফুট নিম্ন; প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটী ক্ষুদ্র। প্রাঙ্গণের একাংশ নদীগর্ভে নষ্ট হইয়াছে। পূজারি ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হইলেও, এই মন্দির কোন সময় কাহার দ্বারা নির্ম্মিত কিছুই বলিতে পারিল না। আমরা দেখিতে পাই, গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেব অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, সে হিসাবে ইহা সাতশত বৎসরের হইবে। ব্রহ্মপুর মগলবন্দী হইয়াও অষ্ট

গড়ের অন্তর্গত। অষ্ট গড়ের উৎপত্তির বিষয় পরে বলা যাইবে।

১০দিন তথায় থাকিয়া পটাবাস সহ মঞ্চেশ্বরে আসি। ইহাও মহানদীর তীরে, কটক-সম্বলপুর রাজবর্ত্মের ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেও যথেষ্ট আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষের আরাম; নদীতীরে একটী ক্ষুদ্র 'সেণ্ড' পাহাড়ের উপর মঞ্চেশ্বর দেবের ক্ষুদ্র মন্দির। এবৎসর অতি বর্ষায় গ্রাম প্লাবিত হইলে, গ্রামবাসীরা মঞ্চেশ্বর দেবালয়-প্রাঙ্গণে তিন দিবস কাটাইয়াছিল। দেবালয়টী পুরাতন কিন্তু কোন সময়ের, তাহা বলিতে পারা যায় না। ধবলেশ্বরের অর্চ্চকেরা এই গ্রামে বাস করেন, সম্ভবত ধবলেশ্বরের প্রতিষ্ঠার পর মঞ্চেশ্বরের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

মঞ্চেশ্বরের পশ্চিম দিকে চরদ্বীপে একটী 'সেণ্ড' প্রস্তরের পাহাড়ের উপর ধবলেশ্বর মহাদেবের পুরাতন মন্দির; ইহা কটকের ৬মাইল বায়ুকোণে হইবে। দেবোৎপত্তির বিষয়ে পরম্পরাগতি কিংবদন্তী এই যে, কটকের মহারাজ পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজ-দুহিতা পদ্মিনীর করপ্রার্থী হইয়া দূতমুখে কাঞ্চীপুরে সংবাদ পাঠাইলে, কাঞ্চীরাজ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান, "উড়িষ্যারাজ 'ছেরাপোরায়' (গোময় ছিটান ও ঝাড়ু দেওয়ায়) রত, আমি চোলবংশোদ্ভব হইয়া তাহাকে কি প্রকারে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।" দূতমুখে প্রত্যাখ্যান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া, রাজা ক্রুদ্ধ হয়েন। তিনি জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের 'ছেরাপোরা' কার্য্য করিতেন বলিয়া আপনাকে গর্ব্বিত মনে করিতেন। কাঞ্চীরাজ তাহা লইয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাণে অতিশয় লাগিল। কাঞ্চীবিজিগীষু হইয়া পুরীতে আসিলেন; জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া অর্চ্চকদিগের আশীর্ব্বাদ

লইয়া স্বদলবলে কাঞ্চীপুরাভিমুখে বহির্গত হইলেন; পথিমধ্যে সমস্ত পররাষ্ট্র স্ববশে আনিয়া কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইলেন; কাঞ্চীরাজের সহিত ঘোর সংগ্রাম হইল; তিনি বেগতিক দেখিয়া উভয় বাহিনীর মধ্যস্থলে গাভীর সারি দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিপক্ষ হিন্দু হইয়া গোহত্যার ভয়ে নিরস্ত হইবে। কিন্তু পুরুষোত্তমদেবের সেনা গাভী সরাইয়া অরাতিদল হনন করিতে থাকিল; রাজা স্বয়ং কাঞ্চীপতিকে হত্যা করিয়া রাজকন্যা পদ্মিনীকে স্বশিবিরে আনয়ন করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ব অবমাননা স্মরণ করিয়া মন্ত্রীকে আদেশ দেন, "কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে কোন ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান কর, তাহা হইলে আমার মনোযন্ত্রণা নির্ব্বাণ হইবে।" বৃদ্ধমন্ত্রী বিচক্ষণ ছিলেন, রাজাজ্ঞা শুনিবামাত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মহারাজ! তাহাই হইবে, কাঞ্চীরাজ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার কন্যাকে ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান না করিলে, তাহার সমুচিত শাস্তি হইবে না। রাজাজ্ঞা সত্বরই পালিত হইবে, আপাতত রাজকন্যা আমারই আলয়ে থাকুন্, পরে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।" অনন্তর, আষাঢ়মাসে শুক্লদ্বিতীয়াতে রাজা পুরুষোত্তমদেব পূর্ব্বপ্রথানুসারে যে পথে জগন্নাথদেবের রথ চলিয়া থাকে, স্বয়ং তাহাতে গোময় সেচন করিয়া ঝাড়ু দিতে থাকিলেন; ইতিমধ্যে বৃদ্ধ মন্ত্রী সহসা কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে লইয়া রাজার সম্মুখীন হইয়া যোড়হস্তে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন; "আমি রাজাজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছি, সর্ব্বসমক্ষে জগন্নাথদেবের ছেরাপোরার হস্তে কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে অর্পণ করিলাম; এই কন্যারত্ন জগন্নাথদেবের ছেরাপোরারই যোগ্য, অপরের নহে।" কটকরাজ মন্ত্রিবরের বিচক্ষণতা দেখিয়া, কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে বিবাহ করিলেন; অনন্তর, পূর্ব্ব বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সমরে

গোহত্যা হইয়াছিল, তাহা স্মৃতিপথে আসিলে, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণদিগকে গোহত্যাজনিত পাপশান্তির ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা একবাক্যে কহিল, 'মহারাজ! শ্রীশঙ্কর যোগীপুরুষ, আপনি তাঁহার শরণাপন্ন হউন; তাঁহার কৃপায় আপনি গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।' অনন্তর রাজা পুরীতে আসিয়া শ্রীনীলকণ্ঠদেবের মন্দিরে যাইলেন। নিয়তব্রতী হইয়া তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিতে থাকিলেন; পরে শ্রীনীলকণ্ঠদেব তাঁহার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইলে, রাজা এই অশরিণী বাণী শুনিলেন, "রাজন্! আমি পুরীতে অবস্থিতি করিতেছি; পরক্ষেত্রে থাকিয়া তোমার পাপশান্তি করিতে সমর্থ নহি। অতএব তুমি খুরদহের অন্তর্গত যযারসিংহে গমন করিয়া তত্রস্থ শ্রীধবলেশ্বরের স্মরণ লও, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।" রাজা দেববাক্য শিরোধার্য্য করিয়া যযারসিংহে আসিলেন, সংযতমনে শ্রীধবলেশ্বরদেবের উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যহ বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা যথানিয়মে মহারুদ্র অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা করাইলেন। ত্রয়োদশ মাস অতীত হইলে, শ্রীধবলেশ্বরদেব প্রীত হইলেন। তখন আবার অশরীরিণীবাণী শ্রুত হইল, "রাজন্! তোমার উগ্রতপস্যায় প্রীত হইয়াছি, কটকের বায়ুকোণে মহানদীর গর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপে অষ্টভুজা ভগবতীর প্রতিকৃতি অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি তথায় গমন কর, সেই দেবীর মন্ত্র লক্ষ জপ ও লক্ষ হোম কর, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি সদয়া হইবেন; তখন আমি তোমাকে সন্দর্শন দিব, তাহাতে তোমার গোহত্যারূপ মহাপাতক নাশ পাইবে।"রাজা দেবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পদ্মিনীর সহিতনির্দ্দিষ্ট দ্বীপে আসিলেন, সংযতচিত্ত ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া দেবীমন্ত্র লক্ষ-জপ ও হোম করিলেন। তখন এই অশরীরিণী বাণী শ্রুত হইল যে, "রাজন্! পর্ব্বতোপরি গমনপূর্ব্বক কুণ্ড খনন কর, শ্রীধবলে-

শ্বরের উদ্দেশে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া লক্ষ আহুতি প্রদান কর।” রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া, পর্ব্বতোপরি যজ্ঞকুণ্ড খনন করাইয়া শাস্ত্রোক্তবিধানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করাইয়া, শ্রীধবলেশ্বরের উদ্দেশে লক্ষ আহুতি প্রদান করাইলেন। তখন হোমাগ্নি মধ্য হইতে শ্রীধবলেশ্বরদেব লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া সকলের সমক্ষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন্! আমার কৃপায় অদ্য গোহত্যার মহাপাতক তোমাকে পরিত্যাগ করিল, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হও। আমিও আপন নিকেতনে গমন করি।” রাজা তাহা শ্রবণপূর্ব্বক বাষ্পপরিপূর্ণলোচনে গদগদস্বরে শ্রীধবলেশ্বরদেবের শ্রুতিমধুর স্তোত্র করিলেন। অনন্তর প্রার্থনা করিলেন, “ভগবন্! কৃপা করিয়া, এ অধমকে রক্ষা করিলেন; এ অধম আপনার সেবায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে কৃতনিশ্চিত হইয়াছে, এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিব; আপনি এই পুণ্য হোমকুণ্ডে অবস্থিতি করুন। কটকরাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে প্রদান করিব।” ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীধবলেশ্বর ভক্তের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে সেই কুণ্ডে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। রাজা পুরুষোত্তমদেব তাহা বেষ্টন করিয়া, সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপরুদ্রদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সংসার-মায়াজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া চরদ্বীপে আসিয়া, শুভদিনে শুভক্ষণে শাস্ত্রোক্তবিধানে শ্রীধবলেশ্বরদেবের পূজা আরম্ভ করিলেন; স্বয়ং মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, পুরী হইতে অনন্ত বসুদেবকে আনাইয়া আপন ভবনের একাংশে স্বতন্ত্র মন্দিরে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া ভোগের বন্দোবস্ত করিলেন, শ্রীধবলেশ্বরদেব হইতে পাপমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বীপকেও সেই নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। পদ্মিনী তাহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন; রাজা এই

দ্বীপে থাকিয়া শ্রীধবলেশ্বরের সেবায় সময় অতিবাহিত করিয়া, কালপ্রাপ্তে শিবলোকে গমন করেন। পদ্মিনী হইতে রাজার সাত পুত্র ও অপর বে-রাণী (দাসী) জাত এক পুত্র ছিল। পদ্মিনীকে তৈল হলুদের ব্যয়ার্থ ১৪ ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ড অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা পরলোকে গমন করিলে, পদ্মিনী সেই ভূখণ্ড ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন সাত পুত্রকে ও পূর্ব্বোক্ত দাসীপুত্রকে প্রদান করেন। তাহারা আপন আপন অংশে গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অতএব সেই ভূখণ্ড অষ্টগড় নামে খ্যাত হইয়াছে। যথা,—১। বালী-বলরামপ্রসাদ। ২। নবেড়া-সরল। ৩। লক্ষ্মীপ্রসাদ। ৪। জগন্নাথপ্রসাদ। ৫। গোপালপ্রসাদ। ৬। সরগুা। ৭। গৌড়ধারী। ৮। মজকুরি। রাজকুমারেরা কালের বশে নিঃসন্তান হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তখন ববার্ত্তা (দেওয়ান) এবং পাঠনায়ক উভয়ে সেই গড় ভোগ করিতে থাকে। কিছুকাল পরে কোন কারণে তথাকার পাইকগণ তাহাদিগের বিপক্ষে উত্থিত হয়, ও দেওয়ানকে (ববার্ত্তা) নিহত করে। দেওয়ানের স্ত্রী ১॥ বৎসরের পুত্র লইয়া, ঢেঁকানলের অন্তর্গত বেশালিয়া গ্রামে আপন পিত্রালয়ে যাইয়া আশ্রয় লয়েন; পাঠনায়ক পুরীতে যাইয়া রক্ষা পান। অনন্তর কটকরাজ পুরীতে আসিয়া পাঠনায়কের অবস্থান্তর শুনিয়া তাহাকে আনাইয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঠনায়ক কহিল, "মহারাজ! রাজকুমারেরা পরলোক গত হইলে, দাওয়ান ও আমি অষ্ট গড় ভোগ করিতে থাকি; কিন্তু কিছুকাল পরে পাইকগণ বিদ্রোহী হইয়া দাওয়ানকে নিধন করিয়াছে; তাঁহার বিধবা পত্নী সন্তান লইয়া পিত্রালয়ে পলাইয়াছেন; আমিও এখানে পলাইয়া আসিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি; আমার আর তথায় যাইতে ইচ্ছা নাই। আমার একমাত্র কন্যা আছে, দেওয়ানের পুত্রকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া আমার অংশ তাহাকে

যৌতুকস্বরূপ দিয়া অবশিষ্টকাল আমি পুরীতে অতিবাহিত করিতে মানস করিয়াছি; এখন মহারাজের কৃপায় তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই।” রাজা তাহার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া ববার্ত্তপুত্রকে আনাইতে আদেশ দিলেন। ববার্ত্তপুত্র পুরীতে আসিলে, পাঠনায়ক আপন কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিবার কালে কহিল, “আমার অষ্ট গড়ের অংশ তোমাকে যৌতুক দিলাম, কিন্তু তোমার নামের সহিত আমার নাম সংযুক্ত হউক ও তোমার বংশ ‘ববর্ত্তা-পাঠনায়ক’ নামে বিশ্রুত হউক।”

পুরুষোত্তমদেব ১৫০৪খৃঃ মানবলীলা সংবরণ করেন, অতএব ববার্ত্তা-পাঠনায়ক বংশ ১৫৩০—১৫৫০ মধ্যে হইবে। বর্ত্তমান রাজা শ্রীকরণ ভাগীরথী ববার্ত্তা-পাঠনায়ক প্রথম হইতে দশম। ইহার বয়স প্রায় ৫১ বৎসর; পরিবার রাণী এক, বেরাণী এক, দাসী ১০।১৫ জন। বেরাণীর পুত্রের নাম শেষনাথ, তাহার ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, বোধ হয় সেই রাজ্যাভিষিক্ত হইবে। অষ্ট গড়ের আয় ৪০ হাজার টাকার উপর; দেয় কর ২৯৫০৲ টাকা। অষ্ট গড়ের ভিতর দিয়া কটক-সম্বলপুর রাস্তা গিয়াছে। রাজা যথায় থাকেন, তাহা অষ্টগড় নামে খ্যাত। গড়ের চতুর্দ্দিকে কণ্টকময় জঙ্গল ও বাঁশের কেল্লা। কঞ্চির প্রত্যেক পাবে দুইটি করিয়া কাঁটা থাকায়, মনুষ্য ও অশ্বাদি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; ইহাই রাজার গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কালেরবশে পূর্ব্বোক্ত শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের মন্দির মহানদীর গর্ভে গিয়াছে। পুরুষোত্তমদেবের আবাসবাটীও দৃষ্ট হইল না। শিবালয়ের দক্ষিণদিকে একটী আম্রকানন দৃষ্ট হইল, শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের ও অন্যান্য দেবের মূর্ত্তি শ্রীধবলেশ্বরদেব প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। যে অষ্ট ঘর ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক খঞ্জাবাটী পাইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীরা শ্রীমঞ্চেশ্বরের ৫

শ্রীধবলেশ্বরের সেবা করিয়া থাকে। প্রতি সোমবারে শ্রীধবলেশ্বরের অভিষেক হইয়া থাকে। মকরসংক্রান্তি, কার্ত্তিকী শুক্লচতুর্দ্দশী ও মাঘী কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে বিশেষ যাত্রা হইয়া থাকে। তৎসময়ে অন্ততঃ ৩৪ হাজার লোক সমাগত হইয়া অভিষেক ও পূজা করিয়া থাকে।

কার্ত্তিকী শুক্লচতুর্দ্দশীর যাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী যে, কোন গৌড় গোপ এক রাখাল রাখিয়াছিল। রাখাল মাহিনা না পাওয়াতে, বিরক্ত হইয়া গোপের কৃষ্ণবর্ণের একটী গাভী লইয়া পলায়ন করে। গোপ তাহা জানিতে পারিয়া, অপহারক রাখালের অনুসরণ করিতে থাকে। ভৃত্য বেগতিক দেখিয়া গাভী লইয়া ধবলেশ্বর দ্বীপে আসিয়া, রাজর্ষি রাজা পুরুষোত্তমদেবের শরণাপন্ন হইয়া আপন চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় নিবেদন করিয়া অভয় প্রার্থনা করে। রাজা তাহাকে "আমি এক্ষণে অভয় দিতে অক্ষম" ইহা বলিলে, রাখাল প্রাণভয়ে গরুকে দেবের মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। অনন্তর সংযতচিত্তে মহাদেবের স্তুতি করিয়া কহিল, "হে দেব! আমি নীচকুলোদ্ভব গোপজাতি, আমি আপনার কি স্তুতি করিব, সঙ্কটে পড়িয়া আপনার স্মরণ লইলাম, আমার প্রভু, আমার বেতন দেয় নাই, তজ্জন্য তাহার কৃষ্ণবর্ণের গাভীটী লইয়া পলাইতেছিলাম, অতএব তিনি জানিতে পারিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন, এই কৃষ্ণবর্ণের গাভীকে ধবলবর্ণ করিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন, তাহা হইলে আমি নিষ্কৃতি পাইতে পারি, ইহাই আমার প্রার্থনা।" রাখাল এই প্রকার স্তুতি ও নমস্কার করিয়া, দ্বারদেশে বসিয়া থাকিল। এদিকে গোপ ধবলেশ্বর দ্বীপে আসিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে যাইয়া দরজার সম্মুখে উপবিষ্ট গো-অপহারককে দেখিয়া চকিতের ন্যায় দৌড়িয়া যাইয়া, তাহাকে ধরিয়া বারংবার কহিতে থাকিল, 'চোর ধরিয়াছি।' সেই

কলরবে অনেক লোক তথায় আসিল। পুরুষোত্তমদেবও তথায় আসিয়া বাকবিতণ্ডার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপ কহিল, "মহারাজ! এই বেটা আমার গাভী লইয়া আসিয়াছে।" রাজা কহিল "কিপ্রকার গাভী", তদুত্তরে গোপ "কৃষ্ণবর্ণের গাভী" কহিল, ইতিমধ্যে মন্দির অভ্যন্তর হইতে গাভীর শব্দ হইল। গোপ তাহা শুনিয়া কহিল, "মহারাজ! ঐ আমার গরু ডাকিতেছে, এই ব্যাটা গরুকে দেবালয়ের ভিতর পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সাধুর ভানে এখানে বসিয়া রহিয়াছে।" এই বলিয়া চোরকে ছাড়িয়া সজোরে দরজা খুলিল, কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে বাক্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না। এদিকে দেবালয় অভ্যন্তর হইতে একটী শুভ্রবর্ণের গাভী বাহিরে আসিল সকলেই তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য হইল। রাজা দেব-মহিমা দর্শন করিয়া সেই ধবলগাভীকে বারকাহন আটপোণে বিক্রয় করাইয়া তাহাতে মিষ্টান্ন তৈয়ার করাইয়া দেবের ভোগ প্রদানান্তর উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন, আর কহিলেন 'প্রতি বৎসর কার্ত্তিক শুক্লচতুর্দ্দশীতে দেবতার বার্ষিক উৎসব হইবে।' সেই অবধি প্রতি কার্ত্তিক শুক্লচতুর্দ্দশীতে উৎসব হইয়া থাকে। তৎকালে দূরদেশ হইতে মনস্কামনা সিদ্ধির অভিলাষে বারকাহন আটপোন কড়ির ভোগের মানস করিয়া বহু লোক ধবলদ্বীপে সমাগত হইয়া দেবের ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণানন্তর চলিয়া যায়। সকলের বিশ্বাষ সেই দিবস দেবের ভোগ দিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এ প্রদেশে এই দেবের উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি।

আমরা ২৮ পৌষ ও মকর সংক্রান্তিতে দেবসন্দর্শনে এবং অভিষেক করিতে যাইয়া বহু লোককে আসিতে এবং তাহারা সকলেই মোয়া মুড়ী মণ্ডাদি যথাসাধ্য দেবকে প্রদান করিতেছে ইহা দেখিলাম। এই যাত্রা উপলক্ষে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের

বাজার বসিয়াছিল, গ্রামবাসীরা দেব দর্শনোদ্দেশে আসিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছিল।

মন্দিরের গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া প্রতীতি হইল, বহি-ভাগের দেওয়ালে অতি পরিষ্কার মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। প্রস্তর কমজোরি বলিয়া কালের বশে তাহাতে নোনা লাগিয়াছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি রাজর্ষিরাজ পুরুষোত্তম দেব ১৫০৪ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, যদি পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সত্য হয় তাহা হইলে এই মন্দির ৪ শত বৎসরের হইবে।

মঞ্চেশ্বর হইতে ২ মাইল দূরে নবপত্তন নামে গণ্ডগ্রাম। মঞ্চে ও নবপত্তনের মধ্যস্থলে বৃহৎ জঙ্গলের ভিতরে তিন দিক্ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত একটী বৃহৎ হ্রদ দৃষ্ট হয় তাহাতে লাটারাইট্ প্রস্তর বাঁধান সিড়ি দেখিলাম। লোকমুখে শুনিলাম জঙ্গলমধ্যে পুরাতন গৃহ ভিত্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি এই পুরের এইস্থানে লোকালয় ছিল পরে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

মঞ্চেশ্বর হইতে দুই মাইল দূরে সিমলিহুণ্ড নামক গণ্ডগ্রাম, ইহাও মহানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পুরাকালে এই স্থানের একটী শীমুলবৃক্ষের তলে বহুসংখ্যক পুরাতন হাঁড়ী ছিল; কোন ব্যক্তি উক্ত স্থানে আসিয়া বন্যজন্তু হইতে রক্ষার আশয়ে সেই হাড়ীতে ঘেরিয়া বাস করিতে থাকে, ও তাহা হইতেই উক্ত সিম্‌লীহুণ্ড নাম হইয়াছে। এস্থানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস; তথায় একটী ক্ষুদ্র দেবালয়ে বলঙ্কেশ মহাদেব রহিয়াছেন। ইহা কটক সহরের নিকট বলিয়া এইস্থানে একটী রেল ষ্টেসন হইবার কল্পনা হইয়াছে।

১৫ জানুয়ারিতে আমাদের তৃতীয় পটাবাস চাসাপাড়া নামক গণ্ডগ্রামে আইসে; এখানে অনেক চাসার বাস বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। এ গ্রামটী মহানদীর উত্তর তীরে। কলি-

কাতা-কটক-রাজাবর্ত্ম এইস্থানে মহানদী পার হইয়া কটকে গিয়াছে অতএব ঘাটের ধারে পান্থশালা ও দোকানাদি আছে।

এখান হইতে ১ মাইল দূরে চিত্তেশ্বর নামক গণ্ডগ্রামে একটী পুরাতন শিবালয়ে চিত্তেশ্বর মহাদেব রহিয়াছে, দেবালয়ের সম্মুখে একটী বৃহৎ হ্রদ ও দেবালয়প্রাঙ্গণে একটী বাপী ও অম্রকানন দৃষ্টি করিলাম। ইহার দক্ষিণদিকে দৌলতাবাদ নামক গণ্ডগ্রামের ধারে কলিকাতা-কটক-রেল কলিকাতা-কটক ট্রঙ্করোড পার হইয়াছে।

চাসাপাড়া হইতে ২মাইল দূরে বিরূপা নদীর তীরে চৌদার নামে গণ্ডগ্রাম। অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪—১২০২ খৃঃ) তথায় ৪টী সিংহদ্বার বিশিষ্ট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রামের উক্ত নাম হইয়াছে। এখানে দুর্গ বা সিংহ দ্বারে বিশেষ কিছু নিদর্শন দেখিলাম না; তবে গ্রামের বহির্ভাগ ও ভাবি-কটক-কলিকাতার রেলের দক্ষিণে দুইটী পুরাতন ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে। একটী শিবালয় কপিলেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ অপরটী দেবীর আলয়। উভয়েরই ছাদ ভগ্ন হইয়াছে, শিবালয়টী অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে নির্ম্মিত এজন্য অতি পুরাতন উহার দেওয়ালের বহির্দ্দিকে চতুর্দ্দিকেই সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে ও দরজার উপরের প্রস্তরে নবগ্রহ মূর্ত্তি খোদিত। সম্মুখে একটী সুন্দর নন্দী মূর্ত্তি ও অপর কয়েকটী দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিন্যস্ত থাকিয়া কালাপাহাড়ের বিগ্রহ হিংসার স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। মেজে থানল হইতে ৪ ফুট নিম্নে গর্ভগৃহ, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র লিঙ্গ অদ্যাপি পূজা পাইয়া আসিতেছে। চৌদার গ্রামে মহানদী শাখা বিরূপার উপর আনিকট ও উভয় তীর হইতে হাইলেভেল প্রণালী ও কেন্দ্রাপাড়া প্রণালী কর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইলেভেল প্রণালী উত্তর বাহিনী হইয়া জেনাপুরের নিকট ব্রাহ্মণি ও

একোয়াপদার নিকট বৈতরণী পার হইয়া ভদ্রক গিয়াছে ও কেন্দ্রাপাড়া প্রণালী বিরূপার নরিস্নু নদীদ্বয় উত্তর তীর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কেন্দ্রাপাড়া, এল্‌বা, লালকুল, কালীনগর, মহিষাদল হইয়া গেঁওখালি হুগলী নদীতে পড়িয়াছে; অতএব কলিকাতা হইতে ষ্টীম সার্ভিস উক্ত পথ দিয়া আসিতে হয় কটকডেক প্যাসেঞ্জারের ভাড়া ৩্ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২্ প্রথম শ্রেণীতে ২৪্। কলিকাতা কটক এই পথে ২৮৭ মাইল মাত্র।

২১ তারিখে চতুর্থ পটাবাস টাঙ্গিতে আইসে; ইহাও একটী পুরাতন গণ্ডগ্রাম; এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আবাস। পূর্ব্বকালে রামগড় নামে একটী পুরাতন গড় এখানে থাকিলেও তাহার নিদর্শন কিছু দেখিলাম না। গ্রামের পূর্ব্বদিকে কটক কলিকাতা রাস্তার উপর পোষ্ট ও পান্থাবাস ও পণ্যশালা। এস্থলে বলা আবশ্যক, মান্দ্রাজ বিভাগেয় পান্থাবাসে এবং কলিকাতা কটক রাজবর্ত্মের পন্থাবাসে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। পূর্ব্বস্থানের পান্থাবাস ছত্রবাটী নামে খ্যাত। গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা বাটী; এখানে কুড়েঘর মাত্র। দক্ষিণ দেশে অনেক ছত্রবাটীতে ব্রাহ্মণেরা আহার পাইয়া থাকে; এখানে যাত্রী মাত্রেই পয়সা দিয়া আশ্রয় ক্রয় করিয়া থাকে ও সময়ে সময়ে ২০ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ কুড়েতে ৫০ জন করিয়া যাত্রী রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর পান্থনিবাস কলিকাতা-পুরীর বর্ত্মের ৩ হইতে ৬ মাইল অন্তর রহিয়াছে। যে সকল পুরীর যাত্রী পদব্রজে পুরী যাতায়াত করে, তাহারা উহাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়; যাহারা এই পথে গিয়াছে তাহারা তাহাদিগের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। টাঙ্গীতে পূর্ত্তবিভাগের ইনিসপেকসন বাঙ্গালা বাটীতে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম।

গ্রামের পশ্চিম দিয়া হাইলেভেল প্রণালী গিয়াছে, তাহার দেড় মাইল পশ্চিমে ভক্তপুর গণ্ডগ্রামে চুচুড়ার পদ্মলোচনের জমিদারীর কাচারী বাটী; এখানে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর ধারে বৃহৎ আম্রকানন আছে। ভাবীরেল পথ টাঙ্গীর পশ্চিম হইয়া চিন্তামণিপুর, নারায়ণপুর ঝটেশ্বর সাই হইয়া বহিরীতে গিয়াছে। চিন্তামণিপুরে একটী পুরাতন বৃহৎ হ্রদে অনেকগুলি মকর ও তাহার পশ্চিম তীরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে রাজেশ্বরী দেবী রহিয়াছেন। মন্দিরটী ক্ষুদ্র হইলেও গঠনে অন্য মন্দির সদৃশ; দেওয়ালের বহির্ভাগে সুন্দর মূর্ত্তি খোদিত আছে ঝটেশ্বর সাইতে ২টী মন্দির ও অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে।

২৭ তারিখে ৫ পঞ্চম পটাবাস বহিরি নামক গ্রামে আইসে। ইহা হাইলেভেল প্রণালীর ১২ মাইলে অবস্থিত ও ইহা দর্পণ কেল্লার অন্তর্গত, এখানে পূর্ত্তবিভাগের ইনিসপেক্‌সন্ বাঙ্গালা থাকায় আমরা তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। এখান হইতে ২ মাইল দূরে অমরাবতী-নগরীর ভগ্নাবশিষ্ঠ ছতিয়া নামক ফেরোজিনস্ লাটারাইট পাহাড়ের পূর্ব্বাস্থিত উপত্যকায় অবস্থিত। অদ্য (১ ফেব্রুয়ারি) আমরা তাহা পরিদর্শন করিতে যাই। ইহাও অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪-১২০২ খৃঃ) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কটক প্রদেশে যে কয়েকটি হিন্দুর পুরাতন স্মৃতির স্থান আছে ইহা তাহার অন্যতম। আমরা তথায় আসিয়া উহার চিহ্নস্বরূপ পোতা থামল সন্দর্শন করিলাম। পাহাড়ের পূর্ব্বোক্ত পাদ দেশে একটী প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ৮৪০ ফুট উত্তরে দক্ষিণে ৫০০ ফুট হইবে; ইহার চতুর্দ্দিকে ৫ ফুট পরিশর লাটারাইট্ প্রস্তরের দেওয়াল বেষ্টিত ছিল, ইহার মধ্যস্থলে ভগ্ন দেবালয়ের পোতা থামল রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বপশ্চিমে ১৬০ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ২১০ ফুট হইবে। ইহাতে কয়েকটী স্তম্ভ

দণ্ডায়মান থাকিয়া আগন্তুকের দৃশ্য দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া থাকে। স্তম্ভগুলি সেণ্ড-ষ্টোনের ও অপরাংশ লাটারাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার পূর্ব্বের কোণে দীর্ঘ প্রস্থে ১৮ গজ সমচতুষ্কোণ মণ্ডপের পোতা থামল, পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে ৯ গজ পরিমিত দীর্ঘ প্রস্থে আর একটী মণ্ডপের পোতা দৃষ্ট হইল। ইহার উপর সেণ্ডষ্টোন নামক প্রস্তরের কয়েকখানি মোল্ডিং দৃষ্টি করিলাম। উহার একখানিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট যোগীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। এই মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে ৭ গজ দীর্ঘ প্রস্থ পরিসর পোতা থামালের উপর, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত মূল মন্দির হইতে অবশ্যই আনীত হইয়া থাকিবে। দুরাত্মা যবনেরা অর্থের জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্য্যন্ত খুঁড়িয়াছিল, ও সেই সঙ্গে বিগ্রহকে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। দেব মূর্ত্তি দুইটী দুই খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে। মূর্ত্তিকর্ত্তনের কার্য্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে; মূর্ত্তিদ্বয় হস্ত্যধ্যাসীন, অবয়ব অষ্টমবর্ষীয়ের ন্যায় হইবে। কিন্তু মূর্ত্তির পরিমাণে গজেন্দ্রের আকৃতির অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইল। গজেন্দ্র শশকের আকৃতির ন্যায়। যবনের অত্যাচারে মূর্ত্তিদ্বয় হীনাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; উভয়ের নাসিকা ও কয়েকটী করিয়া হস্ত গিয়াছে। ইন্দ্র অষ্টভুজ বলিয়া বোধ হইল। বামভাগে সর্ব্ব নিম্ন হস্তে শঙ্খ; তদুপরি হস্তে পদ্ম অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্য; তাহার উপর হস্তে গদা বা তদ্রূপ কোন অস্ত্র বিরাজ করিতেছে, ও চতুর্থ টী ভাঙ্গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে একটীতে যে অস্ত্র আছে, তাহার উর্দ্ধভাগে চক্র দৃষ্ট হইল, ইহা বজ্রের আকৃতি কি না বলিতে পারিলাম না, দ্বিতীয় হস্তে অভয় দিতেছেন, অপর হস্তদ্বয় ভগ্ন। মস্তকে রাজছত্র বিরাজিত। ইন্দ্রাণী চতুর্হস্তা, তাহার কোলে একটি নবশিশু বিরাজ করিতেছে। ইহার দুই হস্ত ভাঙ্গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বভাগে নয়ফিট দীর্ঘ প্রস্থ বাঁধান পুরাতন

কূপ, ইহার গভীরতা ঠিক বলিতে পারিলাম না; জল উপর হইতে ৩০ ফুট নিম্নে হইবে। জলের গভিরতা অজ্ঞাত থাকিলেও তাহা অনেক হইবে সন্দেহ নাই; জল অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল; তাহাতে আমাদিগের প্রতিবিম্ব অতি স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীরের পূর্ব্বগাত্রে প্রবেশ জন্য সিংহদ্বার; উহা ১২ ফুট পরিসর হইবে; উহার উপর যে প্রকাণ্ড গোপুর ছিল, তাহার পরিসর পূর্ব্বপশ্চিম ৭০ ফুট, উত্তর দক্ষিণ ৪৫ ফুট হইবে। ইহার সম্মুখে দুইটী সিংহমূর্ত্তি হস্ত্যারোহণে আছে, দ্বারের নিকটে একটী স্তম্ভও আছে।

দেবালয় প্রাঙ্গণের ১২৫ গজ দক্ষিণদিকে, ৫০ গজ পরিমিত দীর্ঘপ্রস্থে একটী জলাশয়। ২০০শত গজ পূর্ব্ব দক্ষিণে, ২০ গজ পরিমিত দীর্ঘ-প্রস্থে মন্দিরের পোতা থামল। ২০০ শত গজ উত্তর পূর্ব্বদিকে ২৫ গজ পরিমিত দীর্ঘ-প্রস্থে অপর একটী মণ্ডপের পোতা থামল ও তথা হইতে ১০০ শত গজ দূরে আর একটী অভ্রের খনি ও ক্ষুদ্র জলাশয় এবং ৪০০ শত গজ উত্তর দিকে, ১০ গজ দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত একটী মণ্ডপের পোতা থামল দৃষ্ট হইল। পূর্ব্ব-দক্ষিণে অর্দ্ধ মাইল দূরে নীলপুষ্করিণী নামে ৬০ বিঘা জলের পুরাতন দীর্ঘিকা-গর্ভে পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণভাগে আর একটী পুরাতন বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। লোকপ্রমুখাৎ শুনিলাম, দেবালয়ের প্রাচীর উচ্চ ছিল। গ্রাণ্ড ট্রঙ্করোড নির্ম্মাণকালে ঠিকাদার কর্ত্তৃক প্রাচীর প্রস্তর রাজবর্ত্মে ব্যবহৃত হইয়াছে। লোকপ্রবাদ যে,এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী সহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার নিদর্শন কিছু দেখিলাম না। কালমাহাত্ম্যে সকলই লোপ পাইয়াছে। দেবালয়ের ভিত্তিমাত্র থাকিয়া, পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ছতিয়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে কলিকাতা-কটক-গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোডে অনেকগুলি পণ্যশালা ও পান্থশালা রহিয়াছে।

সিংহদ্বারের ১৫০ ফুট পূর্ব্বদিকে ভগ্ন ইমারতের ভিত্তি দৃষ্ট হইল। উত্তর দক্ষিণে ১০০ শত ফুট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭০ ফুট হইবে। লোকপ্রবাদ এই যে, আগন্তুক দেবদর্শনে আসিয়া তথায় আশ্রয় পাইত। রাজার বাটী কোথায় ছিল, তাহার কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না।

ভাবী রেলপথ কাপাস্‌টিক্‌রী এবং থাঙ্গড় হইয়া, গুন্টিরী ও মহাবিনায়ক পাহাড়দ্বয়ের মধ্য হইয়া, ধানমণ্ডলের পশ্চিম দিকে খোশালিপুরের সন্নিকট দিয়া গিয়াছে। থাঙ্গড় হইতে খোশালি-পুর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ও ইহার মধ্যস্থলে গুণ্টিরি পাহাড়ের পশ্চিম উত্তরভাগে, খয়রার পোল হইতে এক মাইল দূরে পূর্ব্বোক্ত মহাবিনায়ক পাহাড়। ইহার দক্ষিণভাগে জঙ্গল মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে শ্রীকোটরাক্ষীর ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দির প্রাঙ্গণ দেওয়াল ফেরুজিনিস লেটারাইট প্রস্তরে ছিল; সম্প্রতি তাহা অন্যত্র নীত হইয়া দর্পণের দুর্গে ও খয়রায় পোলে ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলমন্দির বড় বড় স্যাণ্ডষ্টোনে নির্ম্মিত ছিল; অতএব সামান্য শকটদ্বারা বহন অসাধ্য বলিয়া, এখনও তাহা অন্যত্রে নীত হয় নাই, কিন্তু ভাবি কলিকাতা কটক রেল নির্ম্মাণ সময়ে তাহা ব্যবহৃত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। একটীমাত্র গ্রেনাইটেরস্তম্ভ ও কয়েকখানি মোল্ডীং ষ্টোনও দৃষ্ট হইল। এইস্থান 'শাসন পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ; এবিষয়ে কিং-বদন্তী এইরূপ যে, রাজা পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীপুর বিজয় করিয়া তথা হইতে শ্রীকোটরাক্ষীদেবীকে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত এবং ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম অর্পণ করেন। মূর্ত্তি ধাতুময়ী দুই ফুট উচ্চ হইবে; শবারূঢ়া, দশভুজা, নাগযজ্ঞোপবীতা, দশায়ুধবিশিষ্টা; চক্ষু ভীষণা (কোটরে ইব অক্ষিণী যস্যাঃ কোটরাক্ষী)। লোকে কহিয়া থাকে, এই দেবীর সম্মুখে ১৪০০ শত নরবলির আজ্ঞা হয়;

তন্মধ্যে ৭০০ শত দিয়া, আর ৭০০ শত অদেয় হয়, অর্থাৎ ১৪০০ শতের মধ্যে ৭০০ শত নরবলি পড়িয়াছিল। এই কথা সত্য হইলে, ইহা প্রকৃত কাপালিক উপাসনার স্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়কর্ত্তৃক, উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য এবং উড়িষ্যার দেবালয় নষ্ট হইলে, কোটরাক্ষী-দেবী অন্যত্র নীত হয়। এক্ষণে রাজা বৈদ্যনাথের পিতাকর্ত্তৃক দর্পণের দেবীমূর্ত্তি কেল্লায় রক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা দেবালয় প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া, গুণ্টিরীর ধারে বাস করিয়াছে।

কোটরাক্ষীগড়ের পশ্চিম উত্তর, বিনায়ক পাহাড়ের দক্ষিণে, অপর একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে ; এই উভয় পাহাড়ের মধ্যে যে উপত্যকা, তাহা আশ্রয় করিয়া পুরাকালে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে। ইহা কোন সময়ে এবং কাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এক্ষণে ইহা তেলিগড় নামে বিখ্যাত, অথাৎ রাজবংশ নষ্ট হইলে, কোন ধনাঢ্য তেলি এই গড় আশ্রয় করিয়া তেজারতি করিত। কোন এক শবর তেলির গুদাম হইতে এক খণ্ড খনিত্র লইয়া বনমূল খনন করিতে গিয়াছিল, খনিত্রে মৃত্তিকা লাগিয়াছিল বলিয়া, প্রত্যাগমনের সময় নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে তাহা ধৌত করিলে, খনিত্র সুবর্ণে পরিণত হয় ; তখন শবর তাহা না বুঝিয়া পরদিবস তাহা লইয়া মৃত্তিকা খনন করিতে যাইয়া দেখিল, খনিত্র পূর্ব্ববৎ দৃঢ় নাই ; প্রতিবার ব্যবহার সময় বক্র হইতে থাকিল। তখন তাহার কার্য্য ব্যাঘাত হওয়ায়, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাহা বদল করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তেলির গুদামে আসিল। গুদামরক্ষক খনিত্রকে হিরণ্যবর্ণ দেখিয়া, আপন প্রভুকে সংবাদ দিল ; তেলিবর তথায় আসিয়া, খনিত্র পরীক্ষা করিয়া, শবরকে একান্তিকে লইয়া যাইল, এবং কহিল “তুমি এই খনিত্র কোথায়

পাইলে ঠিক করিয়া বল, নচেৎ তোমার শাস্তি হইবে।” শবর তেলিকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত নিভৃত জলাশয়ে গমন করিয়া কহিল, “আমি খনিত্র এই জলে ধৌত করিলে, উহা পিত্তলবর্ণ হইয়াছে; আমি আর কিছুই জানি না।” তখন কৃষ্ণকায় তেলিবর সেই জলে আপন হস্ত প্রক্ষালণ করিবামাত্র তাহা পীতবর্ণ হইল। সে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আপন সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত কহিয়া, আপন হস্ত দেখাইল। সহধর্ম্মিণী সমস্ত শ্রবণ করিয়া, স্বামীর হস্তের বর্ণ পীতভাব দেখিয়া ভাবিল, যদি জলের গুণে তাহাদের কৃষ্ণাঙ্গ হিরণ্যবর্ণ হয়, তবে তাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে। তখন উভয়ে উক্ত জলাশয়ে অবগাহন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, সংগোপনে জলাশয়ে আসিল, এবং উভয়ে অবগাহন করিতে নামিল, কিন্তু জল হইতে উঠিল না। তদবধি ঐ ক্ষুদ্র জলাশয় সোনাধারা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তখন হইতে গড় মনুষ্যশূন্য হইয়া পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। শুনিলাম বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের পিতা গড় পরিষ্কার করিয়া, পুনরায় আবাদ করিবার কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কোন পণ্ডিত কহিলেন, এই গড়ের প্রকৃত নাম তিন গড় অর্থাৎ ইহার তিনদিকে পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে পৃথক্ পৃথক্ তিন প্রাকারে প্রহরী থাকিত। অথবা বিনায়কপাহাড়ের দক্ষিণদিকে পূর্ব্বোক্ত কোটরাক্ষীর একগড়, তেলিগড় দ্বিতীয় গড় ও পূর্ব্বভাগে রাজন্যবর্গদিগের তৃতীয় গড় ছিল*। যদি একথা সত্য হয়, তবে পুরুষোত্তমদেবের সময়ে এই গড় নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের এক বৃদ্ধ

* এপ্রদেশে প্রাঙ্গণ প্রাচীর বেষ্টিত অথবা বাঁশের ঝাড়ে বেষ্টিত হইলে, তাহাকে গড় কহিয়া থাকে।

অনুচর পথদর্শকরূপে আসিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কোটরাক্ষীর প্রাঙ্গণ হইতে পশ্চিম দক্ষিণে ১॥০ মাইল বাঁশজঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিলাম; কতকটা পরিষ্কার লাটারাইট প্রস্তরের পাহাড় দর্শন করিলাম, তাহাতে উত্তর দক্ষিণে একসারি ৬০টী গোল গর্ত্ত দেখিলাম, প্রত্যেকের ব্যাস ১০ ইঞ্চি ও গভীরতা এক হস্ত হইবে। অনুসন্ধানে শুনিলাম, উহাতে পূর্ব্বোক্ত তেলিবর কড়ি মাপিত, এক এক গর্ত্তে এক এক কাহন কড়ি ধরিত। অনন্তর ক্রমে আমরা দুর্গ প্রাকারত্রয়ের ধ্বংশাবশিষ্ট দর্শন করিলাম, দ্বারদেশে প্রস্তর ইতস্তত বিন্যস্ত রহিয়াছে; শেষের বা ভিতরেরটীকে হাতীখানা কহে ও তথায় প্রস্তরের সংখ্যাও অধিক। তাহা অতিক্রম করিয়া, এক শবরকে জঙ্গলে কাষ্ঠাহরণ করিতে দেখিয়া, পথদর্শক তাহাকে সঙ্গী করিয়া লইল; সে ব্যক্তি জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ দেখাইয়া ধ্বংশ প্রায় প্রাসাদবাটীর নিকট লইয়া যাইল। প্রাসাদবাটীর কুট্টিম (মেজে থামল) পর্য্যন্ত রহিয়াছে। দেওয়াল ২॥ ফুট প্রশস্ত হইবে, একএক খণ্ড লাটারাইট প্রস্তরে গাঁথা; অতিশয় জঙ্গল বলিয়া, বাটীর চারিদিক দর্শন করিতে পারিলাম না। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট মৌল্ডিং ষ্টোন দেখিলাম। পথদর্শক কহিল, অনেক প্রস্তর 'দর্পণে' গিয়াছে; এই উপত্যকা দেড় মাইল দীর্ঘে ও অর্দ্ধ মাইল প্রস্থে হইবে।

ধানমণ্ডল একটী বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম, এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া নামের সার্থকতা করিতেছে। হাইলেভেল প্রণালী গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। প্রণালীর বামতীরে বৈষ্ণবদিগের একটী মঠ আছে। মঠটী পাকা, বর্ত্তমান মহন্তের নাম মাধবানন্দ দাস, তাহার গুরু দধিরাম দাস, তাহার গুরু বৃন্দাবন দাস, বর্ত্তমান মহন্ত প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ। এই মঠের অধীন জয়পুরে একটী শাখামঠ আছে, তথায় বিদুর গোঁসাই থাকেন। মঠ প্রাঙ্গণে দুইজনা মহন্তের

পাকা সমাধিও অপর কয়েকটীর মৃৎসমাধি। দধিবামন, রাধা-মাধব,গোপালজী আদি কয়েকটী বিগ্রহ নিত্যসেবা পাইতেছে।

২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে ষষ্ঠ পটাবাস হাইলেভেল প্রণালীর খোশালিপুর গ্রামে পড়িয়াছিল। প্রণালী হইতে কটক কলিকাতা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে হইবে, ও নেউলপুর রাস্তার ১॥০ মাইল দূর হইবে। প্রণালীর বামতীর পর্য্যন্ত মহাবিনায়ক পাহাড়ের পূর্ব্ব সীমা আসিয়াছে, সেই পাহাড়ের বায়ুকোণের অধিত্যকায় মহাবিনায়ক-ক্ষেত্রে পঞ্চ দেবের অর্থাৎ একখানা প্রস্তরে গণেশ, ভাস্কর, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি রহিয়াছে। আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাসনা স্বীকার করিয়াছেন। সেই পঞ্চবিধ উপাসনার সমষ্টি ও সামঞ্জস্য এইস্থানে হইয়াছে। যথা ;—

"নারায়ণে গণে রুদ্রেঽম্বিকায়াং ভাস্করে তথা।
ভেদাভেদো ন কর্ত্তব্যঃ পঞ্চদেবসমুদ্ভবে ॥"

ইত্যাদি বাক্য গণেশখণ্ডে দৃষ্ট হয়। তথাচ কেনোপনিষদে।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যাঁহাকে মনদ্বারা চিন্তা করা যায় না, মন যাহার দ্বারা চিন্তা

করিয়া থাকে, তাহাকে একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যিনি প্রাণদ্বারা আকৃষ্ট হন না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যিনি চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট নহেন কিন্তু চক্ষু যাঁহার দ্বারা দেখে, তাঁহাকেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যিনি বাক্যদ্বারা অভিব্যক্ত নহেন, কিন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥"

ইতি কঠোপনিষদ। ৫। ৯॥

যেমন অগ্নি এক কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ পাষাণাদিতে নানারূপ হইয়াছে, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অগ্নি হয়। সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্ব জীবের এক অন্তরাত্মা হইয়াও প্রতি রূপে অনেক রূপ হইয়াছেন। ইহাতেও পরমেশ্বরকে সগুণ নির্গুণ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাতে ও বিভুতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। সকল রূপেই তিনি উপাস্য হয়েন। ভাগবতে কহিয়াছেন। যথা ;—

"যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জ্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্॥"

যেমন একমাত্র (শুদ্ধগুণ-রহিত) বায়ু বিবিধ পার্থিব পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া, নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ যিনি মনুষ্যরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে মূর্ত্তিমান্, সেই জগদীশ্বর আমার মনোরথ সফল করুন।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"

ইতি কঠোপনিষৎ। ২। ২০॥

পরব্রহ্ম, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, বৃহৎ হইতে বৃহৎ, তিনি সকল জীবের অন্তরে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ শোক মোহের বশীভূত নহে, সে তাঁহার প্রসাদে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে।

"অস্তি দেবো পরব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলং শিবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোহদ্বয়ঃ॥"

ইতি গরুড়পুরাণে॥

পরব্রহ্ম এক, তিনি নিষ্কল, শিব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর নির্ম্মল ও অদ্বয়।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

ইতি কঠোপনিষৎ। ৫। ১২॥

এক পরব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি এক রূপকে বহুবিধ করিতেছেন, যেসকল জ্ঞানীব্যক্তি তাঁহাকে অন্তর মধ্যে সন্দর্শন করে, তাহাদেরই প্রকৃত সুখ উপলব্ধি হয়, অপরের সুখ কদাপি হয় না।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

ইতিকঠোপনিষৎ। ৬। ১২॥

ব্রহ্মকে বাক্য, মন বা চক্ষুদ্বারা লাভ করা যায় না; পরন্তু

'তিনি আছেন' এই জ্ঞান ব্যতিরেকে অপর কোনও উপায়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

অতএব পরব্রহ্ম এক নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ; সাধারণ লোক তাহা সহসা উপলব্ধি করিতে অক্ষম; সে কারণ, রূপ-কল্পনা হইয়াছে। তাঁহার নাম ও আকৃতিভেদ উপাসনার সুবিধার জন্যমাত্র, তদ্ব্যতিরেকে উপাসক আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। বস্তুত, সকলেই আপন আপন জ্ঞানে পরমাত্মারই উপাসনা করিবার নিমিত্ত রূপ-কল্পনা করিয়া থাকে, দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা মতভেদে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে কলহ করিতে দেখি।

ভক্ত রূপকল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, তখন উপাসক আপন আপন ভাবে পরব্রহ্মকে কল্পিতরূপে ভাবিয়া থাকেন মাত্র। পরব্রহ্ম এক হইলেও, পঞ্চবিধ উপাসনায় পঞ্চরূপে পরিণত হন। এই বিনায়ক-ক্ষেত্রে সেই পঞ্চবিধ উপাসনার সামঞ্জস্য করিয়া ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে। একটী চারি ফুট ব্যাসের প্রস্তরে গণপতি ভাস্করাদি পঞ্চমূর্ত্তির পঞ্চমুখ যথাক্রমে গণেশ, শিব, দুর্গা, ভাস্কর ও বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে। এইস্থানে পঞ্চদেবের মহারুদ্র অভিষেক ও পূজা হইয়া থাকে। যথা,—

"নমকং চমকঞ্চৈব পুরুষসূক্তন্তথৈব চ।
সদ্যো জাত ইতি জ্ঞাত্বা মহারুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

ইহার নমস্কার মন্ত্র যথা,—

"ধাত্রীয়ং যস্য পীঠং জলধরকলসো লিঙ্গমাকাশরূপম্
নক্ষত্রং পুষ্পমালা গ্রহগণসুষমা নেত্রমিন্দ্বর্কবহ্নিঃ।
কুক্ষিঃ সপ্ত সমুদ্রা গিরিশিখরভুজঃ সপ্তপাতালপাদম্
চত্বারো বাক্ চ বেদা বদনদশদিশং দিব্যলিঙ্গং নমামি॥"

এই ক্ষেত্রের বিষয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, উহা খোশালিপুর পোল হইতে তিন মাইল পশ্চিমে হইবে; আমরা কৌতূহলা-

ক্রান্ত হইয়া উহা দর্শন করিতে যাই। দেবালয়টী পাহাড়ের পশ্চিম উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত; ইহাও অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী অতি পুরাতন, সেণ্ট ষ্টোনে নির্ম্মিত; দেওয়ালের বহির্দ্দেশে অতি সুন্দর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। কালের বশে ছাদ পড়িয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি রাজা বৈদ্যনাথ মূল স্থানটীর উপর ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব এখনও মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ অনাবৃতরহিয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে ১০০ শত ফুট দূরে ও ৩০ ফুট উপরে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে জল আসিতেছে, জল আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ কুণ্ডে পতিত হইতেছে; সেই জলে দেবের অভিষেক হইয়া থাকে। মন্দিরের উত্তর দিকে দুইটী বাপী আছে, পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের অতিরিক্ত জল বাপীতে আসিয়া থাকে। প্রথম বাপীটী তপঃ-কুণ্ড, উহাতে স্নান করিলে পাপ নাশ হয়। দ্বিতীয় বাপীটী তলকুণ্ড অর্থাৎ নিম্নকুণ্ড। মন্দির প্রাঙ্গণ সাধারণ জমী অপেক্ষা ১৪।১৫ ফুট উচ্চ হইবে ও তাহাতে উঠিবার ২২টী ধাপবিশিষ্ট সোপান রহিয়াছে। দেবালয়ের পূজা করিতে চারি ঘর ব্রাহ্মণ, গোপাল পাণ্ডা, কৃত্তিবাস পাণ্ডা, কেশবদাস পাণ্ডা ও জগুবর পাণ্ডা নিয়োজিত আছে, তাহারা ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া থাকে। এই স্থলে জগন্নাথজীউ আছেন। ইহা বৈষ্ণব মহন্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান মহন্ত লছমন্‌দাস তাঁহার গুরু রঘুবরদাস, ইহার সমাধি আর্কপুরিতে হইয়াছে। তাহার গুরু ভগবানদাস ও তাহার গুরু গৌরচন্দ্রদাস, ইহাদিগের সমাধি মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে। লছমন্‌দাস জাতিতে উৎকল বৈষ্ণব, সংস্কৃতান-ভিজ্ঞ। ইহার আশ্রম, মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে। আশ্রমের উত্তরদিকে গোপীনাথ জীউর পুরাতন আলয় ও দক্ষিণদিকে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে এই নূতন বৈষ্ণব মন্দিরে কুৎসিত মূর্ত্তি

থাকিয়া, বৈষ্ণবদিগের কুরুচির পরিচয় দিতেছে। মোহন্তজীউ মোহন্তবংশের উৎপত্তির বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। মোহন্তের বাঁধাহুকা, খাটে বসিবার বিছানাদি রাকিয়া, সন্ন্যাসধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে। অধিকন্তু গাঁজা ধূমপান আর একটি বিলাসের চিহ্ন। ইনি হৃদয়ানন্দ দাস নামে কোন বৈষ্ণবকে চেলা-স্বরূপে লইয়াছেন। ইনি মোহন্তজী অপেক্ষা মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মন্দির প্রাঙ্গণে আসিবামাত্রই ইহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সঙ্গে থাকিয়া সযত্নে দর্শনোপযোগী স্থান ও মূর্ত্তিদর্শন করাইয়া, মহারুদ্রাভিষেকের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এখানেও অভিষেকের বন্দোবস্ত ও দক্ষিণদেশের মতন; বৈদিকমন্ত্র যথারীতি স্বরের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তেলুগুদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, এখানে বৈদিকমন্ত্র পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমাদের অনুরোধে মহিম্নস্তোত্র, দেব সহস্র নাম, শ্রীসূক্ত, পুষ্পমন্ত্রাদি পঠিত হইয়াছিল; আমরা অভিষেকাদি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য এপ্রদেশে এই দেবের উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। প্রতি সোমবারে বহুলোক সমাগত হইয়া, দেবদর্শন, খেচরান্নের ও মিষ্টান্নের ভোগ দিয়া থাকে। ধনুঃসংক্রান্তিতে, মকরসংক্রান্তিতে, শিবরাত্রে ও জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তিতে বহু সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে। শুনিলাম, উৎকট রোগশান্তির জন্য লোকে দেবের ব্রত লইয়া থাকে, ও হত্যা দিয়া ঔষধ পাইয়া থাকে। যাহা হউক স্থানটী অতি মনোহর, অধিত্যকা বলিয়া, উত্তর ও পশ্চিমদিকের দৃশ্য অতি চমৎকার, পূর্ব্ব ও দক্ষিণের দৃশ্য পর্ব্বতে ঢাকা। অনেকগুলি পুরাতন আম্র, কাঁঠাল, চম্পক বৃক্ষ থাকিয়া স্থানটী অতি মনোহর করিয়াছে। অনেকগুলি নারিকেল ও আম্রবৃক্ষ প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এই প্রকার মনোহর স্থান, সিংহাচলের মাধবধারায় দেখিয়াছিলাম। তবে

প্রভেদ এই, তথাকার ধারা, এখানকার ধারা অপেক্ষা চারিগুণ অধিক। এখানে মহন্তাদি দ্বাবিংশ লোক অধিবাস করিয়া থাকে, তথায় কেহই থাকে নাই। এস্থান জঙ্গলের মধ্যে এবং বাপীদ্বয়ের জল অতি সন্নিকটে বলিয়া রাত্রিতে বনচর অর্থাৎ চিতা, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদি আসিয়া থাকে, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রাঙ্গণস্থ কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।

দেবালয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ৫০০শত টাকার উপর হইবে। ভোগান্ন আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগকে বিতরিত হইয়া থাকে; ভোগ প্রস্তুতের জন্য প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটী পাকা ঘরও আছে। পর্ব্বতের নিম্নে যে স্থান হইতে অধিত্যকার চাল চড়াই সুরু হইয়াছে, তথায় নারায়ণ দাস নামে কোন দিল্লীনিবাসী সাধু এক বৃহৎ বাপী প্রস্তুত করিয়া, যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই বৃদ্ধ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া, ১০ বৎসর পূর্ব্ব দক্ষিণদেশে আসিয়া, এই তীর্থসেবায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে এবং দেবালয় প্রাঙ্গণে অনেকগুলির বৃক্ষ প্রস্তুত করিতেছে ও পূর্ব্বোক্ত বাপীর ধারে গুহা প্রস্তুত করিতেছে। বাক্যালাপে বুঝিলাম, তিনি সেই গুহায় থাকিয়া, অবশিষ্ট কাল ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত দেবালয় হইতে দুই মাইল দূরে দর্পণ কেল্লা। পাঠানদিগের সময় কোন ক্ষত্রিয় মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, তদানীন্তন শাশনকর্ত্তার আদেশে দর্পণকেল্লা নামক ভূভাগ জায়গীর পাইয়াছিল। তৎকালে উহা দীর্ঘপ্রস্থে প্রায় ১৬ মাইল ছিল, তদ্বংশীয়েরা করদ হইয়া উহা শাসন করিত। উড়িষ্যা ইংরাজ হস্তগত হইলে, দর্পণাধিপ জমীদারশ্রেণীভুক্ত হইয়া, নির্দ্ধারিত জমা দিবার কবুলতি দিবার সনন্দ পাইয়াছিল। কমবেশ ৪০শ বৎসর পূর্ব্বে দেয় জমার টাকা নির্দ্ধারিত সময়ে

কলেক্টরীতে দাখিল না করাতে উহা নীলামে ১২০০০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়া যায়। রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের পিতা তাহা ক্রয় করেন। তদবধি পণ্ডিতজীরা দর্পণ ষ্টেটের অধিকারী হইয়াছে। পূর্ব্ব মহম্মদীয় অধিকারীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দর্পণ দুর্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিতেরা নূতন আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া, কোটরাক্ষীর মন্দির ও জগন্নাথজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীরা কটকে বাস করিয়া থাকেন। এই ষ্টেট ১০১ বর্গ মাইল বিস্তৃত হইবে।

খোশালিপুরের পোল হইতে ভাবী রেলপথ পশ্চিম উত্তর বুরঙ্গল পাহাড়ের পূর্ব্ব ও বালগিরি পাহাড়ের পশ্চিম হইয়া আড়াই মাইলের পর উত্তরাভিমুখে মুরারিপুরের ভিতর দিয়া থানবাড়ির পশ্চিম ও গৌড়বুড়া পাহাড়ের পূর্ব্ব হইয়া পান্তরির ভিতরে আইসে; তথা হইতে বায়ুকোণে কস্তুরী, পচকুণ্ডী, ও বেতমালির ভিতর হইয়া জেনাপুরের পশ্চিমভাগ দিয়া মুস্‌জিৎ-পুরের ধার হইয়া বৃন্দাদেপুর সামিলতরাস গ্রামের ধারে উত্তরাভিমুখে ব্রাহ্মণী নদী পার হইয়াছে। তন্মধ্যে গৌরবুড়া একটী তীর্থস্থান, ব্রাহ্মণী-আনিকটের জন্য জেনাপুর প্রসিদ্ধ।

১১ই ফেব্রুয়ারি আমাদিগের সপ্তম পটাবাস, ইনামনগরের লগপোলের নিকট আইসে। ইহা হাইলেভেল প্রণালীর ২৬ মাইলে স্থিত। কিন্তু গণ্ডগ্রামখানি ২৭॥ মাইল দূরে ব্রাহ্মণীতীরে অবস্থিত। এখান হইতে গৌরবুড়া, দেড় মাইল পশ্চিমে হইবে, ইহা কোয়ার্ট্‌জ পাহাড়ের (অকর্ম্মণ্য শিলা) উপরে স্থিত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড মাত্র। কিন্তু লকপোল হইতে দেখিতে বোধ হয় যেন কোন বৃদ্ধ হাটু গাড়িয়া, অথবা কোন বৃহৎ পক্ষী বসিয়া আছে, লোকে কহিয়া থাকে, পুরাকালে কোন বৃদ্ধ গৌড় উক্ত পর্ব্বতোপরি বসিয়া মহিষ চরাইতে চরাইতে বিশেষ কোন কারণে প্রস্তরীভূত হইয়া তদবধি পূজা পাইতেছে। আমরা তাহা সন্দর্শন করিতে

যাইয়া দেখিলাম কোয়াৰ্ষ্ট পাহাড়ের এক খণ্ড শিলা দীর্ঘপ্রস্থে ৩০ ফুট, উৰ্দ্ধে ৪০ ফুট, তদোপরি তিন খণ্ড প্রস্তর উপর্য্যুপরি রহিয়াছে। ঐ প্রস্তর ত্রয় পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২ ফুট, উৰ্দ্ধ ২৫ ফুট হইবে। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তার, নিম্নের খানি ৮ ফুট, মধ্যের খানি ১২ ফুট হইতে ১৪ ফুট এবং উপরের খানি প্রায় ৬ ফুট হইবে। দূর হইতে উপরের প্রস্তর ত্রয়ে একটী বৃদ্ধ মনুষ্য বা পক্ষীর অবয়ব বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। দক্ষিণদেশে অনেক স্থানে পর্ব্বতোপরি ঐ প্রকার বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড থাকিতে দেখিয়াছি, সেই সকল দেখিলে দূর হইতে তাহাদের নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে, এমন কি ক্ষুদ্র পাহাড়কে হস্ত্যাদি সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। যথা—মধুরাপুরীর হস্তীমলয়, পশুমলয়, (গাভী পাহাড়); বিজয়বাড়ার দক্ষিণে স্বর্ণগিরি নামক পাহাড়ের দৃশ্য দূর হইতে হস্তীর সদৃশ। সে যাহা হউক, বুড়াগৌড়ের পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে জঙ্গল। বলাইচাঁদ দাস নামে কোন ব্যক্তি ৯ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তথায় আশ্রম করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, সে মধুপুর কেল্লার অন্তর্গত কোন গ্রামে বাস করিত। সে তাহার এক মাত্র কন্যার বিবাহাদি কার্য্য শেষ করিয়া দণ্ডবৎ গণ্ডী দিয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিয়াছিল, তথায় স্বপ্নে আদিষ্ট হয় যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুড়াগৌড়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে দেহান্তে মুক্তি পাইবে। সে ব্যক্তি আদিষ্ট হইবার পরে পুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্য মধ্যস্থ পর্ব্বত পাদদেশে কুড়ে ঘর তৈয়ার করিয়া গৌড়বুড়ার সেবায় দিনাতিপাত করিতেছে। সেই ব্যক্তি তথায় একটী কূপ খনন করিয়া জলাভাব দূর করিয়াছে; স্বহস্তে জঙ্গল কাটিয়া এক দিকে কদলী অপর দিকে আম্রাদির বাগান তৈয়ার করিয়াছে। উহার প্রাঙ্গণ মধ্যে রাত্রে ভল্লুক ও চিতাব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু সকল আসিয়া থাকে, কিন্তু

এ পর্য্যন্ত তাহারা কাহারও অনিষ্ট করে নাই। সে কহিল পূর্ব্ব হইতেই গৌরবুড়া পূজা পাইত, তবে তথায় তাহার আসিবার পর হইতে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন দিবস ৫০ জন যাত্রীর উপরও হইয়া থাকে। যতদূর জানিতে পারা গেল তাহাতে বুঝিলাম, ইহা গোপাদি সাধারণ চতুর্থ বর্ণের দেবতা। ইহার পূজায় বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয় না। যাত্রী যথাসাধ্য ভোগ দ্রব্য, পুষ্প সিন্দূরাদি লইয়া আইসে; প্রস্তর খণ্ডে অর্দ্ধচন্দ্র (৮) সিন্দূর রেখার মধ্যস্থলে সিন্দূর বিন্দু (আমাদিগের অর্দ্ধ-চন্দ্রের মত) করিয়া সেই শিলাখণ্ডোপরি ফুলমালা প্রদান করত ভোগান্ন সম্মুখে ধরিয়া ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়া থাকে। বলাই দাস ভোগ প্রসাদ কিঞ্চিৎ লইয়া যাত্রীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধির আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকে। বলাইদাস প্রমুখাৎ স্বপ্নাদি বার্ত্তা সত্য হইলে, উহা গৌরবুড়ার প্রস্তরীভূত মূর্ত্তি না হইয়া বিষ্ণুর প্রিয় বাহন বৃদ্ধ গরুড় পক্ষীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি হইবে। জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে সমারোহে যাত্রা হইয়া থাকে। তৎকালে দূরদূরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া গৌরবুড়াকে সন্দর্শন ও তাহার ভোগ প্রদান এবং আপন ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনাদি করিয়া থাকে।

হাইলেভেল প্রণালীর ২৯ মাইলে যে সেতু আছে, তথা হইতে নৈর্ঋত কোণে ২ মাইল দূরে পাহাড়ের উত্তর গাত্রে বহু দূর বিস্তৃত জঙ্গলি বংশোদ্যানে বেষ্টিত মধুপুরীর কেল্লা অব-স্থিত। পূর্ব্বে তথায় ক্ষত্রিয় বংশীয় করদসামন্ত রাজা থাকিত। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা, ইংরাজ-বাহাদুরের হস্তে আসিলে, দুর্গাধিপ কবুলতি দিয়া সনন্দ লইয়া জমিদারে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাবালক নারায়ণচন্দ্র বর্ম্মা কোর্ট অফ ওয়ার্ডের তত্ত্বাব-ধানে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইহার প্রপিতামহ সুদর্শন বর্ম্মা, প্রথম রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া মধুপুরে ৺ জগন্নাথ জীউর ও ৺ গোপাল জীউর মন্দির এবং গোপাল বাপী নির্ম্মাণ করেন,

এবং কয়েকখানি গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে খয়রাৎ দেন। ব্রাহ্মণীনদীর বামতীরে শৃঙ্গপুরপল্লীতে ইহাদিগের আর একটী ভবন আছে, তথায় এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে শ্রীনারায়ণস্বামী থাকিয়া নিত্যসেবা পাইয়া থাকেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাগে পাঠান সেনানায়ক কালাপাহাড়ের বিজয় দুন্দুভি নাদ শ্রবণ করিয়া ৺স্বামীজীউ ভয়ে জলমধ্যে লুক্কায়িত হন, ও তদবধি জল মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সে যাহা হউক, নারায়ণ শব্দে নারা (জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয় স্থান) যার, এইরূপ অর্থ করিলে নারায়ণ যে জলবাসী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? রাজাদিগের মধুপুরের প্রাসাদ ও প্রাসাদ-বাটীর প্রাচীর সামান্য, তাহা বংশোদ্যানে পরিবেষ্টিত বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা মধুপুর কেল্লা লুঠ করিতে পারিত না, মধুপুর ষ্টেট্ ৬০বর্গ মাইল বিস্তৃত। আয় ৪০ হাজার টাকা, দেয় কর ৬১৭৫৲ টাকা মাত্র।

১৫ ফেব্রুয়ারিতে হাইলেভেল প্রণালীর ৩২ মাইলে ব্রাহ্মণীর তীরে ব্রহ্মপুর গ্রামের অমৃতমোহনী নামক উদ্যানে পটাবাস আইসে। ইহা ৬৪ পাড়া কেল্লার অন্তর্গত; তথাকার দামোদর মহাপাত্র, এই উদ্যান ৺ জগন্নাথদেবের নামে দান করিয়াছিল; ইহার উপস্বত্ব তাঁহার ভোগার্থ প্রতি বৎসর পুরীতে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বোক্ত দামোদর মহাপাত্র, জেনাপুরে একটী শৈব মঠ ও বৃন্দাদৈপুরে বৈষ্ণব মঠদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন। শৈব মঠের বর্ত্তমান মহন্ত নাবালক; তাহার নাম বাসুপুরী, তাহার স্বামী ভগবান পুরী, তস্য স্বামী গঙ্গাপ্রসাদ পুরী ও তস্য স্বামী শ্যামপুরী। বৈষ্ণব মঠদ্বয়ের অধিকারী মঙ্গলদাস ও অর্জ্জুনদাস। উভয় মঠে সাধু বৈষ্ণব প্রসাদ পাইয়া থাকে। দামোদর মহাপাত্রের প্রপৌত্র দিবাকর মহাপাত্র, তিনিই বর্ত্তমান তালুকদার। ষ্টেটের আয় দুই হাজার টাকা, দেয় জমা ১৩৩৲ টাকা মাত্র।

জেনাপুরের উপর ব্রাহ্মণীতে আনিকট হইয়াছে। হাইলেভেল প্রণালী, এই স্থানে ব্রাহ্মণী পার হইয়া পাটিয়া নদীর উপর হইয়া লকপুল দিয়া দ্বিতীয় রেঞ্জ প্রণালী একোয়াপদের দিকে গিয়াছে। এখানে পূর্ত্তবিভাগের সবডিভিজনের কর্ম্মচারী আসিয়া থাকেন।

ঢেঁকানলের অন্তর্গত কপিলা শৃঙ্গে কোপিলেশ্বর দেবের প্রসিদ্ধ মন্দির। তাহার অপর নাম চন্দ্রশেখর। তথায় যাইতে হইলে চৌষট্টিপাড়া হইয়া কাশীপুরের ১০ মাইল ব্রাহ্মণীর দক্ষিণ তীরে যাইয়া তথা হইতে গোদিয়া ৪ মাইল, তথা হইতে ঝরদ ৫ মাইল, ও তথা হইতে দেবগ্রাম ৬ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। এই গ্রাম পাহাড়ের উপত্যকাতেই অবস্থিত। এখান হইতে পাহাড়োপরি উঠিবার রাস্তা দুই মাইল হইবে। ইহাতে উঠিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। কটক হইতে ঢেঁকানল ১২ ক্রোশ ও তথা হইতে কপিলেশ তিন ক্রোশ মাত্র। মহা নদীর তীর হইয়া নবপত্তন গ্রাম হইয়া অষ্টগড়ের ভিতর দিয়া ঢেঁকানলের একটী নূতন রাস্তা হওয়ায় কপিলেশে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। কপিলেশ পাহাড় ২০৯৮ ফুট উচ্চ, ইহা উত্তর ২০।৪০।৪০ অক্ষরেখার পূর্ব্ব ৮৫।৪৮।৫৩ দ্রাঘিমায় ঢেঁকা নল ও অষ্টগড়ের সীমানায় অবস্থিত। দেবালয়টী পাহাড়ের সর্ব্বোপরি না হইলেও অনেকটা উপরে স্থিত। ১৫ ফুট দীর্ঘে ১৫ফুট প্রস্থে ও ৪০ ফুট ঊর্দ্ধে হইবে। দেবালয় হইতে ৫০ ফুট উপরে একটী ঝরনা আছে, তাহা হইতে জল দেবালয়ের পূর্ব্ব ভাগ দিয়া দেবগ্রামে আইসে।

এ প্রদেশে কপিলেশ্বরের উপর, লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। শিবরাত্রি উপলক্ষে যে যাত্রা হয়, তাহাতে দশ হাজারের উপর লোক সমবেত হইয়া তিন দিবস ধরিয়া দেবদর্শন ও অভি- ষেকাদি করিয়া আপন আপন ইষ্টসিদ্ধির কামনা করিয়া

থাকে। এখানে মোহন্ত, চারি জন পূজারি, মালী, পাচক ও বিশ জন গৌড়ীয় গোপ থাকে। ভোগ প্রাতে অন্ন, অপরাহ্নে মিষ্টান্ন ও রাত্রে অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। ঢেঁকানলের রাজা দেবালয়ের ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। পাহাড়ের শিখরদেশে যে অধিত্যকা আছে, তাহাতে বেশ স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের আবাস ভূমি হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ঝরনার জল স্বাস্থ্যকর বলিয়াপ্রসিদ্ধ।

এস্থলে ব্রাহ্মণী নদীর বিষয়ে দুই এক কথা বলা আবশ্যক, ইহা ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারদাগা পাহাড় হইতে উদ্ভূত হইয়া উড়িষ্যার করদরাজ্যে, তালচর ষ্টেটে আসিয়া ঢেঁকা নগরের ভিতর দিয়া, কটক বিভাগে বলরামপুরের নিকট হইয়া, জেনাপুরে আসিয়াছে। ইহার বামতীর হইতে খরস্রোতা ও পাটিয়া শাখা নদীদ্বয় দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা নব নদীর অন্তর্গতা। যথা,—

"আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়া চ পুনঃপুনা।
তৃতীয়া কথিতা রেবা চতুর্থী জাহ্নবী স্মৃতা॥
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরণী তথা।
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতা নবধা ভুবি সংস্থিতা॥"

নাম উৎপত্তি বিষয়ে কিংবদন্তী আছে যে, পুরাকালে কোন ব্রাহ্মণ-তনয়া, এই নদীতীরে তপস্যা করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রার্থনায় নদী ব্রাহ্মণী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

২২ ফেব্রুয়ারি আমাদিগের পটাবাস চকুয়া নামক পল্লীতে আইসে; ইহা সুকুন্দিয়া ষ্টেটের অন্তর্গত। সুকুন্দিয়া ষ্টেট, এক সময়ে উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্য ছিল; কিন্তু উড়িষ্যা প্রদেশ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের হস্তগত হইলে, ইহার অধিপতি ৫৫০০ কাহন কড়ি জমার কবুলতি দিয়া সনন্দ পাইয়া, জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছে। ষ্টেটের অধিকাংশ, জঙ্গলে ও পাহাড়ে পূর্ণ। রাইহ্ পরিমাণ ১১৬ বর্গমাইল হইলেও আয় ২০ হাজার টাকার

উপর নহে। রাজধানী সুকুন্দিয়া, এখান হইতে ১০ মাইল জঙ্গলের ভিতর, প্রাসাদবাটী কাঁচা। ২০ বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দ ভূপতি হরিশ্চন্দ্র মহাপাত্র এই চকুয়াতে এক মঠ স্থাপন করিয়া ৫০টাকা বৎসর আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই মঠে সর্ব্ববিধ দেবমূর্ত্তি, পূজা পাইতেছেন, মঠাধিপতি ওড্রবৈষ্ণব।

ভাবী রেলপথ ব্রাহ্মণী পার হইয়া মন্ত্রিরা গ্রামের মধ্য হইয়া, মন্ত্রিরাপাটের (হ্রদ) উপর দিয়া ঈশানকোণে যাইয়া, যোড়াবর হইয়া, দলীপুরে আসিয়াছে।

সুকুন্দিয়ার অগ্নিকোণে এক বৃহৎ হ্রদ দৃষ্ট হয়, ইহা বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে ৬ মাইল দীর্ঘ, অর্দ্ধ হইতে দেড় মাইল প্রস্থে হইবে। এপ্রদেশে ইহাকে পাঠ বা কুণ্ড কহে। এ পাঠের দক্ষিণপার্শ্বে মস্তেরা, চক্রপদ, খড়িপড়িয়া, ধারপোদা, বামুনগা, শিববাটী ; উত্তরতীরে জগডু, ছত্রকোণা, কুমিরপড়িয়া, মস্তপুর, মতিকর, নবঙ্গ, ও শোলগড়িয়া আদি পল্লী আছে। মধ্যে মধ্যে ভীষণ আরণ্যপশু সঙ্কুল জঙ্গল, আবার জলে বৃহৎ বৃহৎ মকর ও নানাবিধ জলচর পক্ষী বাস করিতেছে। এই জঙ্গলে সম্প্রতি ৫টী মনুষ্যকে ব্যাঘ্রে লইয়াছে। জলে কোন গোপ মহিষের লাঙ্গুল ধরিয়া যাইবার সময় মকরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এখানে উপরে বাঘের ভয়, জলে কুমিরের ভয়।

এই পাটের অগ্নিকোণে প্রসিদ্ধ ব্যাস-সরোবর ; বর্ষায় পূর্ব্বোক্ত পাট ও সরোবর এক হইয়া যায়, গ্রীষ্মে পৃথক্ থাকে। সরোবরটী নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ ; দামে পরিপূর্ণ, এক ধারে দাঁড়াইয়া জলে নাচিলে অপর দিক্ পর্য্যন্ত দুলিতে থাকে। কিংবদন্তী এই যে, পুরাকালে ভগবান্ ব্যাসদেব এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবভয়ে দ্বৈপায়নহ্রদে আশ্রয় লইবার পরে, গদাযুদ্ধে ভীম তাহার উরুভঙ্গ করে। এপ্রদেশে লোকের বিশ্বাস ইহাই.

ভারতোক্ত দ্বৈপায়নহ্রদ, ও ইহার তীরে গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হইয়াছিল। এখানে বউতিবুড়া, বেগুণেচুয়া, ও গুপ্ত-গঙ্গা এই তীর্থত্রয় রহিয়াছে; লোকের বিশ্বাস যে, গুপ্তগঙ্গা ও ব্রাহ্মণীতে অন্তঃশিলায় সংযোজনা থাকায়, প্রতি দ্বাদশীতে গুপ্তগঙ্গার জল বৃদ্ধি হইত। ব্রাহ্মণীতে আনিকট হওয়াবধি গুপ্তগঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়া বন্ধ হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র অধিকারের প্রারম্ভে, অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রঘুজী নামে কোন মহারাষ্ট্রীয় শ্রীবৈষ্ণব সন্ন্যাসী, ব্যাস-সরোবরে আসিয়া তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন; পরে জীবিতাবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্য পরম্পরা ৪ পুরুষ সন্ন্যাসী ছিল। তৎপরে, ১০ দশ পুরুষ গৃহী হইয়াছে, বর্ত্তমান ভগবান্ দাস, রঘুজী হইতে পঞ্চদশ। ভগবান্ দাসের স্বামী গোবিন্দদাস, তস্য স্বামী গঙ্গারামদাস, তস্য স্বামী গোপীনাথ দাস, তস্য স্বামী মথুরানন্দ দাস, ইহারা উৎকলবাসী শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী, চতুর্দ্দশ শিষ্যেরই সমাধি এখানে দৃষ্ট হইল। প্রত্যেক সমাধির উপরে লিঙ্গাকৃতি শীলাখণ্ড থাকিয়া সমাধিস্থান জ্ঞাপন করিতেছে। রঘুজীর সমাধির উপর একটী মণ্ডপ সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার সম্বন্ধে আর একটী কিংবদন্তী এই যে, তিনি ষড়াঙ্গযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্যাঘ্রবাহনে যাতায়াত করিতেন; তথায় একটী ক্ষুদ্র সিংহবাহন প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে, তাহাই রঘুজীর ব্যাঘ্রবাহনমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। তাহার নিত্যসেবা হইয়া থাকে। ব্যাসজীর মূর্ত্তি, নরসিংহ মূর্ত্তি, দুর্য্যোধন মূর্ত্তি, কদলী ঠাকুরাণী, রঘুজী ও তাঁহার ১৪ শিষ্যের নিত্য পূজা হইয়া থাকে। মাঘ শুক্ল একাদশী উপলক্ষে নবমী হইতে তিন দিবস মহাসমারোহে যাত্রা হইয়া থাকে; তৎকালে ৪।৫ হাজার লোক একত্র সমবেত হইয়া রঘুজীর পূজা করিয়া, আপন আপন অভি-লাষ প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃতবৎসা নারীগণ উক্ত

সরোবরে স্নান করিয়া রঘুজীর পূজা করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয়। এই তীর্থ জঙ্গলের মধ্যে বলিয়া ভগবানদাস নিকটস্থ গ্রামে বাস করিতেছেন। ফকিরদাস, সনাতনদাস ও নন্দদাস বৈরাগী ত্রয় তীর্থস্থানে থাকেন। স্বকুন্দিয়া ষ্টেট হইতে তীর্থ ব্যয়ার্থ ৬০ মান (ইং ৬০ একার) পরিমিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সরোবরটী ওড্রদেশ প্রোক্ত ৪টী সরোবরের অন্যতম যথা,—১ মানসরোবর বদরীতে, ২ পিপা-সরোবর দ্বারকায়, ৩ ব্যাস-সরোবর স্বকুন্দিয়াতে, ৪ বিন্দুসরোবর ভুবনেশ্বরে।

ভাবী রেলপথ, প্রারম্ভ হইতে সর্ব্বত্রই পাহাড় ও হাইলেভেলের প্রণালীর মধ্য হইয়া কখন জঙ্গল, কখন কর্ষিত জমির উপর দিয়া আসিতেছিল। চকুয়া হইতে দোলিপুর পর্য্যন্ত ভীষণ জঙ্গল থাকায়, রজনীতে তথায় চিতাবাঘ ও ভল্লুক যথেষ্ট পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। দোলিপুর হইতে অবশিষ্ট ভাবী রেলপথে জঙ্গল অধিক পড়ে নাই। এস্থান হইতে ঈশানকোণ হইয়া ঘনশ্যামপুরে বৈতরণী নদী পার হইবে।

১৪ মার্চ্চ আমাদের পটাবাস দোলিপুর হইতে উঠাইয়া, তারাকোট নামক গ্রামে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিবস প্রত্যূষে বৈতরণীনদী-তীরে ঘনশ্যামপুরে আসি। তারাকোট একটী গণ্ডগ্রাম, এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও বঙ্গীয় বাঢ়ী-কায়স্থের বাস। ঘনশ্যামপুরে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া ১৯ মার্চ্চ তারিখে যাজপুর সন্দর্শন করিতে যাই।

যাজপুর* বৈতরণীর তীরে, উত্তর ২০।৫০।৪৫ অক্ষরেখায় এবং ৮৬।২২।৫৬ দ্রাঘিমায় স্থিত; ইহা এক সময়ে উড়িষ্যার কেশরী

* আমরা দোলিপুর থাকিবার সময় যাজপুরনিবাসী ভগবৎ দেবশর্ম্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে যজুর্ব্বেদান্তর্গত বিরজা তাপনী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। এই তাপনী এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়

রজাদিগের রাজধানী ছিল; ইহার অপর নাম যজ্ঞপুর। বরাহ মন্দির হইতে নদীতে যে বাঁধান ঘাট আছে, তাহা দশাশ্বমেধের ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। বেদ অপহৃত হইলে ব্রহ্মা এইস্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়া বেদোদ্ধার করেন। এক্ষণে, যাহাকে হরমুকুন্দপুর কহে, তাহাই যজ্ঞস্থল ছিল।

নাই। যাজপুরের ব্রাহ্মণমাত্রেই এই তাপনী নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে জ্ঞানোদেশ নাই, পরন্তু যাজপুরের ভৌগলিক বিষয় এক প্রকার সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া তাহার সারাংশ ভাষায় উদ্ধৃত করিলাম।

"বিরজাক্ষেত্র। তথায় ব্রহ্মা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথায় দিব্য দশসহস্র বিপ্র বাস করেন। ব্রহ্মযজ্ঞকুণ্ড হইতে যজ্ঞবরাহ ও বিরজা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বৈতরণীতটে বরাহদেব থাকেন; ক্রোশান্তরে বিরজা থাকেন। সেই বরাহদেবের পৃষ্ঠভাগে ভোগবতী গঙ্গাতীর্থ। তাঁহার সম্মুখে শতধেনু, দূরে স্বর্গদ্বার। যেখানে বিরজাদেবী আছেন, তাহার সন্নিকটে গয়াসুরের নাভিকুণ্ড; তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে ব্রহ্মার শুভস্তম্ভ। দেবী ও দেবের মধ্যে হংসরেখা, পদ্মরেখা ও চিত্ররেখা নামে স্রোতত্রয়। গুপ্তগঙ্গা, মন্দাকিনী ও বৈতরণী নামে তীর্থত্রয়। বৈতরণীতটে অষ্টমাতৃকা দেবী; সেখানে মুক্তীশ্বর মহাশম্ভু আছেন; তাঁহার পশ্চিমভাগে অন্তর্ব্বেদী, এই অন্তর্ব্বেদীতে ব্রহ্মা যজ্ঞকালে দেবতাদিগের সভা হইয়াছিল। তথা হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে উত্তরবাহিনী তীর্থে সিদ্ধলিঙ্গ। অশোকাষ্টমীতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তথায় যাত্রা হইয়া থাকে। সেই সিদ্ধলিঙ্গ হরিহর একাত্মা (অর্থাৎ হরিহর সম্মিলন)। সেই তীর্থে কুরুবংশীয় প্রদ্যুম্ন তপস্যা করিয়াছিল। বিরজার দক্ষিণে সোমতীর্থ; সোমেশ্বর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ। তাহার পূর্ব্বভাগে ত্রিকোণ নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ। তাহার পূর্ব্বভাগে গোকর্ণ নামে তীর্থ। বরাহ এবং বিরজার মধ্যভাগে অখণ্ডেশ্বর অবস্থিত আছেন। বরাহের পূর্ব্বভাগে কিঞ্চিৎ দূরে গুপ্তগঙ্গা তীর্থে গঙ্গেশ্বর, তাহার নিকট পাতালগঙ্গা; তাহার উত্তর বারুণীতীর্থ। বিরজার চতুষ্পার্শ্বে অষ্ট শম্ভু, দ্বাদশ ভৈরব ও দ্বাদশ মাধব। বিরজা-ক্ষেত্রের অবয়ব দুই যোজন বিস্তৃত শকটাকৃতি; তাহার তিন স্থানে বিল্বেশ্বর খিলাটেশ্বর ও বটেশ্বর শম্ভু ত্রয়। এই ক্ষেত্রে অপর অনন্তকোটি লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। এইস্থানে ১০ সহস্র বেদপারগ, ষট্‌কর্ম্মরত বিপ্র বাস করিতেছেন।"

সেই যজ্ঞে সর্ব্ব দেবদেবীগণ আহূত হন; যজ্ঞারম্ভে দুন্দুভিধ্বনি হইলে দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমন করিবেন, এই প্রকার নিয়ম হইয়া থাকে।

যাজপুরের উত্তর কিঞ্জোরসামন্ত করদ-রাজ্য; ইহার পশ্চিম অংশে গোনাসা নামে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বৈতরণী উদ্‌ভূত হইয়া, পূর্ব্ব উত্তর বাহিনী হইয়া সিঙ্গভূম সীমানায় আসিয়াছে; তদনন্তর, কিঞ্জোররাজ্য অতিক্রম করিয়া, বালীপুর হইয়া যাজপুরের মধ্য দিয়া ডেম্‌রায় আসিয়াছে। বালীপুর হইতে ডেম্‌রা পর্য্যন্ত বালেশ্বর ও কটক বিভাগের সীমা মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার এক শাখা, বুড়া নামে প্রসিদ্ধ, তাহা খরস্রোতায় মিলিয়াছে। ইহার এক করদ নদী কুশাই নামে প্রসিদ্ধ; ইহার অপর নাম কুশভদ্রা। কুশভদ্রারতীরে কুশলেশ্বর নামে এক মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন; ইহা কপিলেশের চন্দ্রশেখরের ন্যায় অনাদিসম্ভূত। ইহাঁর উপাসনা করিয়া কিঞ্জোরাধিপতি কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে এই কুশলেশ্বরের নামে ব্রত গ্রহণ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকে।

বৈতরণী-মাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌরবৎসরে ব্রহ্মা যাজপুরে যজ্ঞ করিবার কল্পনা করিয়া দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই বৎসরের চাতুর্ম্মাস্যের সময়ে কিঞ্জোরের পশ্চিমভাগে পুরাতন সৌরাষ্ট্রদেশে শবরেরা ভাদ্রপূর্ণিমাতে উৎসব উপলক্ষে দুন্দুভিধ্বনি করিলে লোকপাবনী বিষ্ণুপাদসমুদ্ভবা বৈতরণী সেই দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার যজ্ঞদুন্দুভিধ্বনি ভাবিয়া স্বর্গ হইতে গোনাসার শিখরদেশে অবতীর্ণা হইয়া শবরদেশের মধ্য হইয়া একোয়াপদার সন্নিহিত যমেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কহেন, "হে ঈশ্বর! ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল কোথায়? এবং আপনি কি নিমিত্ত এখনও তথায় গমন করিতেছেন না?" মহাদেব বৈতরণীর বাক্য শ্রবণ

করিয়া কহিলেন, "হে বৈতরণি! এখন চাতুর্ম্মাস্য, এ সময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হয় না, যজ্ঞের প্রশস্ত সময় মধুমাস, তুমি শবরদিগের বাদ্য শ্রবণে ভ্রমে পড়িয়া উপগতা হইয়াছ মাত্র।" বৈতরণী তৎ শ্রবণে লজ্জিতা হইয়া 'খরস্রোতায়' মিলিত হইলেন, এজন্য একোয়াপাদ হইতে খরস্রোতা পর্য্যন্ত ধারা 'বুড়া-বৈতরণী' নামে অদ্যাদি প্রসিদ্ধ আছে। এদিকে বসন্তঋতু সমাগমে যজ্ঞারম্ভ সময় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা যথারীতি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর, আহূত দেব, দেবী, দেবর্ষি, রাজর্ষি আদি আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু একা বৈতরণী অনুপস্থিতা ছিলেন; ব্রহ্মা অনুসন্ধানে বৈতরণীর অকালে আগমন বার্ত্তা জানিয়া আপন কুশাঙ্গুরী দ্বারা রেখা করিয়া বৈতরণীকে আহ্বান করিবামাত্র কুশভদ্রা উৎপন্ন হইল, এবং তাহা বৈতরণীতে মিলিয়া, একোয়াপাদ হইতে পৃথক্ হইয়া ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর পূর্ব্বদক্ষিণ-বাহিনী হইয়া ডেম্‌রাতে প্রবাহিত হইল।

"গোনাসিকাসমুদ্ভূতে! ধাতুর্যজ্ঞে সমাগতে!।
পাপং মে হর কল্যাণি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥
বৈতরণি! মহাভাগে! গোবিন্দশঙ্করপ্রিয়ে!।
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥
দুর্ভোজনদুরালাপদুঃপ্রতিগ্রহসম্ভবম্।
পাপং মে হর কল্যাণি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥"

ইত্যাদি নমস্কারমন্ত্রে বৈতণীকে ব্রহ্মযজ্ঞোদ্ভূত বলা হইয়াছে।

বৈতরণী নদী বিষ্ণুপাদসম্ভূতা গঙ্গার সদৃশা। যথা, মহাভারতে ।১।১৭১ অধ্যায়ে গন্ধর্ব্বার্জ্জুনসংবাদে। ২১—২৩।

"তথা পিতৃন্ বৈতরণী দুস্তরা পাপকর্ম্মভিঃ।
গঙ্গা ভবতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
অসম্বাধা দেবনদী স্বর্গসম্পাদনী শুভা।

কথমিচ্ছসি তাং রোদ্ধুং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অনিবার্য্যমসম্বাধং তব বাচা কথং বয়ম্।
ন স্পৃশেম যথাকামং পুণ্যং ভাগীরথীজলম্॥"

আবার পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণীয়ে যথা,—

"আস্তে বৈতরণী নাম সর্ব্বপাপহরা নদী।
তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

তত্রৈব মহাভারতধৃতবচন। যথা,—

"আয়াত ভাগং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সংকল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতীম্।
ইমাং গাথাং সমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি।
দেবায়নং তস্য পন্থাঃ শক্রস্যেব বিরাজতে॥"

ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপনান্তে বরাহদেব যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপ বিরজাতাপনীতে কথিত আছে। সেই কারণ, তিনি যজ্ঞবরাহ নামে বিখ্যাত। যেখানে বরাহদেবের মন্দির তাহাকে বরাহক্ষেত্র কহে। যজ্ঞ বরাহ উৎপত্তির অপর বিবরণ মৎস্যপুরাণে এইরূপ। যথা,—

পূর্ব্বকালে পৃথিবী অসংখ্য অসংখ্য অভ্রভেদী পর্ব্বত সমূহের দ্বারা গুরুতর ভারাক্রান্তা হওয়াতে নিতান্ত অবসন্না হইয়াছিলেন, অনন্তর ক্রমশঃ রসাতলে পতিতা হইলে সাগর জলে প্লাবিত হওয়ায়, আর পৃথিবী দৃষ্টিগোচর হইত না। সেই ভীষণ রসাতল-পতিতা পৃথিবীর আর তখন যাতনার সীমা ছিল না। তিনি অনন্যগতিক হইয়া সেই ত্রৈলোক্যশরণ ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিলেন। পৃথিবীর স্তবে বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া, কিরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তা করত জল এবং স্থল উভয়েতেই বিচরণশীল, শূকর-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই মূর্ত্তি বিস্তারে শত যোজন, উচ্চে দ্বিশত যোজন ছিল। পৃথিবীর উদ্ধারে সমর্থ, উক্ত বরাহ যজ্ঞরূপী ছিলেন। চারি বেদ চারিটী

প, যজ্ঞীয় যূপ উক্ত বরাহের প্রধান দন্ত, সমস্ত যজ্ঞ উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত, চিতী তাহার মুখ, অগ্নি জিহ্বা, কুশাসকল উহার লোম, ব্রহ্ম তাহার শীর্ষ, দিবা রাত্র উহার চক্ষু, শিক্ষাদি বেদাঙ্গ উহার কর্ণালঙ্কার, ঘৃত উহার নাসিকা, স্রুব তাহার তুণ্ড, সাম বেদীয় গান, তাহার ঘোর গর্জ্জন, ইত্যাদি * * * এই প্রকার বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উক্ত যজ্ঞরূপ বরাহই জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করেন। যথা,—মৎস্যপুরাণে ২৪৮ অধ্যায়ে।

"বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥৬৭॥
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্ ॥৬৮॥"

* * * *

"এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরাম্বুগতা পুরা ॥৭৭॥"
"রসাং গতামবনিমচিন্ত্যবিক্রমঃ
সুরোত্তমঃ প্রবরবরাহরূপধৃক্।
বৃষাকপিঃ প্রসভমথৈকদংষ্ট্রয়া।
সমুদ্ধরদ্ধরণিমতুল্যপৌরুষঃ ॥৭৯॥"

বৈতরণী নদীর সীমান্ত স্থানে যজ্ঞ বরাহের মূর্ত্তি আছে, তাহার দর্শন ও প্রণামে বিষ্ণুত্ব লাভ হয়। যথা,—

"আস্তে স্বয়ম্ভুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা নরো বিষ্ণুত্বমাপ্নুয়াৎ ॥"

ইতি রঘুনন্দনকৃত শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বধৃতব্রহ্মপুরাণবচন।

যজ্ঞবরাহ ধরিত্রীকে উদ্ধার করিলে, তিনি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়া, দিব্য চতুর্ভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বরাহদেবকে ভজনা করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিকী গাথা সর্ব্ববাদি সম্মত।

যাজপুরে বারাহীদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, যবন সেনাপতি কালা-পাহাড়কর্ত্তৃক নদীগর্ভে পাতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই নারায়ণী মূর্ত্তি সব্‌মাজিষ্ট্রেট কোর্টে রক্ষিত হইয়াছে।

যাজপুর আবার বিরজা ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিরজা-তাপনীর মতে ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড হইতে বরাহ ও বিরজা উদ্ভূত হইয়াছিল। আর এক মতে, সতী বিনা আহ্বানে দক্ষযজ্ঞে যাইয়া পিতৃমুখে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেহত্যাগ করিলে, ভগবান্ ভূতভাবন শঙ্কর দক্ষযজ্ঞ বিনাশান্তে দক্ষকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া, সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিতে থাকিল, সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু চক্র দ্বারা পশ্চাৎ হইতে সতীদেহ ছেদন করিতে থাকেন; সেই সতীঅঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা পীঠস্থানে পরিণত হয়। যাজ-পুরে সতীর নাভি পতিত হইয়া বিরজাক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যথা, তন্ত্রচূড়ামণি। ৫১ পটলে।

"উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে ॥"

আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে বিরজাক্ষেত্র বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা আছে।

এক সময়ে ভগবান্ নারায়ণ, গোলোকে শ্রীমতী বিরজাদেবীর সহিত নির্জ্জনে বিবিধ কৌতুকাবহ বিহার করিতে ছিলেন, শ্রীমতী রাধিকা দেবী এইবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সপত্নীর ঈর্ষায় পর-তন্ত্রা হইয়া, সেই বিরজার বিহার স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বিরজা তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ভয়ে নদীরূপা হইয়া, গোলোক বেষ্টন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইলেন। বিরজার সখীগণও বিরজানদীর সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে সমস্ত জগতে প্রবাহিত হইলেন (১)।

---

(১) রাধা প্রকোপভীতা চ প্রাণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণম্।
বিরজালিগণাস্তত্র ভয়বিহ্বলকাতরাঃ ॥

উক্ত বিরজাক্ষেত্র অতীব পুণ্যপ্রদ তীর্থ। ইহা মোক্ষের নিদান (২)। উক্ত বিরজাক্ষেত্রে তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক উপবাস, ও মুণ্ডন নিষিদ্ধ (৩)। উৎকল দেশের অন্তবর্ত্তী সমুদ্রের উত্তর, ও বিরজামণ্ডল যাবৎ স্থান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ(৪)। যাজপুরে উপ-

---

প্রযযুঃ শরণং সাধ্বীং বিরজাং তৎক্ষণং ভিয়া।
গোলোকে সা সরিদ্রূপা বভূব শৈলকন্যকে ॥
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দীর্ঘে শতগুণা তথা।
গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহরা ॥
বভূবুঃ ক্ষুদ্রনদ্যশ্চ তদন্যা গোপ্য এব চ।
সর্ব্বা নদ্যস্তদংশাশ্চ প্রতিবিশ্বেষু সুন্দরি ! ॥"
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে। ৪৯। ২২—২৬।

(২) "কৃতশৌচং মুক্তিদঞ্চ শার্ঙ্গধারী চ দণ্ডকে।
বিরজং সর্ব্বদং তীর্থং স্বর্ণাক্ষং তীর্থমুত্তমম্ ॥"

(৩) "মুণ্ডনঞ্চোপবাসঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা ॥"

(৪) "তত্রাস্তে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ।
ওড্রদেশ ইতি খ্যাতঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ ॥
সমুদ্রাদুত্তরে তীরে যাবদ্বিরজমণ্ডলম্।
উপোষ্য রজনীমেকাং বিরজাং স নদীং যযৌ।
স্নাত্বা বিরজসে তীর্থে দত্ত্বা পিণ্ডং পিতৄংস্তথা ॥
দর্শনার্থং যযৌ ধীমানজিতং পুরুষোত্তমম্।
বিরজে বিরজা নাম ব্রহ্মণা সংপ্রতিষ্ঠিতা ॥
তস্যাঃ সন্দর্শনে মর্ত্ত্যঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তু তাং দেবীং ভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ।
বিরজায়াং মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি যঃ।
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৄণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ বিরজে যে কলেবরম্।
পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ॥"
ইতি রঘুনন্দনকৃত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব।

স্থিত হইয়া একরাত্র অবস্থানের পর, প্রথমতঃ বিরজানদীতে স্নান তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিয়া, পরে জগন্নাথ দর্শন করিবে। অনন্তর, ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠিতা বিরজার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করিবে। দেবীকে ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা ও নমস্কারাদি করিলে স্বয়ং নিজের বংশ সমেত বিষ্ণুলোকে গমন করিবে।

উক্ত বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ হয়। উক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষাগ্রহণ তন্ত্রশাস্ত্র, নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন (৫)।

আমরা উৎকলখণ্ডে ১২ অধ্যায়ে নারায়ণ ধূর্জ্জটীসংবাদে দেখিতে পাই যে, শ্রীশঙ্কর ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবকে বিরজা ক্ষেত্র পালন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত করিতে শ্রীজগন্নাথদেব এখানেও আইসেন ; অথবা শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাধান্য বাড়াইবার জন্যই নিম্ন লিখিত বাক্য উৎকলখণ্ডে বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা,—"আমি (ধূর্জ্জটী) পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিব ; কিন্তু, আপনি (নারায়ণ) ঐ ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বিরজাক্ষেত্র পালন করিবেন। কারণ, বারাণসী ক্ষেত্র যেরূপ বিনাশোপযোগী হইয়াছিল এই ক্ষেত্র সেইরূপ না হয়।" উক্ত ধূর্জ্জটীর প্রার্থনা দৃষ্টে, যাজপুরস্থিত জগন্নাথদেব বিরজাক্ষেত্রকে ভৈরবরূপে রক্ষা করিতেছেন।

বরাহ মন্দির, প্রতাপরুদ্র দেব কর্ত্তৃক ১৫০৪—১৫৩২ খৃঃ মধ্যে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের গঠন, উড়িষ্যা প্রদেশের মন্দিরের মতন ; গর্ভগৃহে বরাহদেবের মূর্ত্তি ; উহার সম্মুখে জগন্মোহন মণ্ডপ ; ও তাহার সম্মুখে প্রস্তর দিয়া বাঁধান চত্বর। এই চত্বরে

(৫) "গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্ব্বতে।
চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ।
ন গৃহ্ণীয়াত্ততো দীক্ষাং তীর্থেষু তেষু পার্ব্বতি!॥"
ইতি তন্ত্রসারে॥

বসিয়া বরাহদেবের সম্মুখে লোকে গোদান করিলে, গোপুচ্ছ ধরিয়া যমদ্বারস্থ তপ্তা বৈতরণী অনায়াসে পার হইয়া থাকে; এই ব্যাপারে গোর মূল্যস্বরূপ ন্যূনকল্পে পাঁচ টাকা; ব্রাহ্মণ বরণের কাপড় ॥০ আনা; গো-পূজার বস্ত্র ও নৈবেদ্য ১৲ গোদানের দক্ষিণা ১৲ গো-দানের সাক্ষীর দক্ষিণা।০ আনা আবশ্যক হইয়া থাকে। অবশ্য, পাণ্ডাগণ ব্রাহ্মণত্বে বরণ হইয়া থাকে। পাণ্ডার স্বার্থ, বৈতরণী কৃত্য গোদান মূল্যাদি গ্রহণ, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানদক্ষিণা গ্রহণ ও নাভিগয়ায় পিণ্ডদানের দক্ষিণা গ্রহণ। এই প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দিরে, ক্রান্তি দেবী, কাশী-বিশ্বনাথ, বৈকুণ্ঠ আদি বহুবিধ দেব মূর্ত্তি রহিয়াছে; এই প্রাঙ্গণের এক ধারে একটী বটবৃক্ষ, ধর্ম্মবট নামে খ্যাত হইয়াছে; এই মন্দির হইতে বৈতরণীতে নামিতে প্রস্তর বাধান ঘাট আছে, তাহাতে নবগ্রহ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘাটের সম্মুখে বৈতরণীতে চড়া পড়িয়াছে; বর্ষা ভিন্ন অপর সময়ে জল থাকে না; বৈতরণী স্নান করিতে হইলে দূরে যাইতে হয়। বৈতরণী বিষ্ণুপাদসম্ভূতা, অতএব ভাগিরথীর মত পুণ্যা বলিয়া খ্যাত। তাহার তীরে শব দাহ হইয়া থাকে।

বরাহদেবের সম্মুখে বৈতরণীর অপর পারে একটী প্রশস্ত গৃহ মধ্যে অষ্টমাতৃকা-মূর্ত্তি রহিয়াছে। যথা,—

"প্রেতসংস্থাপি চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা।
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা।
ব্রাহ্মী হংসসমারূঢ়া সর্ব্বাভরণভূষিতা।
লক্ষ্মী পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া।
শ্বেতাম্বুজধরা শুক্লা হংসারূঢ়া সরস্বতী॥"

কিন্তু পূজারি অষ্ট মাতৃকার যেরূপ নাম যাত্রীদিগকে কহিয়া থাকে, তাহা এইরূপ।

প্রথম মূর্ত্তি মহাকালী; তাহার দক্ষিণভাগে যমের স্ত্রী; তাহার দক্ষিণ ভাগে ইন্দ্রাণী; তাহার দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী; তদন্তর যমের মাতা; তৎপরে যমের মাসী; তৎপরে যমের পিসী, ও সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে স্বয়ং যমরাজ। মূর্ত্তিগুলি নীল প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে, সাধারণ মনুষ্যাকৃতি চতুর্হস্ত বিশিষ্ট সর্ব্বাভরণে ভূষিত। ইহার প্রত্যেকটীতে শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

অষ্টমাতৃকা মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে জগন্নাথ দেবের আলয়। মন্দির প্রাঙ্গণ, ২৫০ ফুট দীর্ঘ ও প্রস্থে ১৫০ ফুট হইবে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর, তাহা লেটারাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত।

বরাহ ও জগন্নাথদেবের মধ্যস্থলে শুষ্ক-বৈতরণী-গর্ভে শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র-কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে, বারুণীযোগ উপলক্ষে যাত্রা আরম্ভ হইয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত থাকে। তৎকালে ১০।১২ সহস্র যাত্রী উপস্থিত হইয়া বৈতরণী-স্নান, ও বরাহ, অষ্টমাতৃকা, এবং জগন্নাথদেবকে সন্দর্শন করিয়া থাকে। শনিবারে বারুণী হইলে 'মহাবারুণী'যোগ হইয়া থাকে; এ বৎসর উহা বৃহস্পতিবারে হইয়াছিল*। আমরা দুই দিবস পরে যাইলেও অনেক পণ্যশালা ও দূরদূরান্তর হইতে অনেক লোক আসিতে যাইতে দেখিলাম।

---

*"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥
শনিবাসরসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমা॥
শুভযোগসমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহা মহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥"

দশাশ্বমেধের ঘাট হইতে আড়াই মাইল দূরে, বিরজাদেবীর মন্দির ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে ১০০ ফুট দীর্ঘে, ৭০ ফুট প্রস্থে চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে শোভিত একটী পুরাতন পুষ্করিণী; ইহা ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড নামে বিখ্যাত। বিরজাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ, দীর্ঘে প্রস্থে ৪০০ শত ফুট, মন্দিরটী কেশরীরাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত; গর্ভগৃহে অষ্টভুজা, অষ্টাদশ-অঙ্গুলি-পরিমিতা, ভীষণা বিরজাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান; সম্মুখস্থ জগমোহনে হোমকুণ্ড,তাহার বহির্ভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত চত্বরে যূপকাষ্ঠে নিত্য পশুবলি হইয়া থাকে। যাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদেবোপাসক, অতএব পশুবলি দিয়া থাকে। মহাষ্টমী দিবসে দেবীর যাত্রা হইয়া থাকে।

বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তরভাগে একটী কক্ষ মধ্যে ৫ ফুট ব্যাসের বাঁধান কূপ, উহা নাভিগয়া নামে* প্রসিদ্ধ। এইস্থানে পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। যথা,—

"গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবীতটে।
অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতু ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

ঐ স্থলে পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়া নাভিকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত করিতে হয়। পিণ্ডপ্রদানের মন্ত্র নিতান্ত মন্দ নহে। যাহারা যাজপুরে আসিয়া থাকেন, তাহারা প্রায় সকলেই পিতৃপিণ্ড দান করিয়া যান। বিরজাদেবীর মন্দিরের অনতি উত্তরে গ্রেনাইট প্রস্তরের চত্বরের উপর একখণ্ড ক্লোরাইট্ প্রস্তরের ধ্বজস্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিয়া একমতে ব্রহ্মার

* গয়াসুরের মস্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, তাহা গয়াশীর্ষে বিষ্ণুপাদপদ্ম নামে বিখ্যাত। তাহার নাভিদেশ যাজপুরে পড়িয়াছিল, তাহা নাভিগয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ; ঐ স্থানে বিষ্ণুর গদা রহিয়াছে। গোদাবরীর অন্তর্গত পীঠাপুরে তাহার পদ পড়িয়াছিল বলিয়া উহা পদগয়া নামে খ্যাত।

অশ্বমেধ যজ্ঞের, অন্যমতে কেশরীরাজাদিগের কীর্ত্তি স্মরণ করাইতেছে। ঐ স্তম্ভটী প্রায় ৩৭ ফুট উচ্চ। ঐ স্তম্ভোপরি পূর্ব্বে গরুড়মূর্ত্তি বিরাজ করিত। যবন-সেনাপতি কালাপাহাড় রাজা মুকুন্দদেবকে সমরে নিহত করিয়া, যাজপুরের হিন্দু দেবদেবী নষ্ট করিবার সময়, ঐ স্তম্ভ নষ্ট করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়া অকৃতকার্য্য হইলেও, উপরিস্থ গরুড়মূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিল। পুরাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, দশম শতাব্দিতে কেশরীরাজগণ কর্ত্তৃক ইহা বিজয়স্তম্ভরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। এমত বৃহৎ ও ভারসহ প্রস্তরখণ্ড করদ-রাজ্যের পাহাড় হইতে ক্ষোদিত হইয়া, কি উপায়ে, পুরাকালে, নদ নদী উত্তীর্ণ করিয়া শত মাইল দূর হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না।

বিরজাতাপনীতে যাজপুরকে শকটাকৃতি বলা হইয়াছে, ও তাহার তিন কোণে তিনটি শিবমন্দির থাকিয়া, সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। পাণ্ডাপ্রোক্ত মন্দিরত্রয় যথা,—মঞ্জুলিতে স্থানেশ্বর, উত্তর বাহিনীতটে সিদ্ধেশ্বর ও বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নীশ্বর। ইহা তাপনীপ্রোক্ত ঈশ্বর নাম হইতে পৃথক্। মধু শুক্লাষ্টমীতে সিদ্ধেশ্বরের মেলা হইয়া থাকে। নগরের ভিতর আখণ্ডেশ্বরের মন্দির আছে। কিংবদন্তী যে, ইন্দ্র তথায় তপস্যা করিয়া গৌতমশাপজনিত সহস্রযোনিত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অপর এক মন্দিরে হাটকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ রহিয়াছেন।

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে মণিকর্ণিকা নামক ঘাটে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যাত্রা হইয়া থাকে।

সব্‌ডিভিজনেল-কাছারীতে চারিটী দেবীমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। সকলগুলিই যবনের অত্যাচারে তৎসংস্পর্শদোষে পতিত হইয়া, নদীগর্ভে পড়িয়াছিল। একটী বারাহী মূর্ত্তি, তাহার অঙ্কে

শিশুসন্তান, সর্ব্বাঙ্গে আভরণ, একখণ্ড নীলবর্ণের প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত, হস্তে কঙ্কণ, কণ্ঠে হার, পদে বাঁকমল, কর্ণে দুল ও বামহস্তে অঙ্গুরি আদি সমস্তই রহিয়াছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তি চামুণ্ডা শবারূঢ়া, তিনি এক হস্তে নরকপালে অমৃত এবং অপর হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার গলে নরমুণ্ড দোলায়মান। তৃতীয় মূর্ত্তি ইন্দ্রাণী, গজোপরি অধ্যাসীনা। ইহার গাত্র নানাবিধ আভরণে ভূষিত। মূর্ত্তিত্রয় ৮ ফুট উর্দ্ধে ও ৪ ফুট প্রস্থে হইবে। চতুর্থ শান্তমাধবমূর্ত্তি। ইহা ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড হইয়াছিল, দুই খণ্ডমাত্র পাওয়া গিয়াছে। মস্তক হইতে নাভিদেশ ১০ ফুট ও অধোদেশ ৮ ফুট। এই মূর্ত্তির পদদ্বয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা বৌদ্ধদিগের পদ্মপাণির মূর্ত্তি। সম্ভবতঃ তাহাই হইবে ; কিন্তু, এক্ষণে ইহা শান্তমাধব নামে পরিচিত। পূর্ব্বে ইহা যাজপুরের পশ্চিমে ১॥ মাইল দূরে পতিত ছিল ; তথা হইতে এইস্থানে আনীত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় দর্শনোপযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যাহাকে শোলপুর কহে, তথায় কেশরীরাজাদিগের প্রাসাদবাটী ছিল। যবন কর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইলে, যাজপুরের যবন শাসনকর্ত্তা তাহা ভাঙ্গিয়া সেই মশলায় আপন আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ভিত্তির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও গ্রাণ্ড ট্রঙ্কবর্ত্ম নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষণে শোলপুরে কেশরীরাজাদিগের কীর্ত্তি চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিবার নাই। সেইখানে দ্বারবাসিনী নামে এক দেবী আছেন ; লোকে বলে এই দেবী রাজপ্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন ; এই কথা কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারি না। আর একটী প্রবাদ শুনিলাম ; রাত্রিতে শোলপুরীতে টাকা গণনার ন্যায় সর্ব্বদাই শব্দ হইয়া থাকে ; লোকের বিশ্বাস যে, যক্ষ বা যক্ অদ্যাপি কেশরীরাজাদিগের গুপ্তধন রক্ষা করিতেছে।

পুরীর ১৮ নালার ন্যায় এখানে তিতুলামল গ্রামে একটী পুরাতন সেতু আছে। উহা ১১ নালা নামে বিখ্যাত। ইহাও একটী পূর্ব্ব হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন। যাজপুরের অগ্নিকোণে ২॥ মাইল দূরে নরপদা গ্রামে যে স্তূপ আছে তাহা হিন্দুমতে যযাতি-কেশরী-রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। কিন্তু, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ অনুমান করেন।

যবনাধিকারের নিদর্শনস্বরূপ সবডিভিজনেল কোর্ট-প্রাঙ্গণে "সৈয়দ আলিবুখারীর" সমাধিমন্দির (মস্ক) দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার গঠন নিতান্ত মন্দ নহে; সম্প্রতি ইহার সংস্কার হইতেছে।

যাজপুরের শ্রীবরাহদেব, শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবিরজাদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ হইলেও আয়তনে দক্ষিণদেশের মন্দিরের তুলনায় যৎসামান্য; তবে যে কয়েকটী নীল প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম, তাহাদের গঠনপ্রণালী দক্ষিণদেশের দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দর্শনোপযুক্ত।

বিরজাক্ষেত্রে যজ্ঞবরাহের পূর্ব্বে পৌরাণিক বিবরণ দৃষ্টে বোধ হয়, এই স্থানে যে সময় বৌদ্ধদিগের প্রবল প্রতাপ ছিল, তৎকালে সমস্ত যজ্ঞাদি কার্য্য লুপ্ত হইলে পর পৃথিবী যেন এক রূপে রসাতলগতার ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর, কালবশে ৪৭৪ খৃঃ যযাতিকেশরী নরপতি কর্ত্তৃক হিন্দুপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনর্ব্বার যজ্ঞাদি কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাহাতেই যেন পৃথিবী পুনর্ব্বার উদ্ধৃতা হইয়া থাকেন। পদ্মপাণি প্রভৃতি কয়েকটী বৌদ্ধমূর্ত্তিও এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে। আরও পুরাণে গয়াসুরের দেহ, এরূপ বিস্তৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহার মস্তক শীর্ষ-গয়াতে, নাভিদেশ যাজপুরে ও পদদ্বয় পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় এই সমস্ত প্রদেশেই ভগবান্ শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহা বেদ-বিরোধী হেতু আসুরিক বলিয়া কথিত হইত। অতএব, শীর্ষ-

গয়া, যাজপুর ও পীঠাপুর এক সময়ে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল।

অনন্তর, আমরা বৈতরণীর তীরে কয়েকদিবস অতিবাহিত করিয়া ভদ্রকের নিকট শালিন্দীতীরে রাণ্ডিয়গ্রামে পটাবাস সহিত আসিয়াছিলাম। যেথানে রেলপথ শালিন্দী পার হইবার কল্পনা হইয়াছে, তথা হইতে ভদ্রক সিভিলষ্টেসন্ ২ মাইল ও ভদ্রক সহর প্রায় তিন মাইল হইবে। ভদ্রকালী দেবীর নাম হইতে 'ভদ্রক' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এথানে হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে কালীমূর্ত্তি ও গোপালজীউর মঠ। এই মঠে সাধু অতিথি আশ্রয় ও প্রসাদ পাইয়া থাকে। এথান হইতে রেলপথ কটক-কলিকাতা-গ্রাণ্ডট্রঙ্কবর্ত্মের বামধার হইয়া বালেশ্বর গিয়াছে। এই পথের প্রত্যেক তিন তিন মাইল অন্তর একটী ছোট একটী বড় পর্য্যায়ক্রমে যাত্রী-চটী ও পুষ্করিণী রহিয়াছে। গ্রাণ্ড-ট্রঙ্করোডের দক্ষিণভাগে ৩৮ ও ৩৯৷৷০ "মাইল্‌ষ্টোনের" মধ্যে আস্থরিয়া নামে বৃহৎ হ্রদ। এই বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ দীর্ঘে ১৷০ মাইল প্রস্থে এক-তৃতীয় মাইল হইবে। এত বড় বৃহৎ হ্রদ মনুষ্য দ্বারা খনন করা অসাধ্য ভাবিয়া অস্থরকর্ত্তৃক কল্পিত বলিয়া প্রবাদ। এক্ষণে ইহাতে চড়া পড়িয়া অনেকটা ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাপুরাতন হিন্দুকীর্ত্তি। রাণীতলা-চটীর সরোবরটীও নিতান্ত ছোট নহে।

চারিঘোরিয়ার নিকট রেলপথ কাশবাঁশ নদী পার হইয়াছে, তথা হইতে দ্বিতীয় ডিভিজনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া বালেশ্বরের দিকে গিয়াছে; অতএব আমরা চারিঘরিয়া পর্য্যন্ত সর্ভে করিয়া বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কটকে প্রত্যাবৃত্ত হই। তথা হইতে একাম্রকানন, পুরী ও সত্যবাদীগোপাল সন্দর্শন করিতে যাই।

একাম্রকাননের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, অনেকদিন হইতেই ইহার সন্দর্শনাভিলাষী থাকিলেও কার্য্যে পরিণত

করিতে পারি নাই। পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে আমরা তথায় গমন করি। আমরা সরদাইপুরে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে একাম্রকাননে আসি। ইহা কটক হইতে ২০ মাইল দূরে হইবে, আসিতে হইলে সরদাইপুর হইতে পুরী কটক রোডের পশ্চিমভাগে যে শাখাবর্ত্ম গিয়াছে তাহাতে আসিয়া পরে ভোগবতী পার হইতে হয়। অনন্তর, প্রান্তর দিয়া গন্ধবতী বা গন্ধবহা নদী উত্তীর্ণ হইয়া একাম্রকাননে আসিতে হয়। এক্ষণে একাম্রকাননকে লোকে ভুবনেশ্বর বলিয়া জানিয়া থাকে। ইহা পুরীজেলার অন্তর্গত উত্তর ২০। ১৪। ৪৫ অক্ষরেখায়, পূর্ব্ব ৪৫। ৫২। ২৬ দ্রাঘিমার অবস্থিত। ইহা দ্বিতীয় কাশীতুল্য পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। আমরা একাম্রচন্দ্রিকায় ইহার সীমাসম্বন্ধে দেখিতে পাই যে,—

"ক্ষেত্রস্থ পূর্ব্বদক্ষে চ পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
ক্রোশেন মণ্ডলাকারং কুর্য্যাৎ ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণম্।
ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মুনে॥"

এই বচন অনুসারে এই ক্ষেত্রের সীমা একক্রোশ মাত্র হইলেও একাম্রপুরাণে অন্যরূপ কথিত আছে যে,—

"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহী দেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি॥"

অতএব, ইহার সীমা, পশ্চিম খণ্ডগিরি পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব পুরী-বর্ত্মের সন্নিকটস্থ টঙ্কপাণি গ্রামের কুণ্ডলেশ্বর পর্য্যন্ত, উত্তর মিয়াপল্লী গ্রামের বারাহীদেবী পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ দৌলিক পাহাড়স্থিত বহিরঙ্গেশ্বর পর্য্যন্ত। ইহা ৩ যোজন ১২ মাইল ব্যাসে চক্রাকার স্থান হইবে। ইহা পরিক্রমণ করিতে বহু আয়াস সাধ্য বলিয়া যাত্রি-গণ মূল মন্দিরের এক মাইল পরিমিত স্থান পরিক্রমণ করিয়া থাকে।

একাম্রকাননের নাম সম্বন্ধে কপিলসংহিতায় ১৩ অধ্যায়ে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে তু মুক্তিদঃ।
তত্র একো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনম্।
মহোচ্ছায়ঃ সুশাখী চ নববিক্রমপল্লবঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ যত্র বৃক্ষে ফলানি চ॥
তং বৃক্ষং গোপনীয়ঞ্চ চকার সুরনাশনঃ।
তস্য মূলে মহেশস্তু তন্নাম্না খ্যাতিমাগতঃ॥"
তথাচ একাম্রচন্দ্রিকা।
"এবমেকো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনম্।
সর্ব্বপাপঘ্নমতুলং নানাতীর্থবিভূষিতম্।
আম্রচ্ছায়াস্তু বৈ তত্তে! ক্রোশমাত্রা হ্যুদাহৃতা॥"
"স বক্তে নীলগিরিযোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদন্ত্বেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিদুঃ॥"

এই সকল বচনে একটী মাত্র আম্রবৃক্ষের কথা থাকিলেও কাননশব্দ বিদ্যমান থাকায় বোধ হয় কেবল মাত্র ক্রোশব্যাপী আম্রবৃক্ষেরই কানন ছিল ইহাতে অন্য কোনও বৃক্ষ দৃষ্ট হইত না।

ধূর্জ্জটীর একাম্রকাননে আসিবার বিষয়ে উৎকল খণ্ডের ১২ অধ্যায়ে নারায়ণ-ধূর্জ্জটী-সংবাদে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"এক্ষণে এই ত্রিলোকমধ্যে আমার স্বনামে বিখ্যাত দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী পুরুষোত্তমক্ষেত্র আছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর * * * * সেই ক্ষেত্রের উত্তরভাগে অতি বিস্তৃত একাম্রকানন আছে। হে ত্রিপুরান্তক! তুমি নির্ভয়ে পার্ব্বতীর সহিত সেই স্থানে বাস কর। এই জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এক্ষণে আমার অনুমতি ক্রমে তথায় কোটিলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন।"

"ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ত্র্যম্বকো নতকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রোবাচ মধুসূদনম্॥ ৮০॥
শ্রীমহাদেব উবাচ।
দেবদেব জগন্নাথ প্রণতার্ত্তিহর প্রভো!।
ত্বদাজ্ঞাপালনং শ্রেয়ঃ কারণং মে জগৎপতে!॥ ৮১॥
যস্তু মূঢ়তয়া দেব অবলেপঃ কৃতো ময়া।
তবৈবানুগ্রহস্তত্র প্রভো! চাপল্যকারণম্॥ ৮২॥
যদাদিদেশ দেবেশ প্রয়াণং পুরুষোত্তমে।
গচ্ছামি তন্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিবম্॥"৮৩॥
ইত্যাদি উৎকলখণ্ডে ১২ অধ্যায়ে॥

কেশব এইরূপ সগর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিলে, শঙ্কর সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া মাধবকে কহিলেন; হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শরণাগত-প্রতিপালক! হে ত্রিবিধ-পীড়া-নষ্টকারিন্! হে জগৎপতে! আপনার আজ্ঞা পালন করিলে সদা শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ়তাবশতঃ আপনার আদেশ পালনে বিমুখ হইয়াছি, সে কেবল আমার মানসিক চাঞ্চল্যতায় হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন্। আপনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইবার কারণ যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া সেই মুক্তিপ্রদক্ষেত্রে গমন করিব।

কপিলসংহিতায় অন্যরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যথা
"পুরা ত্রেতাযুগে বিপ্রা বারাণস্যাং মহেশ্বরঃ।
তিষ্ঠন্ বাক্যমুবাচেদং নারদং মুনিপুঙ্গবম্॥
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
তস্যাং পুর্য্যাং ন তিষ্ঠামস্তধুনাসৌ বিনশ্যতি।
বভূব চ জনাকীর্ণা তপোবিঘ্নকরী মুনে॥
যৎ স্থানঞ্চ জনাকীর্ণং তত্র স্থাতুং ন যুজ্যতে।

উপদ্রবো ভবেত্তত্র নাস্তিকৈর্জ্ঞানবিহ্বলৈঃ ॥
নাস্তিকা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র ধর্ম্মো ন বিদ্যতে।
অধর্ম্মাচ্চ ভবেল্লোপো হবির্ভাগো মুনীশ্বর ॥
এতৎ স্থানং প্রযত্নেন পার্ব্বত্যার্থং কৃতং পুরা।
পার্ব্বত্যা রুচিরং যত্তু তৎ স্থানং মম হর্ষদম্ ॥
অধুনাত্র মুনিশ্রেষ্ঠ স্থাতুং নোৎসহতে মনঃ।
রহস্যং পরমস্থানং কুত্রাস্তে মাং বদাশু চ ॥

নারদ উবাচ।

লবণাম্ভোদধেস্তীরে নীলশৈলো নগোত্তমঃ।
তদন্তরে চ বিখ্যাতং ক্ষেত্রমেকাম্রকং প্রভো ॥
তত্র শ্রীবাসুদেবাখ্যো রমানাথো জগদ্‌গুরুঃ।
অনন্তেন সহ শ্রীমানেকাকী বিজনে বনে ॥
তৎ স্থানং পরমং গুহ্যং ন জানাতি প্রজাপতিঃ।
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথা ॥
একাম্রং পরমং গুহ্যং জগন্নাথস্য চক্রিণঃ।
ক্রোড়স্থিতাব্ধিকন্যাপি নৈব জানাতি শঙ্কর ॥
সাক্ষাদ্বিগ্রহবাংস্তত্র অনন্তেন জনার্দ্দনঃ।
সৃষ্ট্যুৎপাদননাশৌ চ স্থিতিস্তেন বিচার্য্যতে ॥
সর্ব্বদা সোঽপ্যনন্তস্তু দেবেন সহ তিষ্ঠতি।
লক্ষণো রামকৃষ্ণেন তথা চ রোহিণীসুতঃ ॥
অনেকদিনপর্য্যন্তং তপস্তপ্ত্বা মহেশ্বরঃ।
প্রসন্নে বাসুদেবে চ জ্ঞাতং মে ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥
অহং শেষো জগন্নাথস্ত্রয়াণাং তত্র সঙ্গতিঃ।
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ দেবনামন্যেষাঞ্চ ন বিদ্যতে ॥
এবং পরমগুপ্তং তন্ময়া জ্ঞাতং পুরা প্রভো।
ইদানীং ভবতা জ্ঞাতং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ॥

* * * *

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

নমস্তে পরমানন্দ পদ্মনাভ সুলোচন।
নমোঽস্তু তস্মৈ হরয়ে ত্রয়ীমূর্ত্তিধরায় চ॥
নীলজীমূতবপুষে নমস্ত্রৈলোক্যনায়ক!।
দেবানাং বরদোঽসি ত্বং প্রপন্নার্ত্তিহর প্রভো!॥
একাম্রকনিবাসায় নমস্তে পীতবাসসে।
নির্গুণৈর্গুণরূপায় শঙ্খচক্রাব্জধারিণে!॥
ত্বমেব জগতামাদিঃ কারণানাঞ্চ কারণম্!
ভক্তবন্ধো জগন্নাথ করুণাময়সাগর!॥
তব স্থানানি রম্যাণি সন্তি দেব সহস্রশঃ।
একাম্রে গুপ্তরূপঞ্চ ন জানামি কথং প্রভো!॥
মামুবাচ পুরা বিষ্ণুস্ত্বং মমার্দ্ধশরীরকম্।
ইদানীন্তু কথং বাহ্যং কৃতবানসি কেশব!॥
নারদস্তব ভক্তস্তু শয্যা তে ভুজগেশ্বরঃ।
কেবলং তৌ হি জানীতঃ কৃপা নাস্তি ময়ি প্রভো
গোপীনাং প্রেমভক্তানাং দত্তা মুক্তিস্ত্বয়া বিভো!॥
সনকাদ্যাশ্চ তিষ্ঠন্তি ঈশ্বরেচ্ছা নিরঙ্কুশা॥
একাম্রবিপিনে রম্যে তিষ্ঠংস্ত্বং পরমেশ্বর।
যোগনিদ্রাং সমাশ্রিত্য লোচনাব্জে নিমিল্য চ॥
ইদানীং করুণাপাঙ্গং দেহি মে জগদীশ্বর।
স্বস্থানং দেহি সংস্থাতুমাগতোঽস্মি তবান্তিকম্॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

শৃণু মদ্বচনং শম্ভো কথয়ামি হিতং তব।
স্থাতুং স্থানং প্রদাস্যামি কুরু সত্যং মমাগ্রতঃ॥
নৈব কাশীং গমিষ্যামি স্থাস্যাম্যত্র চ সর্ব্বদা।
সগণৈরাবৃতো নিত্যমিতি সত্যং মহেশ্বর॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

কাশীং কথং ন যাস্যামি তত্রাস্তে জাহ্নবী মম।
সর্ব্বতীর্থময়ী পুণ্যা তীর্থং মে মণিকর্ণিকা॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

অত্রাস্তে মণিকর্ণী তে মদগ্রে পাপনাশিনী।
আচ্ছাদিতা চ পাষাণৈর্গুল্মবৃক্ষলতাদিভিঃ॥
নারদস্ত ন জানাতি নৈব শেষো গিরীশ্বর।
অহমেব তু জানামি বিদ্ধি ত্বমধুনা হর॥
অত্রৈব জাহ্নবী তেঽস্তি মৎপদাগ্রচ্যুতা শুভা।
আগ্নেয্যাং দিশি পৃষ্ঠে মে গঙ্গাযমুনসঙ্গকা॥
অন্যান্যপ্যত্র তীর্থানি সুগুপ্তানি চ সন্তি মে।
পশ্চাৎ সর্ব্বাণি বক্ষ্যামি কুরু সত্যঞ্চ শঙ্কর!॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

সত্যং সত্যং বদাম্যত্র তিষ্ঠামি মধুসূদন।
বারাণসীং পরিত্যজ্য অন্য ক্ষেত্রাণি মাধব॥
একাম্রবিপিনে হ্যস্মে তব সান্নিহিতে প্রভো।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ন যাস্যামি চ কুত্রাচৎ॥

ভারদ্বাজ উবাচ।

ইত্যুক্তো ভগবান্ শম্ভুস্তদ্বিষ্ণোর্দক্ষিণে দিশি।
লিঙ্গরূপধরশ্চাস্তে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥
মূলং স্ফটিকসঙ্কাশং মহানীলঞ্চ মধ্যমম্॥
মাণিক্যাভং তদূর্দ্ধঞ্চ লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্॥
ততঃ প্রভৃতি ভো বিপ্রাঃ ক্ষেত্ররাজে মহেশ্বরঃ।
কোটিলিঙ্গাবৃতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবস্ত পালকঃ।
তত্র পশ্যন্তি যে লিঙ্গমেকাম্রে মুনিসত্তমাঃ।
ব্রহ্মহত্যাযুতা বাপি মুক্তিস্তেষাং করস্থিতা॥

এবং শম্ভুঃ প্রার্থয়িত্বা বাসুদেবং সনাতনম্।
একাম্রবিপিনে চাস্তে কোটিলিঙ্গধরঃ প্রভুঃ॥”

পুরাকালে ত্রেতাযুগে কাশীস্থ বিশ্বনাথ দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন ; বৎস নারদ! আর এ পুরীতে থাকিবনা, ইহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে ; এখন ইহা জনাকীর্ণ এবং তপো-বিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে, অতএব জনাকীর্ণ স্থানে অধিবাস করা উচিত নহে। জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকেরা (বোধ হয় বৌদ্ধদিগকে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে) উপদ্রব করিতেছে, যথায় নাস্তিকেরা বাস করে তথায় ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকে না, সকলেই অধর্ম্মাচারী হয়, এস্থানে যজ্ঞাদিতে হবির্ভাগও লোপ হইল। পার্ব্বতীর জন্য অতি যত্নে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলাম। পার্ব্বতীর রুচিপ্রদ স্থান আমার হর্ষপ্রদ বটে, কিন্তু এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না, যদি অন্যত্র কোন মনোহর স্থান থাকে, আমায় এখনিই বল ; নারদ বলিলেন, হে প্রভো! লবণসমুদ্রের তীরে নীলশৈল নামে একটী নগরোত্তম আছে, তাহারই উত্তরে প্রসিদ্ধ একাম্র কানন অবস্থিত। সেই বিজন কাননে অনন্তের সহিত জগদ্গুরু রমানাথ “শ্রীবাসুদেব”নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই স্থান পরম গুহ্য ; প্রজাপতি, অধিক কি আপনি পর্য্যন্তও তাহা জ্ঞাত নহেন ; দেবতাদিগের ত কথাই নাই। হে শঙ্কর! জগন্নাথের বক্ষোপরি থাকিয়াও স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও সেই পরম গুহ্য একাম্রক্ষেত্র অবগত নহেন। জনার্দ্দন অনন্তের সহিত সেই স্থানে থাকিয়া সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। রাম লক্ষ্মণ, বলরাম কৃষ্ণ সদাই তথায় বাস করিতেছেন। হে মহেশ্বর! আমি অনেক দিন ব্যাপী তপস্যা দ্বারা বাসুদেবকে তুষ্ট করিয়া সেই উত্তম ক্ষেত্র অবগত হইয়াছি। আমি, অনন্ত ও জগন্নাথ, আমাদিগের তিন জনেরই তথায় গতিবিধি আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণের কোন সম্পর্ক নাই। হে প্রভো

পূর্ব্বে এই পরম গুপ্ত স্থান আমি জ্ঞাত হই এক্ষণে আপনিও জ্ঞাত হইলেন।

*　　　*　　　*　　　*

অনন্তর শ্রীশঙ্কর, নারদের কথা শ্রবণ করিয়া শৈলসুতার সহিত একাম্রকাননে আগমন করিয়া, জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পরমানন্দ পদ্মনাভ সুলোচন আপনাকে নমস্কার। হে ত্রয়ীমূর্ত্তিশ্বর হরে! আপনাকে নমস্কার। হে নীল জীমূতবপু! হে ত্রৈলোক্যনায়ক দেবগণের বরদাতা! আপনাকে নমস্কার। হে পীড়িতভীত-ত্রাণকারিন্! হে একাম্রনিবাস পীতাম্বর! হে নির্গুণ! হে গুণরূপ-শঙ্খচক্রাব্জধারিন্! আপনাকে নমস্কার। হে জগতের আদিকারণের কারণ, ভক্তবন্ধু করুণাসাগর জগন্নাথ! হে দেব! আপনার সহস্র সহস্র রম্যস্থান আছে জানি, কিন্তু এই একাম্রে আপনার গুপ্তরূপ জানিলাম না। হে হরে! আপনি আমায় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার অর্দ্ধ শরীর, কিন্তু হে কেশব! এক্ষণে আমায় স্বতন্ত্র করিলেন। আপনার ভক্ত নারদ, আর আপনার শয্যা ভুজগেশ্বর, এই উভয়েই কেবল এই স্থান অবগত আছে; আমার প্রতি আর আপনার সে রূপ অনুগ্রহ নাই। হে বিভো! লীলাময়! আপনার প্রেমভক্ত গোপিনীগণ অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিল। আর সনকাদি মহর্ষিগণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অদ্যাপি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। হে পরমেশ্বর! একাম্র বিপিনে যোগনিদ্রা সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; এক্ষণে লোচন উন্মীলন করিয়া আমাকে অবলোকন করুন। হে জগদীশ্বর! আমি আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি; আপনার এই পরম রমণীয় স্থানে আমার বাস করিতে অনুমতি করুন।

ধূর্জ্জটী এইরূপ স্তব করিলে পর, বিষ্ণু নয়ন উন্মীলন করিয়া

ভাস্যমুখে কহিলেন, হে শম্ভো! তোমার হিতের জন্য যাহা বলি শ্রবণ কর। আমি সানন্দে তোমাকে এস্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু একটী সত্য করিতে হইবে যে, তুমি আর কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না, স্বগণের সহিত মনোহর এই একাম্র কাননে বাস করিবে। শঙ্কর কহিলেন, কেমন করিয়া আমি পুণ্যভূমি বারাণসী একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিব; সে স্থানে আমার জাহ্নবী ও সর্ব্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। শ্রীবাসুদেব কহিলেন, হে শঙ্কর! এখানে আমার সম্মুখে পাষাণ ও গুল্মবৃক্ষাদি দ্বারা আচ্ছাদিত পাপনাশিনী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। হে গিরীশ! নারদ বা শেষ কেহই ইহার বিষয় অবগত নহে; এখানে অগ্নিকোণে পৃষ্ঠভাগে আমার পদনিঃসৃতা গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হইতেছে; এখানে আরও অনেক গুপ্ত-তীর্থ আছে, সে সকলও একে একে তোমাকে বলিব। এখন আমার সকাশে সত্য কর যে, এইখানে থাকিবে। শ্রীশঙ্কর কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, আপনার নিকটেই থাকিব। হে মাধব! বারাণসী অথবা অন্য কোন স্থানে কদাচ গমন করিব না। হে প্রভো! আমি পুনর্ব্বার ত্রিসত্য করিতেছি যে, আপনার সন্নিহিত একাম্রকাননে থাকিব; অন্য কুত্রাপি যাইব না।

ভারদ্বাজ কহিলেন, ভগবান্ শঙ্কর এই প্রকার কহিয়া বিষ্ণুর দক্ষিণদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গের মূলদেশ স্ফটিকসঙ্কাশ, মধ্যভাগ মহানীল ও ঊর্দ্ধদেশ মাণিক্যাভ হইল। এই লিঙ্গমূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত। হে বিপ্রগণ! তদবধি এই ক্ষেত্ররাজে শ্রীমহেশ্বর কোটিলিঙ্গে আবৃত হইয়াছেন ও শ্রীবাসুদেব ইহার পালক। হেমুনিসত্তম! যে মানব সেই একাম্র কাননে লিঙ্গরাজকে সন্দর্শন করে, তাহার কোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ হয়, এবং তাহাদিগের মুক্তি করস্থিত। এই রূপে বাসু-

দেবের অনুজ্ঞায় শম্ভু কোটিলিঙ্গরূপে একাম্রবিপিনে অবস্থিতি করিতেছেন।

শিবপুরাণের উত্তরখণ্ডে কীর্ত্তিবাসাসুরবধ নামে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে এই আখ্যানটী অন্য রূপ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"দিব্যমাণিক্যসদনে কাশ্যাং তিষ্ঠন্তমীশ্বরম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গৌরী পর্ব্বতনন্দিনী॥
আস্তে কুত্র স্থলং দিব্যং কমনীয়ং তব প্রভো!।
এতস্যাশ্চৈব সদৃশং গোপনীয়ং মহোদয়ম্॥
দিবি বা ভুবি বা শম্ভো! পাতালে গগণেঽপ বা।
কুত্রাস্তে গোপনীয়ন্তে ক্ষেত্রং তন্মে বদ প্রভো!॥
ইত্যুক্ত্বা প্রহসন্তী সা পাদৌ ধৃত্বা মহেশিতুঃ।
পপাত শিরসা নম্রা শিবপ্রাণেশ্বরী মুনে!॥
উত্থাপ্য শঙ্করস্তান্ত গৌরীমম্বুজলোচনাম্।
চুচুম্বে বদনং তস্যা দাড়িমীকুসুমাধরম্॥
তামালিঙ্গ্য ভুজাভ্যান্ত পরিষ্বজ্য পুনঃ পুনঃ।
ক্রোড়ে নিবেশয়ামাস জগন্মাতরমম্বিকাম্॥
ততঃ প্রহাস্যবদনো গিরীশো নীললোচনঃ।
সুকম্পিতোষ্ঠযুগলো বীক্ষ্য তামিদমব্রবীৎ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কাষ্ঠা তে মহতী দেবি! কৃতা ময়ি নগেন্দ্রজে।
তব প্রীত্যা বদিষ্যামি ভুবি ক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্॥
শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণবসন্নিধৌ।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাদিত্যা নদ্যাস্তে পূর্ব্বগামিনী॥
সরিত্তদুদ্ভবা হ্যেকা নাম্না গন্ধবতী শ্রুতা।
সাক্ষাদিয়ন্তু সা গঙ্গা কাশ্যামুত্তরবাহিনী॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা স্বর্ণপঙ্কজশোভিতা।
সর্ব্বপাপহরা যাতি দক্ষিণার্ণবসম্মিকে॥

সর্ব্বপাপহরং দিব্যং তত্তীরে সদনং মম।
একাম্রকমিতি খ্যাতং বর্ত্ততে কিল সুন্দরি! ॥
সর্ব্বসম্পন্নমুদিতং সদা ষড়্‌তুসেবিতম্।
কৈলাসমিব সুপ্রথ্যং তৎ ক্ষেত্রং মম পার্ব্বতি! ॥
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চন্দনৈরুপচন্দনৈঃ।
অশোকৈর্ব্বকুলৈর্ব্বিল্বৈর্ব্বটৈর্ব্বরুণপাদপৈঃ ॥
পনসৈঃ পিচুমর্দ্দৈশ্চ আম্রৈরাম্রাতকৈস্তথা।
নাগরঙ্গৈর্নারিকেলৈঃ কোবিদারৈঃ পৃষৎকরৈঃ ॥
কেতকীবনবৃন্দৈশ্চ তুলামলকপাদপৈঃ।
মালতীলতিকাভিশ্চ মাধবীভিঃ সমন্ততঃ ॥
তথা দ্রাক্ষালতাভিশ্চ মরীচলতিকাদিভিঃ।
জাতীযূথীমল্লিকাভিঃ করবীরৈঃ কুরণ্টকৈঃ ॥
কুন্দৈর্মন্দারকৈশ্চৈব সেবন্তীভিঃ সুগন্ধিভিঃ।
ইত্যাদিবিবিধৈর্বৃক্ষৈর্লতাভিঃ পুষ্পকাননৈঃ ॥
ষড়্‌তোঃ ফলপুষ্পাঢ্যং ক্ষেত্রং মম সুশোভিতম্।
শুকৈশ্চ সারিকাভিশ্চ কপোতৈঃ শিখিভিঃ প্রিয়ে ॥
টিট্টিভৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্জলকুক্কুটৈঃ।
কদম্বৈঃ কলহংসৈশ্চ ভ্রমদ্ভিস্তৈরিতস্ততঃ ॥
শব্দায়মানং তদ্দেবি! কূজদ্ভির্মধুরস্বরম্।
সরোভিঃ স্বচ্ছতোয়ৈশ্চ প্রফুল্লকুসুমাম্বুজৈঃ ॥
দিব্যসোপানরচনৈঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্।
এবং তৎ পরমং ক্ষেত্রং একাম্রকাননং মম ॥
দুষ্প্রাপ্যং সর্ব্বদেবানাং নরাণামপবর্গদম্।
তব প্রীত্যা মম স্থানং গোপিতং কথিতং প্রিয়ে।
বারাণসীসমং দিব্যং কোটিলিঙ্গবিভূষিতম্ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নমস্তে ভগবন্ শম্ভো! ত্রাহি মাং ভুবনেশ্বর।

শ্রুত্বা তৎ ক্ষেত্রমমলং মম প্রীতিরজায়ত ॥
দিদৃক্ষা মহতী জাতা তব গুপ্তবনে মম।
যদাজ্ঞাং দাস্যতি বিভো তদা যাস্যাম্যহং বনম্।

শ্রীশিব উবাচ।

তত্র চেৎ মহতী শ্রদ্ধা দিদৃক্ষায়াং তবাভবৎ।
একাকিন্যা ত্বয়া দেবি! তদা গন্তব্যমেব হি ॥
যদ্যদ্রূপং সমাস্থায় তত্র ক্রীড়সি বৈ প্রিয়ে!।
তত্তদ্রূপধরো ভূত্বা করিষ্যেঽহং ত্বয়া সহ ॥
অগ্রতো যাহি দেবি! ত্বং তৎ ক্ষেত্রং পাবনং মহৎ।
তব পশ্চাৎ গমিষ্যামি সর্ব্বপ্রমথসংবৃতঃ ॥

বামদেব উবাচ।

ইতীশ্বরবচঃ শ্রুত্বা মৃগশাবকলোচনা।
সিংহমারুহ্য তরসা যযাবেকাম্রকং বনম্ ॥
স্বর্ণকূটাচলং দিব্যং সুরসিদ্ধর্ষিসেবিতম্।
নানাবৃক্ষলতাগুল্মসরোভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥
নানাপক্ষিকুলৈর্ম্মেধ্যৈঃ শব্দিতং সুমনোহরম্।
শিববাক্যপ্রমাণং তং দদর্শ গিরিনন্দিনী ॥
তত্র লিঙ্গধরং দৃষ্ট্বা সিতাসিতারুণপ্রভম্।
বিবিধৈরুপচারৈঃ সা পূজয়ামাস পার্ব্বতী ॥
লিঙ্গং ত্রিভুবনেশস্ত সমাশ্রিত্য কৃতাসনা।
অভবন্নিশ্চলা তত্তে! ক্ষেত্রে তস্মিন্নিরাময়ে ॥
কদাচিৎ সা যযৌ পুষ্পমাহর্ত্তুং কাননান্তরম্।
ভ্রমদ্ভ্রমরসংযুক্তং পুংস্কোকিলনিনাদিতম্ ॥
তস্মিন্ বনান্তরে তত্তে হ্রদমধ্যাদ্বিনির্গতাঃ।
সহস্রসঙ্খ্যকা গাস্তা দদর্শ সুপয়োধরাঃ ॥
তা আগত্য মুনে সর্ব্বাঃ গাবঃ কুন্দেন্দুসুপ্রভাঃ।
তত্রৈকস্মিন্ লিঙ্গবরে তত্যজুঃ ক্ষীরমুত্তমম্ ॥

প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য তস্য লিঙ্গস্য বৈ মুনে !।
ইতস্ততঃ সমালোক্য তা যযুর্ব্বরুণালয়ম্ ॥
তামালোক্য ক্রিয়াং দেবী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা।
তামাহর্ত্তুং মনো দধ্রে ভবপ্রীত্যা মহামুনে ! ॥
তস্মিন্নেব দিনে তাস্তু পূজিতং লিঙ্গমুত্তমম্।
গাবঃ সর্ব্বাঃ ক্ষীরবত্য আযযুর্ব্বরুণালয়াৎ।
গাঃ সহস্রাণি তা দৃষ্ট্বা গিরিরাজসুতা মুনে !।
জগ্রাহ শিবভক্ত্যা সা পালয়ন্তী চ যষ্টিনা ॥
তামাহৃত্য জগন্মাতা রূপং তত্যাজ বৈ স্বকম্।
গোপীরূপং সমাস্থায় গোপালিন্যভবন্মুনে ! ॥
তাভ্যো দুগ্ধ্বা পয়ঃ সর্ব্বং লিঙ্গে ত্রিভুবনেশ্বরে।
স্নাপয়ন্তী চ পয়সা ভক্ত্যা সা মুদিতাভবৎ ॥
স্নাপয়িত্বা পয়োভিস্তং কুসুমৈঃ সুমনোহরৈঃ।
অর্চ্চয়ন্তী মুদং লেভে দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্রে কীর্ত্তিনামা মহাসুরঃ।
বাসস্তদনুগশ্চৈব তত্রাগাতাং সুদুর্ম্মদৌ ॥
রূপযৌবনসম্পন্নৌ দিব্যকুণ্ডলধারিণৌ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরৌ দিব্যগন্ধানুলেপনৌ ॥
তৌ তাং দদৃশতুর্দেবীং গোপীং চন্দ্রনিভাননাম্ ॥
পীনোন্নতকুচাং গৌরীং বিম্বোষ্ঠীং মৃগলোচনাম্ ॥
তাবাহতুস্ততস্তত্রে সুস্মিতৌ মধুরস্বরৌ।
অনঙ্গবশমাপন্নৌ রন্তুকামৌ কৃতাঞ্জলী ॥

কীর্ত্তিবাসাবুচতুঃ।

কা ত্বং মোহয়সীন্দুমণ্ডলমুখী প্রাগেব সন্তাপদে
গান্ধর্ব্বী মনুজাধিপস্য তনয়া কিংবা সমুদ্রাত্মজা।
কিংবা কামবিমোহিনী রতিরসি প্রোদ্ভিন্নতুঙ্গস্তনী
নো চেচ্ছক্রমনোহরা ত্বমসি বা প্রীত্যা বদস্বাশু নৌ ॥

গোপ্যুবাচ।

নাহং সমুদ্রস্য সুতা ন চান্যা
নাহং রতির্নৈব পুলোমজাহম্।
গন্ধর্ব্বপত্নী ন চ রাজনন্দিনী
গোপালনার্থং কিল গোপ্যহং বিভো॥

কীর্ত্তিবাসাবূচতুঃ।

আবাং কৃতার্থৌ কুরু পূরুষপ্রিয়ে
ত্বৎসুন্দরভ্রূস্মিতদর্শনোৎসুকৌ।
ত্বদঙ্গসঙ্গস্পৃশদম্বুমজ্জনা-
জ্জীবেশ্বরৌ গাঙ্গজলেপ্লুতাবিব॥

গোপ্যুবাচ।

ধিগস্ত বাং পাপনিগূঢ়মানসৌ
পরস্ত্রিয়া ভোগবিচারলালসৌ।
নৈবং বিধাহং যুবয়োস্ত ভাবিনী
গমিষ্যথো মৃত্যুনিকেতনং ধ্রুবম্॥

বামদেব উবাচ।

এবং ব্রুবাণা মদনাঙ্গনাশন-
প্রিয়া সুরৌ তৌ মদগূঢ়মানসৌ।
বিমোহয়ন্তী কিল পশ্যতোস্তয়োঃ
ক্ষণাদগাদস্তমিবাম্বরে তড়িৎ॥

তৌ তামন্তর্হিতাং বীক্ষ্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনৌ।
কস্য প্রিয়েয়মবলা পশ্যতামিতি বাদিনৌ॥
তয়োর্বিচেষ্টিতং দৃষ্ট্বা গিরিজা চন্দ্রকাননা।
স্মরতি স্ম মহাদেবং কাশীনিলয়সংস্থিতম্॥
জ্ঞাত্বা শিবা-সংস্মরণং শিবস্ত বিশ্বেশ্বরো বিশ্বশিবপ্রদাতা।

নন্দীশ্বরাদিপ্রমথাংশ্চ তত্র সন্ত্যজ্য গন্তুং স মনো বিধত্তে।
নীলোৎপলশ্যামলকোমলাঙ্গঃ কঞ্জেক্ষণো বিম্বফলাধরোঽসৌ
পিশঙ্গবাসা মুরলীনিনাদী গুঞ্জাবতংসী শিব আজগাম॥

একাম্রপাদপরুচিপ্রচলৎপ্রবালং
গন্ধানদীকমলধূতবিনোদশীলৈঃ।
মন্দানিলৈর্মলয়ধূতরজৈস্তু সেব্য-
মাসাদ্য মন্মথরিপুর্মুরলীং জগৌ সঃ॥
আকর্ণ্য শঙ্করমুখাম্বুজনির্গতশ্চ
বেণুস্বনং কলসুপঞ্চমরালগীতম্।
গাবো মৃগাঃ শিখিসুকোকিলসারিকাদ্যা
উৎফুল্ললোমলতিকা হৃদি শুশ্রুবুস্তু॥
তং গোপবেশধরমীক্ষ্য পতিং ত্রিনেত্রা
কোঽয়ং পুমানিতি জহাস বিলোলনেত্রা।
প্রাহ প্রসন্নবদনামৃতগুচ্ছহাসা
কস্ত্বং সমাগত ইহাশু পিশঙ্গবাসাঃ॥
তামাহ গোপযুবতীং বিধুমণ্ডলাস্যাং
কৃত্বা স্মিতং কমলবিশ্রুতলোচনোঽসৌ।
ত্বং কাপি গোপদয়িতে দয়িতার্দ্রচিত্তা
যন্মাং জগাদ বচনং মধুরস্বরোক্তম্॥
গোপালবাক্যমিদমুত্তমমীশ্বরী সা
শ্রুত্বা পপাত পদয়োর্মুরলীধরস্য।
প্রাহাস্মি গোকুলপতে গৃহিণী তবাহং
বিম্বাধরামৃতরসৈর্ময়ি দেহি দাস্যম্॥
তদ্বাক্যতোঽহমিহ দেব সমাগতা বৈ
বিঘ্নো বভূব নিয়তং মম দৈত্যসূনোঃ।
আজ্ঞাপয়স্ব করবাণি কথং হি সেবাং
তৌ নাশয়াশু পুরুষৌ সুরদুঃখমূলৌ॥

শঙ্কর উবাচ।

রাজা পুরা দ্রুমিলদেশভবো হি ভূম্যাং
যজ্ঞৈরিয়াজ বিপুলাম্বরদক্ষিণাদ্যৈঃ।
তুষ্টাস্তমূচুরিদমম্বমংশ্চ দেবাঃ
যজ্ঞে মনোগতবরং বরয়াশু ভূপ॥
বব্রে বরং সমরনন্দনকাবিমৌ ভো
নিত্যং সুরা হি ভবতাং পুরুষৈরবধ্যৌ।
শস্ত্রৈস্তথাস্ত বচনং ত্রিদশা ব্রুবাণা
আচ্ছন্নতো মৃগসুলোচনি তৌ জহি ত্বম্॥
ইত্যাজ্ঞপ্তা ততো দেবী গোপরূপধরা তু সা।
জগাম পুষ্পমাহর্ত্তুং সুবনং সুলতান্তরম্॥
তত্র তাবসুরৌ দৃষ্ট্বা তামেব মৃগলোচনাম্।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভূত্বা বাক্যমেতদবোচতাম্॥

কীর্ত্তিবাসাবুচতুঃ।

দেবি! ত্বং বরকল্যাণি জীবনং নৌ হি কামতঃ।
ত্বয্যাবয়োশ্চ বর্ত্তেত বহুধানং মনোরথঃ॥

গোপ্যুবাচ।

মম একো ব্রতো হ্যস্তে শৃণু তত্ত্ব মহৌজসৌ।
কৃত্বা মম ব্রতং পূর্ণং ভার্য্যাং মাং কুরুতং দ্রুতম্॥
স্কন্ধে শীর্ষে চ পাদৌ তু মম কৃত্বা তু যো নরঃ।
উত্তোলয়তি মাং ভূমেস্তস্য ভার্য্যা ভবাম্যহম্॥

বামদেব উবাচ।

ইতি গোপবচঃ শ্রুত্বা সানন্দাবসুরাত্মজৌ।
তাং সমুদ্ধর্ত্তুকামৌ চ বভূবতুরিতস্ততঃ॥
তস্যাশ্চ শিব আদত্তৌ দেহি পাদাবিতীরিতৌ।
ততো মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং তৌ কীর্ত্তিবাসৌ মহাসুরৌ॥
তত্র তাভ্যাং মহাযুদ্ধং চকার নগনন্দিনী।

পুনর্ম্মমর্দ্দ তৌ বীরৌ সুরবিস্ময়কারকৌ॥
দেবী পদ্ভ্যাং হতৌ তৌ তু মূর্চ্ছিতৌ পতিতৌ ভুবি।
পাদেন পোথয়ামাস ভূয়ঃ পর্ব্বতনন্দিনী॥
ততস্তাবসুরৌ বীরাবস্থংস্তাক্ত্বা রসাতলম্।
জগ্মতুস্তত্র সা দেবী চকার হ্রদমুত্তমম্॥
য ইদং শুভমাখ্যানমাহবং কীর্ত্তিবাসয়োঃ।
শৃণুয়াদ্বা পঠেদ্বাপি স নিষ্পাপো ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

ভাবার্থ যথা,—

এক দিন পর্ব্বততনয়া গৌরী প্রাঞ্জলি হইয়া শঙ্করকে কহিলেন, এই কাশীধাম সদৃশ অপর গোপনীয় পুণ্য স্থান আর কোথায় আছে? স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা পাতালে, যেখানেই থাকুক না, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট প্রকাশ করুন। পার্ব্বতী এই প্রকার কহিয়া হাসিতে হাসিতে মহেশের পদতলে নমস্কার করিলেন। তখন শঙ্কর প্রেমানন্দে দেবীকে আপন অঙ্কে বসাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, দেবি! তুমি নানাপ্রকারে আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছ, সে কারণ পৃথিবীর মধ্যে একটী পরম গুহ্যক্ষেত্রের বিষয় তোমায় বলিব। দক্ষিণ উদধির নিকট বিন্ধ্যপাদ নিসৃতা সাক্ষাৎ গঙ্গারূপা গন্ধবতী* নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহার তীরে "একাম্র" নামে পুণ্যপ্রদ একটি কানন আছে। তাহা কৈলাস পর্ব্বত অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং কাশীক্ষেত্র অপেক্ষাও মুক্তিপ্রদ। ইহা বারাণসী সদৃশ কোটি লিঙ্গ বিভূষিত। গিরিজা তৎশ্রবণে উক্ত কানন সন্দর্শনে উৎসুক হইয়া তথায় যাইবার জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, মহাদেব তাঁহাকে অনুমতি দিয়া কহিলেন; দেখ, তোমাকে একাকিনী যাইতে হইবে; তুমি তথায় যে যে রূপে বিচরণ করিবে, আমি

* উৎকল খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাকে 'গন্ধবহা' বলা হইয়াছে।

সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া তোমার সহিত পরে মিলিত হইব। তখন পার্ব্বতী সিংহারোহণে একাম্রকাননে আসিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর, এক দিবস পুষ্পাহরণ জন্য বনান্তরে যাইয়া দেখিলেন, একটি হ্রদ হইতে সহস্র সহস্র গাভী উত্থিত হইয়া নিকটস্থ গোসহস্রেশ্বর লিঙ্গোপরি ক্ষীর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বরুণালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। তিনি গোপালিনী রূপে সেই গাভীগণকে তাড়াইয়া ত্রিভুবনেশ্বরের নিকটে লইয়া আসিলেন ও তাহাদিগের ক্ষীর দ্বারা প্রত্যহ তাঁহার অভিষেকাদি করিতে থাকিলেন। ঘটনাক্রমে কীর্ত্তি ও বাস নামে দমনকাসুরের পুত্রদ্বয় তথায় আসিয়া গোপীবেশধারিণী গৌরীকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে কামনা করিলে, 'ধিক্! পরস্ত্রীলোলুপ মূঢ়বুদ্ধি পাপী এ অসদভিপ্রায় তোদের মনে কেন উদয় হইল; শীঘ্রই, তোদের যম সদনে যাইতে হইবে' দেবী এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর, ত্রিপুরারি গোপবেশে তথায় আসিয়া অসুরদ্বয়কে নিহত করিতে ভগবতীকে অনুজ্ঞা দিলে, তিনি পুনরায় পুষ্প চয়ন করিতে করিতে তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। তখন সেই অসুরদ্বয় পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিল, 'হে কল্যাণি! তুমি আমাদিগের জীবন, অতএব আমাদিগকে ভজনা করিয়া আমাদের প্রাণদান কর।' দেবী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, 'অসুরদ্বয়! আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে তোমরা তাহা সম্পাদন করিলেই তোমাদিগকে ভজনা করিব। আমি যাহার স্কন্ধে ও মস্তকে পদ দিয়া দণ্ডায়মানা হইব, সে যদি আমাকে অনায়াসে তুলিতে সমর্থ হয়, তবে আমি তাহাকেই পতিত্বে গ্রহণ করিব।' কীর্ত্তি ও বাস গোপীবাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রসর হইল এবং মস্তক নত করিয়া দেবীকে স্কন্ধোপরি আরোহণ করিতে কহিলে, দেবী পদ দ্বারা

তাহাদিগকে চাপিয়া পোথিত করিলেন। তাঁহার পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া একটী সরোবরে পরিণত হয়। ইহাই দেবীপাদহরা নামে বিখ্যাত।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একাম্রকানন খৃঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে কলিঙ্গনগর নামে বিখ্যাত ছিল। তথাকার রাজা মগধরাজের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শাক্যসিংহ-বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁহার একটি দন্ত কলিঙ্গরাজ উপহার স্বরূপে পাইয়াছিলেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, কলিঙ্গদেশে শাক্যসিংহের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অশোকরাজের সময় কলিঙ্গদেশ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অশোকরাজের প্রদত্ত অনুশাসন লিপি অদ্যাপি একাম্রকাননের অনতি দূরে দৌলির পাহাড়ে রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দন্তটি পিপ্‌লি নগরের নিকট দাতনেতে* (দন্তপুরী) নীত হইয়া পরে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সিংহল দ্বীপস্থ কলম্বে নীত হই-

* তাম্রলিপ্ত হইতে ৫০ মাইল দূরে জলেশ্বরের ১২ মাইল উত্তরে আর একটী পল্লি 'দাতন' নামে দৃষ্ট হয়। আমাদিগের মতে প্রথমে দন্তটী পিপ্‌লীর নিকট বর্ত্তমান দাতনেতে আইসে। রাজা গুহাশিবের সময়ে (৩৭০—৩৯০খৃঃ) মগধরাজ পাণ্ডুর আদেশে তাঁহার সেনাপতি চিত্তযান কর্ত্তৃক পাটলীপুত্রে ইহা নীত হয়; অনন্তর পাণ্ডু পরলোক প্রাপ্ত হইলে গুহাশিব তাহা স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। সম্ভবত ঐ সময়ে তিনি ইহাকে যথায় রাখিয়াছিলেন, তাহাই জলেশ্বরের নিকট বর্ত্তমান 'দাতন'। পরে তিনি সমরে নিহত হইলে তাহার জামাতা দন্তকুমার ও কন্যা হেমমালা উহা লইয়া তাম্রলিপ্তে আসিয়া পোতে আরোহণ করত সিংহল দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লয়েন। বর্ত্তমান দাতনে যে বিষ্ণুমন্দির আছে তাহাতে একটি রজতের দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে। প্রবাদ এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব গঙ্গাস্নানে আসিবার কালীন সেই সেই স্থানে দন্ত মার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা দন্তপুর বা দাঁতন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই জন্যই অর্চ্চকেরা যাত্রিগণকে রজতের দন্তকাষ্ঠ দেখাইয়া আপন প্রাপ্য লইয়া থাকেন।

যাছে। অনন্তর, যযাতিকেশরী তাহার জীবনের শেষভাগে একাম্রকাননে রাজধানী স্থাপন করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাহার প্রপৌত্র ললাটেন্দু কেশরী ৬৫৭ খৃঃ ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির সম্পূর্ণ করেন। একাম্রপুরাণে এতদ্বিষয়ে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা;—

"গজাষ্টেষুমিতে (৫৮৮) জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

ললাটেন্দুকেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব ভুবনেশ্বরের মন্দির ১২২৭ বৎসরের পুরাতন বলিয়া জানা যাইতেছে। এবং বোধ হয় মন্দির নির্ম্মাণের পর হইতেই একাম্রকানন ভুবনেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে। দেবের নাম প্রথমে ত্রিভুবনেশ্বর ছিল ক্রমে ভুবনেশ্বরে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহার অপর নাম কীর্ত্তিবাস (কীর্ত্তির্যশঃ বাস আবরণং যস্য। অথবা কীর্ত্তিবাসৌ তন্নাম্না প্রসিদ্ধৌ অসুরদ্বয়ৌ যস্য আজ্ঞয়া নিহতৌ সঃ কীর্ত্তিবাসঃ।) অথবা কৃত্তিবাস। (কৃত্তিশ্চর্ম্ম বাসো যস্য।) একাম্রকাননে ইহাকে লিঙ্গরাজ কহিয়া থাকে।

বিন্দু সরোবরে স্নানাদি কার্য্য করিয়া যেরূপে একাম্র-চন্দ্রিকোক্ত ভুবনেশ্বর পরিক্রমণ যাত্রাবিধি করিতে হইবে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ অনন্ত বাসুদেব। ২ গোপালিনী। ৩ চন্দ্ররুদ্র। ৪ কার্ত্তিকেয়। ৫ গণেশ। ৬ বৃষভ। ৭ কল্পবৃক্ষ। ৮ সাবিত্রী। ৯ লিঙ্গরাজ। ১০ একাম্রেশ্বর। ১১ উগ্রেশ্বর। ১২ বিশ্বেশ্বর। ১৩ চিত্রগুপ্তেশ্বর। ১৪ শাবরেশ্বর। ১৫ লড্ডুকেশ্বর। ১৬ শক্রেশ্বর। ১৭ ঈশানেশ্বর। ১৮ ভারভূতীশ্বর। ১৯ শ্রীকান্তেশ্বর। ২০ লাঙ্গুলীশ্বর। ২১ সোমেশ্বর। ২২ শিখণ্ডীশ্বর। ২৩ দর্দ্দুরেশ্বর। ২৪ অনন্তেশ্বর। ২৫ সোমস্বত্রেশ্বর।

দ্বিতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ কপিলকুণ্ড। ২ মূর্ত্তিশ্বর। ৩ বরুণেশ্বর। ৪ যোগমাতা বাধা। ৫ ঈশানেশ্বর। ৬ দ্বিতীয়-ঈশানেশ্বর। ৭ যমেশ্বর।

তৃতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ গঙ্গা-যমুনা। ২ লক্ষ্মীশ্বর। ৩ স্বর্লোকেশ্বর। ৪ রুদ্রেশ্বর।

চতুর্থ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ কোটি তীর্থেশ্বর। ২ স্বর্ণজলেশ্বর। ৩ সর্ব্বেশ্বর। ৪ সুরেশ্বর। ৫ সিদ্ধেশ্বর। ৬ মুক্তিশ্বর। ৭ শক্রেশ্বরাদি। ৮ কেদারেশ্বর। ৯ কেদারকুণ্ড। ১০ মরুতেশ্বর। ১১ হাটকেশ্বর। ১২ দৈত্যেশ্বর। ১৩ চন্দ্রেশ্বর।

পঞ্চম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ ব্রহ্মেশ্বর। ২ ব্রহ্মকুণ্ড। ৩ গোকর্ণেশ্বর। ৪ উৎপলেশ্বর।

ষষ্ঠ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ ভাস্করেশ্বর। ২ কপালমোচকেশ্বর।

সপ্তম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ পরশুরামেশ্বর। ২ অলাবুকেশ্বর। ৩ উত্তরেশ্বর। ৪ ভীমেশ্বর। ৫ যজ্ঞভক্ষেশ্বর। ৬ বশিষ্ঠ ও বামদেব।

অষ্টম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ রামরামেশ্বর। ২ সীতা, মারুতীশ্বর প্রভৃতি। ৩ গোসহস্রেশ্বর প্রভৃতি। ৪ পরদারেশ্বর। ৫ ঈশানেশ্বর। ৬ ভদ্রেশ্বর। ৭ কুক্কুটেশ্বর। ৮ কপালিনী। ৯ শিশিরেশ্বর।

নবম যাত্রায় পরিক্রমণ সন্দর্শনাদি,—

১ পূর্ব্বেশ্বর। ২ বৈদ্যনাথ। ৩ অষ্ট সূক্ষ্মেশ্বর প্রভৃতি। ৪ আম্রাতকেশ্বর। ৫ মধ্যমেশ্বর। ৬ ভীমেশ্বর। ৭ ভৈরবেশ্বর। ৮ সুন্দরেশ্বর। ৯ সূক্ষ্মেশ্বর। ১০ বহিরঙ্গেশ্বর।

অষ্টপ্রধান তীর্থের নাম।

১ বিন্দুসাগর। ২ পাপনাশিনী। ৩ গঙ্গা-যমুনা। ৪ কোটি

তীর্থ। ৫ ব্রহ্মকুণ্ড। ৬ মেঘকুণ্ড। ৭ অলাবু কুণ্ড। ৮ রামকুণ্ড।

এই সমস্ত পরিভ্রমণ ও সন্দর্শন করা বহু দিনসাধ্য বলিয়া অনেকেই বিন্দুসর, পুরুষোত্তম (অনন্ত বাসুদেব) ও চন্দ্রচূড়, (ভুবনেশ্বর) দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। এতদ্বিষয়ে একাম্র-পুরাণোক্ত বাক্য যথা,—

"আদৌ বিষ্ণুহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
চন্দ্রচূড়মুখং দৃষ্ট্বা চন্দ্রচূড়ো ভবেন্নরঃ॥"

অনেক মন্দিরই পুরাতন হইয়া জীর্ণ হইতেছে। প্রধান দেবালয় ব্যতিরেকে সর্ব্বত্রই সামান্য পূজা হইয়া থাকে। আমরা সময়াভাবে যে ক্রমে মন্দির ও দেবসন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

প্রথমে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইয়া উত্তরমুখী গণপতিকে সন্দর্শন করি। তৎপরে স্তম্ভোপরি অরুণমূর্ত্তি, পরে লক্ষ্মী-নরসিংহ, পরে পাকশালা, তৎপরে নীল প্রস্তরে দ্বিভুজা সাবিত্রী, তৎপরে ষষ্ঠীদেবী, তৎপরে যমরাজকে দর্শন করি। ইহার বদন ভল্লুকাক্রান্ত, চারিটী হস্ত ও বাহন মহিষ। অনন্তর, বৈদ্যনাথ লিঙ্গ সন্দর্শন করি। পরে, একটী অসম্পূর্ণ মন্দির দেখি। কিংবদন্তী এই যে, বিশ্বকর্ম্মা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে করিতে রাত্রি অবসান হইলে, তিনি ইহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান। তৎপরে পতিতপাবনের দারুময় মূর্ত্তি। এ সমস্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে অবস্থিত আছে।

অনন্তর, আমরা ভগবতীর প্রসিদ্ধ মন্দির সন্দর্শন করি। ইহা মূলমন্দিরের বায়ুকোণে স্থিত। ইহা বিজয়কেশরীরাজার সময়ের ৯ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই মন্দির খাণ্ডগিরির স্যাণ্ডষ্টোনে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গঠনকার্য্যে যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেখনী দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায় না। এরূপ কৌশলপূর্ণ কার্য্য ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসু-

দেবের মন্দিরে, পুরীর নাটমন্দিরে এবং গড়কের সরস্বতী মন্দিরে দৃষ্ট হয়। ইহা দর্শন না করিলে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। মন্দিরটী দীর্ঘে ১৬০ ফুট, প্রস্থে ৫০ ফুট ও উচ্চে ৫৪ ফুট। ইহার গর্ভগৃহ, ভিতর সারা দীর্ঘ ৩৫ ফুট ও প্রস্থে ৩০ ফুট হইবে। দেবীর নিত্যপূজা হইয়া থাকে, ভোগের বন্দোবস্তে বিশেষ পরিপাটী নাই।

মূলমন্দিরপ্রাঙ্গণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫০০ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪০০ ফুট; চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ দৃঢ় ৭॥ ফুট প্রশস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার প্রবেশের সিংহদ্বার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মূল মন্দিরকে চারি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বদিক হইতে প্রবেশ করিলে সম্মুখে প্রথমের পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ৫০ ফুট প্রশস্ত বাঁধান চত্বর। তাহার পর ভোগমণ্ডপ তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন ও সর্ব্বশেষে মূলস্থান।

ভোগমণ্ডপ দীর্ঘ-প্রস্থে ৫৬ ফুট হইবে। ইহা কমলকেশরী কর্ত্তৃক (৭৯২—৮১১ খৃঃ) নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পোতাথামাল সাধারণ জমী অপেক্ষা ৩ ফুট উচ্চ। ইহার ছাদ চতুর্ভুজ পিরামিডের ন্যায়। এই মণ্ডপে প্রত্যেক দিন তিনবার করিয়া ভোগান্ন প্রদত্ত হয়।

ভোগমণ্ডপের পরে নাটমন্দির, শালিনীকেশরীর পাটরাণী কর্ত্তৃক (১০৯৯—১১০৪ খৃঃ অব্দে) ৫২ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পোতাথামাল ৩ ফুট উচ্চ ও ছাদ চতুর্ভুজ পিরামিডের ন্যায়।

মোহন ও মূলস্থান একত্রে যযাতিকেশরীর সময়ে আরব্ধ হইয়া ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে সম্পূর্ণ হয়। মোহনগৃহ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ ফুট ভূখণ্ডের উপর এবং মূল মন্দির ৫৬ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ জমীর উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার বহির্ভাগে নানা দেবমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, ও ইহাতে

যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। মন্দিরের বহির্ভাগস্থ উত্তর দেওয়ালে ভগবতীর, পশ্চিম দিকে কার্ত্তিকের ও দক্ষিণ ভাগে গণেশের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মূলমন্দিরের শিখর-দেশ ১৬০ ফুট উচ্চ হইবে। অভ্যন্তরে ৮ ফুট ব্যাসের লিঙ্গ, বেদী হইতে ৮ ইঞ্চ উর্দ্ধে আছে। বেদীপীঠ কৃষ্ণ ক্লোরাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এরূপ স্থূল লিঙ্গের আভরণ হইতে পারে না বলিয়া কেবল মাত্র একটী স্বর্ণের উপবীত প্রদত্ত আছে।

দেবের নিত্য উপাসনার ক্রম যথা,—

১। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভিধ্বনি হইয়া থাকে, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ সম্মুখে দর্পণ ধারণ করিয়া আরতি করে।

২। ৬টার সময় মুখপ্রক্ষালনার্থ দন্তকাষ্ঠ প্রদান।

৩। ৭টার সময় স্নানাভিষেক। প্রথমে জলদ্বারা, পরে পঞ্চামৃত এবং তদনন্তর পুনর্ব্বার জলদ্বারা স্নান করান হইয়া থাকে।

৪। বস্ত্র পরিধান।

৫। ৮টার সময় বাল্যভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত ও মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৬। ১০টার সময় সকালভোগ। ইহাতে খেচরান্ন, পিষ্টক ও মিষ্টান্ন প্রদত্ত হয়।

৭। ১১টার সময় ভোগমণ্ডপে পক্কান্নের ভোগ হইয়া থাকে। ইহার সহিত মন্দির মধ্যেও মিষ্টান্ন-ভোগ হইয়া থাকে।

৮। ১২টার সময় ভোগমণ্ডপে মধ্যাহ্নভোগ হইয়া থাকে। ইহাতে অন্ন, ব্যঞ্জন, মাল্‌পো, সর ও সরবৎ প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। মিষ্টান্ন সকল মূল মন্দিরেই যাইয়া থাকে। ভোগান্তে কর্পূরা-লোকের আরতি হয়। তৎপরে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

৯। দেব ৪ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করেন। নিদ্রাভঙ্গের জন্য

৭টার সময় দুন্দুভিধ্বনি হইয়া থাকে ও তৎসহ অর্চক আরতি করে।

১০। ঐ সময়ে জিলাপি ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

১১। তৎপরে প্রাতঃকালের ন্যায় পুনর্ব্বার জলাভিষেক হইয়া থাকে। তৎপরে সন্ধ্যাকালীন শৃঙ্গারবেশ ও ধূপাদি প্রদত্ত হয়। উক্ত শৃঙ্গারবেশে বস্ত্র, চন্দন, বিল্বদল, তুলসী, ও পুষ্পমালা এবং অন্যান্য আভরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

১২। সন্ধ্যাভোগ। ইহাতে মতিচুর, গজা, পকড়ান্ন (দধি ও নেবুর সহিত পান্তাভাত), গুড়, অলাবুর অম্ল, নারিকেল ও ঘৃত এবং তদন্তে তাম্বুল প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার পর আরতি হইয়া থাকে।

২৩। সন্ধ্যার কিছু পরে পুনর্ব্বার আরতি হইয়া বড় শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে। তাহাতে পীতবর্ণের বস্ত্র ও নানা সৌগন্ধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। ইহার পরেই পকড়ান্ন, ভাজা, পিষ্টক ও মোহনভোগ প্রদত্ত হয়।

১৪। ইহার ১ ঘণ্টা পরে নিজ গৃহে গোপনভোগ হয়। ইহাতেও পকড়ান্ন ও দধি প্রদত্ত হয়।

১৫। ইহার পর পুষ্পাঞ্জলি হইয়া থাকে। ইহাতে পঞ্চ পাত্র, মিষ্টান্ন ও কদলী পরিপূর্ণ করিয়া গৃহ মধ্যস্থ বেদীপীঠোপরি রক্ষিত হয়।

১৬। তদনন্তর, আরতি।

১৭। অনন্তর শয়ন। ইহার জন্য গৃহ মধ্যে খাট, শয্যার উপকরণ, তাম্বূল, জল ও পুষ্প প্রভৃতি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, পূজারি ব্রাহ্মণ দেবকে সম্বোধন করিয়া কহেন, 'দেবী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন', এই বলিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আইসেন। অনন্তর দেব সমস্ত রাত্রি গৃহমধ্যে বিশ্রাম করেন।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত পূজাবিধি যথা,—

"ততঃ শম্ভোগৃ‌হং গচ্ছেদ্বাগ্যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রাবিশ্য পূজয়েৎ পূর্ব্বং কৃত্বা তত্র প্রদক্ষিণম্॥
আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করম্।
অদীক্ষিতশ্চ বা দেবান্ মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রূপযৌবনগর্ব্বিতঃ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য শিবলোকং স গচ্ছতি॥
পশ্যেদ্দেবং বিরূপাক্ষং দেবীঞ্চ শারদাং শিবাম্।
গণচণ্ডং কার্ত্তিকেয়ং গণেশং বৃষভং তথা॥
কল্পদ্রুমঞ্চ সাবিত্রীং শিবলোকং স গচ্ছতি॥"

পূর্ব্বোক্ত বচন প্রমাণে পূজার বিধি থাকিলেও লোকে মন্দির পরিক্রমণ ও দেবদর্শন মাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অর্চ্চকেরা দাক্ষিণাত্যের ন্যায় কর্পূরালোকে দেবদর্শন না করাইয়া সাধারণরূপে দেখাইয়া থাকে। যাত্রীরা দেবের অভিষেক বা নামার্চ্চনা অতি কম করিয়া থাকেন। পাণ্ডারা ভোগের টাকার জন্যই ব্যস্ত করিয়া থাকে এবং টাকা লইয়া দেবকে ভোগান্ন দিয়া থাকে। পাকশালা নিত্য ভোগের ও যাত্রিগণের ভোগের জন্য ২ অংশে বিভক্ত।

দেবের চতুর্দ্দশ প্রধানযাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা হইয়া থাকে।

১। প্রথমাষ্টমী যাত্রা। ইহা মার্গশীর্ষমাসে কৃষ্ণা অষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই দিবস ভুবনেশ্বরের ধাতুময়ী ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখরকে রথারোহণে পাপনাশিনী তীর্থে লইয়া যাইয়া তাহার জল দ্বারা অভিষেক করা হয়। তদনন্তর, তাঁহার পূজা হইলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বস্থানে আনীত হয়। এই পাপনাশিনী নদী মূল মন্দিরের ৩০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত। যথা,—

"মার্গশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষে যদা স্যাৎ প্রথমাষ্টমী।
তত্র যাত্রা সমুদ্দিষ্টা দেবদেবেন শম্ভুনা॥

আজ্ঞাং বরুণভূপায় পুরা শম্ভুঃ প্রদত্তবান্।
সমীপং তব লিঙ্গস্য যাস্যামি প্রথমাষ্টমীম্॥
ততো স্নানং জপো দানমক্ষয়ং পাপনাশনম্।
মার্গশীর্ষে শুভে মাসে যদা স্যাৎ প্রথমাষ্টমী॥
তস্যাং শিবস্য প্রতিমাং নয়েৎ পাপবিনাশিনীম্।
চর্চ্চরী-শঙ্খকাহাল-মৃদঙ্গ-মুরজস্বরৈঃ।
আসয্য শিবিকায়াস্তু মহোৎসবসমন্বিতম্।
এবং নীত্বা মহাদেবং তত্র বৈ পাপনাশনে॥
উদ্ধৃতৈঃ সলিলৈর্দিব্যৈশ্চন্দ্রচন্দনমিশ্রিতৈঃ।
স্নাপয়েৎ পরমেশানং পূজয়েৎ ভক্তিতঃ শিবে॥"

২। প্রাবরণষষ্ঠী যাত্রা। ইহা মার্গশীর্ষের শুক্লষষ্ঠীতে নিষ্পন্ন হয়। ঐ দিবস ভগবান্ শীতবস্ত্র ধারণ করেন। পঞ্চমীর দিন অধিবাস করিয়া ষষ্ঠীর দিন লিঙ্গকে স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। তদনন্তর তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। যথা,—

"ইতঃপরং মহেশানি! শৃণু ষষ্ঠীমহোৎসবম্।
মার্গশুক্লস্য পঞ্চম্যাং বস্ত্র শুদ্ধং সমাচরেৎ॥
দেবাগ্রমণ্ডপে তানি বসনান্যধিবাসয়েৎ।
ততঃ প্রভাতসময়ে লিঙ্গং তীর্থজলৈঃ শুভৈঃ॥
স্নাপয়িত্বা মহেশানি! কুর্ব্বীতাথ মহোৎসবম্।
দ্বারাগ্রে পূর্ণকুম্ভঞ্চ ছত্রচামরনিস্বনান্॥
ততঃ পঞ্চামৃতৈর্দ্দিব্যৈঃ স্নায়াত্তু ভুবনেশ্বরম্॥
দিব্যৈর্গোধূমচূর্ণৈস্তু দৃষ্ট্বা দিব্যজলৈঃ পুনঃ।
ততস্তৈর্দিব্যবসনৈঃ কুর্য্যাৎ প্রাবরণং শিবে।
উপচারৈঃ ষোড়শভির্ভক্ত্যা দেবং প্রপূজয়েৎ॥
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স রুদ্রপদমাপ্নুয়াৎ॥"

৩। পুষ্যাভিষেক যাত্রা। ইহা পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে হইয়া থাকে। ইহাতে চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে বিন্দুসরোবর হইতে ১০৮ কলস জল আনিয়া অধিবাস করিতে হয় এবং পর দিন তাহা দ্বারা এবং পঞ্চামৃত দ্বারা ভবানী ও শঙ্করের অভিষেক করিয়া তদনন্তর নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে তাঁহাদে পূজা করিতে হয়। যথা,—

"চতুর্দ্দশীনিশামধ্যে নবীনৈঃ কলসৈঃ শুভৈঃ।
আনয়েৎ তীর্থসলিলং স্থাপয়িত্বাধিবাসয়েৎ॥
অরুণোদয়বেলায়াং পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
দদ্যাচ্চ সার্ষপীং মালাং চন্দনং চাধিবাসয়েৎ॥
শুভে লগ্নে ততো দেবি! লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম।
স্নাত্বা পঞ্চামৃতৈর্দিব্যৈরুদ্বৃষ্ট্বা বিল্বস্য চূর্ণকৈঃ॥
ততশ্চ তীর্থসলিলৈর্গন্ধপুষ্পাক্ষতার্চিতৈঃ।
স্নাপয়েচ্ছোত্রিয়ো বিপ্রো রুদ্রাধ্যায়ং পঠন্ শুভম্॥
পুনর্জ্জয় জয়েত্যুক্ত্বা পুষ্পৈশ্চ স্নাপয়েদ্বিভুম্।
ততো ন্যাসাদিকং কৃত্বা পূজাকর্ম্ম সমাচরেৎ॥
অষ্টাক্ষরেন মন্ত্রেণ ভবাণীশঙ্করৌ শিবে।
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা দত্বা মালাঞ্চ সার্ষপীম্॥
ততো বন্দাপয়েদেতৌ ঘৃতদীপৈর্মনোহরৈঃ॥"

৪। মকরসংক্রান্তি বা ঘৃতকম্বলযাত্রা। ইহা মকরসংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। ইহাতেও পূর্ব্ব দিবস অধিবাস করিয়া পর দিন সংক্রমণকালে পঞ্চামৃত দ্বারা লিঙ্গাভিষেক করত বিন্দুসরোবরের ১০৮ কলস জলে স্নান করাইয়া নূতন শীত বস্ত্র পরিধান পূজা ও নবান্নভোজন করান হইয়া থাকে। যথা,—

"শৃণু দেবি মহাপুণ্যং দেবস্য ঘৃতকম্বলম্।
যদা সংক্রমতে ভানুর্মকরং ঘৃতকম্বলম্॥
তত্র কুর্য্যাৎ বিভোর্লিঙ্গে মহোৎসবমনুত্তমম্।

দিব্যানি গব্যসর্পীংষি পূর্ব্বাহ্নে চাধিবাসয়েৎ ॥
ততঃ সংক্রমণে কালে লিঙ্গং পঞ্চামৃতৈঃ শুভৈঃ।
স্নাত্বা তু সংস্কৃতং দ্রব্যং দদ্যাৎ তদ্ঘৃতকম্বলম্ ॥
ততো গন্ধং সুপুষ্পাণি দত্বা বৈ পূজয়েচ্ছিবম্।
এবং যঃ কুরুতে দেবি লিঙ্গঞ্চ ঘৃতকম্বলম্ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো ধ্রুবং স শিবমাবিশেৎ ॥"

৫। মাঘসপ্তমী যাত্রা। ইহা মাঘ মাসে শুক্ল সপ্তমীতে হইয়া থাকে। সেই দিবস ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখর, শিবিকারোহণে অতি সমারোহে ভাস্করেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া স্নানাদি করণানন্তর পূজাগ্রহণ ও তিলপিষ্টক-ভোগাদি গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে প্রত্যাবৃত্ত হন। যথা,—

"শৃণুষ্বাথাঘনাশায় যাত্রা বৈ মাঘসপ্তমীম্।
তস্যা দর্শনমাত্রেণ সূর্য্যোলোকং ব্রজেন্নর ॥
সংস্থাপ্য শিবিকায়াস্তু দেবং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
ছত্রচামরবাদ্যাদ্যৈর্নয়েত্তং ভাস্করেশ্বরম্ ॥
তত্র গন্ধাদিভিঃ পূজ্য নৈবেদ্যং তিলযাবকম্।
দত্বা তু প্রার্থয়েল্লিঙ্গং পূর্ব্বোক্তবিধিনাম্বিকে ॥"

৬। শিবরাত্রি যাত্রা। ইহা ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস শত সহস্র বিল্বদল হরিহরের মস্তকে প্রদত্ত হইয়া যথাশাস্ত্র শিবরাত্রি ব্রত পূজা হইয়া থাকে।

"শিবরাত্রিব্রতং নাম্না সর্ব্বত্র বিদিতং শিবে।
সর্ব্বপাপঘ্নমতুলং সর্ব্বপুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥
পূজাস্তু ভুবনেশস্য যামে যামে চ কারয়েৎ।
দুগ্ধেন দধিনা চৈব সর্পিষা মধুনা তথা ॥
খণ্ডেন চৈব দেবেশি মহাস্নানঞ্চ কারয়েৎ।
ক্ষীরেণ পুরুষং বক্তৃমঘোরং দধিনা তথা।
সদ্যোজাতং ঘৃতেনৈব মধুনা বামমেব চ।

খণ্ডৈনেশানমাস্থস্ত স্নাপ্য লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥
দ্বাত্রিংশদ্ভিরুপচারৈর্যাগে যাগে মহেশ্বরম্।
বৃষ্টিঞ্চ বৈল্বপত্রাণাং কারয়েল্লিঙ্গমূর্দ্ধনি ॥
মহাবন্দাপনাং কুর্য্যাদ্বিল্ববৃক্ষাদিভিঃ শিবে।
এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ যাত্রাং বৈ শিবরাত্রিকাম্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো ধ্রুবং হি শিবমাবিশেৎ ॥”

৭। অশোকাষ্টমী যাত্রা। ইহা চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখর, রথে আরোহণ করিয়া অর্দ্ধক্রোশ বায়ুকোণে রামেশ্বরের আলয়ে গমন করেন ও তথায় ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী গুণ্ডিচার ভবনে ৫ দিন থাকেন। এই যাত্রা পুরীর রথযাত্রার সদৃশ। প্রত্যাগমন কালে, দুর্গার মূর্ত্তি দেবালয় চত্বরের ঈশানকোণে থাকিয়া দেবকে আহ্বান করিয়া লয়েন। রথটীর পরিমাণ দীর্ঘ প্রস্থে ১৬ হস্ত ও উচ্চ ২১ হস্ত। উহা ৪টী চক্রের উপর অবস্থিত ও উহার চারিটী ঘোটক। ইহার ধ্বজায় ত্রিশূল ও বৃষভ অঙ্কিত থাকে। যথা,—

“রথং তৈঃ কারয়েৎ শুভ্রং চতুশ্চক্রং মনোহরম্।
একবিংশোৎকরোচ্ছ্রায়ং ষোড়শোৎকরমণ্ডলম্ ॥
চতুস্তোরণসংযুক্তং সুবর্ণকলসান্বিতম্ ॥
সৌরভেয়ধ্বজঞ্চৈব ত্রিশূলপরিশোভিতম্ ॥
চতুরশ্বসমাযুক্তং ব্রহ্মসারথিমুত্তমম্।
দিব্যাসিংহাসনঞ্চৈব কুর্য্যাদেবং রথোত্তমম্ ॥”

৮। দমনভঞ্জিকা যাত্রা। ইহা চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর অনন্ত বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তির সহিত বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বভাগে তীর্থেশ্বরে গমন করিয়া দমনকের মালা পরিধান করেন। যথা,—

“ইতি প্রার্থ্য পরমেশ্বরং পুরুষোত্তমপ্রতীময়া সার্দ্ধং শিবিকায়াং নিবেশ্য শনৈঃ শনৈস্তীর্থেশ্বরোদ্যানং নীত্বা তত্র পর্য্য-

ক্ষোপরি স্থাপয়েৎ। ততঃ শ্রোত্রিয়ো দ্বিজঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্রৈর্দমনকপত্রাণি ছিন্দ্যাৎ। ততস্তানি পত্রাণি মালাং কৃত্ব পরমেশস্যাগ্রে স্থাপয়েৎ। ততঃ শিবং ষোড়ষোপচারৈঃ সংপূজ্য দমনকমালাং সংস্কৃত্য বাদ্যাদিমঙ্গলং কুর্ব্বন্ পরমেশ্বরাশিরসি দদ্যাৎ॥"

৯। চন্দনযাত্রা। ইহা বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়ায় হয়। ঐ দিবস হইতে চন্দ্রশেখর চন্দন-শৃঙ্গারে বিভূষিত হইয়া দ্বাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত রজনীতে বিন্দুসাগর গমন করিয়া জলক্রীড়া করিয়া থাকেন। তৎকালে বারবিলাসিনীগণ নৃত্য করিতে থাকে। সাগরস্থদ্বীপে যবাদির মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে। যথা,—

"বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ।
যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চারব্ধবান্ কৃতম্॥
ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ।
তস্যাং কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
যবান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রযতঃ প্রাশয়েদ্দ্বিজান্॥
পূজয়েৎ শঙ্করং গঙ্গাং কৈলাসং তুহিনাচলম্।
ভগীরথঞ্চ নৃপতিং সাগরাণাং সুখাবহম্॥
স্নানং দানং তপঃশ্রাদ্ধং জপহোমাদিকঞ্চ যৎ।
শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যত্তু তদনন্তায় কল্প্যতে॥"

১০। পরশুরামাষ্টমী যাত্রা। ইহা আষাঢ়মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই দিবস চন্দ্রশেখরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া পরশুরামেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় পুষ্পমালা ও চন্দন শৃঙ্গার হইয়া থাকে তৎকালে বারবিলাসিনীগণ নৃত্য করিয়া থাকে।

"যাত্রামাষাঢ়শুক্লায়ামষ্টম্যাং শৃণু পার্ব্বতী।
পূর্ব্ববৎ শিবিকায়ান্তু স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্॥

ভক্ত্যা তু পরয়া প্রাতর্নয়েৎ রামেশ্বরং প্রতি।
নীত্বা তত্র মহাস্নানং মধুনা কারয়েচ্ছিবম্॥
উপহারৈস্তুপহারৈঃ পুজয়েৎ ভক্তিতৎপরঃ॥”

১১। শয়নচতুর্দ্দশী যাত্রা। ইহা আষাঢ়মাসে চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। ঐদিবস শিবপার্ব্বতীর স্বর্ণময়ীমূর্ত্তিকে একত্রে ৪ মাস পর্য্যন্ত শয়ন করান হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের শয়ন একাদশীর ন্যায়। যথা,—

“ত্বং সর্ব্বজনকশ্চাসি ত্বং সর্ব্বজননীত্যসি।
উভয়োর্দর্শনাদেতে লোকাঃ পূতা ভবন্তু হি॥
ত্বমেব জগতাং স্রষ্টা ব্রহ্মসাবিত্রিরূপতঃ।
লক্ষ্মীবিষ্ণুস্বরূপেণ পালকোঽসি মহেশ্বর॥
শিবোমারূপযোগেন মুক্তিদোঽত্র নৃণাং কিল।
শয়নং কুরু ভো শম্ভো পল্যঙ্কেঽস্মিন্ সহোময়া॥
সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জনাঃ সর্ব্বে তু নিশ্চলাঃ।
ভবিষ্যন্তি কৃতার্থাশ্চ দর্শনাত্তব শঙ্কর॥”

১২। পবিত্রারোপণ যাত্রা। ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। সেই দিবস বিগ্রহমূর্ত্তির জলাভিষেকের পর নূতন বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করান হইয়া থাকে। এই দিবস দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ব্রাহ্মণে প্রাতে স্নান করিয়া নূতনবস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া থাকে।

১৩। কৃতান্ত-দ্বিতীয়া বা যম-দ্বিতীয়া যাত্রা। ইহা কার্ত্তিক মাসে শুক্ল দ্বিতীয়াতে হইয়া থাকে। ঐদিবস চন্দ্রশেখর শিবিকারোহণে যমেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার পূজা ও নানাবিধ ভোগ হইয়া থাকে ও উৎসব উপলক্ষে বারবিলাসিনীগণের নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

“যাত্রাং যমদ্বিতীয়ায়াং শৃণুষ্বাঘবিনাশিনীম্।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ যমদণ্ডো ন বাধতে॥

পূর্ব্ববচ্চ সমারোপ্য শিবিকায়াং মহেশ্বরম্।
নয়েদ্‌যমেশ্বরং দেবি! শম্ভুং ত্রিভুবনেশ্বরম্॥
যমেশাখ্যানবিধিনা পূজয়েত্তত্র শঙ্করম্।
পূর্ব্ববচ্চ নয়েচ্ছম্ভুং স্বগৃহং কিল পার্ব্বতি॥”

১৪। উত্থানচতুর্দ্দশী। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে হয়। ঐ দিবস সুবর্ণময় মূর্ত্তিদ্বয় ৪ মাসের পর শয্যা হইতে উত্থিত হন। তৎকালে দুন্দুভি ধ্বনি ও আরতি করা হইয়া থাকে। অনন্তর, জলাভিষেক নূতনবস্ত্র পরিধান ও ভোগাদি প্রদান করা হয়। যথা,—

“কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মহেশ্বরি।
শম্ভোরুত্থাপনং কুর্য্যাৎ ত্বয়া সহ নগেন্দ্রজে॥
উৎসবং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা শঙ্খভেরিবরাদিভিঃ।
উদ্‌ঘাটয়েৎ কপাটন্তু ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥
নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমস্তে গিরিকন্যকে।
সুবামুত্তিষ্ঠতং চাদ্যানুগ্রহং কুরুতং নৃণাম্॥
ইত্যুক্ত্বা আনয়েদ্দেবং দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরে॥”

উপযাত্রা।

১। ধনুঃসংক্রান্তি। ইহা ধনুঃসংক্রান্তির দিন হইয়া থাকে। ঐ দিবস দেবকে তিলের লড্ডুক প্রদত্ত হয়। এ প্রদেশে এই দিবস সকলেই তিলের লড্ডুক ব্যবহার করিয়া থাকে।

২। বসন্তপঞ্চমী। ইহা মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস চন্দ্রশেখরমূর্ত্তি দেবালয়ের পূর্ব্ব দিকে আম্র কাননে নীত হয়। তৎকালে তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

৩। ভৈমী একাদশী। মাঘ মাসের শুক্ল একাদশীতে হয়। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর শিবিকাযোগে ভীমেশ্বরে গমন করেন। তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

৪। কপিল যাত্রা। সৌর ফাল্গুনের প্রথম রবিবারে চন্দ্রশেখর দেবালয়ের ঈশান কোণে অৰ্দ্ধ ক্রোশের উপর কপিলেশ্বরের মন্দিরে নীত হন। তৎকালে তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

৫। দোলযাত্রা। ইহায় ফাল্গুন মাসে শুক্ল দশমী হইতে ৬ দিবস পর্য্যন্ত, হরিহর মূর্ত্তিকে বিমানে আরোহণ করাইয়া নগরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। তৎকালে নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে। পূর্ণিমার দিবস উত্তর দিকে দোলমঞ্চে দোলযাত্রা এবং ফল্গূৎসব হইয়া থাকে।

৬। নবপাত্রিকা। ইহা চৈত্র মাসের শুক্ল সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ দিবস বাসন্তী পূজার ন্যায় ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া থাকে।

৭। শীতল ষষ্ঠী। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি কেদারেশ্বরে যাইয়া গৌরীদেবীকে বিবাহ করিয়া থাকেন।

৮। জন্মাষ্টমী। ইহায় ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে দেবের উৎসব হইয়া থাকে।

৯। গণেশচতুর্থী। ইহা ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থীতে হয়। ঐদিবস গণেশের জন্মোপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। এ প্রদেশে ঐ দিবস প্রত্যেকের বাটীতে গণেশের পূজা হইয়া থাকে।

১০। ষোড়শদিনপর্ব্ব। ইহা আশ্বিনমাসের কৃষ্ণ অষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দিন ভুবনেশ্বরের পূজা ও নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। শেষ দিবস চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তিকে বিমানে লইয়া বিন্দুসরোবরে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। ইহা প্রায় বঙ্গীয় দুর্গোৎসবের তুল্য।

১১। দশরা বা বিজয়াদশমী। ইহা আশ্বিন মাসের দশমীর দিন হয়। ঐদিবস চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি কালিকাদেবীর মন্দিরে নীত

হয়। তথায় সমস্ত পাইক ও খণ্ডায়ৎ সর্দারেরা একত্রে মিলিত হইয়া আপন আপন খড়্গাদি চালনাপূর্ব্বক বীরত্ব প্রকাশ করত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে।

১২। কুমারাষ্টমী। ইহা আশ্বিন মাসের কোজাগর পূর্ণিমায় হয়। ঐদিবস দেবালয়ের পশ্চিম দেওয়ালে যে কার্ত্তিক মূর্ত্তি আছে তাহার পূজা হইয়া থাকে।

প্রত্যেক যাত্রাতেই যথেষ্ট পরিমাণে ভোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং ভোগান্তে তাহা বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেকেই তাহা ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এস্থানেও পুরীর ন্যায় অন্ন প্রসাদ সকলবর্ণেরই গ্রহণীয়, ইহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া ঘৃণার্হ হয় না।

ভুবনেশ্বর সন্দর্শনানন্তর যথাক্রমে একটী গৃহমধ্যে দোলগোবিন্দ এবং রুক্মিণী, অপর গৃহে চন্দ্রশেখর, পার্ব্বতী ও বাসুদেব, অন্য স্থানে পঞ্চবক্ত্র, তদনন্তর রঘুনাথ ও চন্দ্রসূর্য্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। পূজার সময় অগ্রে চন্দ্র সূর্য্যের পূজা হইয়া পরে অন্যান্য মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। অনন্তর, আমরা নাটমন্দিরের উত্তর দিকের তৃতীয় দরজার ধারে একটী ক্ষুদ্র বৃষভ মূর্ত্তি দর্শন করি। গৃহের পোতা থামাল সাধারণ চত্বর হইতে ২ ফুট নিম্নে হইবে। বৃষভটী শয়নাবস্থায় রহিয়াছে, উহা ৫ ফুট উর্দ্ধ হইবে। উহা ধূসর বর্ণের সেণ্ডষ্টোন হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে; উহার গঠন প্রণালীতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃষভ ভুবনেশ্বরের বাহন ও দ্বারপাল বলিয়া প্রত্যেক যাত্রীই তাহার পূজাদি করিয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা বৃষভের পার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তিযুগল দর্শন করি। ইহা নীলবর্ণের শীলাখণ্ড হইতে ক্ষোদিত। ইহার অবয়ব ৩ ফুটের উপর না হইলেও শিল্পী প্রত্যেক অঙ্গের আভরণ গুলি অতি স্পষ্ট করিয়া কর্ত্তন করিয়াছে। এমনি কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অঙ্গুলিতে অঙ্গুরিগুলিও স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, কালাপাহাড়ের দেবদ্বেষে পতিত হইয়া ইহাও হীনাঙ্গ হইয়াছে। ইহার প্রকৃত পূজা না হইলেও প্রত্যেক যাত্রীকে ইহা দেখান হইয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা একাম্রেশ্বর সন্দর্শন করি। ইহা মূল মন্দিরের উত্তর দিকে একটী ক্ষুদ্র পুরাতন দেবালয়ে রহিয়াছে। পাণ্ডার নিকট হইতে শুনিলাম ইহাই আদ্য লিঙ্গ; অতএব বোধ হয় ইহা যযাতিকেশরীর সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। এই মন্দিরের দেওয়ালে লোনা লাগিয়াছে; সম্প্রতি কোন ব্যক্তি দরজার উপরিস্থিত নবগ্রহ মূর্ত্তিগুলি পঙ্কের কার্য্যে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। লোকের বিশ্বাস এই যে, ব্রত লইয়া এই দেবের উপাসনা করিলে দেবপ্রসাদে উৎকট পীড়া হইতেও আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়। এই মন্দিরের সন্নিকটে এক খণ্ড প্রস্তরস্তম্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র লিঙ্গ অঙ্কিত রহিয়াছে, ইহা সহস্রলিঙ্গ নামে বিখ্যাত। এইস্থানে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে তৎসমুদয়ের নাম সময়াভাবে জানিতে পারি নাই।

অনন্তর, আমরা একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে শিখিবাহন মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। এতাবৎ কাল যে সমস্ত বিগ্রহ দর্শন করিলাম তৎসমুদয় মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। অনন্তর, আমরা পূর্ব্ব সিংহদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র আরাম মধ্যে, সমচতুষ্কোণ, সেগুষ্টোনে বাঁধান সোপানবিশিষ্ট সহস্রলিঙ্গ-সরোবর বা দেবীপাদহরা সরোবর সন্দর্শন করি। ইহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬ ফুট উচ্চের মন্দিরে ১০৮ লিঙ্গ রহিয়াছে। ইহাদের নিত্য পূজা হয় কি না সন্দেহ। সহস্র শব্দ বহুসংখ্যা বাচক মাত্র, এজন্য ১০৮টী মাত্র লিঙ্গ থাকিলেও সহস্র লিঙ্গ সরোবর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। দেবীপাদহরা সম্বন্ধে শিবপুরাণোক্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দেবী গোপালিনী-

বেশে কীর্ত্তি ও বাস নামক অসুর দ্বয়ের স্কন্ধে চড়িয়া পদভরে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। সেই জন্য এই স্থান বসিয়া যাওয়ায় সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ কহিয়াছেন বিন্দু সরোবরই উক্ত কারণে হইয়াছিল; কিন্তু, তাহা যে প্রকৃত নহে ইহা পরে দর্শিত হইবে। দেবীপাদহরা একটী পুণ্যতীর্থ। যথা,—

"তস্মাদ্বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দ্রষ্টব্যো পুরুষোত্তমঃ।
দেবীপাদহরা চৈব দ্রষ্টব্যা সাবধানতঃ॥"

অনন্তর, আমরা বিন্দু সরোবর সন্দর্শনে আসিলাম। ইহার অপর নাম গোসাগর বা বিন্দুসাগর। পদ্মপুরাণে নমস্কার মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে,

"বিন্দুং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্ম্মিতস্ত্বং পিণাকিনা।
বৃজনং হর মে সর্ব্বং বিন্দুসাগর! তে নমঃ॥
স্নাত্বা তত্র চ যো মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা ত্রিভুবনেশ্বরম্।
জন্মজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"

হে বিন্দুসাগর! মহাদেব সকলতীর্থের বিন্দু বিন্দু সারসংগ্রহ করিয়া তোমায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি স্নান করিয়া তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার সমস্ত পাপ নষ্ট কর। যে ব্যক্তি তথায় (বিন্দুসরোবরে) স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে দর্শন করে, তাহার জন্মজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। তথাচ একাম্র পুরাণে।

"ততো দেবঃ স্বয়ং রুদ্র ঈশ্বরঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
আত্মযোগং সমাস্থায় আজ্ঞাসিদ্ধিং চকার হ॥
ত্রিংশদ্ধেন্বন্তরে বাহ্যে লিঙ্গস্যোত্তরতোঽম্বিকে।
শঙ্করশ্চ স্বয়ং বীর্য্যাৎ শৈলাৎ পাষাণমুৎখনৎ॥"

তদনন্তর, হে অম্বিকে! স্বয়ং রুদ্র ঈশ্বর আত্মযোগ অবলম্বন করিয়া মূললিঙ্গের উত্তর ভাগে প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে

ত্রিংশৎ ধেনুর অন্তরে স্বতেজে পর্ব্বত হইতে পাষাণ খণ্ড খনন করিয়া বিন্দুসরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শিবপুরাণে দৃষ্ট হয়।

"ইতি গোপালিনীবাক্যং শ্রুত্বা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
তীক্ষ্ণাগ্রেণ ত্রিশূলেন শৈলাৎ পাষাণমুৎখনৎ॥
তৎক্ষণাৎ তত্র বিন্দূনি তীর্থানাং শুশুভুর্মুনে।
কর্পূরকম্বুক্ষীরাভকুন্দেন্দুধবলানি চ॥"

ত্রিভুবনেশ্বর গোপালিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াই তীক্ষ্ণ ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল হইতে পাষাণখণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিলেন। মুনিবর! তৎক্ষণাৎ তথায় সমস্ত তীর্থের বিন্দু (সারভাগ) আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বর্ণ কর্পূর দুগ্ধ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুক্রবর্ণ (অর্থাৎ সমস্ত তীর্থবিন্দুই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট।)

এই বিন্দুসরোবরের উত্তর-দক্ষিণ প্রায় ১৩০০ ফুট, ও পূর্ব্ব-পশ্চিম ৭৮০ ফুট। ইহার গভীরতা ১৬ ফুটের কম নহে ইহার পূর্ব্বদিক্ মনিকর্ণিকা, দক্ষিণদিক্ ত্রিশূর, পশ্চিম বিশ্রাম, ও উত্তরদিক্ গোদাবরী বলিয়া কথিত হয়। একসময়ে ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে সুশোভিত ছিল। এক্ষণে দক্ষিণদিক, ও পূর্ব্বপশ্চিমের অর্দ্ধেক, ও উত্তরদিকে কয়েকফুট মাত্র বর্ত্তমান আছে, অপর সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক গুলি আম্রবৃক্ষ রহিয়াছে। সরোবর মধ্যে দীর্ঘে প্রায় ১১০ ফুট, প্রস্থে প্রায় ১০০ ফুট পরিমিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, এবং ইহার ঈশানকোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে পাকাচত্বরের মধ্যস্থলে একটী জলের ফোয়ারা রহিয়াছে। যাত্রার সময় বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তিকে তাহার সন্নিকটে রাখিয়া, কোন ব্রাহ্মণ ফোয়ারার ধারামুখে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, ধারাকে এরূপ ভাবে বক্র করিয়া দেয় যে, তাহা দেবের মস্তকোপরি পতিত হয়। এই ব্যাপারকে সাধারণ লোকে আশ্চর্য্যকর বলিয়া

বিবেচনা করে। ধারা-বন্ধ করিবার জন্য কোনও চাবি (প্লগ) নাই, এজন্য এক টুক্‌রা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া রাখে। এই সরোবরে যথেষ্ট মকর থাকিলেও স্নানকারীদিগকে এপর্য্যন্ত আক্রমণ করে নাই; অনেক বালকেই সর্ব্বদা জলক্রীড়া করিয়া থাকে। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের মহিমায় মকরেরাও মনুষ্যহিংসা পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সরোবরগর্ভে কয়েটী ফোয়ারা আছে, তাহা হইতেই সর্ব্বদা জল উদ্ভূত হইতেছে। সর্ব্বদা নূতন জল উত্থিত হইলেও জলের বর্ণ সবুজ এবং তাহাতে যথেষ্ট কীটাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক ঘড়া জল নির্ব্বাতদেশে রাখিয়া তাহাতে দুই একটী পুষ্প ফেলিলে পুষ্পটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিতে থাকে, সাধারণ যাত্রিগণ তাহাকে দেবমহিমা বলিয়া বিবেচনা করে; বস্তুত, জলস্থ কীটাণুগণ তাহার আবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সরোবরের অগ্নিকোণ শঙ্করবাপী নামে খ্যাত, এতৎসম্বন্ধে শিবপুরাণে বামদেবর্ষি বাক্য। যথা,—

"তত্রৈকো বাপিকাং তণ্ডে! শঙ্করো নির্ম্মমে মুদা।
নাম্না শঙ্করবাপীতি প্রথিতা সচরাচরে॥"

এই বিন্দুসরোবর পুণ্যতীর্থ। ইহাতে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ড-দান করিতে হয়। যথা, একাম্রপুরাণে।

"অয়নে বিষুবে দ্বে চ স্নাত্বা ভক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপাদ্বিমুচ্যেতঞ্জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাদপি॥
রবিসংক্রমণে চৈব স্নাত্বা পিণ্ডোদকঞ্চ যে।
প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা তে যান্তি রবিমণ্ডলম্॥
গ্রহোপরাগসময়ে ত্বয়নে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুণ্যেঽহনি স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপাপভয়াপহঃ॥
চতুর্দ্দশ্যান্তু কৃষ্ণায়াং যঃ স্নাতি বিমলে হ্রদে।
স যাতি শিবসালোক্যং কৃত্তিবাসপ্রসাদতঃ॥
শুক্লাষ্টম্যান্তু যো ভক্ত্যা মাসি মার্গশিরাদিকে।

অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং সমধিগচ্ছতি ॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিমজ্জেদ্যঃ সংবৎসরসমাহিতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র হৈমবতীপতিঃ ॥
জ্যেষ্ঠপুষ্করমাসাদ্য সেবয়েৎ শতশারদম্।
বিন্দুদ্রুবে সকৃৎ স্নাতুস্তুল্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
কুরুক্ষেত্রে চতুর্ভিস্তু গ্রহণৈশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
বিন্দুদ্রুবে সকৃৎ স্নাতুস্তুল্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
বারাণস্যাং তপস্তপ্তং যুগসপ্তচতুষ্টয়ম্।
বিন্দুদ্রুবে সকৃৎ স্নাতুঃ সমমেব ন সংশয়ঃ ॥
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
দশসাংবৎসরীং যাত্রাং যৎ ফলং সমুদাহৃতম্ ॥
বিন্দুদ্রুবে সকৃৎ স্নাত্বা সমাসাদ্য মহেশ্বরম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কাত্তিবাসপ্রসাদতঃ ॥
যথেষ্টং পিবতে যস্তু বিন্দুদ্রুবজলং শুভম্।
যাবৎ ভাস্করপর্য্যন্তং স শিবত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥”

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তিতে ভক্তিপূর্ব্বক ইহাতে স্নান করিলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপই নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রবিসংক্রান্তিতে এই স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পিণ্ডাদি দান করে, তাহারা সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ সময়ে, পুণ্যাহে এবং কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি উহাতে স্নান করে, সে শিবপ্রসাদে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। মার্গশীর্ষ মাস হইতে যে, প্রতি শুক্ল অষ্টমীতে ইহাতে স্নান করে, সে ব্যক্তি অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া বৎসরাবধি প্রতি চতুর্দ্দশীতে ইহাতে স্নান করে, সে মহাদেবের সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। মুনিগণ কহিয়াছেন শত বৎসর পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ পুষ্করাতে স্নান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, বিন্দুসরোবরে

একবার মাত্র স্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও কহেন যে, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণকালে উপর্য্যুপরি চারি বার কুরুক্ষেত্রতীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, বিন্দুসরোসরে একবার মাত্র স্নান করিলে তাহাই লাভ হইয়া থাকে। অষ্টাবিংশতি যুগ ব্যাপিয়া বারাণসীতে তপস্যা করিলে, গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ক্রমাগত দশবৎসর যাত্রা করিলে যে ফল উদাহৃত হইয়াছে, বিন্দুসরোবরে একবার মাত্র স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরের পূজা করিলে, কৃত্তিবাসের প্রসাদে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

বিন্দুসরোবরে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি সম্বন্ধে পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত-ব্রহ্মপুরাণ-বচন। যথা,—

"তীর্থং বিন্দুসরো নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ।
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ সন্তর্পয়েত্ততঃ॥
তিলোদকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ।
স্নাত্বৈব বিধিবত্তত্র গোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥
পিণ্ডং যে সংপ্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসস্তটে।
পিতৄণামক্ষয়াং তৃপ্তিং তে কুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ॥"

হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই একাম্রকাননে বিন্দুসর নামে পুণ্য তীর্থ আছে, তথায় মনুষ্য বিধিবৎ স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করিবে; এবং মনুষ্য, দেব-ঋষি ও পিতৃদিগের উদ্দেশে নাম গোত্র বিধিবৎ উচ্চারণ করিয়া তিলদ্বারা তর্পণ করিবে। সেই সরোবরতটে যে মনুষ্য পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করে, সে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যথা চ কপিলপুরাণে।

"স্নাত্বা তত্রৈব যো মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা ত্রিভুনেশ্বরম্।
জন্মজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"

যে ব্যক্তি, এই বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে

দর্শন করে, তাহার জন্মজন্মান্তর কৃত সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে। যথা,—

"স্নাত্বা বিন্দুসরস্তীর্থে দৃষ্ট্বা তং কীর্ত্তিবাসসম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়াদন্তে জ্যোতির্লোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

যে ব্যক্তি বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া কীর্ত্তিবাসকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে পরমপদে লীন হয়।

এরূপ অনেক পুরাণবচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহাতে বিন্দুসরোবর পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত আছে। এই সরোবরে ভেলার উপর আরোহণ করিয়া অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ২২ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার অব্যহিত পরে ত্রিভুবনেশ্বরের ভোগমূর্ত্তি, চন্দ্রশেখর চন্দনশৃঙ্গাতে ভূষিত হইয়া, বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তির সহিত জলক্রীড়া করেন। তদনন্তর দ্বীপস্থিত মন্দিরে আরতি ভোগ গ্রহণ করিয়া পশ্চিমদিগের বিশ্রামঘাটে বিশ্রাম করিয়া নগর সন্দর্শনান্তর স্বালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত সহস্র লিঙ্গেশ্বরের উত্তরে একটী পুরাতন মন্দিরে তীর্থেশ্বর রহিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার পূজা অতি সামান্য হইয়া থাকে, কিন্তু চৈত্রশুক্ল-চতুর্দ্দশীতে দমনক উৎসব উপলক্ষে তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণ দৈর্ঘে ১৫৬ ফুট, ও প্রস্থে ১১৭ ফুট হইবে। ইহার প্রাঙ্গণস্থ প্রাচীর ল্যাটিরাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরটীকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মূলমন্দির বহিঃসারা দীর্ঘ প্রস্থে ২৩ ফুট, ভিতরসারা দীর্ঘ প্রস্থে ১০ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহার পোতাথামল ৫ ফুট উচ্চ ও শিখরদেশস্থিত কলস নিম্ন হইতে ৫০ ফুট উচ্চে হইবে। মোহন দীর্ঘপ্রস্থে বাহারসারা ৩৩ ফুট ও ভিতরসারা ১৯ ফুট। তৎপরে

নাটমন্দির বাহারসারা দীর্ঘে ২৯ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট এবং ভিতরসারা দীর্ঘে ১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহার পূর্ব্ব ভোগমণ্ডপ বাহিরসারা দীর্ঘে ২২ ফুট প্রস্থে ১৯ ফুট ও ভিতরসারা দীর্ঘে ১৯ ফুট প্রস্থে ১২॥ ফুট। মোহন ও নাটমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত ও উহার ছাদ পিরামিডের ন্যায়। এখানেও মূলমন্দির ও মোহন পুরাতন এবং নাটমন্দির ও ভোগমন্দির পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভোগমন্দিরে পঙ্কের কার্য্য আছে, অপর তিনটী লালবর্ণের স্যাণ্ডষ্টোনে নির্ম্মিত। সকল গুলিতেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়।

বিগ্রহ মূর্ত্তিদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ। ইহার অপর নাম অনন্ত ও বাসুদেব। মূর্ত্তির গঠনে বিশেষ কোন পরিপাট্য নাই। উহা ৫ ফুট উচ্চ হইবে; রামমূর্ত্তির উপরে অনন্তদেবের ফণা বিস্তারিত রহিয়াছে। সাধারণতঃ যাত্রিগণ বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া অনন্ত বাসুদেবালয়ে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট ভুবনেশ্বরকে দর্শন করিবার অনুমতি লইবে; কারণ, পূর্ব্ব ধৃত কপিলসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, তিনি আদিদেব এবং তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া শঙ্কর ভুবনেশ্বররূপে অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বধৃত কপিলসংহিতার বচন দৃষ্টে সাধারণ লোকে মনে করিয়া থাকে যে, এই দেবালয়ই সর্ব্ব পুরাতন; কিন্তু ইহার গঠন বা অবস্থা তাহা প্রমাণ করে না। ইহার প্রাঙ্গণের পশ্চিম দেওয়ালে দুই খানি প্রস্তর ফলকে দুইটী সংস্কৃত অনুশাসনপত্র ক্ষোদিত ছিল; তাহার একখানি ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে ও অপর খানি বাসুদেব সম্বন্ধে। বাসুদেবের অনুশাসনখানিতে, রাজা হরিবর্ম্মা ও তাহার মন্ত্রী ভবদেবভট্টের নামোল্লেখ আছে। ভবদেবভট্ট ও বাচস্পতিমিশ্র সমকালীন লোক ছিলেন। ইহারা ১১ শতাব্দিতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। অতএব এই হিসাবে

ইহা ১১ শতাব্দিতে নির্ম্মিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমরা তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবপ্রসাদ গ্রহণানন্তর চন্দন-শৃঙ্গোৎসব সন্দর্শন করি। এই উৎসবে কপিলেশ্বরের ভোগমূর্ত্তি আসিয়া যোগ দিয়া থাকেন। যেমন পুরীতে লোকনাথেশ্বর জগন্নাথদেবের তোষাখানার দাওয়ান, সেইরূপ কপিলেশ্বর ও ত্রিভুবনেশ্বরের তোষাখানার দাওয়ান। এই কারণ তাঁহার ভোগমূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বরের তোষাখানায় রাত্রিতে অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার প্রাতে স্বস্থানে গমন করেন।

আমরা সময়াভাবে কোটিতীর্থেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, রাজরাণী-মন্দির, মুক্তেশ্বর, গৌরীকুণ্ড, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর পরমহংসেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, রামেশ্বর ও কপিলেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহ সন্দর্শন করিতে পারি নাই। ইহাদিগের মধ্যে কপিলেশ্বর মাহাত্ম্যই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। কপিলেশ্বরের উৎপত্তির বিষয়ে কপিল-সংহিতায় দৃষ্ট হয় যে, কপিলদেব তথায় তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি বর দিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে, প্রথম বরে আপনি লিঙ্গরূপে এইস্থানে অবস্থিতি করুন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পূজা করিতে সমর্থ হইব। দ্বিতীয় বরে, এই স্থানে একটী কাম্যপ্রদ কুণ্ডের উৎপত্তি হউক, যাহাতে স্নান করিলে লোকের সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হইবে। তৃতীয় বরে, প্রসাদ লাভ হউক। শিব তথাস্তু কহিলে তথায় লিঙ্গ ও কুণ্ডের আবির্ভাব হইল। এই লিঙ্গ কপিলেশ্বর ও কুণ্ড কপিলকুণ্ড নামে খ্যাত। কুণ্ডটী দীর্ঘে ২২০ ফুট ও প্রস্থে ১৬৪ ফুট এবং ইহার গভীরতা ১৬ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে বাঁধান। ইহাতেও একটী স্প্রীং আছে, তাহা হইতে অধিক পরিমাণে জল নির্গত হইয়া থাকে, ইহার জল উত্তম। কপিলেশ্বরের প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ১৭৮ ফুট প্রস্থে ১৭২ ফুট, ইহার দেওয়াল ৮ ফুট উচ্চ।

মন্দিরটী যথাক্রমে মূলস্থান, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপে বিভক্ত। এই লিঙ্গটী দেখিতে তত ভাল নহে। লোকের বিশ্বাস কপিলেশ্বরের কৃপায় দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই সকল স্থানে পূজার প্রণালীতে সাত্ত্বিকভাব অপেক্ষা অধিকাংশেই সামান্য লৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র।

সমস্ত হিন্দুমাত্রেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের নাম অবগত আছেন। প্রতি বৎসর লক্ষাধিক যাত্রী পদব্রজে তথায় আগমন করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস জগন্নাথদেব যাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহারাই এই স্থানে বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে সমর্থ হয়। পরন্তু, উড়িষ্যা-প্রণালীর খননে কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত দুইটী নূতন জল পথ হওয়ায়, কলিকাতা হইতে যাত্রী গমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। একটী জলপথে, কলিকাতার কয়লাঘাট হইতে হোরমিলার কোংর বাষ্পীয় পোত গেঁওখালি হইয়া নালকুল পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে; পরে তথা হইতে ইণ্ডিয়ান্ জেনারেল ষ্টীম নেভিগেসন কোংর বাষ্পীয় পোত কটক পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ২ বার করিয়া যাইয়া থাকে। ইহাকে ঔপকূলিক প্রণালীর পথ কহে। ইহাতে যাইলে ৫ দিবসে কটকে পৌছান যায়। কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত ডেক্ পেসেঞ্জারের ভাড়া ৩৲ টাকা। ২য় শ্রেণীর ভাড়া ১২৲ এবং

১ম শ্রেণীর ২৪৲ টাকা। দ্বিতীয় পথে, কলিকাতার কয়লা ঘাটে ইণ্ডিয়ান্ জেনারেল ষ্টীম নেভিগেসন কোংর সমুদ্রগামী বাষ্প পোতে উঠিয়া সাগর দিয়া চাঁদবালি যাইয়া, তদনন্তর ক্ষুদ্র বাষ্প পোতে করিয়া ব্রাহ্মণী দিয়া এল্‌বার খাল হইয়া কটকে যাওয়া যায়। এই পথে যাইলে ৪র্থ দিবসে কটকে পৌছান যায়। ইহাতেও কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত ডেক্ পেসেঞ্জার ৩৲ টাকা, ২য় শ্রেণীর ১২॥০ ও ১ম শ্রেণীর ২৫৲ টাকা ভাড়া। ইহাতে সমুদ্র মধ্য দিয়া যাইতে হয় বলিয়া সাধারণ যাত্রী প্রায়ই পূর্ব্ব পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত ৫৩ মাইল পাকা রাস্তা ও তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণি আছে। প্রতি ৩ মাইল অন্তরে একটী করিয়া চটী আছে। এই স্থানে আবৃত গরুর গাড়া ও স্প্রিং কেরাচ গাড়ী পাওয়া যায়। গরুর গাড়ীর ভাড়া রোজ ১৲ টাকা ও কেরাচির রোজ ২৲ টাকা। আমরা বহু দিন হইতে এই তীর্থ সন্দর্শন করিতে অভিলাষী ছিলাম, এক্ষণে সুবিধা হওয়ায় কটক হইতে তথায় গমন করি। কটক হইতে ৩৩ মাইল দূরে মুকুন্দপুর গ্রামে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা ও গোপাল জীউর পুরাতন মন্দির আছে। মন্দিরটীর ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, গঠনদৃষ্টে বোধ হয় ইহা অনঙ্গ ভীমদেবের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মোহনাংশের আবরণ হওয়ায় তাহাতেই বিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। ইহা বালগোপালের মূর্ত্তি, ইহার চতুষ্পার্শ্বে গাভী ও গোবৎস সকল দাঁড়াইয়া তাহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। মূর্ত্তিটী দেখিতে অতি সুন্দর। দীর্ঘিকায় চন্দনোৎসব হইয়া থাকে বলিয়া উহার মধ্যস্থলে একটী মণ্ডপ আছে। ৩৭ সংখ্যক মাইল ষ্টোনে সাতনালা নামে পোল আছে। ইহা একটী হিন্দুর পুরাতন কীর্ত্তিস্বরূপ। ৩৮ সংখ্যক মাইল ষ্টোন হইতে পশ্চিম দিকে ময়ূরসিংহের রাস্তা গিয়াছে ও পূর্ব্বদিকে বরালগ্রামে বালুকেশ্বর বিরাজ করিতে-

ছেন। ইহা কেশরীরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত ও পুরীর প্রসিদ্ধ অষ্ট শম্ভুর অন্যতম*।

অনন্তর, ৪৪ সংখ্যক মাইল ষ্টোনের সন্নিকটস্থ তুলসী চত্বর নামক গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তথা হইতে ৺জগন্নাথ-দেবের ধ্বজা অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই মন্দিরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত দেখা যায়। অনুমান ৪৮ মাইল দূরে হরেকৃষ্ণপুরের চটীর নিকট বৃহৎ দীর্ঘিকার তীরে গোপীনাথের মন্দির রহিয়াছে। তৎপরে, চক্রবর্ত্তী পত্তনে গোপীনাথ ও মুক্তীশ্বরের মন্দির। অনন্তর, ৫০ মাইলের অব্যবহিত পরেই 'আঠারনালা' পার হইতে হয়। ইহাও একটী পূর্ব্ব হিন্দুকীর্ত্তি। মৎস্যকেশরী ১০৩৮—১০৫০ খৃঃ মধ্যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া "মুটিয়া" অথবা মধুপুর নদীর পারাপারের সুবিধা করিয়া দেন। আঠারটী ফোকর থাকাতে ইহা "আঠারনালা" নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ বিষয়ে দুইটী প্রবাদ আছে। ১ম প্রবাদ এই যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যাত্রিগণের পারাপারের সুবিধার জন্য আপনার অষ্টাদশ পুত্রকে বলি দিয়া তাহাদিগের মস্তক প্রত্যেক নালাতে প্রদান করেন। বোধ হয় মৎস্য-কেশরীকে উদ্দেশ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন বলা হইয়াছে। যাহা হউক, সেতু নির্ম্মাণকালে নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য

---

* ১ নীলকণ্ঠেশ্বর। ২ লোকেশ্বর। উভয়ই পুরী সহরের মধ্যে। ৩ হটেশ্বর। ইহা খুড়দর নিকট অলতিরি গ্রামে বর্ত্তমান আছে। এখানে প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তিতে মেলা হইয়া থাকে। ৪ বালুকেশ্বর। পুরী হইতে ৮ মাইল দূরে বরালগ্রামে অবস্থিত। ৫ ত্রিভুবনেশ্বর। ইহা পুরী হইতে ৩৩ মাইল দূরে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত। ৬ ভুবনেশ্বর। ইহা কোটাদেশ পরগণায় পূর্ব্বোক্ত ভুবনেশ্বর হইতে ৮ মাইল দূরে। ৭ কপিলেশ্বর। ইহা ভুবনেশ্বরের ১ মাইল দক্ষিণে। ৮ বটেশ্বর। ইহা মহানদীর শাখানদী চিত্রোৎপলার তীরে অবস্থিত।

নরবলির আবশ্যক, এই বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম-উত্তর-বঙ্গ-রেল নির্ম্মাণের কালে কোনও একটী সেতু আরম্ভ হইলে, নরবলি দিবার নিমিত্ত ছেলে ধরা হইতেছে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল। তৎকালে কোন পশ্চিম-উত্তরবাসী বস্ত্রবিক্রেতাকে ছেলেধরার গুপ্তচর ভাবিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, ইহা বোধ হয়, অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আবার ১৮৯০ খৃঃ ডিসেম্বরে বিজয়বাড়ার কৃষ্ণানদীর উপর লৌহ-সেতু নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইলে, এইরূপ জনরব উঠিয়া থাকে যে সেতুর জন্য ২৫০শত নর-মস্তকের আবশ্যক, এজন্য ইঞ্জিনীয়ারিং চিফ্, বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রত্যেক মনুষ্য জন্য ১০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গুপ্তচর সকল ছেলে ধরিবার জন্য ফিরিতেছে। দিবসত্রয় মধ্যে এই জনরব বিজয়বাড়া হইতে কৃষ্ণাডিষ্ট্রীক্ট ও গোদাবরীডিষ্ট্রীক্ট দ্বয়ের সমস্ত গ্রামেই পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাহাতে সকল লোকেই অতিশয় ভীত হয়। অনন্তর, ২৩শে ডিসেম্বর কোন পাঞ্জাবী কুলী সীতানগর হইতে বিজয়বাড়ায় আসিয়া, বাজারের কোন বারবিলাসিনীর ঘরে যায়। এই বেশ্যার একটী ক্ষুদ্র সন্তান ছিল। পাঞ্জাবী শিশুটীকে আদর করিবার জন্য ক্রোড়ে লইয়াছিল, কিন্তু বালকটী কাঁদিয়া উঠিলেই, তাহার মাতা পূর্ব্বোক্ত জনরবানুসারে পাঞ্জাবী সে দিবস তাহার বালকটীকে চুরি করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। পাঞ্জাবী তাহা না বুঝিয়া, সে দিবস যাহা দিবে, তাহা হস্ত-সঙ্কেতে কহিল, কিন্তু বারবিলাসিনী তাহা বুঝিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, তথায় তৈলঙ্গীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঞ্জাবী উর্দ্দূভাষায় আপনার বক্তব্য বলিলেও, তাহারা তাহা বুঝিতে না পারিয়া, পাঞ্জাবীকে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের ছেলেধরার গুপ্তচর ভাবিয়া, অতিশয় প্রহার করিতে থাকিল। পাঞ্জাবী প্রহার

খাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া প্রস্থান করিলেও, তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বাজারে অপর কয়েকটী পাঞ্জাবীকে দেখিয়া, তাহাদিগকেও গুপ্তচর ভাবিয়া আক্রমণ করিল। ক্ষণকালমধ্যে সহস্রাধিক তৈলঙ্গী লগুড় হস্তে মার মার করিতে করিতে ইঞ্জিনীয়ারিং-চিফ্‌কে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে যাইল। এই সংবাদ ক্ষণকাল মধ্যে সীতানগরে পৌঁছিল। তখন সমস্ত পাঞ্জাবী কুলী খেপিয়া মার মার শব্দে আসিতে থাকিল। ইতিমধ্যে এসিস্‌টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও এসিস্‌টেণ্ট পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা পুলিস ফৌজ সঙ্গে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উভয় দলকে নিরস্ত করিল। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে দুইটী ইউরেসিয়ন্‌, বিজয়বাড়া হইতে পদব্রজে নুজবিড্‌ অভিমুখে যাইতেছিল, তাহারা এল্লুর-প্রণালী পার হইতে যাইলে, তথাকার গ্রামবাসীরা তাহাদিগকেও ছেলেধরার চর ভাবিয়া এতই প্রহার করিয়াছিল যে, তাহারা তাহাতে মৃতপ্রায় হয়। আবার সেই দিবস অপরাহ্ণে মুস্তাবাদ গ্রামের নিকট দুইটী লোক কুলীর ক্যাম্পে যাইয়া, কুলীদিগকে ধমকাইয়া কহে, 'পয়সা দিবিতো দে, নতুবা তোদের ছেলে লইয়া যাইব।' কুলিরা তাহাতে খেপিয়া তাহাদের উভয়কেই বন্ধন করিয়া রাখে। এই সমস্ত ব্যাপারে চারিদিকে অশান্তি হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবকে হেড্‌-কোয়াটার ছাড়িয়া বিজয়বাড়ায় আসিতে হয়। যাহারা দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় বিংশাধিক লোককে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দেওয়া হয়। অনন্তর, পুলিসদ্বারা সর্ব্বত্র মিথ্যা জনরব বলিয়া ঘোষণা করিলে পর, ইহা প্রশমিত হয়।

"আঠার নালার" নির্ম্মাণের দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, পরম ভাগবত চৈতন্যদেব কোন সময়ে পুরীর দিকে যাইতে ইচ্ছা করিয়া, উক্ত স্থানে আসিয়া, বন্যাপ্রযুক্ত নদীটীকে খরস্রোতা

দেখিয়া, সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করেন। ভগবান্ জগন্নাথ গৌরাঙ্গের কষ্টে ব্যথিত হইয়া, রাত্রিকাল মধ্যেই একটী সেতু নির্ম্মাণ করিতে বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ দেন। তাহার আদেশ অনুসারেই দেবশিল্পী রাত্রিমধ্যেই ইহা নির্ম্মাণ করেন।

যে সকল যাত্রী পদব্রজে পাণ্ডার সেতোর সহিত পুরীতে গমন করে, তাহাদিগকে সেতো দূর হইতে মন্দিরধ্বজা দর্শাইয়া আঠারনালা পার হইবামাত্র ধ্বজা-দর্শনী বলিয়া, প্রত্যেকের নিকট অন্তত ১৲ টাকা করিয়া লইয়া থাকে।

আমরা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আঠারনালা পার হইয়া যাইয়া; পরে, অতি প্রত্যূষেই পুরীর নরেন্দ্র-সরোবরের ধারে আসিলাম এবং তথা হইতে পদব্রজে দেবালয়ের পূর্ব্বসিংহদ্বার হইয়া লবণসমুদ্রের সৈকতভূমির সাধারণ ডাকবাঙ্গালার আশ্রয় লইলাম। অনন্তর, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হই। প্রথমে তীর্থোৎপত্তির বিষয় বলিয়া, পরে আমরা, যে প্রণালীতে সন্দর্শন করি, তাহা বলিব।

উৎকলখণ্ডে দেবোৎপত্তির বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা,—প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা চরাচর সৃষ্টি করিয়া, তীর্থক্ষেত্র সকলকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করত চিন্তা করিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে, আমাকে এই গুরুভার বহন করিতে হইবে না এবং ত্রিতাপাভিভূত প্রাণিগণ কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে। ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া, ভগবানের স্তব করিয়া, আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন। যথা,—

"সাগরস্যোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ॥
তত্র যে মনুজা ব্রহ্মন্ নিবসন্তি সুবুদ্ধয়ঃ।
জন্মান্তরকৃতানাঞ্চ পুণ্যানাং ফলভোগিনঃ॥

নাল্পপুণ্যাঃ প্রজায়ন্তে নাভক্তা ময়ি পদ্মজ।
একাম্রকাননং যাবদ্দক্ষিণোদধিতীরভূঃ॥
পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমা ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতা।
সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে নীলপর্ব্বতঃ॥
পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি সুদুর্লভম্॥
সুরাসুরাণাং দুর্জ্ঞেয়ং মায়য়াচ্ছাদিতং মম।
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি দেহভৃৎ॥
ক্ষরাক্ষরাবতিক্রম্য বর্ত্তেঽহং পুরুষোত্তমে।
সৃষ্ট্যা লয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমম্॥
যথা মাং পশ্যসি ব্রহ্মন্ রূপচক্রাদিচিহ্নিতম্।
ঈদৃশং তত্র গত্বৈব দ্রক্ষ্যসে মাং পিতামহ॥
লীলাদ্রেরন্তরভুবি কল্পন্যগ্রোধমূলতঃ।
বারুণ্যাং দিশি যৎ কুণ্ডং রোহিণং নাম বিশ্রুতম্॥
তত্তীরে নিবসন্তং মাং পশ্যন্তশ্চর্ম্মচক্ষুষা।
তদম্ভসা ক্ষীণপাপা মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ॥”

“লবণসমুদ্রের উত্তরে মহানদীর দক্ষিণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-তীর্থফলপ্রদ স্থান আছে। মানব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলেই এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহাদিগের অল্প পুণ্য ও ভক্তি নাই, তাহারা এই স্থানে বাস করিতে পারিবে না। একাম্র-কানন হইতে দক্ষিণ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রতি পাদবিক্ষেপে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া বোধ করিবে। হে ব্রহ্মন্! সিন্ধুতটে যে নীলগিরি বিরাজ করিতেছে, তাহা পৃথিবীমধ্যে অতি গুপ্তভাবে আছে; এমন কি, সে স্থান লাভ করা তোমারও দুর্লভ জানিবে। আমার মায়ার দ্বার উহা আবৃত বলিয়া দেব-দানবগণও তাহা জানিতে পারে নাই। আমি সর্ব্ব-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য ও অনিত্যকে অতিক্রম করিয়া, সেই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শরীর ধারণপূর্ব্বক বাস করিতেছি। এই ক্ষেত্র সৃষ্টি বা প্রলয়ের অধীন

নহে। ব্রহ্মন্ এখানে চক্রাদিচিহ্নিত আমার যে মূর্ত্তি দর্শন করি-তেছ, সেই স্থানে ইহার অনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিবে। নীলাদ্রির মধ্যস্থলে যে কল্পবট আছে, তাহার পশ্চিমভাগে 'রোহিণ' নাম কুণ্ড আছে। মানবগণ সেই কুণ্ডের সমীপে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দর্শন করিয়া, ঐ কুণ্ডের নির্ম্মল বারি পানকরত নিষ্পাপ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিবে।"

ভগবানের বাক্য অবসান হইলে, ব্রহ্মা নীলাদ্রিতে আসিয়া বিষ্ণু-কথিত সমস্তই দর্শন করিলেন। ইতিমধ্যে একটা কাক তথায় আসিয়া রোহিণকুণ্ডে অবগাহন ও জল পান করিয়া ভগবানকে দর্শন করত কাকদেহ পরিত্যাগানন্তর বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নীলমাধবের পার্শ্বে অবস্থিতি করিল। এদিকে ধর্ম্মরাজ তাহা অবগত হইয়া ত্বরায় তথায় আসিয়া, ভক্তি-ভাবে ভগবানের স্তব করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে ইঙ্গিত করিলে পর, কমলা কহিলেন; 'ধর্ম্মরাজ! তুমি আশঙ্কা করিতেছ যে, যদি সকল জীবই এই স্থানে আসিয়া কাকের মতন মুক্ত হয়, তবে আর তোমার আধিপত্য থাকিবে না। ইহা অমূলক আশঙ্কা মাত্র; কারণ, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই তোমার আধিপত্য রহিল। এই ক্ষেত্রে কর্ম্মফল কোন কার্য্যকারী হইবে না। অধিক কি, সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহেরও এস্থানে আধিপত্য নাই। অতএব, হে রবি-নন্দন! প্রাণিগণ এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিবে। পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত আমারা নানা-কান্তমূর্ত্তিতে এই স্থানে বিরাজ করিব। অনন্তর, অপরার্দ্ধের প্রারম্ভে শ্বেতবরাহকল্পাব্দে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পঞ্চম সন্ততি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বেই আমারা অন্তর্হিত হইব। পরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, আমরা পুনর্ব্বার দারুময়ী চারিটী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া অপরার্দ্ধকাল

পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিব। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর।'

অনন্তর, অপরার্দ্ধের প্রারম্ভে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের দ্বিতীয় সত্যযুগে অবন্তিনগরে ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী সাত্ত্বিকাগ্রগণ্য প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি পরম ভাগবত ছিলেন। কোন এক দিবস পূজার সময় বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া কয়েকটি বেদপারগ পণ্ডিতকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারি, ঈদৃশ পবিত্র ক্ষেত্র যদি কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাকে বলুন। তথায় একটী তীর্থাটনশীল ধার্ম্মিক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন; 'রাজন্! আমি বাল্যকালাবধি বহু তীর্থপর্য্যটন করিয়াছি এবং তীর্থপর্য্যটকের নিকট হইতেও বহু তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ওড্রদেশে কাননাবৃত নীলপর্ব্বতে পুরুষোত্তম নাম ক্ষেত্রে ক্রোশব্যাপী একটী কল্পবট আছে: তাহার ছায়া আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। উহার পশ্চিম ভাগে রোহিণকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে নীলেন্দ্র-মণি-নির্ম্মিত সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী ভগবানের এক মূর্ত্তি রহিয়াছে। ঐ রোহিণকুণ্ডে স্নান করিয়া ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিলে, জীবের সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। রাজন্! আপনিও তথায় যাইয়া সেই ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করুন।' তপস্বী ব্রাহ্মণ রাজাকে এইরূপ বলিয়া, সর্ব্ব সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা তৎশ্রবণে চমৎকৃত হইয়া, তদ্দর্শনাভিলাষী হইলেন এবং পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে তাহার যথার্থতা জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি তথায় গমন করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হইয়া

দক্ষিণসাগর তীরে উত্থিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে অরণ্য দেখিয়া কুশাসনে সমাসীন হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর, অরণ্য মধ্যে বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া নীলগিরির পশ্চাৎ ভাগে শবর-দ্বীপে শবরালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিলেন। তদনন্তর, বিশ্বাবসু নামধারী এক বৃদ্ধ শবর ভগবানের পূজা সমাপনান্তে নির্ম্মাল্য চন্দন ও ভোগাবশিষ্ট লইয়া পর্ব্বত হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিদ্যাপতিকে দর্শন করিয়া তাহার আসিবার উদ্দেশ্য জানিয়া প্রথমে তাঁহাকে দেবদর্শন করাইতে অসম্মত হইল, পরে ব্রহ্মশাপের ভয়ে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রোহিণ-কুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইল। বিদ্যাপতি সেই কুণ্ডে অবগাহন করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে দূর হইতে নীলমাধবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও স্তব করিয়া বলিলেন, অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। অনন্তর, শবরের সহিত শবরালয়ে আসিয়া তৎপ্রদত্ত ভোগান্ন ভোজন করিলেন। পরে, বিশ্বাবসুর সহিত মিত্রতা স্থাপন-পূর্ব্বক রাজার জন্য নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-বৃত্ত হইলেন। অনন্তর, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া শবরপতি-প্রদত্ত নির্ম্মাল্য রাজকরে অর্পণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করি-লেন। রাজা তৎশ্রবণে তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইয়া কহি-লেন; 'হে বিপ্রবর! আমি এইরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রজা-গণের সহিত সেই ক্ষেত্রে গমন করতঃ বহুশত নগর, গ্রাম ও দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই স্থানে বাস করিব এবং ভগবানের প্রীতির জন্য একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিব। আমি তথায় যাইয়া, প্রতিদিন শত শত উপহার দিয়া, ব্রত, উপবাস ও নিয়-মাদি দ্বারা ভগবানের পূজা করিব। ভগবান্ ভক্তের প্রতি অনু-গ্রহ করিয়া, অবশ্যই ঐ রাজ্যে আমাকে অভিষেক করিবেন।' ইত্যবসরে নারদ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা

উত্থিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার সম্মাননা করিলেন। পরে, নারদ বিষ্ণুভক্তির ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, 'প্রয়াগ ও গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ, তপস্যা, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ব্রতনিয়মাদি দ্বারা সহস্র বর্ষে যে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হয়, তাহাকে কোটি কোটিগুণে বর্দ্ধিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহা বিষ্ণুভক্তির একাংশেরও সমান নহে।' তদনন্তর, রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া নারদ তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে স্বীকার করিলেন। পরে, জ্যৈষ্ঠ শুক্লসপ্তমীয় পুষ্যানক্ষত্রে শুক্রবারে দেবদর্শন জন্য রাজা স্বদলবলে বহির্গত হইলেন। ক্রমে উৎকলদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, করালবদনা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা চণ্ডিকাদেবীর সন্দর্শন ও পূজাদি করিলেন। তৎপরে, চিত্রোৎপলা নদীতীরে ধাতুকন্দর নামক কানন মধ্যে মধ্যাহ্নিক কার্য্য সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ওড্র-দেশাধিপতি, সচিবগণের সহিত উপহার লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন; 'হে রাজন্! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে অতি নিবিড় কাননাবৃত নীলাচল আছে, তাহা অতি দুর্গম স্থান। লোকের কথা দূরে থাক, দেবগণও তথায় গমন করিতে সমর্থ নহে। সম্প্রতি শুনিয়াছি, বিপ্র-প্রবর বিদ্যাপতি শবরপতির সাহায্যে নীলমাধবকে দর্শন করিয়া অবন্তিপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, সেই দিবস সন্ধ্যাকালে অতিশয় প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতে মহাসমুদ্রের প্রান্তরভূমি হইতে সুবর্ণ বর্ণের বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া নীলাচলকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। তদবধি আমার রাজ্যে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ও মারিভয় জন্মিয়াছে।' রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইলে, নারদ কহিলেন; 'রাজন্! ইহাতে তুমি বিস্মিত হইও না, বিষ্ণুভক্তের কোন কার্য্যই নিষ্ফল হয় না। অতএব তুমি তথায় যাইলে, অবশ্যই ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন

করিতে পাইবে। বিষ্ণু তোমার প্রতি কৃপা করিয়া এই জগতে চতুর্ব্বাহু মূর্ত্তি ধারণ করিবেন।'

অনন্তর, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহানদী পার হইয়া একাম্রকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ-প্রমুখাৎ তাহার উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরের পূজাদি করিলেন। ত্রিভুবনেশ্বর তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ; 'রাজন্! তোমার সদৃশ বৈষ্ণব আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, তোমার বাঞ্ছা দুর্লভ হইলেও অচিরকাল মধ্যে পূর্ণ হইবে।' পরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া, পথিমধ্যে কপোতেশ্বর * ও বিল্বেশ্বর † সন্দর্শন করিয়া, বিদ্যাপতি ও নারদকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে নীলকণ্ঠের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তথায় বিচরণ করিতে করিতে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলেন ; পরে, এই অশুভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ কহিলেন ; 'রাজন্! বিষণ্ণ হইও না। কারণ, সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের প্রায়ই বিঘ্ন হইতে পুনর্ব্বার শুভবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আপনার পুরোহিতের অনুজ বিদ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিয়া যাইলে পর, নীলপর্ব্বত বালুকায় আচ্ছন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে নীলমাধব পাতাল-

* পুরাকালে কুশস্থলীতে শঙ্কর তপস্যা করিয়া এরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিলেন যে, তিনি দেখিতে একটী কপোতের ন্যায় হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই এই মূর্ত্তিটি কপোতেশ্বর নামে বিখ্যাত।

† পূর্ব্বকালে দানবগণ মহীতল ভেদ করত ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় প্রাণিগণকে সংহার করিয়া ভোজন করিত। নারায়ণ এই অত্যাচার নিবারণের জন্য একটী বিল্ব গ্রহণ করত মহাদেবের আরাধনা করিলেন এবং বিবর মধ্য দিয়া পাতালে প্রবেশ করত সমস্ত দানবগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহাদেবকে সেই বিবর দ্বার রক্ষার জন্য স্থাপন করিলেন। সেই অবধি এই লিঙ্গ বিল্বেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন।

পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই অবধি মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের দর্শন অতি দুর্ল্লভ হইয়াছে।'

রাজা, নারদের এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন। নারদ রাজার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; 'রাজন্! শুভকার্য্যে নানা বিঘ্ন হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া এই ক্ষেত্রে অবস্থান করত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গদাধরকে সন্তুষ্ট কর, তাহা হইলে তিনি দারুময় চতুষ্টয় কলেবরে আবির্ভূত হইবেন এবং ভূমণ্ডলে সেই মূর্ত্তি ভগবানের অবতারবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।

রাজা নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নীলকণ্ঠের পূজা করিলেন এবং তাহার অনতিদূরে স্বাতি-নক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বাদশীতে নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সম্মুখে যজ্ঞস্থান স্থির করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। যজ্ঞের ষষ্ঠ রাত্রে চতুর্থ প্রহরে স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সংদর্শন করিলেন। নারদ তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন; 'রাজন্! অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছ, অতএব ১০ দিবসের মধ্যে ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবে; তোমার এই যজ্ঞ সমাপন হইলেই কমলাপতি প্রত্যক্ষগোচর হইবেন।'

অনন্তর, যজ্ঞ সমাপন কালে যাজ্ঞিকগণ উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক স্তুতিপাঠ করিতে থাকিলে, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আসিয়া ভূপতিকে কহিল; 'রাজন্! এই মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহাবৃক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা তাহা দর্শন করিয়া আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। সেই বৃক্ষ রক্তবর্ণ ও তাহাতে শঙ্খ, চক্র ও গদার চিহ্ন আছে। এইরূপ বৃক্ষ আমরা পূর্ব্বে কখনই দেখি নাই, তাহার সৌগন্ধে বেলাভূমি আমোদিত হইয়াছে।' দেবর্ষি নারদ

তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; রাজন্! তোমার সৌভাগ্যবশতঃ যজ্ঞের ফলস্বরূপ এই কাষ্ঠ আসিয়াছে; ঐ মহাবৃক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ বপু জানিবে *। তুমি স্বপ্নযোগে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলে, সেইরূপ মূর্ত্তি চতুষ্টয় এই কাষ্ঠে নিৰ্ম্মাণ কর। এক্ষণে অবভৃথ স্নান করিয়া মহাসমুদ্রের তীর হইতে মহোৎসবের সহিত সেই বৃক্ষকে আনয়ন কর।'

অনন্তর, তাহা যথানিয়মে আনীত হইয়া রত্নবেদীর উপর রক্ষিত হইলে, এক আকাশবাণী হইল যে, 'ইহা পঞ্চদশ দিবস বেষ্টন করিয়া রাখ। পরে, এক বৃদ্ধ সূত্রধার আসিয়া বেদীমধ্যে প্রবেশ করিলে, তোমরা দ্বাররুদ্ধ করিবে; যে পর্য্যন্ত ভগবানের কলেবর নিৰ্ম্মাণ না হইবে, তদবধি তোমরা বহির্ভাগে বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিবে। ভগবানের নিৰ্ম্মাণধ্বনি যে কেহ শ্রবণ করিবে, সে নরকে গমন করিবে। তৎকালে যে বেদীমধ্যে প্রবেশ বা তদভ্যন্তর দর্শন করিবে, সে যুগে যুগে অন্ধ হইবে। সেই মূর্ত্তিমধ্যে ভগবান্ আপনিই আবির্ভূত হইবেন।' রাজা এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তৎসমস্তই নিষ্পন্ন করিলেন। অনন্তর, বিশ্বকৰ্ম্মা সূত্রধাররূপে উপস্থিত হইল এবং বেদীমধ্যে

---

* ব্রহ্মদারু সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-তত্ত্বধৃত বচনাদি যথা,—

"আদৌ যৎ দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।
তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥

অস্য ব্যাখ্যা সায়নভাষ্যে। আদৌ বিপ্রকৃষ্টে দেশে বর্ত্তমানং যৎ দারু দারুময়পুরুষোত্তমাখ্যদেবতাশরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষং নিৰ্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং তৎ আলভস্ব দুর্দ্দনো হে হোতঃ তেন দারুময়েন দেবেন উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ। অথর্ব্ববেদেঽপি আদৌ যৎ দারু প্লবতে সিন্ধোর্ম্মধ্যে অপুরুষম্। তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্। অত্রাপি তথৈবার্থঃ। মধ্যে তীরে॥"

প্রবেশ করিল। পরে ক্রমশঃ পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে রাজা স্বপ্নে যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ মূর্ত্তি জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে নির্ম্মিত হইল। রাজা দেখিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান্ লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মী, বলভদ্র ও সুদর্শনের সহিত দিব্য রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ভগবানের হস্তে গদা, মুষল, চক্র ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে বলভদ্র। তাঁহার শিরোভাগে অনন্ত ছত্রাকৃতি ফণাবিস্তারপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে রত্নময় কিরীট। তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে বর, অভয় ও পদ্মধারিণী চারুবদনা সুভদ্রাদেবী। ইনি চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী। এই দেবী কৃষ্ণাবতারে রোহিণীর গর্ব্ভে বলদেবের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, এজন্য বলভদ্রার আকৃতি ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণা হইয়াছেন। এই দেবী নীলমাধবের ক্ষণকাল বিয়োগ সহ্য করিতে পারেন না। বলদেব ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বলদেব ও সুভদ্রা এক গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য লৌকিক ব্যবহার ও পুরাণে সুভদ্রা বলদেবের ভগ্নী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু লক্ষ্মী স্ত্রী-পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। লক্ষ্মী কখন স্ত্রী কখন পুরুষরূপে বিরাজ করেন। পুরুষবেশধারী ভগবান্ কৃষ্ণ, স্ত্রীবেশ-ধারিণী কমলা লক্ষ্মী। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যলোকে ব্রহ্মবিদেরা পরমতত্ত্ব অবগত আছেন, এই উভয়ের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের পরস্পর কিছুই বিভিন্নতা নাই। চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই ফণাগ্রদ্বারা এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হন না। এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করেন যে অনন্ত তাঁহার নাম বলদেব, ব্রহ্মবিদেরা তাঁহাকেও পরম-পুরুষকে একই বলিয়া জ্ঞাত আছেন। তাঁহার শক্তিস্বরূপা সুভদ্রাদেবী ভগ্নী-রূপে বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্ যাহাকে সর্ব্বদা হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সুদর্শন চক্রই চতুর্থ মূর্ত্তি।

অনন্তর, পুনর্ব্বার আকাশবাণী হইল; "রাজন্! নীল পর্ব্বতের উপরিভাগে যে কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার বায়ুকোণে শতহস্ত অন্তরে যে স্থানে নৃসিংহদেব অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার উত্তরে যে প্রশস্ত ভূমি আছে, ঐ ভূমিতে সহস্র-হস্ত উচ্ছ্রিত তদুপযুক্ত আয়তনে সুদৃঢ় একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে ভগবানের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা কর। পূর্ব্বে এই নীলপর্ব্বতে ভগবান্ বিরাজমান ছিলেন। সেই সময়ে বিশ্বাবসু নামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শবরপতি ভগবানকে পূজা করিত। রাজন্! তোমার পুরোহিতের সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, সেই বিশ্বাবসুর যে সন্ততি আছে, তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া ভগবানের লেপ-সংস্কার ও উৎসবাদি-কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত নিযুক্ত কর।" এই কথা বলিয়া সেই অশরীরিণী বাণী ক্রমশঃ নিরস্তা হইল; তখন রাজা সাতিশয় প্রফুল্লচিত্তে বিশ্বাবসুর সন্ততিগণকে আনয়ন করিয়া, দেবের লেপ-সংস্কারাদি কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া, যথাবিধি তাহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে, নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। যখন তিনি তথায় গমন করিলেন, তখন ব্রহ্মা সঙ্গীত শুনিতেছিলেন, এজন্য তাঁহারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলেন। তদনন্তর, সঙ্গীত অবসান হইলে পর, ব্রহ্মা তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন; "রাজন্! তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু সঙ্গীত অবসান হইতে এক সপ্ততি যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার রাজ্য নাই, তোমার বংশও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কোটি কোটি নরপতি রাজ্য করিয়া পরলোক গত হইয়াছে। দেবতা ও দেবপ্রাসাদের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্ন রহিয়াছে। অধুনা, দ্বিতীয় মনুর অধিকার। অতএব, এস্থানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিয়া, পরে

ঋতু-পরিবর্ত্তন হইলে, মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। দেবতা ও প্রাসাদ নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠার দ্রব্য সকল আহরণ কর; আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।” অনন্তর, রাজা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বারোচিষ মন্বন্তরে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেবমন্দিরের স্থান প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, নারদের উপদেশে তিন খানি রথ প্রস্তুত করিলেন। গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত রথ পুরুষোত্তমের, পদ্মধ্বজ চিহ্নিত রথ সুভদ্রার ও তলধ্বজ চিহ্নিত রথ বলদেবের। এই রথত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে মূর্ত্তিত্রয় আরোহণ করান হইল। অনন্তর, ব্রহ্মা আসিয়া আজ্ঞাপ্রদান করিলে পর, ভরদ্বাজ মুনি বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্ল অষ্টমী তিথিতে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া এক ধ্বজা স্থাপন করিলেন। তৎকালে ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নকে কহিয়াছিলেন যে,—

“ইন্দ্রদ্যুম্ন! প্রসন্নস্তে ভক্ত্যা নিষ্কামকর্ম্মভিঃ।
উৎসৃজ্য বিত্তকোটীস্ত যন্মমায়তনং কৃতম্।
ভগ্নেঽপ্যেতস্য রাজেন্দ্র! স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া॥”

“হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম-কার্য্যে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়া আমার এই আয়তন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ। কালে ইহা ভগ্ন হইলেও, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না।” ভগবান্ আরও বলিয়াছিলেন যে, “আমি অপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এই দারুময়ী মূর্ত্তিতে অবস্থান করিব।” তদবধি ভগবান্ দারুমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পুরী অঞ্চলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা উৎকলখণ্ডোক্ত বিবরণ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। বিশেষতঃ, পাণ্ডারা সেই প্রবাদটী যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকে জানিয়া, এই স্থলে তাহা সংগৃহীত করিলাম। যথা,—

ত্রেতাযুগে মুক্তিদায়ক বিষ্ণুমূর্ত্তির অভাব হয়। পণ্ডিতেরা বিষ্ণুমূর্ত্তি অন্বেষণ করিতে থাকেন। অবন্তীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। ঐ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া নানা অরণ্য ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া ওড়্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন ও ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে বসুনামক কোনও শবরের আলয়ে আসিয়া শুনিলেন, নিকটে ভীষণ জঙ্গলমধ্যে নীলাচল নামে একটী পর্ব্বত আছে, তথায় বিষ্ণু কমলার সহিত নীলমাধব মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন। উক্ত বসু ভিন্ন আর কেহ তথাকার পথ বিদিত নহে। ব্রাহ্মণ নীলমাধব দর্শনে অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া বসুকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার আলয়ে অতিথি হইলেন। পরে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা জন্মিলে, তাহার কন্যার করপ্রার্থী হইলেন; বসুও আপনাকে ধন্য মানিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিল। তদবধি উক্ত ব্রাহ্মণ শবরালয়ে বাস করিতে থাকিল। বসু নিত্য প্রাতে একাকী গুপ্তপথ দিয়া নীলাচলে যাইত। জঙ্গলমধ্য হইতে ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়া নীলমাধবকে নিবেদন করিত। নীলমাধব তৎপ্রদত্ত ফলমূলাদি বিগ্রহমূর্ত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। অনন্তর, কিছুদিন গত হইলে, ব্রাহ্মণ শবর কন্যাকে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও কি নীলমাধবকে একবার দেখিতে পাইব না? তুমি তোমার পিতাকে বলিয়া যাহাতে আমি একবার মাত্র নীলমাধব মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহার উপায় কর। আর আমি একবার দেখিয়া আসিতে পারিলে, তোমাকেও সেই মূর্ত্তি দেখাইতে পারিব।" পরে, কন্যা পিতাকে অনুরোধ করিলে, শবরপতি কহিল, 'আমি তাহার নেত্রদ্বয় বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।' চতুরা কন্যা পিতার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে সমস্ত

বৃত্তান্ত কহিল এবং এক থলি সর্ষপ দিয়া বলিল, 'তুমি যাইবার সময় পশ্চাৎ হইতে ইহা ফেলিতে থাকিবে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ইহা দেখিয়া একাকী যাইতে সমর্থ হইবে।' অনন্তর, শবরপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ে জামাতার চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া সঙ্গে লইল। শবর অগ্রে অগ্রে যাইতে থাকিল, ব্রাহ্মণও পশ্চাৎ হইতে গোপনে সরিষা ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। পরে, নীলাচলের উপরিস্থ বটবৃক্ষতলে নীলমাধবের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, শবরপতি জামাতার চক্ষের আবরণ খুলিয়া নীলমাধবকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার চক্ষু বাঁধিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিল। অনন্তর, পর দিবস ব্রাহ্মণ একাকী গোপনে সর্ষপ-চিহ্নিত পথ দিয়া নীলমাধব সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে থাকিল। এই সময় একটী কাক নীলমাধবের সম্মুখে পতিত হইয়া যেমন বিনষ্ট হইল, অমনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ব্রাহ্মণ সেই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং ভাবিল যদি বৃক্ষ হইতে এইস্থানে পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তবে কিজন্য আমি আর সংসার মায়ায় বদ্ধ থাকি। ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিয়া বৃক্ষোপরি উঠিয়া পতনোন্মুখ হইলে, এই দৈববাণী হইল যে, "দ্বিজবর! এরূপ সাহস হইতে নিবৃত্ত হও, অগ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বিগ্রহ-দর্শনের সংবাদ প্রদান কর; তোমার কালবিলম্বে রাজা উৎকণ্ঠিত আছেন, ত্বরায় তথায় গমন কর।"

ব্রাহ্মণ এই বাণী শ্রবণ করিয়া, যেমন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছে, এমন সময়ে শবরপতি ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্ববৎ তৎসমস্তই বিগ্রহ সম্মুখে নিবেদন করিল, কিন্তু নীলমাধব পূর্ব্ববৎ নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন না। তখন শবরপতি কাতরোক্তিতে নীলমাধবের স্তব করিলে, এই দৈববাণী হইল যে, 'ভক্ত! বহুদিন তৎপ্রদত্ত

ফলমূলাদি ভোজন করিয়াছি। এক্ষণে আর তাহাতে রুচি নাই, পক্কান্ন ও মিষ্টাদি দ্রব্য ভোজন করিতে বাসনা হইয়াছে।' তদনন্তর দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইলেন *। শবরপতি তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে করিতে অনন্যোপায় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে বটবৃক্ষ সমীপে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল এবং তাহাকেই এই অশুভের কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইল ও তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিল। ব্রাহ্মণ, শবরপতির অজ্ঞাতসারে দেবদর্শনে আসিয়াছে বলিয়া, সে তাহাকে ঐরূপ পীড়া দিতেছে, ইহা ভাবিয়া তদবস্থায় রহিল; পরে, শবর-কন্যা তাহা অবগত হইয়া কোন উপায়ে ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ সত্বর স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর, রাজসমীপে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব মূর্ত্তির সন্দর্শনাভিলাষী হইলেন। শুভদিনে বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবদর্শনে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন নীলমাধবমূর্ত্তি অবশ্যই দর্শন করিব। পরন্তু, নারায়ণ অনুগ্রহ করিয়া আমাকেই এপ্রদেশে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব আমার মত ভাগ্যশালী পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই।" দর্পহারী মধুসূদন ভক্তের তাদৃশ গর্ব্বিত ভাব অবলোকন করিয়া দৈববাণীচ্ছলে কহিলেন, 'রাজন্! তুমি আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর, তৎপরে আমাকে অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে।' রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'সাধারণ ব্রাহ্মণ দ্বারা

* নীলমাধব নীলাচল হইতে অন্তর্হিত হইয়া শ্বেতদ্বীপে ব্রহ্মদারুরূপে অবস্থিত করিতেছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। ১৩১ পাতে ফুট্‌নোট্ দ্রষ্টব্য।

দেবের প্রতিষ্ঠা করা হইবে না। আমি ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মাকে আনয়ন করিব।' অনন্তর, তিনি ব্রহ্মলোকে যাইলেন, ব্রহ্মা তখন ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন; এজন্য কিঞ্চিৎকাল তথায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এই সময়ে, মানব পরিমাণে নয় যুগ অতিবাহিত হইল। তৎকালে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রাজা রাজত্ব করিয়া গতাসু হইল। তৎকৃত দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ বালুকায় আবৃত হইল। এতৎকালের বর্ত্তমান রাজা 'গালো' অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে, মন্দিরের চূড়ায় অশ্বের পদস্খলিত হওয়ায় অশ্বের সহিত পতিত হইলেন। অনন্তর তাহার কারণ জানিবার জন্য তথায় খনন করিয়া এক মন্দির ও রাজবাটী প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ব্রহ্মার ধ্যান সমাপন হইলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহাকে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মা তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া মর্ত্তলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় আসিলে পর, রাজা গালো দেবালয় আপনার বলিয়া আপত্তি করিল। ব্রহ্মা এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্য বটবৃক্ষোপরি ভূষণ্ডী বায়সকে দেখিয়া, তাহাকে ডাকিলেন। কাক ধ্যানে ছিল, ব্রহ্মার আহ্বানে বিরক্ত হইয়া কহিল, 'কিজন্য আমাকে বিরক্ত করিতেছ।' তখন ব্রহ্মা গর্ব্বিত-বচনে কহিলেন, 'আমি বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা, তুমি এইস্থানে আসিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।' কাক তচ্ছ্রবণে ঈষৎ হাঁসিয়া কহিল, "তুমি কোন ব্রহ্মা, আমি এপর্য্যন্ত অনেক ব্রহ্মার উৎপত্তি ও লয় দর্শন করিয়াছি।" তখন ব্রহ্মা ধ্যানে ভূষণ্ডীর যাথার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কাকরূপিন্ জগদীশ্বর! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন এই মন্দির কাহার।' তখন কাক, 'ইহা ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত' বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন বিগ্রহমূর্ত্তি অন্বেষণ করিলেন। অনেক অন্বেষণে তাহা দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন। তখন ব্রহ্মা

তাঁহাকে দশসহস্র * ব্রাহ্মণ দিয়া কহিলেন, 'নৃপবর! তুমি শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাহা হইলে দেবদর্শন পাইবে।' রাজা তাঁহার উপদেশে শতাশ্বমেধ করিলেন। অনন্তর, যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটী ব্রহ্মদারু সাগর-তীরে আসিয়াছে। তৎপরে, তিনি স্বদলবলে তথায় যাইয়া, সেই কাষ্ঠখণ্ডকে কিছুতে নাড়িতে পারিলেন না। এখানেও তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তখন দৈববাণী হইল যে, 'বসু আমার পরম ভক্ত, তুমি তাহার সাহায্য লও।' মানব পরিমানে নয় যুগ অতীত হইলেও বৈষ্ণব-প্রবর শবরপতি নীলমাধব দেবের সন্দর্শন ফলে দীর্ঘায়ু হইয়া শবরদ্বীপে অধিবাস করিতেছিল। দর্প-হারী জগন্নাথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার দর্পচূর্ণ করিতেই ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর, রাজা অনেক অনুসন্ধানে বসুকে আনয়ন করিয়া তৎসাহায্যে কাষ্ঠকে মন্দির সমীপে লইয়া আসিলেন। রাজার এখনও আত্মাভিমান যায় নাই, এজন্য তিনি সর্ব্বস্থান হইতে প্রধান প্রধান সূত্রধার আনাইয়া বিগ্রহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি করিলেন, পরন্তু তাহারা কিছুতেই কাষ্ঠ কাটিতে সমর্থ হইল না। এই সময় বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ সূত্রধারের বেশে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলে, দৈববাণী হইল যে, "এই সূত্রধার দ্বারা ইহা ক্ষোদিত হইবে। রাজন্! তুমি চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ২১ দিন যাবৎ সূত্রধারকে তাহার মধ্যে কার্য্য করিতে দিবে। এই সময়

---

* যাজপুরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দশহাজার ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বয়ং দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখানে দশহাজার ব্রাহ্মণ দিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে শত অশ্ব-মেধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আহ্বানে তিনি জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছেন; দেব অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহা কি তিনি জানিতেন না? অতএব এ প্রবাদ অনুসারে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কোথায় রহিল? এজন্য এ প্রবাদে বিশেষ সন্দেহ থাকিল।

মধ্যে কেহ যেন ইহা অবলোকন না করে।” রাজা তচ্ছ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং দৈববাণী কথিত সমস্ত কার্য্য করিলেন *। পঞ্চ দিবস পরে রাণী বিগ্রহ দর্শনাভিলাষিণী হইয়া তথায় আসিয়া গোপনে দারুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ সূত্রধার অন্তর্হিত হইল ও বিগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। ইহাতেই জগন্নাথের হস্তপদাদি কিছুই হইল না। তখন দৈববাণী হইল, “আমি এই মূর্ত্তিতেই জগতে প্রসিদ্ধ হইব।” তখন, রাজা আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অতি কাতরোক্তিতে ভগবানের নানাবিধ স্তব করিলেন। ব্রহ্মা সেই দারুমূর্ত্তিতে ব্রহ্মমণি স্থাপন করিয়া যথাবিধি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন রাজা প্রার্থনা করিলেন যে, ‘এই মন্দিরে আপনি চিরকাল থাকিয়া পূজাদি গ্রহণ করুন; ইহা দ্বারা আমার কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক।’ ভগবান্ কহিলেন, ‘রাজন্! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এই মন্দিরে পরার্দ্ধকাল থাকিব। আমার প্রসাদ গঙ্গাজলের মত পবিত্র হইবে। কদাচ ইহা স্পর্শাদিদোষে দূষিত হইবে না। এই প্রসাদ শূদ্র ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণে একত্রে ভোজন করিতে পারিবে। প্রসাদসম্বন্ধে জাতিবিচার থাকিবে না এবং তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে।’

দেবোৎপত্তি বিষয়ে তৃতীয় প্রবাদ। কোন শবরজাতীয় ব্যাধ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ নিহত হন; পরে, ঐ ব্যাধ তাঁহার পঞ্জরাস্থি লইয়া, স্বগৃহে রক্ষা করে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নযোগে আদৃষ্ট হইয়া, কোন ব্রাহ্মণকে পঞ্জরাস্থিটী আনিতে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ অনেক অনুসন্ধানে শবরের অলয়ে যাইয়া, তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে এই কন্যার সাহায্যে কৃষ্ণ পঞ্জরাস্থি

* এক্ষণে নবকলেবর নির্ম্মাণের সময়েও এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

সংগ্রহান্তে গুপ্তভাবে পলায়ন করিয়া, রাজসমীপে আসিয়া তাঁহাকে তাহা প্রদান করেন। তখন রাজা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া নিম্বকাষ্ঠের মূর্ত্তি নিম্মাণকরত তাহার নাভিদেশে কৌটা মধ্যে এই পঞ্জরাস্থি রক্ষা করত দেবেরপ্রতিষ্ঠা করেন। সেই ব্রাহ্মণ পতিত হয় ও তাহার সন্ততিগণ দৈতপতি পাণ্ডা নামে বিখ্যাত হইয়াছে*। রথযাত্রার সময় ইহারা দেবের পূজা করিয়া থাকে। এই প্রবাদে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরীর বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকাতে অর্থাৎ ১৮১৫ শকাব্দের (১৮৯৩ খৃঃ) পঞ্জিকাতে প্রকাশ আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ২০০১ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছেন। এমতে, ইন্দ্রদ্যুম্ন খৃঃ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে তিন দ্বাপরের অবসানে ও কলির সন্ধিতে আবির্ভূত হন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন 'কৃষ্ণচরিত্রের' দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব ১৪৩০ খৃঃ অব্দে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমরা জ্ঞাত আছি উহা ভারত যুদ্ধের অবসানে হইয়াছিল। অতএব কলির ১৫৭১ গতাব্দে ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন। অনন্তর স্ত্রীপর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই যে, গান্ধারী বাসুদেবের নিকট বংশ বিনাশের জন্য বহু বিলাপ করিয়া তাঁহার প্রতি অভিসম্পাত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের

* যিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে সাকারে পরিণত করিয়া থাকেন, তাহাকেই দ্বৈত বলা যাইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তিতে পরিণত করে বলিয়া, ইহারাও দ্বৈত বলিয়া খ্যাত হইবে। সাধারণ কথায় উহাদিগকে দৈত্যপতি কহে, উহার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ নাই।

জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে পর তুমি অমাত্য জ্ঞাতি ও পুত্রবিহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণ ও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব হীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।” অনন্তর ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর গত হইলে মুষলপর্ব্বে দেখা যায় যে, ঋষিশাপে যদুবংশ ধ্বংশ হইলে, বলরাম যোগাসনে আত্ম বিসর্জ্জন করেন তাঁহার মুখ হইতে অনন্তাখ্য সর্প তৎকালে নির্গত হইয়া সাগর, নদী ও বাসুকী প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মহাসাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইহলোক পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাযোগাশ্রয়ে ভূতলে শয়ন করেন। জরানামে কোনও ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার পাদ শর দ্বারা বিদ্ধ করে। অনন্তর আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপদে নিপতিত হইলে, তিনি তাহাকে আশ্বাসিত করেন; তৎপরেই তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করে। এ দিকে অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিয়া রাম-কৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তার বর্ণন মহাভারতে মৌষলপর্ব্বে দ্রষ্টব্য। এক্ষণে জানা যাইতেছে, যে শবর বা ব্যাধ কৃষ্ণ-পঞ্জরাস্থি হরণ করে নাই; কারণ মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন কৃষ্ণকলেবরকে বিকৃতাবস্থায় দেখেন নাই। তাহার দর্শনকালে কৃষ্ণপদে একটী মাত্র শরচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তৎপরে পাণ্ডবকুলতিলক পার্থ ক্ষত্রিয়কুল প্রথানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেই মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে দাহ করিয়াছিলেন। অতএব যদি জগন্নাথ দেবের কলেবরে বিষ্ণু-পঞ্জরাস্থির কোন সম্বন্ধ থাকে, তবে তাহার অনত্র অনুসন্ধান আবশ্যক। বৌদ্ধ-

মূর্ত্তিকে নারায়ণের অবতার বিশেষ বলিয়া বহুশাস্ত্রে কথিত আছে। জয়দেব লিখিয়াছেন।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥"

হে জগদীশ বুদ্ধাবতার হরে! আপনি যজ্ঞাদিতে পশুহিংসা দর্শন করত নিতান্ত করুণাপরায়ণ হইয়া, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই সত্য প্রচার করিয়া বেদ-বিহিত হিংসাঙ্গ যজ্ঞ বিধিকে অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। হে দেব! আপনি জয়যুক্ত হউন। বোপদেব বলিয়াছেন।

"শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকূর্ম্ম-
কোলোহভবন্নৃহরিবামনজামদগ্ন্যঃ।
যোহভূদ্রভূব ভরতাগ্রজকৃষ্ণবুদ্ধঃ
কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেহরীন্॥"

যিনি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কলিযুগের অন্তে যিনি সাধুগণের শত্রুদিগকে অর্থাৎ অধার্ম্মিকগণকে সংহার করিবার জন্য কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইবেন, সেই হরি আমার চিত্তশয্যায় শয়ন করুন। ইত্যাদি নানা প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বিশেষ বলিয়া কথিত আছে।

তিনি ৫৪৩ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহার শিষ্যগণ দন্ত, কেশ, প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অনত্র লইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে উড়িষ্যারাজ বুদ্ধদেবের একটীমাত্র প্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বুদ্ধ-পঞ্জরাস্থি কোন শবরের হস্তগত হইয়াছিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহা জানিতে পারিয়া আপন পুরোহিত দ্বারা তাহা সংগ্রহ করেন। পুরীপঞ্জিকা অনুসারে পূর্ব্ব

খৃষ্টাব্দে ২০০ বৎসরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মানব লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার কোনও বিভ্রাটের সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরী যে এক সময়ে বৌদ্ধগণের প্রধান সঙ্ঘাশ্রম ছিল, এবং তাহারা যে হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বিগ্রহ মূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য ও মহাপ্রসাদের ব্যবহার দেখিলেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতির ছায়া সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। অপিচ পুরীবাসী বৌদ্ধগণ দ্বারা বৌদ্ধদেবের পঞ্জরাস্থি পুরীতে আনীত হইয়া দারুমূর্ত্তিতে রক্ষিত হইয়াছিল এবং হিন্দুরাজা ঐ বৌদ্ধগণকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া হস্তপদাদি-শূন্য বৌদ্ধমূর্ত্তিকেই জগন্নাথ বিগ্রহে পরিণত করিলে তদবধি এই মূর্ত্তিই শ্রীশ্রীজগন্নাথাদি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ পঞ্জরাস্থির স্থলে কৃষ্ণ-পঞ্জরাস্থির সংযোগ প্রচার করিবার উদ্দেশে নূতন ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পুরীর দেবমূর্ত্তি চতুষ্টয় বৌদ্ধকর্ত্তৃকই হউক অথবা ব্রাহ্মণগণের কল্পিত হউক, তাহাতে যে মহত্ব অন্তর্নিবিষ্ট আছে তাহা পরে যথাসাধ্য বিবরিত হইবে।

মাদ্‌লা-পঞ্জিতে * দৃষ্ট হয়, যযাতিকেশরী স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, পুরীতে আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পুরাতন মন্দির বালিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন, তিনি বালুকারাশি সরাইয়া তাঁহার উদ্ধার করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে দারুময়ী মূর্ত্তি চতুষ্টয় রহিয়াছে। তিনি তাহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মূর্ত্তিগুলি পুরাতন ছিল। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তির

* পুরীর দেবালয়ে যযাতিকেশরীর সময় হইতে দৈনিক সমস্ত বৃত্তান্ত তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তাহাকেই মাদ্‌লা-পঞ্জী কহে।

নূতন কলেবর আবশ্যক হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া জঙ্গলে দারু অন্বেষণে গমন করিল এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত এক বৃক্ষ দেখিয়া, তাহা রাজার নিকট আনয়ন করিল। রাজা তাহা হইতে পুরাতনের অনুকরণে নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। পুরাতন দেবালয়টী ভগ্ন হইয়াছিল। এজন্য তিনি একটী নূতন মন্দির সেই স্থানেই নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে, তাহার রাজ্যাভিষেক হইতে ত্রয়োদশ বৎসরে কর্কট মাসের (শ্রাবণ মাসের) ২ই তারিখে নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পূজার নিত্য ভোগের ও উৎসবের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দেবসেবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরাই আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ভূষিত করেন।

তিনি ৪৭৪ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ৪৮৭ খৃঃ অব্দে জগন্নাথদেবের নূতন মূর্ত্তি পুনঃ স্থাপিত হয় ও তদবধি রাজনিয়মে পূজা হইয়া আসিতেছে। তখন হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে পুনর্ব্বার নবকলেবর হইয়া থাকে। রাক্ষসরাজ বিভীষণ তৎকালে একখণ্ড কাষ্ঠ পাঠাইয়া থাকেন বলিয়া বঙ্গদেশে যে প্রবাদ আছে তাহা মিথ্যা, কাষ্ঠ জঙ্গল হইতে কাটিয়া আনা হয়। রাজকৃত নিয়মানুসারেই ৪৮৭ খৃঃ অব্দ হইতেই মহাপ্রসাদের এইরূপ নিয়ম চলিতেছে। পুরী স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়াই বোধ হয় তিনি জীবনের শেষভাগে ভুবনেশ্বরে রাজধানী উঠাইয়া আনেন ও ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ রামেশ্বর দেব মন্দিরের নিকটে নির্ম্মিত হয়। তাঁহার পর হইতেই কেশরীর রাজারা ভুবনেশ্বরে বাস করিতেন। নৃপকেশরী পুনর্ব্বার কটকে রাজধানী উঠাইয়া আনেন। রাজারা পুরীতে অতি অল্প সময়ই থাকিতেন। তাঁহারা শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের পুরীর উপর সুদৃষ্টি ছিল না। ক্রমে ক্রমে পুরীর মন্দিরের অবস্থা পুন-

ধার শোচনীয় হইতে থাকিল। তৎপরে, কেশরীবংশ লোপ হইলে, ১১৩২ খৃঃ অব্দে কাকতীয় চোরগঙ্গা, গঙ্গাবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারা বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবদিগের প্রতিপত্তি হইতে থাকিল। অনঙ্গ-ভীমদেব স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া পুরীতে আসিয়া পুনরায় নূতন করিয়া দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পরমহংস বাজপেয়ী নির্ম্মাণের কার্য্যে তত্ত্বাবধান করেন। ইহার নির্ম্মাণে ৩০০০০০০৲ ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরও ব্যয় হইয়াছিল। মূলমন্দিরের বেদীর পশ্চাৎ ভাগে নিম্ন লিখিত অনুশাসনটী আছে বলিয়া কথিত।

"শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

মতিমান্ অনঙ্গ ভীমদেব ১১১৯ শকাব্দে বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব ইহা ৬৯৬ বৎসরের পুরাতন হইবে। আপাততঃ ইহার জীর্ণসংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেব ১৫১৩ খৃঃ অব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন ও বৃহস্পতির অংশাবতার স্বরূপ তত্রস্থ পণ্ডিতবর সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাভূত করিয়া ভক্তিমার্গে আনয়ন করেন এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত নানাবিধ ভক্তিশাস্ত্রের কথা কহিয়া তাঁহাকেও স্বমতে আনয়ন করেন। তখন হইতে ভক্তিমার্গাবলম্বী বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর হইয়াছে। যযাতি কেশরীর সময় হইতে জগন্নাথদেবের পূজার আধিক্য ছিল। চৈতন্যদেবের সময়ের পর হইতেই পূজার আধিক্য হ্রাস হইয়া শৃঙ্গার বেশভূষার আড়ম্বর হইয়াছে। অনন্তর, ১৫৬৭—১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় ওড্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, যাজপুরের নিকট রাজা মুকুন্দদেবকে সমরে হত্যা করিয়া হিন্দুদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি নষ্ট করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে, জগন্নাথের পাণ্ডারা পূর্ব্ব প্রথানুসারে দেবমূর্ত্তিকে শকটারোহণে লইয়া

গিয়া চিল্‌কাহ্রদের নিকট পারিকুদ পল্লিতে গর্ত্ত খনন করিয়া প্রোথিত করিয়া রাখে। কালাপাহাড় প্রথমে পুরীতে যাইয়া জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। পরে, গুপ্তচর দ্বারা লুক্কায়িত স্থান জানিতে পারিয়া, তথায় যাইয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া মূর্ত্তি পাইলেন ; পরে তাহা হস্তির উপর করিয়া বাঙ্গালায় লইয়া আসিলেন এবং ভাগিরথীর তীরে আনিয়া কাষ্ঠাদি দ্বারা দহন করাইলেন। প্রবাদ এই যে, যৎকালে কালাপাহাড়ের আজ্ঞায় জগন্নাথ মূর্ত্তি দাহ হইতেছিল, সেই সময় তাহার সমস্ত অঙ্গ খসিয়া পড়ে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কালাপাহাড় বিগ্রহ লইয়া বাঙ্গালায় আসিতে থাকিলে, প্রধান পাণ্ডা বেসর মাহন্তী ছদ্মবেশে কালাপাহাড়ের অনুসরণ করিয়াছিল। জগন্নাথের অর্দ্ধ-দগ্ধ মূর্ত্তিকে যবনেরা জলে নিক্ষেপ করিয়া যাইলে পর, তাহা ভাসিয়া যাইতে থাকে। প্রধান পাণ্ডা গোপনে তাহার অনুসরণ করিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে তুলিয়া, তাহা হইতে স্বয়ম্ভু প্রদত্ত "ব্রহ্মমণি" সংগ্রহ করিয়া, গোপনে পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং তথায় উপস্থিত হইয়া "কুজং" দুর্গাধিপতি খাণ্ডায়তের নিকট গুপ্তভাবে রক্ষা করে। তদনন্তর, ২০ বৎসর পরে, খুড়্‌দার রাজা রামচন্দ্রের সময়ে অতি সমারোহে "ব্রহ্মমণি" 'কুজং' হইতে পুরীতে আনীত হয় তখন পুনর্ব্বার নিমকাষ্ঠ হইতে নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে, মোগল অধিকারের সময় (ষ্টার্লিং সাহেবের মতে) জগন্নাথমূর্ত্তি চিল্‌কাহ্রদের পরপারে নীত হইয়া জঙ্গলমধ্যে রক্ষিত থাকে। অনন্তর, খুড়্‌দহের রাজা বাৎসরিক ৯০০০০০৲ নয় লক্ষ টাকা যাত্রীকর দিতে স্বীকৃত হইয়া, জগন্নাথদেবকে জঙ্গল হইতে আনাইয়া পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ব্রিটিষ শাসনে যাত্রী কর উঠিয়া গিয়াছে।

যে প্রণালীতে আমরা পুরী সন্দর্শন করি, তাহা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমারা প্রথমে 'স্বর্গদ্বারে' গমন করি। ইহা দেবালয়ের নৈর্ঋত কোণে, অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী সমুদ্রের বেলাভূমি মাত্র। ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় ব্রহ্মলোক হইতে এই স্থানেই প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা পুণ্যতীর্থ। যাত্রিগণ এই স্থানে আসিয়া মহোদধিতে স্নান করিয়া থাকে। সেতুবন্ধে, শ্রীপদ্মনাভে, গোকর্ণ পর্ব্বতে ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাসাগরস্নানে কালাকালের অপেক্ষা নাই। অপর স্থানে কালাকালের অপেক্ষা করিতে হয়। পরন্তু সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুরুষোত্তম-সাগরে স্নান করিলে, অধিক পুণ্য হইয়া থাকে। পুরুষোত্তম-তত্ত্বধৃত মৎস্যপুরাণ বচন যথা;—

"কোটিজন্মকৃতং পাপং পুরুষোত্তমসন্নিধৌ।
কৃত্বা সূর্য্যগ্রহে স্নানং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ॥"

"সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্র সমীপস্থ সমুদ্রে স্নান করিলে কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

সাগরসমীপে কর্ত্তব্যবিষয়। যথা,—প্রথমে কুশাসনোপরি উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক সম্মুখে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তন্মধ্যে অষ্টদল-পদ্ম ও "ওঁ জগন্নাথায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষরী মন্ত্র বিন্যাস করিবে। তদনন্তর, অঙ্গন্যাসাদি করিয়া জগন্নাথের পূজা করিবে। পরে, তাঁহার অনুমতি লইয়া বরুণদেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহারও অনুমতি লইয়া একবার স্নান করিবে। অনন্তর, অন্তঃশুদ্ধির জন্য আচমন ও বহিঃশুদ্ধির জন্য মার্জ্জন এবং অন্তর ও বহিঃশুদ্ধির জন্য মস্তকে তিনবার অঞ্জলি করিয়া জল দিবে এবং তৎপরেই তিনবার স্নান করিবে, অর্থাৎ গঙ্গা-সাগরের ন্যায় তিনটী সাগর-তরঙ্গে স্নান করিবে। তদনন্তর সাগর সমীপে পাপনাশ জন্য মন্ত্রপাঠ করিয়া তীরে উপ-বেশনপূর্ব্বক আচমন, ললাটে স্বীয় স্বীয় মতে তিলক ধারণ করিয়া জগন্নাথকে চিন্তা করিবে। তৎপরে, তর্পণাদি কার্য্য

সমাপনান্তে দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে মহাপ্রসাদের পিণ্ড দান করিয়া সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মণ্ডল ও অষ্টদল পদ্মাদি অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে নানাবিধ উপচারে ভগবান্ জগন্নাথদেবের পূজা করিবে।

পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"কৃত্বা চাদৈবতৈর্মন্ত্রৈরভিষেকঞ্চ মার্জ্জনম্।
অন্তর্জ্জলে জপেৎ পশ্চাৎ ত্রিরাবৃত্ত্যাঘমর্ষণম্॥
দেবান্ পিতৃংস্তথা চান্যান্ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্যতঃ।
হস্তমাত্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্।
পুরং প্রলিখ্য ভো বিপ্রাস্তীরে তস্য মহোদধেঃ॥
মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মং অষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
এবং মণ্ডলমালিখ্য পূজয়েৎ তত্র ভো দ্বিজাঃ।
অষ্টাক্ষরবিধানেন নারায়ণমজং বিভুম্।
অর্চ্চনং যে ন জানন্তি হরের্ম্মন্ত্রৈর্যথোদিতম্।
তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পূজয়ন্ত্বচ্যুতং সদা॥
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্।
প্রণম্য শিরসা পশ্চাৎ সাগরঞ্চ প্রসাদয়েৎ॥
প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে।
তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয়॥
তীর্থে চাভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ নারায়ণমনাময়ম্।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণোর্লোকঞ্চ গচ্ছতি॥
পিতৃণাং যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ।
অক্ষয়াং পিতরস্তেষাং তৃপ্তিং সংপ্রাপ্নুবন্তি বৈ॥"

"অনন্তর, আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র দ্বারা অভিষেক ও গাত্রসম্মার্জ্জন করিয়া পরে, জলমধ্যে থাকিয়া ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি অঘমর্ষণ মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। অনন্তর, দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মহোদধির তীরদেশে একটী চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ হস্তপরিমিত পুর অঙ্কিত করিবে; তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রত্যেক দলে "ওঁ জগন্নাথায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নারায়ণের পূজা করিবে। যাহারা যথানিয়মে হরি পূজার মন্ত্র অবগত নহে, তাহারা কেবল মূল মন্ত্রেই তাঁহার পূজা করিবে। এইরূপে যথানিয়মে ভক্তিপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা ও নমস্কার করিয়া সাগর দর্শন করিবে ও এই বলিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, 'হে সিন্ধুপতে! আপনি সকল প্রাণীর জীবন স্বরূপ ও তীর্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এজন্য আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন্।' এই তীর্থে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সাগরের যথাবিধি অনুসারে পূজা ও নমস্কার করিলে সকল মনুষ্যই দশাশ্বমেধের ফললাভ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইতীর্থে যথানিয়মে পিতৃগণকে পিণ্ড দান করে, তাহার পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আমরা যথারিতি সাগরে স্নান করিয়া, সাগরের জলের লবণাধিক্য বশতঃ সন্নিকটস্থ কূপজলে অঙ্গাদি প্রক্ষালন করিলাম। পরে, "স্বর্গদ্বার সাক্ষী" ও "কানপাতা" হনূমান্ দর্শন করিলাম। হনূমান্ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ভগবানের আজ্ঞায় সে সাগর সমীপে কানপাতিয়া সাগর উর্ম্মির শব্দ শ্রবণ করিতেছে এবং সাগর উত্তাল হইয়া মন্দির সমীপে না আইসে, তাহা রক্ষা

করিতেছে। তৎপরে, আমরা গৌড়সম্প্রদায়ের মঠ সন্দর্শন করি, ইহাকে নিমাই-চৈতন্যের মঠও কহে।

নিমাই চৈতন্যের নাম বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় অতিবিশ্রুত। মহাজনের জীবন বৃত্তান্তের আলোচনায় মানসিক উন্নতি হইয়া থাকে। এজন্য প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইল। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা সময়ে চন্দ্রগ্রহণ কালে সিংহ রাশিতে পূর্ব্বফল্গুণীনক্ষত্রে এই মহাপুরুষ নবদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্রে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। মাতা শচীদেবী আদর করিয়া তাঁহার নিমাই নাম রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বম্ভর নাম রাখিয়াছিলেন। ১৪১৩ শকে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ ষষ্ঠদশ বৎসর বয়সে বিরাগী হইয়া যান। ১৪১৬ শকে তাঁহার উপনয়ন হয়; তৎসময়ে তিনি "গৌরহরি" নাম পাইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ সকাশেই অধ্যয়ন করিতেন। ১৪১৮ শকে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। এজন্য ১৪১৯-১৪২১ শক পর্য্যন্ত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পাঠ করেন, তৎপরে নবদ্বীপে ন্যায়প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট কিয়ৎকাল ন্যায় পাঠ করেন। ১৪২৩ শকে টোল স্থাপন করিয়া স্বয়ং ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সদলবলে নবদ্বীপে আইসেন। কোন একদিন অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে নিমাই পণ্ডিতকে ছাত্রগণে পরিবৃত দেখিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সকাশে আসিলে, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া গঙ্গাস্তোত্র করিতে কহিলে, তিনি স্বরোচিত গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেন। নিমাই পণ্ডিত ঐ স্তোত্রে আলঙ্কারিক দোষ দেখাইয়া তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। প্রবাদ এই তিনি এই স্থানে পরা-

ন্তর স্বীকার করিয়া দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া কৌপীন ধারণানন্তর জন্মের মতন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৪২৭ শকে চৈতন্য দেব বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ১৪২৯ শকে মাতার অনুমতি লইয়া পিতৃঋণ মোচনার্থ শ্রীগয়াধামে গমন করেন। তথায় যথারীতি সমস্ত কার্য্য করিয়া গয়াশীর্ষে শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট "নমো গোপীজনবল্লভায়" এই দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে; এই মন্ত্র জপিতে জপিতে তিনি বিমলানন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন। ১৪৩০ শকে পৌষ মাসের শেষে তথা হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। অষ্টাহকাল টোলে শিক্ষা দিতে আসিলেন বটে, কিন্তু ব্যাকরণ পাঠ না দিয়া ক্রমাগত হরিভক্তিতত্ত্বই বিবৃত করিতেন। তখন ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদানে আপনাকে অক্ষম জানিয়া টোল বন্ধ করিয়া ছাত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্যত্রে যাইতে আদেশ করিলেন ও প্রীতি সংকারে তাহাদিগের সহিত কেদার-রাগে গাইলেন,—

"হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
মাধবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

অতএব, ১৪৩০ শকে মাঘ মাসে এই প্রথমে নবদ্বীপে শ্রীনিতাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক শুভ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। শ্রীভাগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পূজা, তপস্যা, অর্চ্চনা, প্রার্থনা প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্ব্বাবধি বরাবর ছিল; কিন্তু চৈতন্যদেব এই প্রথমে সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ আনন্দময়, আর তাঁহার ভজনও আনন্দময়। এই "হরে হরয়ে

নমঃ" কীর্ত্তন ১৪৩০ শকে গীত হইয়াছিল এবং অদ্যাপিও শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ উহা গাইয়া থাকেন। ঐ গীত গাইয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ কখনও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন।

প্রথম কয়েক মাস শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে দরজা বন্ধ করিয়া হরি সংকীর্ত্তন হইত। ক্রমে ক্রমে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরি দাসাদি আসিয়া ভক্ত শ্রেণিতে পরিগণিত হইল। ক্রমে ক্রমে সংকীর্ত্তনে লোক বিমোহিত হইতে থাকিল এবং ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এই সময় তাঁহার যশোরাশি চারিদিকে বিভাসিত হইতে থাকিল। নিত্য বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে থাকিল। তখন দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইবার কল্পনা হইল। প্রথমে সেই ভার শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীহরি দাসের উপর অর্পিত হইল। তাঁহারা ভিক্ষা করণের ছলে দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাহা বিলাইতে থাকিলেন। তখন জগাই মাধাই নামে দুই ব্রাহ্মণকুমার নবদ্বীপের শাসন কর্ত্তা ছিল। তাহারা মদ্যপায়ী, অতিনৃসংশ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিল। বিনাপরাধে মনুষ্য বধ ও লোকের লুঠপাট করিত। তাহাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না, তাহাদের ভয়ে নবদ্বীপবাসী সকলেই ভীত থাকিত। নিত্যানন্দের মনে হইল, ঐ দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাইকে হস্তগত করিতে না পারিলে হরিনাম বিলাইবার সুবিধা হইবে না। পরে, "ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ" এই বলিয়া ভিক্ষা করিলে জগাই ও মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন তাঁহারা তথা হইতে আসিয়া নিমাইকে কহিল, পণ্ডিত! আর আমরা তোমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইব না। সকলেই সাধুকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইতে পারে। জগাই মাধাইকে যদি কৃষ্ণ নাম ওয়াইতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি ঘরে বসিলা

খিল দিয়া যাহা কর তাহাতে বাহিরের লোকের কি? নিমাই “তাহাই হইবে” কহিলেন। অপরাহ্নে ভক্তগণ মিলিয়া শ্রীহার সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের আবাসে আসিলেন। তাহারা নাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া প্রথমে বিরক্ত হইয়া ক্ষান্ত হইতে কহিল। ভক্তেরা তাহা না মানিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নৃত্য ও হরিনাম করিতে থাকিল। তখন মাধাই নিত্যানন্দকে অগ্রে পাইয়া একখণ্ড কলসী ভাঙ্গা লইয়া তাহার মস্তকে প্রহার করিলেও তিনি “গৌরহরি” বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইল, পরে তাহারা নিমাইয়ের ভক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দের কাছে হরি নামে দীক্ষিত হইল। তখন হইতে নগরে সংকীর্ত্তন নিত্য হইতে থাকিল। ক্রমে নবদ্বীপে সকলেই সেই মধুর হরি সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে থাকিল। নবদ্বীপ আনন্দময় হইয়া উঠিল।

এইরূপে নবদ্বীপে দ্বাদশমাস শ্রীনিমাই ভক্তগণ লইয়া নিত্য হরি সংকীর্ত্তন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মধুর হরি সংকীর্ত্তন সমস্ত বঙ্গে ও উড়িষ্যায় বিস্তার হয়। দ্বাদশ মাসান্তে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে জননী শচীদেবীর ও প্রাণাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়া সংসার ত্যাগ করেন, কাটোয়ায় যাইয়া শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লয়েন। তখন তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নাম “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” হয়। তদনন্তর দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পরে মাতৃ সত্যপালন করিতে নবদ্বীপে আসিলেন। বৃদ্ধমাতা শচীদেবীকে ও দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন দিয়া নবদ্বীপে একরাত্র যাপন করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করেন, তথায় শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করত হরি সংকীর্ত্তনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত

করেন। তখন উড়িষ্যায় রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র। তাঁহার যত্নে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পুরীতে টোল করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নৈয়ায়িকেরা প্রায়ই নাস্তিক হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার পূর্ব্বগুরু সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাজয় করিয়া স্বমতে আনিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি বিশ্রুত আছে। রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র ও তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়াছিল। ১৪৪৯ শকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়েন। তদবধি কেহ আর তাঁহাকে দেখেন নাই।

তিনি জাতি ও বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই প্রেমভক্তিতত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন। "শুচি ও অশুচি মনের ভ্রম" এই বলিয়া অতি শৈশবকালেও আপন মাতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। টোলবন্ধ করিবার দিবসে আপন ছাত্রগণকে কহিয়াছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক অপরা বিদ্যার শিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্তিকে পরা বিদ্যা বলিয়া জানিও। তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থ।" হরিদাসাদি পূর্ব্বে যবন ছিল। পরে তাঁহার সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এক্ষণে প্রায়ই তাহার ভক্তগণের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি ভাবটী অন্তর্হিত হইয়া গোড়ামীতে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া অনেক সময়ে মূর্চ্ছা যাইতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাতে ঈশ্বরের আবেশ হইত। তৎকালে তাঁহার দেহ হইতে অলৌকিক জ্যোতি নির্গত হইত। আবেশের বশে "এই আমি আসিয়াছি" বলিয়া ঈশ্বরের কোন না কোন অবতারের কার্য্যানুকরণ করিতেন ও আপন ভক্তদিগকে অভয় দিতেন। তদবস্থায় তিনি, মাতা শচীদেবী, নিত্যানন্দাচার্য্য, অদ্বৈতাচার্য্য ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আবার

আবেশান্তে "এখন আমি যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। অচেতনাবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতেন ও কহিতেন "আমি এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি কি নিদ্রা গিয়াছিলাম। আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমি ত কোন চাঞ্চল্য করি নাই।" তখন আবার সাধারণ ভক্তের ন্যায় কার্য্য করিতেন ও হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিতেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে তিনি "গৌরহরি" "মহাপ্রভু" নামে দারুমূর্ত্তিতে অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন। এই পুরীর "নিমাইচৈতন্যের মঠ" তাঁহার জীবদ্দশায় অথবা তাঁহার অদৃশ্য হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না তাহা সবিশেষ জানা গেল না। মঠটী পুরাতন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা আশ্রয় পাইয়া থাকে। এস্থানেও বিলক্ষণ গোড়ামী দৃষ্ট হইল।

অনন্তর, আমরা "বিদুরপুরী" বা মূলকদাসের মঠ সন্দর্শন করি। মূলকদাস, এলাহাবাদ বিভাগের মাণিকপুরের অন্তর্গত "করা" নামক পল্লীতে কোন বণিকের পুত্র ছিলেন। তিনি রামাৎ বা রামানন্দীমতে দীক্ষিত হন। পরে মতভেদ বশতঃ স্বতন্ত্র হইয়া পৃথক্ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রধান মত পূর্ব্বোক্ত করাগ্রামে নদী তীরে প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তিনি প্রয়াগ, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী সন্দর্শন ও তত্তৎস্থানে শাখামঠ স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তমে আইসেন। তথায় তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। অতএব মূলকদাসী মঠে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার উপাসকেরা রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার গদিতে পূজা করিয়া থাকে, মূলক ১৫৮০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

যখন এই মঠে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে, তখন ইহা তিনশত বৎসরের উপর ইহা বলা যাইতে পারে।

মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ব্বে বাসুদেব যানাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, ভারতযুদ্ধের প্রারম্ভকালে ভগবান্ বাসুদেব কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাণ্ডবদিগের দূত হইয়া হস্তিনাপুরে গমন করেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কুরুসভায় উপবেশন পূর্ব্বক তদ্‌বংশীয় সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য সংসম্ভাষণ করেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ ও যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দুইটি কারণ দর্শাইয়া বলিলেন (১) "দূতগণ স্বকার্য্য সমাধান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই রাজ-পূজা গ্রহণ করিব।" (২) "লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন গ্রহণ করে। আপনি প্রীতিসহকারে আমার ভোজন করাইতে কামনা করেন নাই। আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন গ্রহণ করিব। যেখানে প্রীতি পাইবার সম্ভাবনা তথায় আমি এখন চলিলাম।" পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু, ভক্তপ্রবর বিদুরের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া খুদ ও শাকান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক বিবরণ অনুসারেই এই স্থানে যাত্রীদিগকে প্রসাদরূপে শাক ও খুদের অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে। মূলকদাসী বৈষ্ণবগণ এই স্থানে আহার পাইয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা "সুদামাপুরী" সন্দর্শন করিয়া নানকসাই * মঠে গমন করি। এই স্থানে "পাতালগঙ্গা" নামে গুপ্ততীর্থ

---

* সাই অর্থে পল্লী বা পাড়া। এখানে পন্থী বুঝিতে হইবে। বাক্যার্থ—নানকপন্থীর মঠ।

আছে। মঠ ও তীর্থোৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ এই যে, গুরু নানক শিষ্যদ্বয় ভাইবালা ও মর্দ্দানার সহিত পুরীতে আগমন করিয়া দেবদর্শনে মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে শ্মশ্রুধারী দেখিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বর্গদ্বারে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং শিষ্যদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা চিন্তা করিও না, আমাদের জন্য ভোগান্ন আসিবে। বলা বাহুল্য যে, নানক সিদ্ধ পুরুষ ও একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি "পাঞ্জাব" প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৪১৩ শকাব্দে (১৫৪৬ সংবৎ) স্বমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকৃত ঈশ্বর বিষয়ক পদ সকল অতি মধুর। তাহা অদ্যাপি শিক্‌ভক্তেরা গাইয়া থাকে। তিনি শিষ্যদ্বয়কে আশ্বাসিত করিয়া অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের সহস্র সহস্র প্রতিবিম্ব সম্মুখস্থ অগাধ নীলাম্বুধিতে প্রতিফলিত সন্দর্শন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দে জয়জয়ন্তীঝাঁপতালে গাইয়াছিলেন,—

"গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে, *
তারকামণ্ডল জনক † মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি ‡ করে,
সকল বনরাই § ফুলন্তজ্যোতিঃ।
ক্যায়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি,
অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহংস তব নয়ন, নন্‌ নয়ন হ্যায় তোহেক,
সহংস মূরতি নন্‌ এক তোহি;
সহংস পদ বিমল নন্‌ একপদ গন্ধ,
বিন্‌ সহংস তব গন্ধ এব্‌ চলিত মাহি।

---

* বনে—জ্বলে। † জনক—চমক। ‡ চৌরি—চামর। § বনরাই—বনরাজি।

সবমে জ্যোত জ্যোতহি সোই,
তিস্কে চাননে সব্মে চাননে হোই,
গুরু-সাক্ষী-জ্যোতি প্রকট্ হো,
যো তিস্ভাবে সো আরতি হোই।
হরিচরণ কমল-মকরন্দ লোভিত মন,
অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা,
কৃপাজল দেও নানক সরঙ্গ কো,
হো যায়ে তেরে নাম বাসা।”

অনন্তর, সন্ধ্যার পরে তিনি ভগবানের স্তব করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! অপরাপর স্থানে ভক্তের মান রক্ষা হইয়াছে, এই স্থানে কি তাহা হইবে না? এ ভক্ত কি আপনার প্রসাদে বঞ্চিত হইবে?” এইরূপ নানাবিধ কাতরোক্তিতে স্তব করিয়া প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর, রাত্রিকালে ভগবান স্বয়ং স্বর্ণপাত্রে ভোগান্ন লইয়া সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। তখন, নানক প্রসাদ পাইয়া দেবকে কহিলেন, “ভগবন্! আপনি রাত্রিযোগে আমাকে প্রসাদ প্রদান করিলেন ইহা লোকে বিশ্বাস করিবে না, অধিকন্তু চৌর্য্যাপবাদের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। অতএব, ভক্তের মানরক্ষার জন্য এমন একটী উপায় করুন্, যাহাতে দেব-ভক্তির গৌরব বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু, এস্থানে গঙ্গাজলের অভাব থাকায়, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে গঙ্গাজল প্রদান করুন।” তখন, ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া পদদ্বারা কূপ খনন করতঃ গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রাতঃকালে পাণ্ডারা মন্দিরে স্বর্ণথালা না পাইয়া, ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশেষতঃ নূতন কূপ সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এক্ষণে সেই কূপ বাপীতে পরিণত হওয়া, “গুপ্তগঙ্গা” নামে খ্যাত হইয়াছে। যাত্রীমাত্রেই গঙ্গোদকের ন্যায় উহার জল

স্পর্শ করিয়া থাকে। শিখাধিপতি মহারাজা রণজিৎ সিংহের পিতা রাজা মহাসিংহ, পুরী সন্দর্শনে আসিয়া, এই বাপীর কপাট করিয়া দিয়াছেন। এই মঠে শিখ-অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে।

তৎপরে, আমরা স্বর্গদ্বার-থাম্বা (স্তম্ভ) সন্দর্শন করিলাম। ইহা একটী এঁক ফুটবর্গ পরিমিত প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ-মাত্র। ইহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয় নাই, তবে ৩ ফুট মাত্র বালুকোপরি দৃষ্টিগোচর হয়, অবশিষ্ট ভূ-গর্ভে প্রোথিত আছে। প্রবাদ এই যে, ইহা অতলস্পর্শ। পাণ্ডা কহিল, অত্রস্থ জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইহার মূল দেখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সফল-প্রযত্ন হইতে পারেন নাই।

তৎপরে, আমরা কবির-পন্থি-মঠে যাই। প্রবাদ যে, কবীর বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি জন্মাবধি মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জনৈক জোলাপত্নী দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কবীর রামানন্দ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এতৎ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, একদিবস তিনি বাল্যাবস্থায় কাশী মণিকর্ণিকার ঘাটে নিদ্রিত ছিলেন ; রামানন্দ স্বামী গঙ্গাস্নানে আসিবার সময়ে ঐ বালক কবীরের অঙ্গে অজ্ঞাতে তাঁহার পাদস্পর্শ হওয়ায় স্বামী মহাশয় "রাম রাম" শব্দ মুখে উচ্চারণ করেন। তাহাতে কবীরের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হয়। কবীর ঐ শব্দকে ইষ্টমন্ত্র জ্ঞানে তাহা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পার্শী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরোপাসক ছিলেন। পরমেশ্বর একমাত্র, বিশ্ব-স্রষ্টা, ত্রিগুণাতীত সর্ব্বশক্তিমান্, অনির্ব্বচনীয়, শুদ্ধ, আদ্যন্ত-শূন্য, নিত্যস্বরূপ ও বীজাঙ্কুরবৎ সর্ব্বভূতে অব্যক্তরূপে অবস্থিত, ইহাই তাঁহার মতের সারমর্ম্ম। পরমেশ্বরের অবতার বাদেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। জীব ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া তাহার অনিষ্ট

বা রক্তপাত করা অধর্ম্ম এবং সত্যানুষ্ঠান ধর্ম্ম। অজ্ঞান হইতে সাংসারিক সুখ দুঃখের উৎপত্তি; কামনা, চিত্তশুদ্ধি শান্তি ও ঈশ্বরোপাসনার প্রতিবন্ধক। তিনি বলিয়াছেন চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেবল জপমালা ঘুরাইলে বা তীর্থপর্য্যটন করিলে মুক্তিলাভ হয় না। ভগবৎ-প্রেমে হৃদয় মন সমর্পণ করিলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা। তিনি জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে স্বমতে দীক্ষিত করিতেন। তাঁহার লোকান্তরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমাধির কারণ বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে কবীর সশরীরে ভক্তগণকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হন। শিষ্যেরা শব-বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার শরীর না দেখিতে পাইয়া কেবল পুষ্পরাশি দেখিতে পাইল। হিন্দুনেতা কাশীরাজ বীর সিংহ সেই পুষ্পের অর্দ্ধাংশ দগ্ধ করেন, বক্রী অর্দ্ধাংশ মুসলমানেরা গোরক পুরান্তর্গত কবীরের জন্মভূমি 'মগর' গ্রামে সমাধি দিয়া তদোপরি একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। তিনি ১৩৩১ শকে (১৫০৫ সংবতে) বর্ত্তমান ছিলেন।

এই পুরুষোত্তমের মঠ সম্বন্ধে প্রবাদ যে, এক সময় এই ক্ষেত্র ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভস্থ হইবার উপক্রম হইলে, কবির কাশীধাম হইতে মৃত্তিকা মধ্য দিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সমুদ্রকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। কবির যে স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাকে 'কবির-মাঝি' কহে, এক্ষণে উহা একটী ক্ষুদ্র দরজা দ্বারা আবৃত থাকে। কবিরের কাষ্ঠ পাদুকার ও জপমালার অদ্যাপিও পূজা হয়। ইহা যাত্রিগণকে দেখান হইয়া থাকে। এখানে যাত্রিগণকে "আমানি প্রসাদ" দেওয়া হয়। এই স্থানে কবির-পন্থি সাধুরা আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এ সমস্তই স্বর্গদ্বারে অবস্থিত।

অনন্তর, আমরা বালুসাইর শঙ্কর-মঠে যাই। কথিত আছে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। যদি এই বালুসাইয়ের মঠ তাহাই হয়, তবে ইহা ১৩ শত বৎসরের উপর হইবে; আর যখন শঙ্করাচার্য্য এই ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তখন এখান হইতে বৌদ্ধেরা বিদূরিত ও অন্যান্য হিন্দু-সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মঠস্বামী শ্রীদামোদর-তীর্থ-ভারতী-স্বামী। ইনি বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। অনেকগুলি ছাত্র এই স্থানে নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইনি বিশেষ মিষ্টালাপী ও সদাশয়। অনেকেই ইহাঁর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাঁর তত্ত্বাবধানে পুরীতে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই মঠে শঙ্করাচার্য্যমতাবলম্বী সাধুরা আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

পুরীর ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বসমেত ৭৫২টী মঠ আছে, তাহার অধিকাংশতেই স্ব স্ব মতাবলম্বী সাধুগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে। এজন্য সাধুদিগের এই স্থানে আসিয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা সময়াভাবে অপরগুলি দেখিতে পারি নাই।

অনন্তর, আমরা জগন্নাথের মন্দিরে আসি। ইহা উত্তর ১৯।৪৮।১৭ অক্ষরেখায় এবং পূর্ব্ব ৮৫।৫১।৩৯ দ্রাঘিমায়, ২২ ফুট্ উচ্চ জমির উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই ভূখণ্ডই নীলাচল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ দীর্ঘে পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৬৫ ফুট্ ও প্রস্থে উত্তরদক্ষিণে ৬৪৪ ফুট্। ইহা চতুর্দ্দিকে ২৪ ফুট্ উচ্চ লাটারাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত "মেঘনাদ" নামে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের সময় নির্ম্মিত। ইহাতে ৪টী প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব্বদিকের দ্বারটি "সিংহদ্বার" নামে খ্যাত। ইহার ছাদ "পিরামিড্" আকারে নির্ম্মিত। ইহার দরজা কৃষ্ণ-ক্লোরাইট্ প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। ইহাতে বহুবিধ কারুকার্য্য আছে। কপাট শালকাষ্ঠের। দরজার উভয় পার্শ্বে ২টী সিংহ-

মূর্ত্তি থাকায় ইহা সিংহদ্বার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অন্যান্য বিষ্ণুমন্দিরের ন্যায় ইহার দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি রহিয়াছে। উত্তর দিকের দরজার সম্মুখে দুইটী ৫ ফুট উচ্চ হস্তিমূর্ত্তি ছিল বলিয়া ইহা "হস্তিদ্বার" নামে বিখ্যাত। এক্ষণে এই হস্তিমূর্ত্তিদ্বয় ভিতরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে। সম্মুখে দুইটী অশ্বমূর্ত্তি থাকায়, দক্ষিণ দরজাকে "অশ্বদ্বার" কহে। পশ্চিম-দ্বারকে "খাঞ্জাদ্বার" কহে, এই স্থানে কোনও মূর্ত্তি নাই। সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রসিদ্ধ "অরুণজয়স্তম্ভ" রহিয়াছে। ইহা প্রায় ৩৪ ফিট্ উচ্চ। ইহার মধ্যভাগের স্তম্ভটী ষোড়শাস্র ও ২৫ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বে ইহা "কোনার্কের" মন্দিরের সম্মুখে ছিল। মহরাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে তথা হইতে আনীত হইয়া, এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবামাত্র বামভাগে "শ্রীকাশী-বিশ্বনাথ" ও "শ্রীরামচন্দ্র" মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অনন্তর, ২২টী সোপান অতিক্রম করিয়া ভিতর প্রাঙ্গণের প্রাকারে উপস্থিত হইতে হয়। এই প্রাঙ্গণ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪০০ ফুট্ ও উত্তর দক্ষিণে ২৭৮ ফুট্ হইবে। ইহার চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার আছে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে নানা দেবদেবীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির অবস্থিত। মূল মন্দির রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে (১১১৯ শকে) ১১৯৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাও চারি অংশে বিভক্ত। যথা,—পূর্ব্বদিকে ভোগমণ্ডপ, তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন ও সর্ব্ব পশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মূল-স্থান। ভোগমণ্ডপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫৮ ফুট্ ও উত্তর দক্ষিণে ৫৬ ফুট্ ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। ইহার বহির্ভাগের পোতায় ও দেওয়ালে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য আছে। ইহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু অনেকগুলি কুৎসিত মূর্ত্তি থাকিয়া কুরুচির পরিচয় দিতেছে। দরজার

উপর অতি পরিষ্কার নবগ্রহ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইহার ছাদ বহির্দৃষ্টে চতুষ্কোণ পিরামিডের ন্যায়। ইহার চারিদিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তরদিকের তিনটি দরজা সদা রুদ্ধ থাকে। ইহাতে অন্নভোগ হয় বলিয়া অন্তঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং, ভিতর দেখিতে পাইলাম না। ইহার পশ্চিম ভাগে নাট মন্দির। ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৮০ ফুট্ ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। ইহার দেওয়ালে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই। ইহাতেও চারিটী প্রবেশদ্বার। ইহার পূর্ব্ব দরজায় জয় ও বিজয়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার পশ্চাৎভাগে মোহন, ইহাও দীর্ঘপ্রস্থে ৮০ ফুট ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। ইহার ছাদ ১২০ ফুট্ উচ্চ, দেখিতে পিরামিডের ন্যায়। ইহার পশ্চিমে মূলমন্দির। ইহাও দীর্ঘ প্রস্থে ৮০ ফুট্ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। এই মন্দিরচূড়া উচ্চে ১৯২ ফুট্ বলিয়া অনেকদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমে অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে যাইয়া, অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করি (১)। যথা,—মন্দিরের আগ্নকোণে শ্রীবদরী-নারায়ণ মূর্ত্তি। তাহার পশ্চিম ভাগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। এবং উভয়ের

---

(১) খৃষ্টমতাবলম্বী অথবা মহম্মদমতাবলম্বীরা দেবপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পায় না। নিম্ন লিখিত অন্ত্যজ জাতিরাও মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন দূরে থাকুক, প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। ১ বৌরি; ইহারা কৃষিজীবী। ২ শবর; এক্ষণে কৃষিজীবী; এই জাতীয় বিশ্বাবসুর কথা ১২৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। যিনি নীলমাধবের এক মাত্র সেবক ছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায় না ইহাই কালের বিচিত্র গতি। ৩ পান; ইহারা বাদ্যকর ও কৃষিজীবী; ইহারা মৃত গোমাংস পর্য্যন্ত আহার করিয়া থাকে, অথচ হিন্দুনামধারী; ইহারা নিতান্ত ঘৃণার্হ। ৪ হাড়ী, বঘু, সুড়ীয় এবং কাওরা; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়; ইহাদের সকলের শূকর প্রতিপালন উপজীবিকা হইলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। ৫ চামার। ৬ ডোম। ৭ চণ্ডাল। ৮ চিড়িয়ামার। ৯ সিয়াল,

মধ্যস্থলে পুরাতন পাকশালার দরজা। পুরাতন পাকশালার পশ্চিম ভাগে বটকৃষ্ণ মূর্ত্তি। তাহার ঈশান কোণে মঙ্গলাদেবী। ইনি বটমূলে অবস্থিতা। এই স্থানে যে অষ্টশক্তি বর্ত্তমান আছেন ইনি তাঁহার অন্যতমা (২)। কপিলসংহিতায় লিখিত আছে।

"মঙ্গলা বটমূলে চ দেবমঙ্গলদায়িনী।
তাং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মোহবন্ধাৎ বিমুচ্যতে॥"

বটবৃক্ষের মূলদেশে মঙ্গলাদেবী দেবের মঙ্গল সাধন জন্য অবস্থিতা আছেন। ইহাঁর দর্শন ও পূজা করিলে সকলেই মোহ-বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার ঈশানকোণে শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর লিঙ্গ। ইহার দক্ষিণ ভাগে অক্ষয় বটমূলে শ্রীবটেশ্বর। এই অক্ষয়বট কল্পবৃক্ষ নামে খ্যাত। এই স্থানে আসিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করত ইহার পূজা করিয়া, নিম্ন লিখিত নমস্কার মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা,—

গোখা, সিওলা, তিয়র; ইহারা সকলে মৎস্যজীবী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; এজন্য পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। ১০ মুলিয়া; ইহারা তৈলিঙ্গী নৌজীবী। ১১ পাত্র; ইহারা তন্তুবায়ী। ১২ কন্দারা, ইহারা গ্রাম্য চৌকিদার। ১৩ কস্বী; ইহারা বারাঙ্গণা জাতি বিশেষ। ১৪ সর্ব্বপ্রকার জঙ্গলিয়া। ১৫ যাহারা রাজদণ্ডে জেলে গিয়াছিল পরে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। ১৬ রজক ও কুম্ভকার। ইহারা দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায়, দেবমন্দিরে যাইতে পায় না; সুতরাং ইচ্ছাক্রমে দেবের দর্শন পায় না। এস্থলে বক্তব্য এই যে, রথযাত্রা উপলক্ষে উপরি উক্ত সমস্ত জাতিরাই রথস্থ জগন্নাথ সন্দর্শন করিয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

(২) পার্ব্বতী, লক্ষ্মীর আদেশে অষ্ট মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া অন্তর্ব্বেদীর অষ্ট দিকে অবস্থান করিয়া রক্ষা করিতেছেন। অগ্নিকোণে অক্ষয় বটমূলে মঙ্গলা, দক্ষিণে কালরাত্রি, নৈঋর্তে চণ্ডরূপা, পশ্চিমে বিমলা, বায়ুকোণে সর্ব্বমঙ্গলা, উত্তরে আর্দ্ধাশনী, ঈশানে লম্বা ও পূর্ব্বে মরীচিকা রূপে বিরাজ করিতেছেন।

"কল্পবৃক্ষং ততো গত্বা কৃত্বা তং ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন তং বটম্॥
ওঁ নমোঽব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণতে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমো নমঃ॥
অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মহাকল্পবটং নরঃ।
সহসা মুচ্যতে পাপাৎ জীর্ণত্বচ ইবোরগঃ॥
ছায়াং তস্য সমাসাদ্য কল্পবৃক্ষস্য ভো দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মহত্যাং নরো জহ্যাৎ পাপেষন্যেষু কা কথা॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতং ব্রহ্মতেজোময়ং বটম্।
ন্যগ্রোধাকৃতিনং বিষ্ণুং প্রণিপত্য চ ভো দ্বিজাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্।
তথা স্ববংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

ইতি পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃতব্রহ্মপুরাণবচনম্॥

"অনন্তর, কল্পবৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া প্রথমতঃ তিনবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে পূজা করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, 'হে বটবৃক্ষ! যৎকালে এই পৃথিবী জলমগ্না ছিল আপনি সেই মহাপ্রলয়কালেও সেই জলমধ্যে জীবিত ছিলেন; অতএব হে নারায়ণাংশস্বরূপ বটবৃক্ষ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সেই প্রলয়কালে জীবিত থাকিয়া নারায়ণের শয্যারূপে অবস্থিত ছিলেন; অতএব হে কল্পবৃক্ষ আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট করুন।'

"যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই কল্পবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে, সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। অন্য সামান্য পাপের কথা আর

কি বলিব, এই কল্পবৃক্ষের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিলে গুরুতর ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে। জীবগণ, নারায়ণাঙ্গসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় এই কল্পবটরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং নিজকুল উদ্ধার করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয়।”

মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রলয়কালে জলে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া এই বটবৃক্ষে আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে। বৌদ্ধেরা বটবৃক্ষকে বোধিদ্রুম কহিয়া থাকে। কলিযুগের ২৫১৫ গতাব্দে ভগবান্ শাক্যসিংহ শীর্ষগয়ার ৭ মাইল দূরে বৌদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম তলে সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। সে কারণ বটবৃক্ষ, তন্মতাবলম্বীদিগের বড় আদরের সামগ্রী। অন্যত্র, যথায় যথায়, বৌদ্ধ-সঙ্ঘাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, তৎতৎ স্থানে তাহারা বৌদ্ধ-গয়া হইতে বোধিদ্রুমের শাখা সযত্নে লইয়া যাইয়া রোপন করিয়াছিল। এইরূপে সর্ব্বত্র সঙ্ঘাশ্রমে বোধিদ্রুম উৎপন্ন হইয়াছিল। পুরীতেও এক সময়ে বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘাবাস ছিল। অতএব, অক্ষয়বট তাহাদের দ্বারা সযত্নে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তথা হইতে তাহারা বিদূরিত হইলে হিন্দুরা সেই পুরাণ বোধিদ্রুমকে “অক্ষয়বট” নামে ভূষিত করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ যাজপুরের “ধর্ম্মবট” একাম্রকাননের “কল্পবৃক্ষ” বৌদ্ধ-দিগের বোধিদ্রুম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

মার্কণ্ডেয়লিঙ্গের উত্তরে ইন্দ্রাণীমূর্ত্তি। বটেশ্বরের নৈঋতে সূর্য্যমূর্ত্তি, তাহার পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে মুক্তিমণ্ডপ। এই মণ্ডপে বসিয়া পণ্ডিতেরা যাত্রীদিগকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়া থাকেন বলিয়া, উহাকে মুক্তিমণ্ডপ কহিয়া থাকে। ইহা ৩৮ ফুট দীর্ঘপ্রস্থ ভূখণ্ডের উপর, ১৫২৫ খৃঃ অব্দে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিমভাগে শ্রীনরসিংহদেবমূর্ত্তি। ইহা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনরসিংহ-

দেব নহে। ইহার পশ্চিমভাগে একটী মণ্ডপে চন্দনাদি অনু-লেপন ঘর্ষিত হইয়া প্রস্তুত হইতেছে। উহার পশ্চিমে শ্রীবিনায়ক মূর্ত্তি ও বায়ুকোণে ভূষণ্ডী কাকের মূর্ত্তি। এই কাক ব্রহ্মার সম্মুখেই রোহিণকুণ্ডে অবগাহনানন্তর নীলমাধবকে দর্শন করিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছিল। শ্রীগণেশের পশ্চিমভাগে রোহিণ-কুণ্ড। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম-ভাগে শ্রীবিমলাদেবীর আলয়। এই মন্দির গঠনে অতি পুরা-তন বলিয়া বোধ হয়। এই দেবীর পাকশালা নাই, তবে শ্রীবলরামদেবের উৎকৃষ্ট ভোগান্নে এই দেবীর ভোগ হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের শুক্ল অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-দেব শয়ন করিলে পর এই দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হইয়া থাকে। এই বিমলাদেবীও অষ্টশক্তির অন্যতমা। ইহার দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। ইহার উত্তরে গুদাম ঘর। তাহার উত্তরে "ভাণ্ড গণেশ"। ইহা পশ্চিম দরজার দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত। এই দরজার উত্তর গায়ে শ্রীগোপীনাথ মূর্ত্তি। তাহার উত্তরে শ্রীমাখমচোরের মূর্ত্তি। তাহার উত্তরে সরস্বতী মূর্ত্তি। তাহার উত্তরে শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তি। ইহার উত্তরে লক্ষ্মীর মন্দির। এই মন্দিরের গঠন অতি উত্তম। ইহাও জগন্নাথ-দেবের মত, ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহন ও মূলমন্দির নামক চারি অংশে বিভক্ত। এই দেবীর পৃথক্ রন্ধনশালা আছে। এই রন্ধনশালা হইতে সাধারণ বিগ্রহগণের জন্য ভোগান্ন গিয়া থাকে। লক্ষ্মী ও নীলমাধবের মধ্যে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সর্ব্বমঙ্গলার কালী মূর্ত্তি রহি-য়াছে। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের উত্তর ভাগে দুইটী মন্দিরের প্রত্যেকটীতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। নাটমন্দিরের ঈশানকোণে সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বে সূর্য্যমূর্ত্তি। এই মন্দিরটীও দেখিতে উত্তম। ইহার পূর্ব্বভাগে জগন্নাথ মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বে

পাতালেশ্বর। ইহার সন্নিকটে উত্তর দ্বার। ইহার পূর্ব্বভাগে কৃষ্ণমূর্ত্তি। তৎপূর্ব্বে বাহনদিগের মন্দির। ইহার পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের ঈশানকোণে রাধাশ্যাম মূর্ত্তি। তাহার দক্ষিণভাগে ভোগমণ্ডপের ঈশানে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি। রাধাশ্যাম ও গৌরাঙ্গের মধ্যস্থলে যে দ্বার আছে, তাহা দিয়া "স্নানবেদীতে" যাইতে হয়। এই স্থানে "জন্মোৎসব" বা "স্নানযাত্রা" হইয়া থাকে। স্নানমণ্ডপের অগ্নিকোণে "চাহনি"মণ্ডপ। তথায় লক্ষ্মীদেবী অবস্থান করিয়া দেবের স্নানোৎসব দর্শন করেন। পূর্ব্ব সিংহদ্বারের "বাইশ পইঠার" উত্তরস্থ পাণ্ডা-গৃহে, বিক্রয় জন্য মহাপ্রসাদ রক্ষিত হয়। "বাইশ পইঠার" দক্ষিণ ভাগে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি রহিয়াছে। সিংহদ্বারের দক্ষিণ ভাগে "ভেট্ মণ্ডপ"। তথায় লক্ষ্মীদেবী থাকিয়া, গুণ্ডিচা হইতে জগন্নাথদেবের প্রত্যাবৃত্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অন্তর ও বহিঃপ্রাকারের মধ্যস্থলে উত্তর দ্বারের (হস্তিদ্বার) সন্নিকটে একটী দ্বিতল গৃহ "বৈকুণ্ঠ" নামে খ্যাত। এই স্থানে কতকগুলি নিমকাষ্ঠ রহিয়াছে। যে বৃক্ষ হইতে গতবারে নূতন কলেবর প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহা তাহারই অবশিষ্ট। বৈকুণ্ঠপুরীতে প্রতিবৎসরে স্নানোৎসবের পর দেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া থাকে। ইহাই দেবের "নবযৌবন-উৎসব"। বৈকুণ্ঠপুরীর পশ্চিম ভাগে এক পাকা চত্বর আছে, এই চত্বরেই কলেবর নির্ম্মিত হয়। তৎকালে ইহার চতুর্দ্দিক আবৃত করা হয়, সূত্রধার ভিতরে থাকিয়া ১৫ দিবসে কলেবর নির্ম্মাণ করে। তৎকালে বহির্ভাগে ক্রমাগত বাদ্য বাজিতে থাকে, নির্ম্মাণ বা চিত্রকার্য্য কেহ দেখিতে পায় না, এতদ্বিষয়ে যে সকল দৈববাণী আছে, আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরান্তে নূতন কলেবর হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস নূতন কলেবরের সময়ে, রাজা, প্রধান পাণ্ডা,

সূত্রধার ও চিত্রকর এই কয় জনের মধ্যে এক জনের অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই বৎসর নূতন কলেবরের সময়। গত কলেবর পরিবর্ত্তন কালে রাজার অনিষ্ট হইয়াছিল। তিনি হত্যাপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি তদবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী এবং বর্ত্তমান অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার মাতা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় আবহমান রীত্যনুসারে প্রচলিত দেব-কলেবরপরিবর্ত্তনে প্রতিবাদিনী হইতেছেন। পাণ্ডার প্রমুখাৎ শুনিলাম প্রথানুসারে নবকলেবরের বৎসরে নূতনমূর্ত্তি নির্ম্মিত হউক বা না হউক, অনিষ্ট আশঙ্কা সমভাবে প্রবল। যাহা হউক, রাণী কোন ক্রমেই সম্মতা নহেন। কলেবরের জন্য নিম্ববৃক্ষ স্থির হইয়াছে। এক্ষণে রাণী সম্মতা হইলেই, পাণ্ডারা যাইয়া যথানিয়মে তাহা আনয়ন করিবে *।

পূর্ব্বোক্ত চত্বরে দুইটী বেদী আছে, একটীতে পুরাতন মূর্ত্তি রক্ষিত হয় ও অপরটীতে নূতন মূর্ত্তি ক্ষোদিত হয়। পরে ১৫ দিবসের পর প্রধান পাণ্ডা যাইয়া পুরাতন মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্ম-প্রদত্ত "ব্রহ্মমণি" লইয়া, নূতন মূর্ত্তি মধ্যে রক্ষা করতঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। পুরাতন মূর্ত্তিটী সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ বা অগ্নিতে দাহ করা হইয়া থাকে। দেবের জীর্ণ কলেবরের পরিত্যাগ কালে, দ্বৈতপতি ১০ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা বৈকুণ্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে গমন করিলাম। মন্দিরের

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার পরে আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, রাজমাতা দেবের নবকলেবর গ্রহণে সম্মতি না দেওয়ায় এবার তাহা হইল না।

মোহনে গরুড় মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহাকে নমস্কার করিয়া, পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যথা,—

"বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কৃষ্ণস্য পুরতঃ স্থিতম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥
দৃষ্ট্বা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্।
সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পরমাং গতিম্॥"

ইতি পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্॥

"যে ব্যক্তি নারায়ণের সম্মুখস্থিত বিনতাপুত্র গরুড়কে নমস্কার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে কল্পবট ও গরুড়কে অবলোকন করিয়া পরে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে, তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে।"

অনন্তর, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার প্রযুক্ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না*। পাণ্ডার হস্ত ধারণ করিয়া রত্নবেদী তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভাবিলাম; দেব! কি নির্গুণ, কি সগুণ, উভয় প্রকারেই আপনি অজ্ঞেয়। আপনি জাবতীয় জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে হৃদয়ে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি স্বর্গে মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও বাহিরে, নিরন্তর প্রকাশ আছেন; এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এ ভবমণ্ডলে দেশ-আচার-ভেদে অসংখ্য

* অনেকেই কেবলমাত্র দূর হইতে দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যাহারা মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে সমর্থ হন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেব-দর্শন করিয়া আসেন। কেহ কেহ বা বেদি প্রদক্ষিণ ও দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। দেবের অর্চ্চনা করিতে অতি কম লোকেই সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে যাত্রীমাত্রেরই সমস্ত কার্য্য করা উচিত। কিন্তু পাণ্ডারা কেবল দেব-দর্শন করাইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে।

উপাসনার প্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য আপনার প্রসাদ লাভ করা। হে দয়াময়! প্রার্থনা করি যে, আপনি আমাদিগকে বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, তাহা হইলে যে কোন প্রণালীতে আমরা আপনার উপাসনা করি না কেন, আপনার সত্য ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব, অহংভাব পরিহার করিয়া মতবিভিন্নতা বিস্মৃত হইব ও পরস্পরকে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের চিত্ত যেন সদা আপনাতে ন্যস্ত থাকে। আপনার প্রতি যেন আমাদের অচলা প্রীতি থাকে। আপনি আমাদিগকে অসৎ হইতে সৎস্বরূপে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে এবং মৃত্যু হইতে অমৃত স্বরূপে লইয়া যান। হে চৈতন্যময়! আপনার বিশ্বরাজ্যে আপনার সত্যধর্ম্ম প্রচার হউক। আর্য্য ঋষিরা ধ্যানেও আপনাকে জানিতে পারেন নাই, এ মূঢ় আপনাকে কি বলিয়া ডাকিবে, তবে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রোক্ত স্তুতিতে আপনাকে বন্দনা করি।

"সর্ব্বোপাদেয়-সীমান্তং চিদাত্মানমুপাস্মহে।
সর্ব্বাবয়ববিশ্রান্তং সমস্তাবয়বাতিগম্॥
ঘটে পটে তটে কূপে স্পন্দমানং সদাতনৌ।
জাগ্রত্যপি সুষুপ্তস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
উষ্ণমগ্নৌ হিমে শীতং মিষ্টমন্নে শিতং ক্ষুরে।
কৃষ্ণং ধ্বান্তে সিতং চন্দ্রে চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
আলোকং বহিরন্তস্থং স্থিতঞ্চ স্বাত্মবস্তুনি।
অদূরমপি দূরস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
মাধুর্য্যাদিষু মাধুর্য্যং তীক্ষ্ণাদিষু চ তীক্ষ্ণতাম্।
গতং পদার্থ-জাতেষু চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তেষু তুর্য্যাতুর্য্যাতিগে পদে।
সমং সদৈব সর্ব্বত্র চিদাত্মানমুপাস্মহে॥

প্রশান্তসর্ব্বসঙ্কল্পং বিগতাখিলকৌতুকম্।
বিগতাশেষ-সংরম্ভং চিদাত্মানমুপাস্মহে ॥
নিষ্কৌতুকং নিরারম্ভং নিরীহং সর্ব্বমেব চ।
নিরংশং নিরহঙ্কারং চিদাত্মানমুপাস্মহে ॥
সর্ব্বস্যান্তঃস্থিতং সর্ব্বমপ্যপারৈকরূপিণম্।
অপর্য্যন্তচিদারম্ভং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥
ত্রৈলোক্যদেহমুক্তানাং তন্তুমুন্নতমাততম্।
প্রচার-সংকোচ-করং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥
লীনমন্তর্বহিঃস্বাপ্তান্ ক্রোড়ীকৃত্য জগৎ-খগান্।
চিত্রং বৃহজ্জালমিব চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥
সর্ব্বং যত্রেদমস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ মনাগপি।
সদসদ্রূপমেকং তং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥
পরমপ্রত্যয়ং পূর্ণমাস্পদং সর্ব্বসম্পদাম্।
সর্ব্বাকারবিহারস্থং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥
জনতাজীবনোপায়ং চিদাত্মানমুপাগতঃ।
ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভূতমশশাঙ্কমুপস্থিতম্ ॥
অহার্য্যমমৃতং সত্যং চিদাত্মানমুপাস্মহে।
শব্দ-রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধৈরাভাসমাগতং ॥
তৈরেব রহিতং শান্তং চিদাত্মানমুপাগতঃ।
আকাশ-কোশ-বিশদং সর্ব্বলোকস্য রঞ্জনম্ ॥
মহামহিম্না সহিতং রহিতং সর্ব্ব-ভূতিভিঃ।
কর্ত্তৃত্বে বাপ্যকর্ত্তারং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥"*

"যিনি সমস্ত মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করেন, যিনি সকল অবয়বে ব্যাপ্ত থাকিয়াও শান্তি লাভ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও অবয়ব-শূন্য,

* যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ ৩১—৮৭ শ্লোক।

যিনি সকল প্রকার উপাদেয় পদার্থের সীমান্ত স্বরূপ পরম উপাদেয়, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মের উপাসনা করি। যিনি ঘটে, পটে, তটে, কূপে, চতুর্ব্বিধ দেহে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, যিনি জাগ্রত থাকিয়া সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন, আমি সেই চিদাত্মারূপ ব্রহ্মকে বন্দনা করি। যিনি অগ্নিতে উষ্ণতা, হিমে শীতলতা, অন্নে মধুরতা, ক্ষুরাদি অস্ত্রে তীক্ষ্ণতা, অন্ধকারে কৃষ্ণতা, চন্দ্রে শুক্লতারূপে অবস্থিত থাকেন, আমি সেই চিদাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি বাহিরে ও অন্তরে আলোক-সদৃশ প্রকাশমান, যিনি প্রিয় বস্তুতে অবস্থিত আছেন, যিনি জ্ঞানিগণের সমীপে অদূরস্থ এবং অজ্ঞানীদিগের সমীপে দূরস্থ বলিয়া প্রতীত হন, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি মাধুর্য্য-বিশিষ্ট পদার্থে মাধুর্য্য, যিনি তীক্ষ্ণাদিতে তীক্ষ্ণতারূপে বিরাজিত, যিনি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত আছেন, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে সমভাবে অবস্থিত, যিনি তুর্য্য এবং তুর্য্যাতীত পদে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত আছেন, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে বন্দনা করি। যাঁহার সর্ব্বসঙ্কল্পই উপশমপ্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ নিঃশেষ হইয়াছে, সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি অকৌতুক (ভোগোৎকণ্ঠা-বিহীন) যিনি অবলম্বন-শূন্য, নিশ্চেষ্ট, পূর্ণ, নিরহঙ্কার, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি আত্মরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজিত, যিনি অশেষ প্রকারে একরূপে অবস্থিত আছেন, যাঁহার কোন রূপ আরম্ভ বা উদ্যোগ নাই অর্থাৎ যিনি নিষ্ক্রিয়, আমি সেই চিদাত্মার শরণাগত হইলাম। যেরূপ তন্তু দ্বারা মাল্য গ্রথিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম, এই সংসারদেহরূপ মুক্তা-গ্রন্থনে বিস্তৃত তন্তু-স্বরূপ। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, আমি তাঁহার শরণা-

পন্ন হইলাম। যিনি জগৎরূপ বিহঙ্গদিগকে আপনার ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্ব্বক বাহিরে ও অন্তরে তাহাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন এবং স্বয়ং বিচিত্র বৃহৎ জালের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, আমি সেই চিদাত্মার শরণ লইলাম। যে ব্রহ্মে এই সমস্ত দৃশ্য মান জগৎ আরোপিত রহিয়াছে, অথচ যিনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত নহেন, আমি সেই সৎ ও অসৎ রূপে অবস্থিত, অদ্বিতীয়, চিদাত্মার শরণ লইলাম। যিনি সকল সম্পত্তির আস্পদ, যিনি পূর্ণ, যিনি পরম প্রত্যয় (স্বাধীন প্রকাশ,) যিনি সর্ব্ব আকারে বিহার করেন, যিনি সর্ব্বজন-জীবনের কারণ-স্বরূপ, আমি সেই চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম। যিনি চন্দ্র ও অমৃত তুল্য আনন্দজনক হইলেও ক্ষীরোদসাগর-সমুদ্ভূত শশাঙ্কের ন্যায় কলঙ্কী বা তৎ-সম্ভূত অমৃতের ন্যায় অপহরণযোগ্য নহেন ; আমি সেই সত্য-স্বরূপ অমৃত-তুল্য ব্রহ্মকে উপাসনা করি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, পরন্তু যিনি শব্দাদি গুণ-বিবর্জ্জিত আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম। আমি এক্ষণে আকাশ-কোশের ন্যায় বিশদ, সর্ব্বলোক-রঞ্জক, শান্ত সেই ব্রহ্মের শরণাগত হইলাম। যিনি আপনার মহান্ মহিমা দ্বারা সুশোভিত, যিনি সর্ব্বপ্রকার বিভূতি দ্বারা বিরাজিত, যিনি আপনার কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃশূন্যতা দশাইয়া থাকেন, (স্বয়ং জগৎকর্ত্তা হইয়াও উদাসীন ভাবে বিহার করিয়া থাকেন,) আমি সেই চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম।”

অনন্তর, দীপালোকে মূর্ত্তি চতুষ্টয় সন্দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়া বলিলাম। যথা,—

“নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নাম রূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥”

ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। ১। ১৯। ৭৯ ॥

"যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, কেবল আছেন এই মাত্র যাঁহার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়, আমি সেই মহান্ পরমাত্মাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।"

আর যাহারা আপনাকে জানিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া মনে মনে অভিমানী হয় তাহারা নিশ্চয়ই আপনাকে জানিতে পারে নাই।

এই স্থানে রত্নবেদীর উপর যাহা কিছু ভেট্ দেওয়া হয়, তাহা মন্দিরের আয় ব্যয় হিসাবে জমা হইয়া থাকে। আমরা দুই দিবস ঐরূপে দর্শনাদি করিয়াছিলাম। দর্শনবিধি ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে। যথা,—

"সঙ্কর্ষণং স্বমন্ত্রেণ ভক্ত্যা পূজ্য প্রসাদয়েৎ।
নমস্তে হলধৃগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ॥
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর॥
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু পাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ।
এবং প্রসাদ্য চানন্তমজেয়ং ত্রিদশার্চ্চিতম্॥
কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্।
নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকলমস্তকম্॥
মহাবলং হলধরং কুন্তলৈকবিভূষণম্।
রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা লভেতাভিমতং ফলম্॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
আভূতসংপ্লবং যাবৎ ভুক্ত্বা তত্র সুখং নরঃ॥
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগিনাং কুলে।
ব্রাহ্মণপ্রবরো ভূত্বা সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ॥
জ্ঞানং তত্র সমাসাদ্য মুক্তিং প্রাপ্নোতি দুর্লভাম্।
এবমভ্যর্চ্চ্য হলিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ॥
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ।

দ্বিষট্কবর্ণমন্ত্রেণ ভক্ত্যা যে পুরুষোত্তমম॥
পূজয়ন্তি সদা ধীরাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ।
তস্মাত্তেনৈব মন্ত্রেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণং জগদ্গুরুম॥
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন॥
জয় চাণূরকেশিঘ্ন জয় কংসনিসূদন।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর॥
জয় নীলাম্বুদশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ।
জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন॥
জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ।
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখফেনিলে॥
ক্রোধগ্রাহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে।
নানারোগোর্ম্মিকলিলে মোহাবর্ত্তসুদুস্তরে॥
নিমগ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম।
এবং প্রসাদ্য দেবেশং বরদং ভক্তবৎসলম্॥
সর্ব্বপাপহরং দেবং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
জ্ঞানদং দ্বিভুজং দেবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্॥
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা নরোঽঞ্জলিং বদ্ধা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ॥
অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি ভো দ্বিজাঃ।
যৎ ফলং সর্ব্বতীর্থেষু স্নানদানে প্রকীর্ত্তিতম্॥
নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ।
ততঃ পূজ্য স্বমন্ত্রেণ সুভদ্রাং ভক্তবৎসলাম্॥
প্রসাদয়েৎ ততো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে॥

পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে।
এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগদ্ধিতাম্॥
বলদেবস্য ভগিনীং সুভদ্রাং বরদাং শিবাম্।
কামগেন বিমানেন নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥"

ইতি পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্॥

"অনন্তর, ভক্তিপূর্ব্বক বলরামের পূজা করিয়া এই বলিয়া তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, 'হে রেবতীরমণ ভক্তবৎসল বলদেব! আপনি বলবান্ গণের অগ্রগণ্য এবং মূষল ও হলধারণ করিয়া আছেন, আপনি অনন্তরূপে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন; হে প্রলম্বাসুরবিনাশক কৃষ্ণাগ্রজ! আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' এইরূপে সেই অজেয়, সর্ব্বদেববন্দ্য, কৈলাসশিখরসদৃশ, চন্দ্র হইতেও অধিক লাবণ্যযুক্ত বদনবিশিষ্ট, ফণামণ্ডিত মস্তক, নীলবস্ত্রধারী, মহাবল, হলধর, রোহিণীনন্দন বলদেবের নিকট ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, সকলেই যথাভিলষিত ফললাভ করিতে এবং সর্ব্বপাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে, সেই বিষ্ণুলোকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সুখভোগ করিয়া পরে পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার ইহলোকে প্রবর যোগিকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী হইয়া থাকে এবং সেই জন্মেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়া দুর্ল্লভ মুক্তি পাইয়া থাকে।

এইরূপে, বলদেবের পূজা করিয়া পরে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা একাগ্রচিত্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, অন্তে তাহার মুক্তি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিয়া এই বলিয়া

তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, হে জগন্নাথ, হে সর্ব্বপাপ-বিনাশক, হে চাণূর কেশি ও কংসাদি দৈত্যনাশন, আপনার জয় হউক ; হে পদ্মপলাশাক্ষ গদাচক্রধারিন্ আপনার নবীন নীরদমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণের অতীব আনন্দ হইয়া থাকে ; হে দেব ! আপনার পূজা করিলে আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ; হে জগৎপতে দয়াময় ! আপনার জয় হউক ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করুন। হে দেবদেব ! আমি এই সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন্। দেব ! এই সংসার সাগরের দুঃখই ফেনা, ক্রোধাদিই দুর্দ্দান্ত জলজন্তু, বিষয় বাসনাই ভয়ঙ্কর গভীর জলরাশি, রোগাদিই তরঙ্গমালা এবং মোহই দুস্তর আবর্ত্ত ; অতএব, হে করুণাময় আমাকে পরিত্রাণ করুন্।

এইরূপে, সেই সর্ব্বপাপহারী, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, দেবদেব, ভক্তবৎসল, জ্ঞানদাতা, দ্বিভুজ, মহোরস্ক, মহাভুজ, প্রসন্নবদন, পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খচক্রগদাধারী, বনমালা-বিভূষিত, সর্ব্ব-লক্ষণান্বিত, শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রসন্ন করিয়া পরে, ভক্তিপূর্ব্বক অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সমস্ত তীর্থে স্নান ও দান করিলে যে পুণ্য হয় তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর, ভক্তবৎসল সুভদ্রা দেবীকে মূলমন্ত্র দ্বারা পূজা ও নমস্কার করিয়া এই বলিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, হে সর্ব্বদেবেশি ! আপনি সুখ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ; হে কাত্যায়নি ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন্। যে ব্যক্তি, জগতের হিতকর্ত্রী বল-দেব ভগিনী বরদা সুভদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়া প্রসন্না করে, সে কামগামী বিধানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে।"

সাধারণত যাত্রী সকল সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করে। পরে প্রাঙ্গণ পরিক্রমণকালে অন্যোন্য দেবতা সকল দর্শন করিয়া থাকে। অনন্তর, নাটমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে। তৎপরে মোহনে আসিয়া গরুড় মূর্ত্তির দর্শন, প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া থাকে। মোহনের আড়ভাগে চন্দনকাষ্ঠের একটী বেড়া আছে। সাধারণ যাত্রীরা তথায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে দেবসন্দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভিতরে দুইটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে। মোহন হইতে মূর্ত্তি অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাদের দর্শনশক্তি কম তাহারা হয়ত কিছুই দেখিতে পান না। পরন্তু যাহারা আলোক হইতে একেবারে অন্ধকারে গিয়া থাকে, তাহারা প্রথমত কিছুই দেখিতে পায় না; পরে অনেকক্ষণ ভিতরে থাকিলে ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পায়। এই স্থানে দেবসন্দর্শন উপলক্ষে যাহা কিছু ভেটরূপে দেওয়া হয়, তাহা পাণ্ডাই আত্মসাৎ করিয়া থাকে। যাহারা অধিক টাকা খরচ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই কেবল দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া মূলমন্দিরের ভিতরে নীত হইয়া থাকেন। তথায় ভেট্ হিসাবে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তাহা কর্ম্মচারীরা আয় ব্যয় হিসাবে জমা করিয়া লন। আমরা অর্চ্চককে অর্চ্চনার দক্ষিণার জন্য শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে টাকা দিয়া ছিলাম বলিয়া তাহাতেও কথা উত্থিত হইয়াছিল।

রত্নবেদী দীর্ঘে ১৬ ফুট্ ও উর্দ্ধে ৪ ফুট্। ইহা প্রস্তরে নির্ম্মিত। মূর্ত্তি সকল পূর্ব্বমুখে একসারে বসান আছে। প্রথমে উত্তরদিকে সুদর্শন, তৎপরে জগন্নাথ, তৎপরে সুভদ্রা ও সর্ব্বদক্ষিণে বলভদ্র রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের সম্মুখে কয়েকটী ভোগমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মীমূর্ত্তি সুবর্ণনির্ম্মিত ও ১৬ ইঃ উচ্চ, ভূদেবীর মূর্ত্তি রজতে ও অপর মূর্ত্তিগুলি পিত্তলে নির্ম্মিত।

মূলমূর্ত্তি কেবল স্নানযাত্রা ও রথোৎসব উপলক্ষে বহির্ভাগে আনীত হয়। বলদেবের মূর্ত্তি ৮৫ যব, জগন্নাথের মূর্ত্তি ৮৪ যব, সুভদ্রার মূর্ত্তি ৫৪ যব এবং সুদর্শন মূর্ত্তি ৮৪ যব ও উহার ব্যাস ২১ যব। সুভদ্রা মূর্ত্তির হস্ত নাই। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে সমুদ্রের ঘোরতর গর্জ্জনের ভয়ে ইহার হস্ত উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর, জগন্নাথ সমুদ্রকে এই বলিয়া কঠিন আদেশ করেন যে, সাবধান! পুনর্ব্বার যেন তোমার গভীর গর্জ্জন আর আমার আলয়ে না আইসে। তদবধি সমুদ্রের শব্দ দেবালয়ের ভিতর হইতে শ্রুত হয় না। কিন্তু, সিংহদ্বারের অরুণ স্তম্ভের নিকট হইতে সমুদ্রধ্বনি সুস্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ মন্দিরের প্রাচীর উচ্চ, দ্বিতীয়তঃ প্রাঙ্গণে সাধারণ দিনে ও ৫ সহস্রেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কোন একটী যাত্রা উপলক্ষে ২০ সহস্রের উপর লোক হইয়া থাকে। বোধ হয় ইহাদের কোলাহলেই সমুদ্রধ্বনি অশ্রুত হয়। কারণ, অপরাহ্ণে যে সময়ে দেব বিশ্রামে যান, তৎকালে ভিতরে কোনও কোলাহল না থাকায় সমুদ্রধ্বনি অস্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবের ভিন্ন ভিন্ন শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে। প্রথম প্রাতঃকালের বেশের নাম মঙ্গল আরতি-শৃঙ্গার। তৎপরে, অবকাশ-শৃঙ্গার; তৎপরে, দ্বিপ্রহরের পর প্রহর-শৃঙ্গার; তৎপরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দন-শৃঙ্গার; সন্ধ্যার পরে বড় শৃঙ্গার-বেশ হইয়া থাকে। কথনও কথনও বৌদ্ধবেশ, দামোদর বেশ ও বামনবেশ ধারণ করিয়া থাকেন।

নিত্য-পূজাবিধি।

১। জাগরণ। ইহাতে দুন্দুভিধ্বনি হইয়া থাকে ও তৎসঙ্গে আরতি হয়। এই সময় মঙ্গল আরতি শৃঙ্গার হয়।

২। দন্তকাষ্ঠ প্রদান।

৩। বস্ত্রপরিধান।

৪। বালভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত, দধি ও নারিকেল প্রদত্ত হয়।

৫। সকালভোগ। ইহা ১০টার সময় হইয়া থাকে। ইহাতে খেচরান্ন ও পিষ্টকাদি প্রদত্ত হয়।

৬। দ্বিপ্রহর ভোগ। ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হয়। এই সময় আরতি করিয়া, পরে দ্বারবন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ৪টা পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ থাকে।

৭। নিদ্রাভঙ্গ। ৪টার সময় দুন্দুভিধ্বনি ও আরতি করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করান হয় ও এই সময় জিলাপিভোগ হইয়া থাকে।

৮। সন্ধ্যাভোগ। এই সময় মতিচুর, গজা, দধি, পকড়ান্ন ও নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। তৎপরে আরতি হইয়া থাকে।

৯। বড় শৃঙ্গার ভোগ। এই সময় দেবের শৃঙ্গারবেশ হয় ও তৎপরে নানাবিধ দ্রব্য ভোগের জন্য প্রদত্ত হয়। এই সময় রাজবাটী হইতে "গোপালবল্লভ" নামে মিষ্টান্ন আইসে ও তাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

মহাপ্রসাদ।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভোগের দ্রব্যই পাকশালায় ব্রাহ্মণদ্বারায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগমণ্ডপে ও খেচরান্ন এবং মিষ্টান্নাদি মূলমন্দিরাভ্যন্তরে নীত হইয়া দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইলে পর মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। বলভদ্রের ভোগ উত্তম তণ্ডুলের অন্নে হইয়া থাকে। জগন্নাথের ভোগে সাধারণ তণ্ডুল ব্যবহৃত হয়। এই ভোগান্ন সকলে ক্রয় করিয়া ভোজন করিয়া থাকে। ইহা সকলেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে। যাহারা পুরীসন্দর্শনে আসিয়াছেন তাহারাই ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। উৎকলখণ্ডে মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

যথা,—"জগতের আদি শক্তি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী, ভগবানের দেহার্দ্ধধারিণী, অমূলা বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং অমৃত সদৃশ অন্ন পাক করেন। স্বয়ং নারায়ণ তাহা ভোজন করেন, তাহার ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন পবিত্র ও সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সদৃশ পবিত্র বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। অপরাপর লোকের সম্পর্কেও ইহার কোনও দোষ হয় না। সর্ব্ববর্ণ, দীক্ষিত ও অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই মহাপ্রসাদ ভোজনে পবিত্রতা লাভ করে। যাদৃশ গঙ্গাসলিল চণ্ডালস্পর্শে অপবিত্র হয় না, তাদৃশ মহাপ্রসাদ চাণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির স্পর্শে ও অপবিত্র হয় না, মহাপ্রসাদ পর্য্যুসিত বা অস্পৃশ্য-স্পর্শদোষে দূষিত হয় না। ইহা শুষ্ক বা দূর হইতে আনীত হইলেও শুদ্ধ। স্নান করিয়া বা স্নান না করিয়া মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রেই ভোজন করিবে। মহাপ্রসাদকে সামান্য অন্ন ভাবে দর্শন করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে।"

আটকে বন্ধনের নিয়ম যথা,—যাত্রীরা শ্রীশ্রী৺ জীউর যে আটিকা বন্ধন করেন তাহা পূর্ব্বোক্ত বৈকুণ্ঠধামের উপর বসিয়া লেখা হয়। তৎকালে দাতা, পাণ্ডা, সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপস্থিত থাকেন। আটিকা লেখা পড়া তালপত্রে হয়। টাকা পঞ্চায়েতের জিম্মায় থাকে। তদনন্তর, তাহার কুসীদ হইতে প্রতিদিন শ্রীশ্রী৺ জীউর ভোগ প্রদত্ত হয়। টাকার পরিমাণে ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে। কেবল ডাল ভাত ও তৈল পাক ভোগের জন্য ১৩২৲ টাকার আটিকা করিতে হয়। সাদা খেচরান্ন ভোগের জন্য ৩৬০৲, বাদাম পেস্তা প্রভৃতি মস্লাদি দিয়া যে খেচরান্ন হয় তাহার ব্যবস্থা ৪৩৫৲, পুরী ও ক্ষীর ভোগের জন্য ৫৫০৲ মালপুয়া ভোগের জন্য ৭৫০৲ মোহনভোগ জন্য ১৫৫০৲ ছাপ্পান্ন প্রকার খাদ্যাদি দিয়া প্রতিদিন যে ভোগ দেওয়া হয় তাহাতে ৫৬০০৲ টাকার আটিকা বাঁধিতে হয়। যিনি আটিকা

বন্ধন করিবেন তাঁহার পূর্ব্ব তিন পুরুষের নাম আটিকা বহিতে লেখাইতে হয়। যদি স্ত্রীলোক আটিকা বন্ধন করে তবে তাঁহার স্বামী শ্বশুর ও নিজের নাম লেখাইতে হয়। যাহাদের নিকটে টাকা জমা থাকে তাঁহাদিগকে শতকরা ১৪৲ ও লেখাই খরচা শতকরা ১৲ টাকা দিতে হয়। এইরূপ শতকরা ১৫৲ টাকা খরচ পড়ে। পাণ্ডা প্রতিদিন শ্রীশ্রী৺ জাউর ভোগ প্রস্তুত ও প্রদান করিয়া তাহা লইয়া থাকে। পাণ্ডার ইহাই লাভ।

যাত্রা।

১। ঘরনাগী। প্রাবরণষষ্ঠী। ইহা মার্গশীর্ষ মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে অরুণষষ্ঠী বা গৃহষষ্ঠী কহে। ঐ দিবস দেবকে শীতবস্ত্র পরিধান করান হয়।

২। অভিষেকোৎসব। ইহা পৌষ পৌর্ণমাসীতে হয়। ঐ দিবস দেবের অতি উত্তম শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে।

৩। মকরোৎসব। ইহা মকর সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। ঐ দিন দেবকে নূতন দ্রব্যের ভোগ দেওয়া হয়।

৪। গুণ্ডিচা-উৎসব। ইহা মাঘমাসে শুক্লপঞ্চমীতে বা শুক্ল অষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই সময় ভোগমূর্ত্তি মদনমোহন গুণ্ডিচায় গমন করিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন।

৫। মাঘী পৌর্ণমাসী। এই দিবস ভোগমূর্ত্তিকে সাগর-জলে স্নান করান হইয়া থাকে। এই দিবস সিন্ধুসলিলে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণাদি করত ভগবানের দর্শন করিলে শতপুরুষ উদ্ধার হয়। এই দিন সকলেই তর্পণাদি করিয়া থাকে।

৬। দোলযাত্রা। ইহা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে, পূর্ব্বে মূল মূর্ত্তিতেই দোল হইত, ১৫৬০ খৃঃ অব্দে রাজা গোড়িয়া গোবিন্দদেবের সময়ে দোলমঞ্চের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া জগন্নাথদেব পতিত হওয়ায় হস্ত ভাঙ্গিয়াছিল; তদবধি দেবের ভোগমূর্ত্তি

মদনমোহনকে লইয়া দোল হইয়া থাকে। মন্দিরের ঈশান-কোণে অন্তর ও বহিঃপ্রাকারের মধ্যভাগে যে স্নানমঞ্চ আছে তাহাতেই দোলযাত্রা হইয়া থাকে। তৎকালে সকলেই ফল্গু-মুষ্টি দেবোপরি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাস্ত্বয়নে পুরুষোত্তমে।
দৃষ্ট্বা রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেৎ নরঃ॥
নরো দোলাগতং দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমং।
ফাল্গুন্যাং সংযতো ভূত্বা গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ॥
বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থবিধানতঃ।
কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তত্রাথ ভোঃ দ্বিজাঃ॥
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রাপ্নোতি দুর্ল্লভং।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"

৭। শ্রীরামনবমী। ইহা চৈত্র শুক্লনবমীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস শ্রীরামের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া জগন্নাথ ও তাঁহার ভোগমূর্ত্তিকে রামবেশে সাজাইয়া পূজা করা হইয়া থাকে।

৮। দমনকভঞ্জিকা। ইহা চৈত্র শুক্লত্রয়োদশীতে নরেন্দ্র-সরোবরের পশ্চিমভাগে জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানে হইয়া থাকে। এই দমনক বৃক্ষপত্রের মালা গাঁথিয়া মদনমোহনের মস্তকে প্রদত্ত হয় ও তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। কোন পুরাণের মতে এই দিবস শ্রীকৃষ্ণ দমনক বৃক্ষ চুরি করিয়াছিলেন, অন্য পুরাণের মতে দমনক নামে কোন অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

৯। চন্দনযাত্রা। ইহা অক্ষয় তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া ২২ দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সময় প্রত্যেক দিন মদন-মোহনকে চন্দনে লিপ্ত করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় একটী ক্ষুদ্র তরিতে করিয়া তাহাকে সরোবরে

পরিভ্রমণ করান হয়। পুষ্করিণী দীর্ঘে ৮৭৩ ও প্রস্থে ৭২২ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিক স্যাণ্ডষ্টোনে বাঁধান। ইহার গর্ভে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ঐ মন্দির মধ্যে দেবের পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। এই দিবস বিষ্ণুকে চন্দনে বিভূষিত দেখিতে হয়। এতদ্বিষয়ে, অগ্নিপুরাণ বচন যথা,—

"বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্॥"

ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনভূষিতং।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্॥"

এই দিবস ভোগমূর্ত্তি মদনমোহনকে একবার গুণ্ডিচায় লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে।

১০। প্রতিষ্ঠোৎসব। বৈশাখী শুক্ল অষ্টমীতে পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে পিতামহ ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্যই অদ্যাবধিও এই উৎসব হইয়া থাকে।

১১। রুক্মিণীহরণৈকাদশী। ইহা জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। এই দিবস মদনমোহন গুণ্ডিচা উদ্যানে যাইয়া রুক্মিণীকে হরণ করিয়া দেবালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং রাত্রি-কালে অক্ষয় বটমূলে তাহাকে বিবাহ করেন।

১২। স্নানযাত্রা বা জন্মযাত্রা। ইহা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে। এই দিবস মূলমূর্ত্তি সকল অন্তর ও বহিঃপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ঈশানকোণে স্নানবেদীর উপর রক্ষিত হয়, এবং অক্ষয় বটমূলস্থিত কূপ হইতে জল লইয়া স্নান করান হয়। লক্ষ্মী তৎকালে চাহনী মণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিয়া দেবের স্নান দর্শন করেন। স্নানের পর শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে। এই দিবস বিশেষরূপে পূজা হইয়া থাকে। পূজাদির পর দেব তথা হইতে

মোহনের পার্শ্বস্থিত অন্দর নামে ক্ষুদ্র ঘরে পক্ষকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। এই সময় দেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডারা তাঁহাকে পাঁচনের ভোগ দিয়া থাকে। এই সময় একপক্ষ কাল দরজা ও পাকশালা বন্ধ থাকে। কোনও যাত্রী তৎকালে দেবদর্শন করিতে পায় না। ঐ সময় বিশ্বাবসুর সন্ততিরা কলেবরের চিত্রকার্য্য করিয়া থাকে। এই চিত্র কার্য্যকে কলেবর পুষ্টি কহিয়া থাকে। ইহার পর নূতন বস্ত্র পরিধান করান হয়। পক্ষান্তের দিনের উৎসবকে নেত্রোৎসব কহে। ঐ দিন দেবের নেত্র চিত্রিত হইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শনে মহাপুণ্য হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"মাসি জ্যৈষ্ঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে।
পৌর্ণমাস্যাং তথা স্নানং সর্ব্বকালং হরের্দ্বিজাঃ॥
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পদমব্যয়ম্॥".

এই পূর্ণিমা যদি বৃহস্পতিবারে হয়, তবে তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠী কহে। ঐ দিবস দেবদর্শনে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"দৃষ্ট্বা রামং মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং কৃষ্ণং সহ সুভদ্রয়া।
বিষ্ণুলোকং নরো যাতি সমুদ্ধৃত্য শতং কুলম্॥"

১৩। রথযাত্রা। ইহা আষাঢ় মাসে শুক্ল দ্বিতীয়ায় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর তিনখানি নূতন রথ নির্ম্মিত হয়, রথ সকল সিংহদ্বারের সম্মুখে রক্ষিত হয়। জগন্নাথের রথ ৩২ হস্ত উচ্চ ও দীর্ঘ প্রস্থে ৩৫ ফুট্। ইহাতে ৭ফুট্ ব্যাসের ১৬ টী লৌহ চক্র আছে ও প্রত্যেক চক্রে ১৬টী করিয়া পাকী থাকে। ইহার শীর্ষদেশে চক্র ও গরুড় পক্ষীর মূর্ত্তি থাকে, এই জন্য ইহাকে চক্রধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ কহিয়া থাকে। সুভদ্রার রথ দীর্ঘ প্রস্থে

৩২ ফুট ও উর্দ্ধে ৪৩ ফুট্। ইহাতে ৬ফুট্ ব্যাসের ১২ চক্র আছে। ইহার শীর্ষদেশে পদ্ম থাকে বলিয়া ইহা পদ্মধ্বজ নামে খ্যাত। বলভদ্রের রথ দীর্ঘ প্রস্থে ৩৪ ফুট্ উর্দ্ধে ৪৪ ফুট্। ইহাতে ৬॥ ফুট্ ব্যাসের ১৪ টী চক্র আছে। ইহার শীর্ষদেশে তালবৃক্ষ আছে বলিয়া ইহা তালধ্বজ নামে খ্যাত। যথা, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে,—

"আরভেত রথং কৃত্বা বিঘ্নরাজমহোৎসবম্।
ষোড়শারৈঃ ষোড়শভিশ্চক্রৈর্লৌহময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ॥
যুক্তং বিষ্ণো রথং কুর্য্যাদ্দৃঢ়াঙ্গং দৃঢ়কূবরম্।
বিচিত্রঘটিতং কাষ্ঠপুত্তলীপরিবেষ্টিতম্॥
মধ্যে বেদিসমুচ্ছাদিচারুমণ্ডপরাজিতম্।
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্ধারং সুশোভনম্॥
নানাবিচিত্রবহুলং হেমপদ্মবিভূষিতম্।
দ্বাবিংশতিকরোচ্ছ্রায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্॥
গরুড়শ্চ ধ্বজে কুর্য্যাদ্রক্তচন্দননির্ম্মিতম্।
দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্॥
বিততে পক্ষতী ব্যোম্নি উড্ডয়ন্তমিব স্থিতম্।
দৈত্যদানবসঙ্ঘস্য বলদর্পবিনাশনম্॥
সর্ব্বাঙ্গং তস্য কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ।
রথমেবং হরেঃ কুর্য্যাৎ স্বাসনং সুপরিষ্টুতম্॥
চতুর্দ্দশরথাঙ্গৈস্তু রথং কুর্য্যাচ্চ সৌরিণঃ।
চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্॥
সপ্তচ্ছদময়ং কুর্য্যাৎ সৌরিণো লাঙ্গলধ্বজম্।
দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্য্যাৎ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিতম্॥
বিরচয্য রথান্ রাজা প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্ববচ্চরেৎ॥"

পূর্ব্বে রথ সকলের চক্র কাষ্ঠের হইত কিন্তু তাহা সময়ে সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইত বলিয়া এক্ষণে লৌহের হইয়া থাকে। ঐ দিবস দৈতপতিরা মূর্ত্তি বহন করিয়া থাকে। জগন্নাথের ও

বলভদ্রের মূর্ত্তির কোমরে রেশমের দড়ি বন্ধন করিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়। পাণ্ডারা ঐ সময় মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। সুভদ্রা ও চক্রমূর্ত্তি মস্তকে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সুদর্শন মূর্ত্তি জগন্নাথদেবের রথেই অবস্থান করেন। মূর্ত্তি সকল রথোপরি উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের রাজ শৃঙ্গারবেশ করিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে সুবর্ণের হস্তপদাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। তৎপরে খুরদর রাজা স্বদলবলে রাজবেশে তথায় আসিয়া পূর্ব্ব প্রথানুসারে রথের সম্মুখভাগ মুক্তাখচিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তথায় গোময় সিঞ্চন করিতে থাকেন। তৎপরে, মূর্ত্তির পূজা করিয়া রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে থাকেন। তৎকালে ৪২০০ কালবেড়িয়া * নামক কুলি উপস্থিত থাকে। তাহারাও তৎকালে রথের রজ্জু ধরিয়া রাজার সাহায্য করিয়া থাকে। অনন্তর, সাধারণ যাত্রীরাও রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করে। তখন, রথ সকল সিংহদ্বার হইতে চলিতে আরম্ভ করে। সেই দিবসেই গুণ্ডিচাতে যাইবার কথা থাকিলেও কার্য্যে চতুর্থীর দিন পৌঁছিয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"যাতং পশ্যতি যঃ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্।
গুণ্ডিচামণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি রথস্থিতম্॥
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ।
যে পশ্যন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্॥
হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে॥"

পঞ্চমীতে, হরপঞ্চমী উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিবস লক্ষ্মী বেশভূষায় ভূষিত হইয়া গুণ্ডিচায় আসিয়া জগন্নাথের সহিত

* ইহারা এই কার্য্য করিবার জন্য রাজ সরকার হইতে জমি পাইয়া তাহার উপসত্ব ভোগ করিতেছে।

সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া যান। জগন্নাথদেব অবশিষ্ট কয়েকদিন গুণ্ডিচায় থাকিয়া বিহার করেন এবং দশমীতে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। আসিবার সময় গুণ্ডিচার বিজয় দ্বার দিয়া রথের উপর আরোহণ করেন রথ টানিয়া আনিতে ৪ দিন লাগিয়া থাকে; কারণ, সে সময় যাত্রীরা রথ টানিতে সাহায্য করে না কেবল কালাবেড়িয়ারাই টানিয়া লইয়া আইসে। রথ সিংহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মীদেবী ভেটমণ্ডপে থাকিয়া জগন্নাথের অপেক্ষা করেন এবং আসিবা মাত্র তাহার অভ্যর্থনা করিয়া লয়েন। এই সময় নীলাদ্রিবিজয় নামে আর একটী উৎসব হইয়া থাকে। তৎপরে দৈতেরা রথ হইতে মূর্ত্তি সকলকে পূর্ব্ববৎ তুলিয়া লইয়া থাকে। লোকের মনে ধারণা আছে যে, রথনিম্নে মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে এবং কথিত হয় পূর্ব্বে এই জন্যই লোকে রথচক্রে চূর্ণীকৃত হইত; ফলত তাহা সত্য নহে, লোকসমাগমের আধিক্য বশতঃ অতিশয় জনতা হইলে পর সহসা যে সব লোক তাহার মধ্যে পতিত হইত তাহারাই বিনষ্ট হইত। এক্ষণে, পুলিসের বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন বৎসরেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। যে সময় জগন্নাথ গুণ্ডিচায় থাকেন, তৎকালে ঐ প্রদেশের লোকে বনজাগরণ নামে ব্রত করিয়া থাকে। ব্রতের নিয়ম যথা,—

পূর্ব্ব দিবস যথানিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকালে স্নানানন্তর যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বপাপপ্রণাশক সর্ব্বব্রত-ফলপ্রদ বনজাগরণ ব্রত গ্রহণ করিবেক। সপ্তাহ ত্রিকালীন স্নান করতঃ ভক্তিভাবে পূর্ণকুম্ভে ভগবান্ নারায়ণকে আবাহন করিয়া ত্রিকালীন পূজা করিবেক। গব্যঘৃত অথবা তৈল প্রদীপ স্থাপন করিয়া যত্নসহকারে দিবারাত্রি ঐ প্রদীপ রক্ষা করিবেক। অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক

তীর্থবরে স্নানানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ ঐ ব্রত সমাপন করিবেক। সমাপনের প্রারম্ভে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবেক তাহাতে ভগবান্ হৃষীকেশকে আবাহন করতঃ যথাবিধি উপচার দ্বারা পূজা করিবেক।

রথযাত্রা দ্বিতীয়াতে আরম্ভ হইয়া দশমীতে শেষ হয় বলিয়া ইহাকে নবদিনাত্মিকা যাত্রা বলিয়া থাকে। অষ্টম দিবসে রথ সকলকে ঘুরাইয়া বস্ত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে মহাসমারোহে রথোপরি জগন্নাথদেবকে উপবেশন করাইবে। রথস্থ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। যথা,—স্কন্দপুরাণ।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রায় সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্॥"

এই রথ উপলক্ষে সময়ে সময়ে লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হইয়া থাকে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গদেশবাসী। শতকরা ৮০ উপর লোকে পদব্রজে আইসে। পিলগ্রিম রাস্তায় প্রায়ই বিসূচিকা হইয়া থাকে। রোগীদিগের জন্য রাস্তার মধ্যে মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে। পূর্ব্বে কোন যাত্রীর রোগ হইলে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া আসিত। এক্ষণে পিলগ্রিম রাস্তার চিকিৎসালয়ে অসুস্থ যাত্রীরা আশ্রয় পাইয়া থাকে। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে রাস্তার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল বলিয়া যাত্রীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। কলিকাতার রাজা সুখময় রায় রথ উপলক্ষে পুরী সন্দর্শনে যাইয়া প্রথম দিবস প্রাঙ্গণ পরিক্রমণ করিয়া দেবালয়ের অভ্যন্তরে গমন করত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে পান না। ইহা গুরুতর পাপের ফল বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত

স্বরূপ পুরী, কটক, যাজপুর ও বাণেশ্বরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ও কটকপুরী রাস্তার ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিলে দ্বিতীয় দিবসে আসিয়া দেবদর্শন করিতে পাইয়াছিলেন; এজন্য তাহারই ব্যয়ে ঐ সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৪। শয়ন একাদশী। ইহা আষাঢ় মাসে শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস দেবালয়ের অভ্যন্তরের এককোণে পর্য্যঙ্কোপরি বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি শায়িত অবস্থায় রক্ষিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে ঐ দিবস ভগবান্ মহাপ্রলয়ে শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে বামনপুরাণ বচন যথা,—

"একাদশ্যাং জগৎস্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ।
শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবম্॥
অনুজ্ঞাং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ।
লব্ধ্বা পীতাম্বরধরং দেবং নিদ্রাং সমাপয়েৎ॥"

১৫। ঝুলনযাত্রা। ইহা শ্রাবণমাসে শুক্ল একাদশীতে আরব্ধ হইয়া পূর্ণিমাতে শেষ হয়। ঐ দিবস মুক্তিমণ্ডপ সজ্জিত হয় এবং প্রতি রাত্রিতে মদনমোহন তথায় যাইয়া দোলমঞ্চে উপবেশন করেন। এই কয় দিবস এই স্থানে নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

১৬। জন্মাষ্টমী। ইহা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই দিবস একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ভিতরশায়িনী (যে নটী দেবমন্দিরের ভিতর যাইয়া নৃত্য গীত করিতে পারে।) বসুদেব ও দেবকীর বেশে জন্মাষ্টমীর অভিনয় করিয়া থাকে। ঐ দিবস দেবের বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। এই দিবস কৃষ্ণের জন্ম দিন। যথা, ব্রহ্মপুরাণে।

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জন্ম কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥"

১৭। কালীয়দমন। ইহা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে হয়। ঐ দিবস মদনমোহন মার্কণ্ডেয় সরোবরে যাইয়া কালীয় দমনের অভিনয় করিয়া থাকেন। প্রাতে শ্রীমূর্ত্তিতে একটী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কৃত্রিম সর্প প্রদান করা হইয়া থাকে।

১৮। পার্শ্বপরিবর্ত্তন। ইহা ভাদ্রমাসের শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। কোন কোন পুরাণে ইহা দ্বাদশীতে হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত আছে। যথা, কৃত্যতত্ত্বধৃত বচন।

"বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব!॥
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
প্রবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥"

উৎকলখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। যথা,—

"ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে হরিবাসরে ভগবানের শয়নগৃহ দ্বারে শনৈঃ শনৈঃ গমন পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবেক। পর্য্যঙ্কে শায়িত ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিবেক। অনন্তর, ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানকে নমস্কার করিয়া গর্গোপনিষদ দ্বারা স্তব করিবেক। মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক্ ভগবান্‌কে উত্তর মুখে স্থাপন করিবেক। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবেক।

"দেবদেব জগন্নাথ কল্পানাং পরিবর্ত্তক।
পরিবর্ত্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং॥
যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভিঃ।
জগদ্ধিতায় সুপ্তোঽসি পার্শ্বেন পরিবর্ত্তয়॥"

হে দেব, হে জগন্নাথ, হে কল্পপ্রবর্ত্তক! তোমার পরিবর্ত্তনে স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট সমস্ত জগতের পরিবর্ত্তন হয়; তুমি জগতের হিতার্থে শয়ন করিয়াছ, এক্ষণে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কর। এই তোমার পরিবর্ত্তনের কাল, অতএব হে ভগবন্! জগৎকে রক্ষা কর। তোমার অনুমতিতে পুরন্দর উৎসাহ পূর্ব্বক ধ্বজে

আরোহন করিয়া তোমার পাদপদ্ম ও উজ্জ্বল মস্তক দর্শন করিবেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ধরাতল প্লাবন করিয়া জগৎ পালন করিবেন। অনন্তর দেব দেবকে স্মরণ করিয়া তালব্যজন ও চামর দ্বারা ব্যজনও সুগন্ধ মালা চন্দন ভগবানের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবেক, মধু ইক্ষু বিকার পায়স যাবক বিবিধ সুস্বাদু ফল ঘৃতপক্ক পিষ্টক ও সুগন্ধ তাম্বূল নিবেদন করিবেক। এই কালে যে মানব ভগবান্‌কে দর্শন করে সে পুনর্ব্বার জননীর জঠরে জন্মগহণ করিবেক না। এই দিনে স্নান দান তপস্যা হোম পূজা জাগরণ ও তর্পণ করিলে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, এইরূপ কার্য্য করিলে বিষ্ণুলোকে বাস এবং মনোহভীষ্ট সিদ্ধ হয়।"

এই দিবস বামন-জন্মোৎসব হইয়া থাকে। ইহাতে বিষ্ণুর বামনাকৃতি মূর্ত্তি ছত্র ও কমণ্ডলু লইয়া শিবিকারোহণে পরিভ্রমণ করেন।

১৯। সুদর্শনোৎসব। ইহা আশ্বিন মাসের পৌর্ণমাসীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস সুদর্শন মূর্ত্তিকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া নৃত্যগীতের সহিত নগর পরিভ্রমণ করান হইয়া থাকে। ঐ দিবস লক্ষ্মীর বিশেষ পূজা হয় এবং সকলেই রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকে। ইহাকে কোজাগর পূর্ণিমা কহে।

২০। উত্থান একাদশী। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। যথা, মাৎস্তে।

"শেতে বিষ্ণুঃ সদাষাঢ়ে ভাদ্রে চ পরিবর্ত্ততে।
কার্ত্তিকে পরিবুদ্ধে চ শুক্লপক্ষে হরের্দ্দিনে॥"

কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে হরিবাসরে ভগবান্ জগন্নাথকে প্রাতঃকালে সঙ্কল্পানন্তর পূজা করিবেক। অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্থাপন করাইবেক।

"উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ তেজোরাশে জগৎপতে।
বীক্ষ্যোতৎ সকলং দেব প্রসুপ্তং তব মায়য়া ॥"

"হে দেবদেবেশ হে তেজোরাশে হে জগৎপতে! আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং সমস্ত অবলোকন করুন আপনার মায়াতে সমস্ত জগৎ প্রসুপ্ত হইয়াছে। হে প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ হে শ্রীহরে আপনি স্বচক্ষে অবলোকন করুন।" আপনি অবলোকন করিলে এই জগতের পরম মঙ্গল হইবেক। অনন্তর বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কার্য্য দ্বারা বেণু বীণার সুমধুর শব্দে বন্দী ও মাগধগণের মঙ্গলগীত ও শঙ্খমৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য শব্দে ভগবানকে উত্থাপন করিবেক। অনন্তর সুগন্ধি তৈল পঞ্চামৃত নারিকেলোদক ও নানাবিধ ফলের রস, সুগন্ধ ও আমলকীর রস, যবকল্ক, গাত্রে লেপন করাইয়া স্নানানন্তর গাত্রে তুলসী চূর্ণ সুগন্ধ চন্দন লেপন করাইবেক।

২১। রাসযাত্রা। ইহা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় হইয়া থাকে।

লোকনাথ। আমরা জগন্নাথ সন্দর্শন করিয়া পরে লোকনাথ সন্দর্শনে যাই। ইহা পুরীর মন্দির হইতে দুই মাইল দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রাবণ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও মন্দির গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যে দিবস তথায় যাই সে দিবস লোকনাথের যাত্রা উপলক্ষে অন্ততঃ ২০ হাজার লোক একত্রিত হইয়াছিল। লোকনাথলিঙ্গ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। লিঙ্গটী দেবীপীঠের ভিতর। তাহার ভিতরে জলের স্প্রিং থাকায় সর্ব্বদা ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে ও অতিরিক্ত জল দেবীপীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লিঙ্গটী সর্ব্বদাই জলে ডুবিয়া আছে। স্প্রিংটী অন্য একটী পুষ্করিণীর সহিত সংযুক্ত থাকা সম্ভব। আমরা পূজক ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া দেবস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম। যথা—

"অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং।
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনং॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥"

ইতি দেবসার-শিবস্তবঃ ॥

অনন্তর, আমরা দেখিলাম, শতকরা ৯০জন যাত্রীর উপর মিষ্টান্ন লইয়া মন্দিরের বহির্দ্দেশে থাকিয়াই দেবের উদ্দেশে ভোগ প্রদান করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করা বড়ই দুঃসাধ্য। শিবরাত্রি উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত স্প্রিংয়ের মুখ বন্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎকালে যাত্রীরা ভিতরে যাইয়া লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া থাকে। সাধারণ লোকে স্প্রিংয়ের বন্দোবস্ত অবগত নহে এজন্য এই সময় উহা শুষ্ক দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের পার্শ্বে একটী অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরে হরপার্ব্বতী রহিয়াছেন। এই হরমূর্ত্তি ধাতুময়ী ও লোকনাথের ভোগমূর্ত্তি। লোকনাথ শ্রীজগন্নাথদেবেরর তোষাখানার দাওয়ান বলিয়া প্রত্যেক দিন রাত্রিতে তাঁহার ভোগমূর্ত্তিটী শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হয়, এবং প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার স্বস্থানে নীত হয়।

মার্কণ্ডেয় হ্রদ। অনন্তর, আমরা মার্কণ্ডেয় সরোবর সন্দর্শন করিতে আসি। ইহা শ্রী৺মন্দিরের অর্দ্ধমাইল উত্তরে অবস্থিত। এই মার্কণ্ডেয় হ্রদ কৃষ্ণকর্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। যথা,—

"তস্মিন্ নীলাচলে বিপ্রা দেবরাজস্য দক্ষিণে।
যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযমতৎপরঃ॥
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।
যত্র স্নাত্বা সুরাঃ সর্ব্বে স্বপুরং প্রাপুয়ুঃ পুরা॥
মার্কণ্ডেয়বটং বিপ্রা স্বয়ং কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং।
হিতার্থং মহর্ষেশ্চৈব মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ॥"

এই সরোবর তীরের দক্ষিণদিকে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দির রাজা কুণ্ডলকেশরী (৮১১-৮২৯ খৃঃ) নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, অতএব ইহা ১০৬৫ বৎসরের উপর হইবে। মন্দিরের গঠন নিতান্ত মন্দ নহে। ইহা পঞ্চতীর্থের অন্যতম। ইহার কার্য্যবিধি। প্রথম মার্কণ্ডেয়েশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তীর্থস্থানের অনুমতি লইবে। তৎপরে সরোবরে স্নান করিয়া স্বস্বমতে তিলক ধারণ করিবে। অনন্তর দেব ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া মহাপ্রসাদের পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বৃষভকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিবে তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া শক্তিকে মুষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিবে। এতদ্বিষয়ে পুরুষোত্তম তত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন। যথা,—

"মার্কণ্ডেয়হ্রদে গত্বা স্নাত্বা চোদঙ্মুখঃ শুচিঃ।
নিমজ্জেত্রীংশ্চ বারাংশ্চ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্॥
সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনং।
পাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তু তে।
নমঃ শিবায় শান্তায় শর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং॥
নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা বিধিবদ্দেবতামুনীন্।
তিলোদকেন মতিমান্ পিতৄনন্যাংশ্চ তর্পয়েৎ॥

স্নাত্বৈব তু তথা তত্র ততো গচ্ছেচ্ছিবালয়ম্।
প্রবিশ্য দেবতাগারং কৃত্বা তু ত্রিঃপ্রদক্ষিণং॥
মূলমন্ত্রেণ সংপূজ্য মার্কণ্ডেয়স্য চেশ্বরম্।
অঘোরেণ চ মন্ত্রেন প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ॥
ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ।
পাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তু তে॥
মার্কণ্ডেয়হ্রদে ত্বেবং স্নাত্বা দৃষ্টা তু শঙ্করং।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
পাপৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি॥
তত্র ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ যাবদাহূতসংপ্লবম্।
ইহলোকং সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥"

এই মন্দিরটী মূল, মোহন ও নাটমন্দিরভেদে তিন অংশে বিভক্ত। ইহার চতুর্দ্দিকে আদ্যনাথ, হরপার্ব্বতী, ষষ্ঠীমাতা, ষড়ানন, পঞ্চপাণ্ডব-লিঙ্গ ও ধবলেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছে। অনন্তর, মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়া মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে প্রার্থনা করিলাম, যিনি মৃকণ্ডুপুত্রকে কৃতান্তহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তন্নামে বিশ্রুত হইতেছেন, যিনি যোগিগণের ধ্যান লভ্য, যিনি নিত্য ও সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্যময় দেবাদি-দেবকে হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করি। যিনি পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি অভিনয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সমগ্র জগতের একমাত্র ভর্ত্তা, শাস্তা, দীনপাতা সেই আদ্য বীজকে অভিবাদন করি। যাঁহাতে এই বিশ্বসংসার অনাদিকাল হইতে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যাঁহার প্রভুত্বের তুলনা দুর্ল্লভ, সেই আদিদেবের শরণাপন্ন হই। যিনি এক হইলেও বহুরূপে বিদ্যমান আছেন; যিনি সমুদায় বিশ্বের আদি অন্ত ও মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই দীপ্যমান পরমদেব আমাদের শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। যিনি যোগিগণের বরণীয়, সর্ব্বব্যাপী

সনাতন ও ভক্তবৎসল, তিনি আমাদিগকে কৃতান্ত হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন। অনন্তর এই বলিয়া স্তব করিলাম।

"বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং॥"

ইতি অপরাধভঞ্জনস্তোত্রে। ২।

সরোবরের পূর্ব্ব তীরের মধ্যভাগে কৃষ্ণমূর্ত্তি কালীয় সর্পের ফণার উপর দাঁড়াইয়া বংশী বাজাইতেছেন। কালীয়দমনোৎসবের সময় শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগমূর্ত্তি এই স্থানেই আইসে। ইহার উত্তরভাগে একটী মন্দিরে সপ্ত মাতৃকার মূর্ত্তি, তৎপরে গণেশ, নবগ্রহ ও নারদের মূর্ত্তি রহিয়াছে। সপ্ত মাতৃকা মূর্ত্তি যথা,—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা। যথা, হেমাদ্রিব্রতখণ্ডে।

"তত্র ব্রাহ্মী চতুর্বক্ত্রা ষড়্ভুজা হংসসংস্থিতা।
পিঙ্গলা ভূষণোপেতা মৃগচর্ম্মোত্তরীয়কা॥
বরং সূত্রং স্রুবং ধত্তে দক্ষবাহুত্রয়ে ক্রমাৎ॥
বামে তু পুস্তকং কুণ্ডীং বিভ্রতী চাভয়প্রদা॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া পঞ্চবক্ত্রা ত্রিলোচনা।
শুক্লেন্দুভৃজ্জটাজূটা শুক্লা সর্ব্বসুখপ্রদা॥
ষড়্ভুজা বরদা দক্ষে সূত্রং ডমরুকং তথা।
শূলঘণ্টাভয়ং বামে সৈব ধত্তে মহাভুজা॥
কৌমারী রক্তবর্ণা স্যাৎ ষড়্বক্ত্রা সার্কলোচনা।
রবিবাহুর্ময়ূরস্থা বরদা শক্তিধারিণী॥
পতাকাং বিভ্রতী দণ্ডঞ্চাপং বাণঞ্চ দক্ষিণে।
বামে চাপমথো ঘণ্টাং কমলং কুক্কুটং স্রুবং॥
পরশুং বিভ্রতী তীক্ষ্ণং তদধস্তভয়ান্বিতা।

বৈষ্ণবী তার্ক্ষ্যগা শ্যামা ষড়্ভুজা বনমালিনী ॥
বরদা গদিনী দক্ষে বিভ্রতী চাম্বুজস্রজম্।
শঙ্খচক্রাভয়া বামে সা চেয়ং বিলসদ্ভুজা ॥
কৃষ্ণবর্ণা তু বারাহী শূকরাস্যা মহোদরী।
বরদা দণ্ডিনী খড়্গং বিভ্রতী দক্ষিণে সদা ॥
খেটপাশাভয়া বামে সৈব চাপি লসদ্ভুজা।
ঐন্দ্রী সহস্রদৃক্ সৌম্যা হেমাভা গজসংস্থিতা ॥
বরদা সূত্রিণী বজ্রং বিশত্যূর্দ্ধন্তু দক্ষিণে।
বামে তু কলসং পাত্রং ত্বভয়ং তদধঃকরে ॥
চামুণ্ডা প্রেতগা রক্তা বিকৃতাস্যাহিভূষণা।
দংষ্ট্রাগ্রক্ষীণদেহা চ গর্ত্তাক্ষী ভীমরূপিণী ॥
দিগ্বাহুঃ শ্যামকুক্ষিশ্চ মুশলং কবচং শরং।
অঙ্কুশং বিভ্রতী খড়্গং দক্ষিণে ত্বথ বামতঃ ॥
খেটং পূর্ণধনুর্দ্দণ্ডং কুটারঞ্চেতি বিভ্রতী।
চণ্ডিকা শ্বেতবর্ণা স্যাৎ শবারূঢ়া চ ষড়্ভুজা ॥
জটিলা বর্ত্তুলত্র্যক্ষা বরদা শূরধারিণী ॥
কর্ণিকাং বিভ্রতী দক্ষে পানপাত্রাভয়ান্বিতঃ।
ইত্যেবং মাতরঃ প্রোক্তা রূপভেদব্যবস্থয়া ॥"

মূর্ত্তি কয়টী ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাতে শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাণে কোন কোন মূর্ত্তি ষড়্ভুজা দশভুজা ও দ্বাদশভুজা বলিয়া বর্ণিত হইলেও এস্থানে সকল-গুলিই চতুর্ভুজা দেখিলাম।

অনন্তর, আমরা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিতে গমন করি। ইহাও পঞ্চতীর্থের অন্যতম। ইহা শ্রীমন্দিরের ঈশানকোণে ২॥০ মাইল দূরে ও গুণ্ডিচাগড় হইতে ১॥ পোয়া পথে অবস্থিত। ইহা দীর্ঘে ৪৮৬ ফুট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফুট্ হইবে, ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রস্তরে বাঁধান। ইহার অন্য নাম অশ্বমেধাঙ্গ। উৎকল খণ্ডে

১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গাভীর খুরাগ্র দ্বারা যে খাত হইয়াছিল, তাহারই নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এই পুণ্যপ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যথা চ ব্রহ্মপুরাণে,

"ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবং।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরো নাম যত্রাস্তে পাবনং শুভং॥
গত্বা তত্র শুচিঃ শ্রীমানাচম্য মনসা হরিং।
ধ্যাত্বোপস্থায় চ জপন্নিদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥
অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত তীর্থ সর্ব্বাঘনাশন।
স্নানং ত্বয়ি করোম্যদ্য পাপং হর নমোঽস্তু তে॥
এবমুচ্চার্য্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবানৃষীন্ পিতৄন্।
তিলোদকেন চান্যাংশ্চ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্‌যতঃ॥
দত্ত্বা পিতৃণাং পিণ্ডাংশ্চ সংপূজ্য পুরুষোত্তমং।
দশাশ্বমেধিকং সম্যক্ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

এই সরোবরে অনেকগুলি বৃহৎ কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এই যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ নামে তাহা চিরকাল বিখ্যাত হইবে এবং পাছে বংশ থাকিলে তাহার কীর্ত্তি লোপ হয়, ইহা মনে করিয়া স্ববংশ নাশের জন্য প্রার্থনা করিবার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বরে তাহার সন্ততিগণ কচ্ছপরূপে পরিণত হইয়াছে। দেব তাহাকে আরও বরপ্রদান করিলেন যে, 'এই মন্দির ভগ্ন হইলে পর যে কেহ ইহা নির্ম্মাণ করুক না তাহাতে তোমার কীর্ত্তি লোপ হইবে না।' এই কচ্ছপ সকল যাত্রি-প্রদত্ত খই মুড়্‌কী ও তীর্থপ্রদত্ত পিণ্ড সকল ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে, সোপানে পূর্ব্বধারে নৃসিংহ-দেবের মন্দির ও পশ্চিম তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। উৎকল খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃসিংহদেবের

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্মুখেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন] এই জন্যই এই ক্ষেত্র অশ্বমেধ ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। নৃসিংহদেবের মন্দির গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। অনন্তর নৃসিংহ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিলাম, যে দেব ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের মান রক্ষার্থে স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে আমরা সেই আদিপুরুষকে অভিবাদন করি। আমরা সংসার মোহরূপ হিরণ্যকশিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কামক্রোধাদিরূপ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক সতত প্রপীড়িত আছি। সেই দৈত্যহা ভগবান্ নৃসিংহদেব মোহকে বিনাশ করিয়া আমাদের রক্ষা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটী-
কোটিষ্বশেষ বসুরাদি-বিভূতি-ভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ব্রহ্মাণ্ডসংহিতা, ৫ অঃ, ৪৬ শ্লোক॥

যাঁহার প্রভা হইতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অনন্ত বিভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই নিষ্কলঙ্ক, অনন্ত, অশেষ-ভূত, গোবিন্দ, আদি পুরুষকে ভজনা করি।

"নমো বিজ্ঞান-মাত্রায় পরমানন্দ-মূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে॥
আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্ত-শক্ত্যূর্ম্ময়ে নমঃ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্ত্তয়ে॥
বচস্যুপরতং প্রাপ্য য একো মনসা সহ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ॥
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে।
মৃণ্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ॥

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোম-বত্তন্নতোঽস্ম্যহং ॥”
শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ১৬ অঃ, ১৯-২৩ শ্লোক ॥

ভগবান্ বিজ্ঞানময়, নির্ব্বিকার আনন্দময় বিগ্রহ, নারায়ণকে নমস্কার করি। তুমি আত্মারাম, শান্ত, তোমা হইতে দ্বৈতদৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি আনন্দ ও অনুভূতি-স্বরূপ, তোমাতে রাগদ্বেষাদি নিত্য নিবৃত্ত আছে, তুমি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর, তুমি অতি মহৎ তুমি অনন্ত-মূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার করি। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, যিনি একাকী প্রকাশ পান, যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, যিনি চিন্মাত্র, কার্য্য ও কালের কারণ, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বিভো! যাঁহাতে এই জগৎ অবস্থিতি করে ও লয় প্রাপ্ত হয়, আর যাঁহা হইতে এই জগৎ জন্মে আরও মৃণ্ময় পদার্থ সকলে মৃত্তিকার ন্যায় যিনি চরাচর বস্তু সকলে অনুস্যূত রহিয়াছেন, তুমি সেই ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার করি। আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও, যাঁহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ অবগত হইতে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকে নমস্কার করি।

অনন্তর, আমরা নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি সন্দর্শনে যাই। ইহা শঙ্করের অষ্ট মূর্ত্তির অন্যতম*। নীলমাধবের সময় হইতেই এই সকল মূর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল। উৎকল খণ্ডের ৪২ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্র

---

* উৎকল খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়।

‘তখন ক্ষেত্রস্বামী ভগবান্ বিষ্ণু সেই অষ্টধা বিভক্ত রুদ্রকে সেই ক্ষেত্রের অষ্টদিকে স্থাপন করিয়া আপনি মধ্যে অবস্থিতি করিলেন। সেই শঙ্করের অষ্টধা ভিন্ন মূর্ত্তির এই উপাধি-বিশেষ। কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়, ঈশান, বিল্বেশ ও নীলকণ্ঠ, রুদ্রের অষ্টধা মূর্ত্তি।

শঙ্খাকৃতি বলিয়া কথিত আছে। নীলকণ্ঠেশ্বর ইহার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাও এই স্থানে প্রথমে আসিয়া এই মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি পুরাতন হইলেও ইহার মন্দিরটি নূতন বলিয়া বোধ হয়। আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়া দেবের লিঙ্গমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম।

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে!॥"

জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, ৪৮। ৪৯ শ্লোক॥

"তামস প্রকৃতির লোকের মন অন্য স্থানে, শিব অন্য স্থানে, শক্তি অন্য স্থানে, বায়ু অন্য স্থানে ও 'এই তীর্থ এই তীর্থ' এইরূপে ভ্রমণ করে। হে বরাননে! যাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে; সুতরাং তাহাদের কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে।"

আমরা বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি, অনেক বিগ্রহমূর্ত্তিও দর্শন করিয়াছি, কই মনের শান্তি তো পাইলাম না। শাস্ত্রবাক্য কদাচ মিথ্যা নহে। আমরা সংসার মায়ায় অন্ধ হইয়া আত্ম তীর্থ বিস্মরণ করিতেছি। যাবৎকাল আমরা আপনাপন হৃদয়-তীর্থে সর্ব্বপ্রাণির অন্তরস্থ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে না পারিব, তাবৎকাল আমাদের মুক্তি হইবে না। কেবল "তীর্থ তীর্থ" করিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইয়া সেই আদি বীজের মূর্ত্তি বিশেষকে সন্দর্শন করিলে কি ফল হইবে।

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ, ২০২ শ্লোক॥

"হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে স্মরণ পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়ে যেরূপ দৃঢ় প্রীতি জন্মে, আমার যেন আপনার প্রতি সেইরূপ অচলা

প্রীতি থাকে, কথনও যেন অন্তঃকরণ হইতে আপনার প্রতি আমার প্রীতি তিরোহিত না হয়।”

যিনি সাগর মন্থনকালে গরল পান করিয়া বিশ্ব সংসার রক্ষা করত নীলকণ্ঠ নামধারী বলিয়া পুরাণে কথিত, তিনি আমাদিগকে ভবসংসার-গরল হইতে রক্ষা করুন। যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত আছেন, সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আমাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুন। যথা, যোগবাশিষ্ঠ।

“অশিরস্কমকারাভমশেষাকার-সংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥”

“যিনি মস্তকাদি-অবয়ব-বিহীন, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ‘আমি আছি’ এই বাক্য অজস্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা সেই পরমাত্মার উপাসনা করি।”

“দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥”

যোগবাশিষ্ঠ, ২ সর্গ, ১ শ্লোক॥

“যিনি স্বর্গে, মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর প্রকাশিত আছেন, সেই সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বাত্মাকে সতত প্রণিপাত করি।”

“স্থিতং সর্ব্বত্র নির্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎ পরম্।
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ॥

“যিনি আত্মরূপে ও অলিপ্ত-ভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত আছেন, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোময়কে বারংবার নমস্কার করি।”

অনন্তর, আমরা গুণ্ডিচা গড়ে আসিলাম। ইহা শ্রীমন্দির হইতে ২ মাইল দূরে ঈশানকোণে অবস্থিত। এই স্থলে রাজা ইন্দ্র-

দ্যুম্ন প্রথমে আসিয়া অধিবাস করেন। হয়মেধ সমাপনান্তে বিশ্ব-কর্ম্মা এই স্থানেই ব্রহ্মদারু হইতে ওঁকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের পাট্‌রাণীর নাম গুণ্ডিচা ছিল এই গড় তাহারই নামে খ্যাত হয়। ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ৪৩০ ফুট্ ও প্রস্থে ৩২০ ফুট্। ইহার চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর আছে তাহা ৫ ফুট্ বিস্তৃত ও ২০ ফুট উচ্চ। ইহার পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার, উত্তরভাগে বিজয় দ্বার ও মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগারকেও চারি অংশে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। দেবল বা মূলস্থান দীর্ঘে ৫৫ ফুট্ ও প্রস্থে ৪৬ ফুট্, ভিতর সারা দীর্ঘে ৩৬ ফুট্ ও প্রস্থে ২৭ ফুট্। ইহা ৭৫ ফুট্ উচ্চ হইবে। ইহাতে ক্লোরাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত ১৯ ফুট্ দীর্ঘ ও ৩ ফুট্ উর্দ্ধ বেদী আছে। ইহা রত্নবেদী নামে খ্যাত। রথযাত্রা উপলক্ষে দেব আসিয়া তথায় ৭ দিবস থাকেন। মোহন দীর্ঘ-প্রস্থে ৪৮ ফুট্। নাটমন্দির দীর্ঘে ৪৮ ফুট্ ও প্রস্থে ৪৫ ফুট্। ভোগমণ্ডপ দীর্ঘে ৫৯ ফুট্ ও প্রস্থে ২৬ ফুট্। এই পুরী, জনমপুর, জনকপুর বা মাসী বাড়ী বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জনকপুর কহে ; অথবা শ্রীজগ-ন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল স্বরূপ বলিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার জনকস্বরূপ হয়েন। আর, এই পুরীটিও ইন্দ্রদ্যুম্নের বাটী এজন্য জনকপুর বলিয়া বিখ্যাত হইবে। রথযাত্রার সময় দেব সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করেন ও বিজয় দ্বার দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ইহার দ্বার রুদ্ধ থাকে। কিন্তু, যাত্রিগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিতে যাইয়া জনকপুর দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে পয়সা দিলেই তাহা দেখিতে পাইয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা চক্রতীর্থে গমন করি ইহা বালগণ্ডি নালার ধারে সমুদ্রতীরে ও চক্রনারায়ণ মন্দিরের অনতি দূরে অবস্থিত।

ইহা একটী ক্ষুদ্র সরোবর। ইহার জল সুমিষ্ট, এখানে লোকে শ্রাদ্ধাদি করিয়া বালুকাপিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। পাণ্ডারা কহিল এই চক্রতীর্থের ধারে প্রথম শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তির জন্য চন্দন কাষ্ঠ (ব্রহ্মদারু) আসিয়াছিল। এই চক্রতীর্থের ৩০০ ফুট উত্তর ভাগে চক্রনারায়ণ-মূর্ত্তি ও তাহার ঈশান দিকে শৃঙ্খল বদ্ধ হনূমানের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

শ্বেতগঙ্গা। ইহা শ্রীমন্দিরের উত্তর ভাগে অবস্থিত। ইহার ধারে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধব অবস্থিত রহিয়াছেন। এই তীর্থটী অতি পুণ্যপ্রদ বলিয়া যাত্রিমাত্রেই ইহা দর্শন করিয়া থাকে। পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যোক্ত বচন যথা,—

"তত্র নীলাচলে বিপ্র শ্বেতগঙ্গা ইতি শ্রুতা।
শ্বেতমাধবরূপেণ তত্রাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥
মৎস্যমাধবস্তত্রৈব বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
উভয়োর্দ্দৃষ্টসংযোগে কোটৌ মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো বা পিতৃঘাতকঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি মধ্যে চ শ্বেতমৎস্যয়োঃ॥
শ্বেতায়াঞ্চ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তৌ শ্বেতমৎস্যকৌ।
পাপানি চ পরিত্যজ্য শ্বেতদ্বীপে ব্রজেৎ ধ্রুবং॥"

ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"শ্বেতগঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ শ্বেতমাধবং।
কুশাগ্রেণাপি রাজেন্দ্র শ্বেতগাঙ্গেয়মম্বু চ।
স্পৃষ্ট্বা স্বর্গং গমিষ্যন্তি মদ্ভক্তা যে সমাহিতাঃ॥"

যমেশ্বর। ইহা শ্রীমন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। উৎকলখণ্ডে উক্ত আছে যে, শঙ্কর এই স্থানে যমের সংযম নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া যমেশ্বর নামে খ্যাত হয়েন। ইহাঁর পূজা করিলে কোটিলিঙ্গের পূজার ফল হইয়া থাকে। ইহাঁর মন্দিরটী সাধারণ মন্দিরের ন্যায়। যথা, কপিলসংহিতা।

"যমেশ্বরং সমালোক্য পূজয়িত্বা তু ভক্তিতঃ।
নরঃ শিবমবাপ্নোতি যমদণ্ডবিবর্জ্জিতঃ॥"

অলাবুকেশ্বর। ইহা যমেশ্বরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত ও রাজা ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কপিলসংহিতায় উক্ত আছে, অপুত্র ব্যক্তিও এই স্থানে দেবদর্শন ও পূজা করিয়া পুত্রবান্ এবং কদাকার ব্যক্তিও সুন্দর হইয়া থাকে। যথা,—

"তস্য পশ্চিমদিক্‌ভাগেঽলাবুকেশ্বরসংজ্ঞকঃ।
আশ্রয়িত্বা নরস্তঞ্চ মনোরথমবাপ্নুয়াৎ॥
অপুত্রঃ পুত্রবাংশ্চৈব ব্যঙ্গঃ কন্দর্পরূপধৃক্।
ভবত্যেব মহীপাল তস্য লিঙ্গস্য সেবনাৎ॥"

কপালমোচন। ইহা অলাবুকেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, কালভৈরবের হস্তস্থিত কপাল (ব্রহ্মার পঞ্চম বক্ত্র) এই স্থানে মুক্ত হয় এবং তাহাতেই তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ অন্তর্হিত হয়। এতদ্বিষয়ে কপিলসংহিতাবাক্য যথা,—

"কপালমোচনো নাম লিঙ্গং সন্নিহিতং প্রভো!।
তং দৃষ্ট্বা বিধিবৎ ভক্ত্যা ব্রহ্মহত্যা বিমুচ্যতে॥"

অন্য কপালমোচন তীর্থের বিষয় আমরা রামেশ্বরে দেখিয়াছি ও তাহার পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছি। যাত্রিমাত্রেই পাপশান্তি মানসে এই কপালমোচন তীর্থে সকৃৎ স্নান করিয়া থাকে।

পাণ্ডা। অনঙ্গভীমদেব পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ৪৫০ ঘর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যাজপুর হইতে আনাইয়া পুরীতে বাস করান। বর্ত্তমান পাণ্ডারা তাঁহাদেরই সন্ততি হইবেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বেদজ্ঞ হইলেও এক্ষণে ইহারা বেদের কিছুই জানেন না, অধিক কি, ইহাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য উৎকলখণ্ড পুরাণ পর্য্যন্তও ইহারা জ্ঞাত নহে। ইহারা পাণ্ডা-গিরির অনুরোধে বাঙ্গালা, হিন্দি ও মাহারাট্টী কথা-বার্ত্তা কহিতে শিক্ষা

করে। ইহারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে নানা রকমে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। পাণ্ডার সংখ্যা এক্ষণে ৭৮৪ ঘর। প্রায় সকলেরই অবস্থা ভাল। সকলেই যাত্রিদিগের নাম ধাম খাতায় লিখিয়া রাখে, এজন্য একজন অপরের যাত্রী লইতে পারে না। ইহা ভিন্ন শাসনের ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকে। যাহারা খুরদহের রাজপ্রদত্ত জমী ভোগকরিতেছে, তাহারা মন্দির মোহনের দক্ষিণ দরজার অগ্নিকোণের মণ্ডপে বসিয়া রাজার মঙ্গল জন্য পুরুষসূক্ত ও সহস্র নাম পাঠ করিয়া থাকে।

পুরীর জল অতি উত্তম নহে, এস্থানের বায়ু অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত উত্তম ও তৎপরে অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এজন্য তৎকালে প্রায়ই সংক্রামক রোগ দৃষ্ট হয়। পুরীর ভিতর ও পুরীর রাস্তায় যে সকল যাত্রী থাকিবার আবাস আছে তাহা সরকারী স্বাস্থ্যরক্ষকেরা পরিদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকে। প্রত্যেক আবাসের লাইসেন্স লইতে হয় বলিয়া প্রায়ই পরিদর্শন-সময়ের পূর্ব্বে আবাস-গৃহগুলির সংস্কার কার্য্য হইয়া থাকে।

পুরীর মধ্যে যে, চিকিৎসালয় আছে তাহা অতিশয় বৃহৎ। ইহা গুণ্ডিচা হইতে পশ্চিমে একমাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যাত্রীমাত্রেই বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত ও ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে, আমরা পুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আধ্যাত্মিক অর্থ।



স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরে লক্ষ লক্ষ চতুর্বর্ণের হিন্দু যাত্রী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনার্থ আগমন করিয়া থাকেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া 'দারুময়ী' শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে মুক্তিমণ্ডপে একত্রে উপবেশন করিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে করিতে পরস্পরের মুখে তাহা আদান প্রদান করিয়া তৎকালের জন্য ইহ জীবনের সার্থকতা ভাবিয়া থাকেন; পরন্তু দেবপ্রাঙ্গণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াই সে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব বিস্মরণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাদিতেও "জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন লভ্যতে।" ইত্যাদি নানাবিধ বচন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য্য কি, হস্ত-পদাদি শূন্য 'দারুময়ী' শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তির প্রকৃত অর্থ কি, কি উদ্দেশেই বা তাদৃশ কলেবর নির্ম্মিত হইয়াছে, কি জন্যই বা পুরীমধ্যে উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনাদির ব্যবহার হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধানে কয়জন উৎসুক? আমরা এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শতাশ্বমেধ যজ্ঞান্তে সমুদ্র তীরে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বকর্ম্মা অতি গোপনে থাকিয়া তাঁহার শিল্পকার্য্যের চরম সীমা স্বরূপ এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণ করেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করি-

গাছি। ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি পরম ভাগবত ও তত্বজ্ঞানী ছিলেন, তিনি সংসারাসক্ত জীবগণকে নিতান্ত তত্বজ্ঞান-বিমুখ অবলোকন করিয়া, দয়াপরবশ হইয়াই যাহাতে সহজ উপায়ে সাধারণ মানবে তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অভিলাষেই এই অদ্ভুত কৌশলময় দারু ব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি জানিতেন যে, সাধারণ মানব নির্গুণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ নহে। ঈশ্বরের অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ অনন্ত, কার্য্য অনন্ত ও শক্তি অনন্ত। এই অনন্তের উপাসনা সাধারণ লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, সুতরাং শাস্ত্রে তাঁহার রূপ কল্পনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। যথা, তন্ত্রে।

"শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ॥"

"পরম যোগিপুরুষগণ আত্মাতেই শিবব্রহ্মের দর্শন করিয়া থাকেন। আর অজ্ঞানী জীবগণ প্রতিমায় ইষ্টদেবের উপাসনা করে; বস্তুতঃ অজ্ঞানীদিগের জন্যই প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে।"

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

"উপাসকদিগের ধারণার সাহায্য নিমিত্তই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে।" যথা মুগ্দল উপনিষদে।

"একো দেবো বহুধা সংনিবিষ্টঃ॥"

"এক ব্রহ্মই বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।"

তথা চ পরমাত্মস্তোত্রে।

"ন তে রূপং নচাকারো নায়ুধানি ন চাস্পদং।
তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে॥"

"দেব! আপনার কোনও আকৃতি, বর্ণ, স্থান বা আয়ুধাদি নাই তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্রকাশের অভিলাষে পুরুষ রূপ ধরিয়া থাকেন।" সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে।

"ভক্তানুগ্রহকরণায় তত্তদাকারগ্রহণং॥"

"ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই আপনি সেই সেই রূপে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।" লিঙ্গপুরাণে যথা,—

"অসতাং ভাবনার্থায় নান্যথা স্থূলবিগ্রহঃ॥"

"অজ্ঞানীদিগের ধারণার জন্যই স্থূল মূর্ত্তির কল্পনা, নতুবা ব্রহ্মের নিরাকারই চিরপ্রসিদ্ধ।" স্কন্দ পুরাণে যথা,—

"সাধকস্য তু কার্য্যার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতং॥"

"সাধকগণের ধ্যানাদি কার্য্যের সুবিধার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে।" বিষ্ণুপুরাণে।

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥"

"ভগবান্ বিষ্ণু এক হইলেও বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" উত্তরগীতা। ৩। ৭।

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥"

"কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ দ্বিজাতিগণের অগ্নিই দেবতা, মননশীল মুনিগণের হৃদয় মধ্যেই ইষ্টদেবতা, সামান্যবুদ্ধি মানবগণের প্রতিমায় দেবতা এবং সমদর্শী জ্ঞানীদিগের সর্ব্বত্রই দেবতা বিদ্যমান আছেন।"

যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই তাহারা প্রথমে সগুণের উপাসনা করিবে। যেমন কোন একটী দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিবার ঋজু বক্র ভেদে বহুবিধ পথ থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মোপাসনাতেও নানা-প্রকার ক্রম প্রচলিত আছে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথিক ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে থাকিলেও তাহাদের একই উদ্দেশ্য এবং তাহারা এক গন্তব্য স্থানে ক্রমে উপস্থিত হয়, সেইরূপ সাধক ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও

তাঁহাদের সকলের একই উদ্দেশ্য এবং চরমে সকলকেই এক স্থানেই উপস্থিত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের ১৭৪ অধ্যায়ে কথিত আছে ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার, যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। মহিম্নস্তবে উক্ত আছে।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

"বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত বা বৈষ্ণব, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত সকল, সরল ও কুটিল পথাবলম্বী সাধকগণের বিবিধ রুচির তারতম্যেই সমুদিত হইয়াছে; পরন্তু, সমুদ্র যেরূপ বিভিন্ন পথাবলম্বী সমস্ত নদনদীর একমাত্র আশ্রয় স্থান তদ্রূপ আপনিও বিভিন্ন মত সমূহের একমাত্র গম্য তাহাতে সন্দেহ নাই।" অন্য এক মহাত্মা কহিয়াছেন। যথা,—

"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বমেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥"

"যেরূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়া নদনদী দ্বারা একমাত্র সাগরেই মিলিত হয়, সেই রূপ নানাবিধ কল্পিত মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেই সেই এক কেশবকেই (পরম ব্রহ্ম) প্রণাম করা হইয়া থাকে।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান কালে বলিয়াছিলেন। যথা,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"

"যে যে ভাবে আমাকে (ঈশ্বরকে) ভজনা করে, আমি (ঈশ্বর) তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।" এখানে 'মাং' অর্থে ঈশ্বর বুঝিতে হইবে। ভগবান্ কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কার্য্যই করিবে না। যথা তত্রৈব।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনং॥"

অনেকেই সকামী হইয়া উপাসনা ও দানাদি সৎকার্য্য করিয়া উদ্‌যাপনের পরে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য স্মরণ করিয়া তৎতৎকার্য্য ফল শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সেটী আন্তরিক নহে, কারণ তাহারা সম্পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষী থাকেন, সে কারণ তাহাদের প্রকৃত সদ্‌গতি হয় না।

সগুণ উপাসনায় পত্র পুষ্প ও ফলাদি প্রদাতব্য। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন। যথা,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

"যে ভক্তি পুরঃসরে আমাকে (ঈশ্বরকে) পত্র, পুষ্প, ফল, ও জল প্রদান করে, তাহা প্রয়তাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।" ইহা কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে। যথা,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং সদারাধনকরণাৎ।
যো মে দদাতি সততং সদা ভক্তঃ প্রিয়ো মম॥"

"যে ব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করতঃ সর্ব্বদা আমার আরাধনা করে, সেই ব্যক্তিকেই আমার প্রিয় ভক্ত বলিয়া জানিবে।"

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যেথানেই পত্র পুষ্পাদি ভক্তির সহিত প্রদত্ত হইবে, সেই থানেই তিনি তাহা পাইবেন। যাহার অন্তর-শুদ্ধি হয় নাই তাহার পক্ষে প্রতিমাদিতে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্পাদি প্রদান বিধেয়। যখন চিত্তশুদ্ধি হইবে তখন তাহার প্রতিমাদির আবশ্যক হইবে না। ঈশ্বরের অংশাবতার মহাত্মা কপিল আপন মাতা দেবহূতীকে তত্ত্বোপদেশ দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন। যথা,—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চচেত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেম্ববাস্থিতং॥"
শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৩। ২৯। ২৫॥

"যে মানব স্বকর্ম্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয়, তাবৎকাল প্রতিমাদি পূজা করিবে।" তবেই দেখা যায় যতদিন ঈশ্বরজ্ঞান না জন্মে, ততদিন বিষয়াসক্ত মানব প্রতিমাদি পূজা করিবে; পরে ঐরূপ করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহার প্রতিমা পূজা নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার মাতাকে এতদ্বিষয়ে কহিয়াছিলেন। যথা,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"
শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৩। ২৯। ২১—২২॥

"আমি (পরমপুরুষ) সর্ব্বভূতে ভূতাত্মার স্বরূপ সদা অবস্থিত। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মানব প্রতিমার ভজনা করে সেই মানব আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, তাহার সেই প্রতিমা পূজা বিড়ম্বনা মাত্র; সে নিশ্চয় ভস্মে ঘৃত অর্পণ করে।"

চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে সাধারণ পত্র পুষ্পাদির আবশ্যক হয় না। তৎকালের উপাসনার পুষ্প অন্যরূপ। বিষ্ণুধর্ম্মে তাহাদের জন্য এইরূপ অষ্টবিধ পুষ্প উক্ত আছে। যথা,—

"অহিংসা প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং বিশেষতঃ।

শান্তিঃ পুষ্পং তপঃ পুষ্পং ধ্যানং পুষ্পং তথৈব চ।
সত্যমষ্টবিধং পুষ্পং বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং ভবেৎ॥"

"সাধকগণ ঈশ্বর পূজার সময়, অহিংসারূপ ১ম পুষ্প, ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ ২য় পুষ্প, সর্ব্বজীবে দয়ারূপ ৩য় পুষ্প, সর্ব্বজীবে ক্ষমারূপ ৪র্থ পুষ্প, শান্তিরূপ ৫ম পুষ্প, তপস্যারূপ ৬ষ্ঠ পুষ্প, ধ্যানরূপ ৭ম পুষ্প, এবং সত্যরূপ ৮ম পুষ্প, প্রদান করিবে। এই অষ্টবিধ পুষ্পই জগদীশ্বরের বিশেষ প্রীতিকর জানিবে।" ইহা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৩। ৫২ উক্ত আছে। যথা,—

"গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে॥"

"মানস পূজায় ভূতত্ত্বকে গন্ধরূপে, আকাশকে পুষ্পরূপে, বায়ুতত্ত্বকে ধূপরূপে, তেজকে দীপরূপে ও জলতত্ত্বকে নৈবেদ্য রূপে কল্পনা করিয়া পরমাত্মাকে অর্পণ করিবে।" তথাচ তত্রৈব। ৫। ১৪৩—১৫১।

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্।
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈ-র্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ॥
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা॥
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ।
কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ॥"

"মানস পূজাতে, অষ্টদল হৃদয়কমলকে আসন স্বরূপ প্রদান করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে। মনকে অর্ঘ্য স্বরূপ নিবেদন করিবে। উক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় জল কল্পনা করিবে। বসন স্বরূপ আকাশতত্ত্ব সমর্পণ করিবে। গন্ধ স্বরূপ গন্ধতত্ত্ব দিবে। চিত্তকে পুষ্প স্বরূপ কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। পঞ্চ প্রাণকে ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপ স্থলে তেজস্তত্ত্ব দিবে। নৈবেদ্যস্বরূপ সুধাম্বুধি সমর্পণ করিবে। অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদায় এবং মনের চাঞ্চল্যকে নৃত্য স্বরূপ কল্পনা করিবে। আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানা প্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে। মায়াভাব, নিরহঙ্কার, রাগশূন্যতা, মদশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দম্ভশূন্যতা, দ্বেষশূন্যতা, ক্ষোভশূন্যতা, মাৎসর্য্যশূন্যতা এবং লোভশূন্যতা, দেবীর চরণে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত এই দশ প্রকার ভাবপুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহার পর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পরম পুষ্প, ক্ষমারূপ পরম পুষ্প, এবং জ্ঞানরূপ পরম পুষ্প, এই পঞ্চ মহাপুষ্প প্রদান করিবে। এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, পরিশেষে মনে মনে সুধার সাগর, মাংসের পর্ব্বত, ভর্জ্জিত মৎস্যের

পৰ্ব্বত, মুদ্রার রাশি, সুপক্ক ঘৃতাক্ত পায়সরাশি, কুলামৃত অর্থাৎ শক্তিঘটিত অমৃতবিশেষ, কুলপুষ্প ও পীঠক্ষালন বারি দেবীকে প্রদান করিবে। অনন্তর, বিঘ্নকারী কাম ও ক্রোধকে বলি দিয়া, জপ আরম্ভ করিবে।”

সগুণ নির্গুণ উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উপাসনার পদ্ধতি নানা হইলেও সকলের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি-লাভ ও তৎসঙ্গে অন্তে পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া। হিন্দু, মহম্মদীয়, য়িহুদি, পারসি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, অনার্য্য, শবর, গন্দ ও ভীলাদি সকলেই আপনাপন পদ্ধতিতে উপাসনা করিয়া অন্তে মোক্ষ পাইতে পারে। দক্ষিণদেশে বিষ্ণু-আলয়ে যে দ্বাদশ আল্বার (সিদ্ধপুরুষ) দেবত্ব পাইয়া নিত্য পূজা পাইতেছেন, তাহাদের অনেকেই পঞ্চম বর্ণ (অতি নীচজাতি) ছিলেন। তাঁহারা আপনাপন পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐরূপ দক্ষিণদেশস্থ ৬৩ জন প্রসিদ্ধ শৈব ভক্তের অনেকেই পঞ্চম বর্ণোদ্ভব হইলেও শিবালয়ে ব্রাহ্মণের পূজা পাইতেছেন। কাল হস্তীর বিবরণে কন্নাপন ব্যাধের উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তিনিও উক্ত ৬৩ জন ভক্তের অন্যতম। পাণ্ডার-পুরের ভক্তাগ্রগণ্য তুকারামের নাম কে না বিদিত আছে। তিনি শূদ্র জাতির নীচ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কোনও শাস্ত্রীয় উপদেশ পান নাই; তথাপি কেমন ভক্তিমার্গ-প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অক্ষয় কীৰ্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মোক্ষ সামগ্রীটী কোন বর্ণের বা কোন সম্প্রদায়ের বা কোন মতের নিজস্ব নহে, ইহাতে সকল মানবেরই সমান অধিকার। সুতরাং মত বিরোধ বশতঃ অপরকে দ্বেষ করা অথবা অপরকে অধাৰ্ম্মিক ভাবা কদাচ উচিত নহে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, লোকশিক্ষা দিবার জন্যই পরম ভাগবত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন

অগ্রে শত অশ্বমেধ করিয়া পরে ব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করত এই উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধারণ মানবে অগ্রে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। বিনা কর্ম্মে কখনই চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। এতদ্বিষয়ে কয়েকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা, গীতা। ৩। ৪।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥"

"কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেহই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন না, পরন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে যদি কেহ কেবল মাত্র কর্ম্মত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না।" তথাচ তত্রৈব। ৩। ৭।

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ ॥"

"অর্জ্জুন! যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয় তত দিন তুমি নিয়তই কর্ম্ম-রত হইবে, মিথ্যা কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা এইরূপ কর্ম্মকে প্রধান বলিয়া জানিবে।" তথা তত্রৈব। ৩। ২০।

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ॥"

"অর্জ্জুন! জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অগ্রে কর্ম্ম করিয়া পরে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।" তথাচ রামগীতা। ৭।

"আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥"

"প্রথমে স্বস্ববর্ণ ও আশ্রম বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে পর সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসমস্ত

পরিত্যাগ করিবে এবং শমদমাদি সম্পন্ন হইয়া আত্মজ্ঞানের জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইবে।" রামগীতা। ১৭।

"যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাং।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥"

"যাবৎ স্থূলদেহাদিতে অবিদ্যাকৃত মায়াবশতঃ আত্মজ্ঞান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে; পরে ইহা আত্মা নয়, ইহা আত্মা নয় এইরূপ বিচার দ্বারা সমস্ত পদার্থকে পরিত্যাগ করত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, তদনন্তর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।" শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ২০। ৯।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা॥"

"যতদিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্য না জন্মে ততদিন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।" তথা, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে। ১৪। ১০৬।

"অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥"

"পার্ব্বতি! অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অজ্ঞান নাশ হইয়া জ্ঞানের উদয় হইবে বলিয়াই এই সকল নানাবিধ কর্ম্মের কথা বর্ণন করিলাম।" তত্রৈব। ৮। ২৮৬।

"অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥"

"পার্ব্বতি! অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধি হইবার জন্যই কর্ম্মবিধি সকলের উল্লেখ করিয়াছি এবং তদুদ্দেশ্য সাধন জন্যই নানাবিধ নাম ও রূপের কল্পনা করিয়াছি।" তথা, কুলার্ণবতন্ত্রে।

"তাবত্তপো ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং।
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥"

"যে পর্য্যন্ত জীবের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত তপস্যা ব্রত, তীর্থযাত্রা, জপ, হোম, দেবার্চ্চনা, বেদ ও আগমশাস্ত্রের কথায় প্রবৃত্ত থাকিবে। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না।" তথাচ হারীত সংহিতা।

"উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতং॥"

"পক্ষী যেরূপ উভয় পক্ষের সাহায্যে আকাশমার্গে গমন করে, জীব ও তদ্রূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিবে।"

এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণ থাকায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কর্ম্ম সকল কেবল চিত্তশুদ্ধির জনক মাত্র। চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই জীবগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, এজন্য অগ্রে কর্ম্ম কাণ্ডের অধীনে থাকিয়া স্বস্ববর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপ ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিবে। মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি ও প্রকারান্তরে এইরূপ উপদেশ দিবার জন্যই অগ্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রণবরূপী শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন*।

পরমতত্ত্বানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণে এই মূর্ত্তিকে প্রণবময় ও সাধারণ লোকে ইহাঁকে হস্তপদাদিশূন্য দারুময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া থাকে; কিন্তু পরোক্ত লোকেরা ইহা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতির পুণ্যবলে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাহার শিল্পকার্য্যের চরমসীমা স্বরূপ যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা এরূপ হস্তপদাদি শূন্য হইল কেন? যে বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বের কোনও একটী সামান্য কার্য্যের উপর লক্ষ্য করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, সেই

* উৎকলখণ্ডের মতানুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেব চতুর্ভুজ, কিন্তু অপরাপর পুরাণমতে ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টে হস্তপদাদি শূন্যই দৃষ্ট হয়। আমাদের প্রবন্ধটীও তদনুসারে লিখিত হইল। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া উৎকলখণ্ডের মতের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত না করেন।

দেবশিল্পী অতি মনোযোগের সহিত যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা এরূপ বিকটাকার হইল কেন? তাহারা যদি একবারও ইহা মনে করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, নতুবা আজন্ম কাষ্ঠের জগন্নাথ জ্ঞান করিয়া সহস্রবার দর্শন করিলেও কোন ফললাভ হইতে পারিবে না। ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রণব মূর্ত্তি। বিশ্বকর্ম্মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনটী প্রণব অর্থাৎ তিনটী 'ওঁ'কার লইয়া এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন,* এই জন্যই ইহা বিশ্বকর্ম্মার শিল্পের শেষ সীমা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ও সেই হেতুই তত্ত্বজ্ঞানিগণ ইহাকে হস্তপদাদি শূন্য সামান্য মূর্ত্তি না দেখিয়া প্রণবমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। প্রণবাবলম্বনের যে ফল, পুরুষোত্তমক্ষেত্র গমনে ও শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনের ও তদনুরূপ ফল কথিত হইয়াছে। তথায় কোনও জাতি-বিচার বা কোনও ব্রতাদি নিয়মের অনুষ্ঠান নাই, অথচ সকলেই তথায় যাইয়া আত্মাকে পবিত্র ভাবিয়া বিচরণ করেন। তথায় বিধিমন্ত্রের অনুষ্ঠান নাই অথচ সেই স্থান পবিত্ররূপে সকলের গ্রাহ্য; সুতরাং প্রণবালম্বনে যে সকল ফল হইয়া থাকে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ও তাহাই দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীজগন্নাথদেব যে প্রণবরূপী পরমাত্মা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মানব প্রণবরূপী শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে না অর্থাৎ মুক্ত হইবে,

* অনুলোম বিলোমে বাম ও দক্ষিণপার্শ্বে ২টী ওঁকার এবং তদূর্দ্ধে বিপরীতভাবে ১টি ওঁকার; এইরূপে ৩টী ওঁকার যোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে; এজন্যই ইহাঁর হস্তপদাদি কিছুই নাই। পাঠকগণ তিনটী ওঁকার বিপর্য্যস্তভাবে লিখিয়া মিলাইয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে; কিন্তু ইহার পরেই উল্লেখ আছে যে, যদি জীব পুনর্ব্বার সংসারে লিপ্ত না হয় তবেই মুক্ত হইবে। যথা,—

"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
সংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে॥"

"প্রাণিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের মুখ দর্শন করিয়া যদি আর সংসারে লিপ্ত না হন, তাহা হইলে তাহাকে আর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্ত হইয়া পরমাত্মায় লীন হন।"

যতক্ষণ শরীরে মমতা ও কামনা থাকিবে, ততক্ষণ শত শত বার শ্রীজগন্নাথদেবকে সন্দর্শন করিলেও তাহার মুক্তি হইবে না। মমতা ও কামনা সংসার প্রাপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারত যুদ্ধাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃরাজ্যে পুনঃস্থাপিত হইয়া শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মের নিকট বিস্তৃত রূপে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অহঙ্কারের বশীভূত ছিলেন। পরে নানা বিলাপ করতঃ রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের প্রকৃত অবস্থা হৃদঙ্গম করিয়া মমতা ও কামনা পরিহার জন্য যে তত্ত্বোপ-দেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য বিবেচনায় এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া মনের সহায়ে অহংকারকে পরাজয় পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগানন্তর সুস্থচিত্ত হইতে উপদেশ দিয়া কহিলেন; "হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি লাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদয়কে পরাজয় করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কিনা সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদিবিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক।

মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোক সমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহ নাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসা পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গম সংবলিত সমুদায় জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়, উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।”

শ্রীকৃষ্ণ মমতাশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা নির্ম্মম হইয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া হৃদিস্থ শ্রীজগন্নাথ সন্দর্শন করে এবং পুনর্ব্বার সংসার মায়ায় আবদ্ধ না হয়, তাহারাই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে,

অন্যথা নহে। শ্রীপরুষোত্তমে যাইতে হইলে পথিমধ্যে নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এবং তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। ইহাতে সাধককে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, প্রথমে তত্ত্বজ্ঞানের বিঘ্নস্বরূপ সংসারমায়া উত্তীর্ণ হইয়া পরে হৃদিস্থ শ্রীজগন্নাথ সন্দর্শন করিতে সকলেই যত্নবান্ হইবে; পরন্তু তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া পুনরায় সংসার মায়ায় লিপ্ত হইবে না। কর্ম্ম করিতে হইলে নির্লিপ্তভাবে করিবে। নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করা যাইতে পারে, তাহার উদাহরণ পুরাতন ইতিহাসে বিরল নহে। রাজর্ষি জনকের কথা অনেকেই অবগত আছেন। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, অথচ যেরূপে তৎফলে লিপ্ত থাকিতেন না, তাহা শ্রীশুকদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ১৫শ অধ্যায় হইতে দ্রষ্টব্য। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

অতএব পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, যতদিন চিত্ত চাঞ্চল্য থাকিবে, যতদিন নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত না হইবে, যতদিন মন আত্মবশে না আসিয়া আত্মচিন্তা করিতে না পারিবে, তাবৎ কোনরূপ শ্রেয়ঃসাধন হইবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লীলাস্থল, তিনি সর্ব্ব বস্তুতেই সদা বিরাজমান, তিনি জলে, স্থলে শূন্যদেশে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে ব্যক্তাব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছেন। বাস্তবিকই সমুদায় শাস্ত্রেই তিনি 'নিহিতং গুহায়াং' ও 'হৃদি স্থিতং' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ যেন কোন বহুদ্বারবিশিষ্ট দেবাগারে আবদ্ধ থাকিয়া, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অভাবে বিরাজ করিতেছেন। যে নামেই তিনি আহূত হউন না কেন; ভক্ত যদি চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হইয়া নিষ্কামভাবে অকপট হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকে, তবে তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া তদুত্তর প্রদান করিবেন এবং তদ্দণ্ডেই আগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তখন ভক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে

অন্তর-দৃষ্টিতে সন্দর্শন করিতে পারিবে। তখন সেই সর্ব্বব্যাপী অসীম ব্রহ্মের সহিত হৃদিস্থ জগন্নাথের সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে, সত্যজ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহাকেই সার্ব্বজনিক আত্মভাব বলিয়া থাকে এবং তাহাই প্রণবরূপী জগন্নাথ দর্শনের ফল। তখন মমতাভিমান বা জাত্যভিমান থাকিবে না। এমন কি সর্ব্বপ্রকার অভিমান মন হইতে বিদূরিত হইবে। স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিবে, পরোপকাররূপ দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করিবে। সামান্য ঘটাকাশ যদ্রূপ মহাকাশে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু যেমন সাগরনীরে বিলীন হইয়া থাকে, জলবুদ্বুদ্ যেমন জলেই মিলিত হয়, কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নি সংযোগে অগ্নিময় হয়, তদনুরূপ ভক্ত সতত যোগনিরত চিত্তে জগন্নাথকে ভাবিতে ভাবিতে জগন্নাথময় হয়েন। তখন তাঁহার কাম্যাকাম্য কিছুই থাকে না অর্থাৎ যাহা করেন তৎসমস্তই নিস্পৃহ হইয়া করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ২৫।২। কথিত আছে "এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।"

"যে ব্যক্তি ইহা (পরমাত্মা অর্থাৎ হৃদিস্থ জগন্নাথ) দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সেই ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানী হয়।" ইহাই জ্ঞানমার্গের চরম, ইহাই আত্মরতি। ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় ও মঙ্গলকর। এই আত্মরতির পরাকাষ্ঠা 'মহাপ্রসাদ' ভক্ষণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভাবটী আমরণ থাকা আবশ্যক, তবে মোক্ষের সম্ভাবনা। তজ্জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
সংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে॥"

অতএব এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, শ্রীজগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তি অবলোকন করিলেই মুক্তি হইবে না; পরন্তু যাঁহারা সংযতচিত্তে বিশ্বকর্ম্মার অদ্ভুত শিল্পকৌশল পূর্ণ প্রণবরূপ অবলোকন করিবেন তাঁহারাই বৈরাগ্য লাভ করিয়া মুক্ত হইবেন।

পুরীমধ্যে জাতি বিচার নাই এখানে কি ভদ্র, কি ইতর, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র (চতুবর্ণ) সকলেই একত্রে বসিয়া মহা-প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকে*। শূদ্র কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়াই অবলীলাক্রমে ব্রাহ্মণের মুখমধ্যে নিজের উচ্ছিষ্টান্ন প্রদান করে, ব্রাহ্মণও কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি এস্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও কয়জন ইহার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন? মহাপ্রসাদ ভক্ষণে কোনও দোষ নাই ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে বলিয়াই সকলে এইস্থানে আসিয়া ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন শাস্ত্রবাক্যের সেই নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? জাতিভেদ, কর্ম্মকাণ্ডের পরিপোষক, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর তাহা স্থান পায় না। যতদিন না তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় ততদিন আমি, তুমি, আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র ইত্যাদি বোধ থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে সকলই এক বলিয়া বোধ হয়, অতএব তথায় আর জাতিভেদ কিরূপে স্থান পাইতে পারে। ওঁকার স্বরূপ দারুময় ব্রহ্মমূর্ত্তির অবলোকনে যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাঁহার আর জাতিভেদ কোথায়? এজন্যই পুরীমধ্যে জাতিভেদ নাই জাতিভেদ করিতেও শাস্ত্রে নিষেধ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

*এক্ষণে, পঞ্চম বর্ণেরা দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পায় না ইহা আমরা ১৬৪ পৃঃ বলিয়াছি। পূর্ব্বকালে ইহারও বিচার ছিল না। উৎকল খণ্ডোক্ত জগন্নাথ সেবক বিশ্বাবসুই তাহার প্রমাণ।

স্বরূপতত্ত্ব জন্মিলে কেহই অপবিত্র বা বিধিনিষেধের বাধ্য থাকে না, এজন্যই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এতাদৃশ প্রসাদ ভোজনের নিয়ম প্রচলিত আছে ; ইহা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচারক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভাগবতে উক্ত আছে।

"নৈস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥"

"যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ত্রিগুণাতীত পথের পথিক হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধ কার্য্যকর হয় না।" জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র। ৫৭।

"তাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং যাবদ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ ॥"

"যাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবের জ্ঞানোদয় না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণাদি জাতির বিচার থাকে ; ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিত হইতে হয়।" কুলার্ণবতন্ত্র।

"পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥"

"যেরূপ মলয়ানিল বহিতে আরম্ভ করিলে আর তালবৃন্তের আবশ্যক হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পর আর কোন শাস্ত্রোক্ত নিয়মের প্রয়োজন হয় না।" গীতা। ৪। ৩৭।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥"

"অর্জ্জুন! যেরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি সমস্ত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান, সমস্ত কর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।" তথা উত্তর গীতা। ১। ২২।

"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্নস তত্ত্ববিৎ ॥"

"জ্ঞানামৃত পানে সুতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসাক্ষাৎকারী যোগীর বিধি ও নিষেধ নাই। যদি কেহ অভিনিবেশ

পূর্ব্বক বিধি নিষেধাদির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই তত্ত্ববিৎ নহেন।"

এক্ষণে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। শাস্ত্রাদিতে শরীরকে পুরী ও ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং জীবাত্মাকে পুরুষ ও পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। যথা, প্রশ্নোপনিষদি। ৬। ২।

"ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি।"

"হে ভারদ্বাজ! এই পুর অর্থাৎ পুরীরূপ শরীর মধ্যে তিনি শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই তাঁহাকে পুরুষ কহে। তাহাতেই এই সমস্ত ষোড়শকলা প্রাণাদি উৎপন্ন হয়॥"যথা, গীতা।১৩।১।

"ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

"অর্জ্জুন! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে॥"

শঙ্করবিজয়ে ১৩ অধ্যায়ে।

"পুরুসংজ্ঞে শরীরেঽস্মিন্ শয়নাৎ পুরুষো হরিঃ।
শকারোঽস্য ষকারোঽয়ং ব্যত্যয়েন প্রযুজ্যতে॥"

"পুর অর্থাৎ পুরীরূপ এই শরীরে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়াই আত্মা পুরুশ বলিয়া বিখ্যাত আছেন। এই পুরুষ শব্দ কখনও তালব্যশান্ত কখন বা মূর্দ্ধন্যষান্ত করিয়া পঠিত হইয়া থাকে॥" তথাচ গীতা। ১৩। ২২।

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"

"পুরুষ এই দেহে বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বদা তিনি স্বতন্ত্র-ভাবে আছেন। কারণ, তিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভোক্তা এবং শ্রুতিতে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন*।

* শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য আত্মা ও দেহের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্য অপরোক্ষাণুভূতিতে যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

অতএব, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা পুরী বলিলে পর শরীরকেই লক্ষ্য লইয়া থাকে, এজন্য জীব-দেহকেই লক্ষ্য করিয়া এই

"অহং শব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ।
স্থূলস্ত্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহী দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
যস্মাৎ পরমিতি শ্রুত্বা তথা পুরুষলক্ষণম্।
বিনির্ণীতং বিমূঢ়েন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে।
অপ্যাচ্যতে যতঃ শ্রুত্বা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপিচ।
অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ কথং স্যাদেহকঃ পুমান্॥
তত্রৈব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ।
জড়ঃ পরপ্রকাশ্যোঽসৌ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥" ৩১—৩৭॥

"আত্মা অহংশব্দে বিখ্যাত থাকিয়া এক ভাবে অবস্থিত আছেন আর দেহ স্থূলরূপে নানাবিধ, অতএব উক্ত দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। অহং দ্রষ্টা ও দেহ দৃশ্য পদার্থ, আর সাধারণত ইহা আমার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। অহং বিকারশূন্য ও দেহ বিকারবিশিষ্ট ইহা প্রত্যক্ষতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। সকল পদার্থের পর বলিয়াই আত্মাকে পুরুষ বলিয়া থাকে, অতএব মূঢ়গণ কিরূপে দেহকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যখন সমস্ত জড় পদার্থই পুরুষ-সংযুক্ত হইলে পর তবে উপাধিবুদ্ধিতে পুরুষ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, তখন আত্মা কিরূপে দেহ হইতে পারে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে পুরুষকে নির্লিপ্ত বলিয়া কথিত আছে, অতএব অনন্তমল-সংযুক্ত দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। যখন উপনিষদে পুরুষকে স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করে, তখন পরপ্রকাশ্য জড় দেহকে কিরূপে আত্মা বলিতে পারি।"

স্থানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে। জীব গর্ভযাতনাদি নানাবিধ দুঃখ ভোগ করত এই ভবসাগরমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া যদি প্রণবরূপ ভেলা অবলম্বন করিতে পারে, তবেই ভবসাগর পারে যাইয়া পুরুষোত্তম সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও এই উপদেশ দিবার জন্য মকর-নক্রাদি সঙ্কুল ভীষণ সাগর তীরেই প্রণবরূপী পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং এইরূপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধু দর্শন জন্য অত্র সমাগত ব্যক্তিগণের প্রণবালম্বনের ফলপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং পুরাণে ও এই উদ্দেশেই লিখিত হইয়াছে যে,

"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

আঠারো নালা পার হইয়া ধ্বজা দর্শনীর যে বিধি আছে তাহাতে প্রকাশ করিতেছে যে, কর্ম্ম কাণ্ডে নানা বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যে ব্যক্তি তাহা সংযতচিত্তে উত্তীর্ণ হইতে পারে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যাহার বিবেক উপস্থিত হয়, সেই আত্মস্থ জগন্নাথ সন্দর্শনের অধিকারী।

পুরীমধ্যে শ্রীবিমলা দেবী বিরাজ করিতেছেন ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রবাদ এই বিমলাদেবী প্রসন্না না হইলে কেহ শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পান না, এজন্য যাত্রিগণ অগ্রেই বিমলাদেবীর পূজাদি করিয়া পরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রণবাবলম্বন জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজন হইলে প্রাণায়াম দ্বারা অগ্রে মূলস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিতে হয়, পরে তিনি জাগ্রত হইলে জীবের আজ্ঞাপুরে গতি হয়, নচেৎ কিছুতেই হয় না; অতএব বিমলাদেবীও কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপ শ্রীক্ষেত্রের মূলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন।

সর্ব্বত্রই শ্রীলক্ষ্মী ও নারায়ণ একত্রে অবস্থান করেন, কিন্তু এই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দিরে অবস্থিতি নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রণবাবলম্বী সাধকের ঐশ্বর্য্যের প্রতি কদাপি আসক্তি

থাকে না, এজন্য তৎপ্রাপ্য ব্রহ্মও ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রীর সহিত মিলিত হন না।

শ্রীক্ষেত্রে অক্ষয়বট থাকিয়া ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিতেছে। বটবৃক্ষে যেরূপ বহুফল হয় ও তন্মধ্যে নানাবিধ কীট জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের প্রতিলোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার মধ্যে নানাবিধ প্রাণী সকল অবস্থিত কারতেছে। এতদবলম্বী আত্মা নিরন্তর কারণ জলে প্রসুপ্ত থাকেন। তাগর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আকালিক প্রলয়োপলক্ষে প্রলয়-সলিলে ভাসমান মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক আত্মাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে।

পুরীর নিকটে স্বর্গদ্বার, মার্কণ্ডেয় সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্নসর ও শ্বেতগঙ্গাদি যে সমস্ত তীর্থ আছে তাহাতে নানাবিধ কর্ম্ম করিতে হয়। ইহা দ্বারা ও এই উপদেশ পাওয়া যায় যে অগ্রে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে প্রণবরূপী পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে রথযাত্রা ও দোলযাত্রা প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে।

"দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

যে মানব দোলার উপর শ্রীগোবিন্দকে, মঞ্চোপরি শ্রীমধুসূদনকে ও রথোপরি শ্রীবামনকে দর্শন করিবে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। এই বচন দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "দোলায়াং দোলগোবিন্দং" এই বাক্য দ্বারা, সংশয় রজ্জুতে আবদ্ধ আমাদিগের চিত্তদোলায় সেই পরম পুরুষকে স্থাপন করিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। গোবিন্দ শব্দে শাস্ত্রাদিতে যেরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। গাং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ। যদ্বা, গোভি-

র্বাণীভির্বেদান্তবাক্যৈর্বিদ্যতে যোহসৌ বিদন্তি যং পুরুষং তত্ত্বজ্ঞা ইতি বা। যথা, মহাভারতে।

"শাশ্বতত্বাদনন্তশ্চ গোবিন্দো বেদনাৎ গবাম্॥"

বিষ্ণুপুরাণে।

"গোভিরেব যতো বেদ্যো গোবিন্দঃ সমুদাহৃতঃ॥"

তথা গৌতমীয়তন্ত্রে। ২ অধ্যায়ে।

"গোশব্দেন জ্ঞানমুক্তিং তেন বিন্দেত তৎপ্রভুম্।
গোশব্দাৎ বেদ ইত্যুক্তস্তে নরা লভতে বিভুম্॥"

এই সকল শাস্ত্র বচনে গোবিন্দ শব্দে পরমপুরুষই উক্ত হইয়াছে; অতএব যদি কোনও মনাব সর্ব্বদা নানা বিষয়াদি ভাবনায় চঞ্চল চিত্তরূপ দোলায় তত্ত্বজ্ঞান সাহায্যে গোবিন্দকে (পরমপুরুষকে) একবার স্থাপন করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় এবং তৎপরে আর সংসারে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না, অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয়।

"মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।" এই বাক্য দ্বারা এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায় যে, মাবগণ স্বীয় হৃদয়মঞ্চে সেই পরমপুরুষকে রক্ষা করিয়াই দর্শন করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ১১০ অধ্যায়ে মধুসূদন শব্দে এইরূপ অর্থ লিখিত আছে। যথা,—

"সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্॥
মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনো মধুসূদনঃ॥
পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥"

মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া ছিলেন বলিয়া পুরাণে ভগবান্‌কে মধুসূদন কহে। কিন্তু, বেদে ইহার প্রকৃত অর্থ এই-

রূপ উক্ত আছে যে, মধু শব্দে শুভাশুভ কর্ম্ম বুঝায়; তাহার কারণ এই যে, কর্ম্ম-সমস্ত পরিণামে অশুভ হইলেও ভ্রান্তগণের নিকট আপাততঃ মধুর বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পুরাণে শুভ ও অশুভ কর্ম্মকে এই-রূপ অসুর বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই শুভ ও অশুভ কর্ম্মকে যিনি নাশ করেন অর্থাৎ যে পরম পুরুষকে বিজ্ঞাত হই-লেই সমস্ত কর্ম্ম দূরীভূত হইয়া যায় তিনিই যথার্থতঃ মধুসূদন নামে বিখ্যাত। অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়মঞ্চোপরি সেই পরমপুরুষকে অবস্থান করাইয়া প্রেমবারি দ্বারা অভিষিক্ত করাইতে পারিলেই জীবের আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরন্তু, যাহারা পুনর্ব্বার সংসারে লিপ্ত হয় তাহাদের ভাগ্যে উক্ত বিমলানন্দ কোনরূপেই সংঘটিত হয় না।

"রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

এই বাক্য দ্বারা যেরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথের উপর দেখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ অন্তর্দ্দিষ্টিতে দেহরথে সেই পরমাত্মাকে আরোহণ করাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বামন শব্দে ত্রিলোকব্যাপী পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলিকে ছলনা করিবার জন্য বিষ্ণু বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদক্রমণে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে যে বর্ণনা আছে। তাহা,—

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ শাসনানসনে অভি॥"

এই মন্ত্রের ছায়া মাত্র। ব্রহ্মপুরাণেও কথিত আছে।

"এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ স্মৃতো বিষ্ণুর্বিষধাতুঃ প্রবেশনে॥"

"ভগবান্ বামনমূর্ত্তি দ্বারা এই ত্রিজগৎ আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া এবং বিষধাতুরও প্রবেশ অর্থ, এজন্য তিনি বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন।"

এই সমস্ত বাক্য দ্বারা জানা যায় যে পরমপুরুষই বামন নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। আর শাস্ত্রে শরীরকেও রথ বলা হইয়াছে। যথা, কঠোপনিষদি। ৩। ৩—৬।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥"

"শরীররূপ রথের, আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব এবং মনকে প্রগ্রহ বলিয়া জানিবে। যেরূপ দুষ্ট অশ্ব সকল সারথির বশীভূত হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি অযুক্ত মন দ্বারা অবিজ্ঞানবান্ অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানে নিশ্চেষ্ট থাকে নিশ্চয়ই তাহার ইন্দ্রিয় সকল ও বশীভূত হয় না; পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি যুক্ত মন দ্বারা বিজ্ঞানবান্ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির সমীপে উত্তম অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়।"

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে দেহরূপ রথে আরূঢ় দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার সংসারে লিপ্ত না হন তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

এক্ষণে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি শরীর রথে আত্মাকে দর্শন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় হয়, তবে সর্ব্বদাই রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবে, এইরূপ না কহিয়া, কি

জন্য আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে বিশেষ করিয়া বলিলেন। আত্মা সর্ব্বদাই শরীরারূঢ় আছেন এজন্য এরূপ দৃষ্টান্ত কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আষাঢ় মাস মিথুন রাশি, এজন্য উহা মিথুন নামে খ্যাত। দ্রাবিড়ীরা উহাকে স্পষ্টতই মিথুন কহিয়া থাকে। মানবদেহ স্ত্রীপুরুষাত্মক মিথুন হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং আষাঢ় মাসের উল্লেখ করিয়া ঐ নিগূঢ় তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখ দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিতেছে যে, মিথুনঘটিত দুইটী জীবের মিলনে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগেই দেহরূপ রথের উৎপত্তি হয়। অতএব, আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়ার উল্লেখ করিয়া অতি নিগূঢ় ভাবে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা ভবনে অষ্টাহ গমন ও তাহার পর তথা হইতে পুনরাবৃত্তি কেন হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অষ্টাহ শব্দে অষ্টাঙ্গ যোগ। সাধক ক্রমে ক্রমে এক এক যোগকে অতিক্রম করিয়া গুণ্ডিচায় অর্থাৎ ব্রহ্মপথে অধিগমন করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শরীর-রথের অশ্ব ইন্দ্রিয়গণ, মন প্রগ্রহ, বুদ্ধি সারথি ও আত্মা রথী। আত্মা যতদিন পর্য্যন্ত শরীরী থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন না ব্রহ্মপদে লীন হইবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে, অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধিলাভ করিলেও কর্ম্মের অধীন থাকিতে হইবে এবং কর্ম্মের অধীন থাকিলেই তাহাকে পুনর্ব্বার সংসার পথে আসিতে হইবে। তথাচ গীতা।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

"কোনও শরীরী ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, প্রত্যুত প্রাকৃতিক গুণ সকলকেই অধীনের ন্যায় কার্য্য করাইয়া থাকে।" তথাচ রামগীতা। ৮।

"ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্যাতে ভবঃ॥"

"সকাম ব্যক্তিগণের ক্রিয়াই শরীরোৎপত্তির কারণ। এই কর্ম্ম হইতেই প্রিয় ও অপ্রিয় ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভোগজন্য পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার যদি শরীরোৎপত্তি হইল তবে তাহাতে ক্রিয়াও অনিবার্য্য। এ জন্যই এই সংসারকে চক্রের ন্যায় কথিত হইয়া থাকে।" এজন্যই শ্রীজগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচা ভবনে গমন ও প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

পথিমধ্যে খুদীমাসীর ভবনে শ্রীজগন্নাথদেবের যে পৃথুকান্ন-ভোজনের বিধি আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে সহোদরা। অবিদ্যাপ্রভব শরীরস্থ আত্মার বিদ্যাই মাসী। অতএব, জীবগণ যখন মোক্ষপথের পান্থ হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন করে তখন আহারাদির হ্রাস হইয়া থাকে, পরে যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়, তখন নাদচক্রে গমন কালে বিদ্যা উদিতা হইয়া সাধককে সহস্রার গলিত সুধা পান করান, সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থই শ্রীজগন্নাথদেব পথিমধ্যে খুদীমাসীর আলয়ে ভোজন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীয় পঞ্চকোষ বিবেক সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহারই মর্ম্ম হোরা পঞ্চমীতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নাম ভেদে পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, ইহার পর জীবের আর কোনও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্ব্বে প্রকটীকৃত হইয়াছে। আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়ায় শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচায় গমন করিলে

পর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণস্থ দেবালয়ে পঞ্চ দিবস ব্যাপী যে উৎসব হইয়া থাকে তাহাকে হোরাপঞ্চমী উৎসব কহে। উক্ত পাঁচদিবস নিত্য লক্ষ্মীদেবীকে উৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত করিয়া সমারোহে দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। তৎকালে তাঁহাকে অন্যান্য দেবের সম্মুখে লইয়া যাইয়া অল্পসময় অবস্থিত করান হয়। সেই সময়ে বিমলার দ্বারেও যাইয়া যেন তিনি তাঁহার নিকটে কোন বিষয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া থাকেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করান হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মোক্ষাভিলাষীর ঐশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, পরন্তু ঐশ্বর্য্য তাহাকে মুক্তিমার্গ হইতে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ পরম তত্ত্বজ্ঞানী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মানবগণকে প্রকারান্তরে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিবার মানসে বাহ্যদৃষ্টে ঐরূপ রথযাত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নতুবা যদি ইহা সামান্য অভিপ্রায়ে হইত তাহা হইলে, ভারতস্থ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একবাক্যে ইহাঁর সম্মাননা করিয়া আসিতেন না। প্রকৃত পক্ষে এই জগন্নাথক্ষেত্র কর্ম্মাবলম্বী ও জ্ঞানাবলম্বী উভয়বিধ লোকেরই প্রীতিপ্রদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর পরিগ্রহোৎসবে এইরূপ পরমতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে যে, এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ নশ্বর কিন্তু দেহী অবিনশ্বর। দেহ জীর্ণ হইলে দেহী তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করেন। শাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যথা, কঠোপনিষদি। ২। ১৮।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

"আত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন না, এবং বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি লাভও করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ নাই।" তথাচ গীতা। ২। ২২।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন।" তথাচ রামগীতা। ৩৫।

"কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽমরঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ॥"

"আত্মা কখন মরেন না, কখন জন্মেন না, কখন ক্ষীণ হয়েন না, অথবা বৃদ্ধি পান না। তিনি অমর, সর্ব্ব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, অতিশয় সুখাত্মক, স্বয়ংপ্রভ, সর্ব্বগত ও অদ্বিতীয়॥"

এইরূপ শাস্ত্রীয় বচনে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চভূতাত্মক দেহ জীর্ণ হইলে দেহস্থিত অব্যয় পুরুষ তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর অন্তে উক্ত উৎসব হইয়া থাকে। এস্থলে দ্বাদশ বৎসরের উল্লেখ দ্বারা দ্বাদশ রাশিচক্রের পরিপূর্ণতা দেখাইয়া সামান্যতঃ মনুষ্যজীবনের একটী কালনির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র; সকল দেহীকেই পরিভ্রাম্যমান এই রাশিচক্রের নেমিতে পতিত হইয়া কোন না কোন সময়ে কলেবর ত্যাগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্দিরের উত্তরাংশে, অন্তঃ ও বহিঃ প্রাঙ্গণের মধ্যে হস্তীদ্বারের পশ্চিমস্থিত "বৈকুণ্ঠধামের" পশ্চিমে বিস্তৃত চত্বরে নিম্বকাষ্ঠ হইতে নিভৃত ভাবে পঞ্চদশ দিবসে দেবের নূতন কলেবর নির্ম্মিত হয়। তৎকালে দেবের নিত্য সেবা বন্ধ থাকে। মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও চিত্রিত হইলে পুরাণ মূর্ত্তি হইতে একমতে ব্রহ্মা প্রদত্ত ব্রহ্মমণি অন্যমতে শবর আনীত কৃষ্ণের বা বুদ্ধের পঞ্জরাস্থি নূতন মূর্ত্তিতে প্রদত্ত হইলে পর উৎসবের সহিত বিগ্রহ চতুষ্ঠয় শ্রীমান্দরে নীত হয় এবং তৎকালে পুরাতন মূর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া অথবা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা হয়। তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, মানবদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। তাহা জীর্ণ হইলে আত্মা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে এবং তাহার পর স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে অন্য দেহাদি লাভ করে। যথা, কঠোপনিষদি। ৫। ৭।

"যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম।
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ॥
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

"হে গৌতম! জীব মরণান্তে নিজকর্ম্মাদির অনুসারে অন্য কোনও জীবদেহ বা বৃক্ষাদিরূপ জড়দেহ লাভ করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।" তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি।৫।১০-১২।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥
সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥"

"আত্মা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব কিছুই নহে, তবে যখন যেরূপ শরীর ধারণ করেন তখন, সেইরূপ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন।

দেহী আত্মা স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে, সংকল্প, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহাদি দ্বারায় পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া নানাবিধ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। আত্মা স্বগুণদ্বারাই কর্ম্মফলানুসারে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ বহুবিধ দেহ লাভ করিয়া থাকে।”

তথাচ মনু।

“শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণাং উত্তমাধমমধ্যমাঃ॥”

“মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্ম্মের শুভাশুভ ফল দ্বারা জীবগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হইয়া থাকে।”

তথাচ তত্রৈব।

“শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥”

“মনুষ্যগণ, শারীরিক কর্ম্মদোষে স্থাবরযোনি, বাচিক কর্ম্মদোষে মৃগাদিযোনি ও মানসিক কর্ম্মদোষে অন্ত্যজাতি লাভ করিয়া থাকে।”

এইরূপ নানা শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, দেহী পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মফলে আবার নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। দেহী দেহ পরিত্যাগ করিলে পর, সাধারণ লোকে হয় তাহাকে দগ্ধ করে, না হয় নদী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ বা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া থাকে। শাস্ত্রাদিতে ও সংসারীর দেহকে দগ্ধ করিবার এবং শিশু ও যোগিপ্রভৃতির দেহকে জলসাৎ বা মৃত্তিকাসাৎ করিবার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতন কলেবর হইতে ব্রহ্মমণি আনয়নানন্তর নবকলেবর মধ্যে অর্পণ করিয়া অভিষেকান্তে পুনর্ব্বার নবজন্মোৎসবাদি বিধান দ্বারা স্পষ্টই জানান হইয়াছে যে, আত্মা জীর্ণদেহ-ত্যাগান্তে নবদেহ পরিগ্রহ করিলে পর, পিতা মাতা তাঁহাকে শিশু উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার জাতকর্ম্মাদি

সংস্কার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায়, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবরোৎসবে মানবজীবনের সর্ব্বব্যাপারই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিগূঢ় পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে জীবের সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবযৌবন উৎসবে আমরা দুইটি উপদেশ পাইয়া থাকি। পঞ্চভূতের সাম্যতা থাকিলেই আমাদের নশ্বর দেহ ঠিক থাকে; আর কোন কারণে তাহার বৈষম্য ঘটিলে, শরীরের গ্লানি হইয়া থাকে। অযথা স্নানাদি আচরণ করিলে আমাদের শরীরে পীড়া হয়, এবং তাহার পর নিয়ম করিয়া ঔষধ সেবন করিলে গ্লানি বিদূরিত হইয়া পুনর্ব্বার সুস্থতা আইসে। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে আমরা নিত্য উৎকৃষ্ট চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি ভোজন করিয়া থাকি, সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা দ্বারায় ঔষধ সেবন করিতেছি, তথাচ আমরা সদা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি না, আবার জরাদি শনৈঃ শনৈঃ আমাদের অগোচরে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু, যে সকল মহাত্মারা, পার্থিব ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর আত্মমন সেই পরব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া পরোপকারার্থে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতেছেন, যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ তিনটী বা পাঁচটী গ্রাস মাত্র অন্নে দিনাতিপাত করিতেছেন, যাঁহারা মহীরুহতলে অথবা দেবপ্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করেন, ধরিত্রীই যাঁহাদের শয্যা, আকাশই যাহাদের চন্দ্রাতপ, যাঁহারা বিভূতিম্রক্ষণে ও অগ্নির সাহায্যে অন্যের পক্ষে দুবিসহ শীত নিবারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শরীরকান্তি কি মনোহর! আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যোগপ্রভাবে আত্মারাম হইয়াছেন, তাঁহারা জীবন্-মুক্ত হইয়া আপন আয়ু পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; জরা তাঁহাদের দেহে কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না।

তাদৃশ মহাত্মার সংখ্যা অল্প তাহার আর সন্দেহ নাই। ভূতপূর্ব্ব কাশীর তৈলিঙ্গ-স্বামীর বয়ঃক্রম কেহই জানিত না; তিনি যে কতকাল কাশীতে ছিলেন তাহাও জানা নাই; তবে তাঁহাকে অনেকেই দর্শন করিয়াছেন; তাঁহার কি মনোহর হৃষ্টপুষ্ট শরীর ছিল। গত প্রজাসংখ্যা নির্দ্দেশের সময় স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দীর্ঘজীবী। বঙ্গে ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা যেথানে এক সহস্র, স্ত্রীলোকের সংখ্যা তথায় ১৩৮৭ জন। আমাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে, বিশেষ বিধবা-সকলে অধিক পরিমাণে ধর্ম্মাচরণে থাকে বলিয়াই উহারা অধিক দীর্ঘজীবী হয় ও উহাদের দেহ কান্তিবিশিষ্ট থাকে। বিশেষ যাঁহারা ব্রহ্মচারিণী হইয়া কালাতিপাত করেন, তাহাদের শরীরে পীড়া প্রায় থাকে না।

ফলতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবনোৎসব-ব্যাপার দ্বারা সাধকগণকে ইহাই স্মরণ করাইতেছে যে, প্রথমতঃ যতদিন সংসারে লিপ্ত থাকা যায়, তাবৎ কালই বিষয়-জ্বরে প্রপীড়িত হইতে হয়; পরে ক্রমশঃ শাস্ত্রবিধি-নিয়মরূপ সুচিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করত দেহের নবসংস্কার করিতে হয়। তাহা হইলে তৎকালে পুরাতন দেহের মলিনতা বিদূরিত হইয়া নববিধ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়। এই তত্ত্বটীই দেবের চিত্রকার্য্য দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে। আর আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নবযৌবনোৎসবের শেষ দিবসে দেবের নেত্র চিত্রিত হয় এবং তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সাধক তপস্যা নিয়মাদির বশীভূত থাকিলেও যত দিন না তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে, ততদিন তাহার কোন কর্ম্মেরই শেষ হইবে না; পরে যখন জ্ঞাননেত্র বিকাশিত হইবে তখন তিনি শাস্ত্রাদি বিধির বশীভূত না থাকিয়া যথেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারিবেন।

কালিয়দমনোৎসব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মার্কণ্ডেয় সরোবরের তীরে 'কালিয়দমন' মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ইহা অবশ্য ব্রজের যমুনাগর্ভস্থ কালিয়নামা সর্পের দমনকালীন বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি। বাঙ্গালার অভিনেতৃগণ ইহার অভিনয় করিয়া থাকে। প্রায় বঙ্গবাসী মাত্রে ইহার পৌরাণিক বিবরণ জ্ঞাত আছেন। এই অভিনয়ের অভ্যন্তরে যে পরমতত্ত্ব নিবিষ্ট আছে তাহা একবার দেখা আবশ্যক।

মান্যবর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন।

"কালীয়দমনের কথাপ্রসঙ্গ মাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা উপন্যাস মাত্র, অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে, রূপক। রূপকও অতি মনোহর।

"উপন্যাসটী এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্ত্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটী, হরিবংশের মতে পাঁচটী, ভাগবতের মতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র ছিল। তাহাদের বিষে সেই আবর্ত্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহই থাকিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণ লতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্ত্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ফন পূর্ব্বক হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালিয়, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া, বংশীধর গোপবালক, নৃত্য করিতে

স্রোত। তাহাতে আবার ভীষণ আবর্ত্ত আছে। আবর্ত্তকে পাকচক্র বা ঘুরণ কহে। পদ্মা নদীতে পাকে পড়ার কথা অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন। তাহাতে যেমন বৃহৎ বৃহৎ তরণী বা বৃক্ষাদি পড়িলে, তাহা চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে পাকের মধ্যস্থলে আসিয়া ডুবিয়া যায়, পরে আবার অন্যত্র ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ জীব কালের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মৃত্যুমুখে পড়িয়া সহসা অদৃশ্য হয়, আবার কিছু কাল পরে স্বকর্ম্মার্জ্জিত পাপপুণ্যের বশে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া ইহলোকে আবির্ভূত হয়। এইরূপ জীবগণ অনন্তকাল হইতে কালের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছে। এই নিগূঢ় তত্ত্বটী কৌশলে রূপকরূপে বর্ণনা করিবার জন্যই যমুনাকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফলপ্রদ শ্রীধর্ম্মরাজের ভাগিনী বলিয়া অন্যত্র কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই কালচক্রের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় আছে কি? সাগর সদৃশ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিলে তাহার উপায় অবশ্যই হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালরূপিণী যমুনার গর্ভে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ কালিয়* সর্প বাস করিতেছে। সাংসারিক আপদ্ সমূহই তাহার ভীষণ গরল; এই গরলে কেনা জর্জ্জরিত হইতেছে। এই দুরতিক্রম্য কালকে সহসা বশীভূত করা দুষ্কর। কালের মহিমা অনন্ত বলিয়া কোন পুরাণে তিন ফণা, কোথায় বা পাঁচ ফণা অথবা সহস্র ফণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কালের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অবিষয়ীভূত হইতে হইবে। তাহা কি প্রকারে সাধিত হইবে? আর্য্যঋষিরা তাহার

* কালিয়ঃ, কালায় হিতঃ। কাল+পাণিনিমতে ঘঃ। মুগ্ধবোধমতে ইয়প্রত্যয়ঃ। যদি কোথায় কালীয়ঃ এইরূপ থাকে তবে কাল+ছঃ। মুগ্ধবোধমতে ঈয় প্রত্যয় হইবে।

উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া কহিয়াছেন যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে; যিনি 'মমতাকে সংসার প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতাকে ব্রহ্মলাভের কারণ' বলিয়া জানিয়া, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাসে কামনা পরাজয় করিয়াছেন; যিনি সংসারের সমস্ত পদার্থকে সঙ্কল্প সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া জানিয়া সঙ্কল্প-জাল ছিন্ন করিয়াছেন; যিনি সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিয়া, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে 'ন্যস্ত কর্ম্ম' জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে; যাহার দ্বেষ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; যিনি কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস-যোগ একই বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন; কর্ম্ম অবশ্য-করণীয় জ্ঞানে, নিষ্কাম হইয়া লোক-শিক্ষার্থে যিনি তাহার সতত অনুষ্ঠান করেন; যিনি কর্ম্ম করিয়াও নিত্য সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও পদ্মপত্র জলের ন্যায় তৎফলে লিপ্ত হন না; যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত সমস্তই অধর্ম্ম, 'যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য' ইহা জানিয়া যিনি নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্বপ্রাণি-হিতকর সত্যব্রতে আত্ম-মন-জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পর দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দেখেন; যাহার মন হইতে স্তেয়ভাব বিদূরিত হইয়াছে; যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব জীবের হিত-কামনা করিয়া থাকেন; যিনি যোগযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন; যিনি বিবেক-বুদ্ধিতে কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন; যিনি অজ, নিত্য, অব্যয়, বিশ্বের কারণ, সচ্চিদানন্দ, পুরুষোত্তম জগন্নাথকে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মারূপে অবস্থিত এবং উপাসনার জন্য বহু হইলেও সমস্ত আরাধ্যদেবকে অভিন্ন জ্ঞানে ভক্তিসহকারে উপাসনা করেন; যিনি তদ্গতপ্রাণ হইয়া ন্যায়োপেত শ্রুত্যাদিপ্রমাণ দ্বারা অজ্ঞব্যক্তি সমূহকে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ ও কীর্ত্তন করতঃ নিত্য আনন্দানুভব করেন;

লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া, রুধির বমন পূর্ব্বক, মুমূর্ষু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্য ভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদের মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্নীগণকে কেহ গরলোদ্গারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্নীগণ কিন্তু সুধাবর্ষিণী। অনন্তর, কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্তোত্র আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনাপরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে সমুদ্রে গমন করিল। তদবধি যমুনা প্রসন্নসলিলা হইলেন।

"এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্য শত্রু সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি এবং ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ বিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায়, যে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটী ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ত্তে এই ভুজঙ্গের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে, তিনি এই বিষধরকে

পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তি বিকাশ পূর্ব্বক, অভয় বংশী বাদন করেন, তাহা শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণী ও প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্ত্ত মধ্যে অমঙ্গল ভুজঙ্গের মস্তকারূঢ় এই অভয় বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে।"

উক্ত ব্যাখ্যা অতি মনোহর তাহার আর সন্দেহ নাই, তবে পুরীতে উহার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে কালত্রয়। শাস্ত্রে কহে "কালস্য কুটিলা গতিঃ" কালের গতি বক্র। সর্পের গতিও কুটিল এজন্য তাহার একটী নাম 'কুটিলগ'। আর্য্য ঋষিরা কালকে সর্প-রূপকে ভূষিত করিয়াছেন। কালে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। কাল সকলকে হরণ করিয়া থাকে এজন্য আর্য্যঋষিরা কালকে সর্ব্বহর বলিয়াছেন। কাল সাধারনতঃ দুরতিক্রম বলিয়া কথিত আছে। মহাভারতে আদিপর্ব্বের অনুক্রমণিকা-পর্ব্বাধ্যায়ে। ২৪৫—২৪৮। ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে বিদুর বলিয়াছেন,—

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ॥
কালো হি কুরুতে ভাবান্ সর্ব্বাঁল্লোকে শুভাশুভান্।
কালঃ সংক্ষিপতে সর্ব্বাঃ প্রজা বিসৃজতে পুনঃ॥
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু চরত্যবিধৃতঃ সমঃ॥
অতীতানাগতা ভাবা যে চ বর্ত্তন্তি সাম্প্রতম্।
তান্ কালনির্ম্মিতান্ বুদ্ধা ন সংজ্ঞাং হাতুমর্হসি॥"

কালিন্দী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধা। কালস্রোতস্বতী বলিতে কৃষ্ণসলিলা বুঝায়, অপর পক্ষে কালের

যিনি, সর্ব্বভূতে পরমাত্মা ও পরমাত্মায় সর্ব্বভূত, সমভাবে সদা জ্ঞান দৃষ্টিতে সংদর্শন করেন; যাহার আত্মানাত্ম বিষয়ক ভেদ-জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; যিনি বিদ্যা ও বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণে, গাভিতে, হস্তিতে, কুক্কুরে ও শ্বপাকে, একই ভাব অবলোকন করেন; অধিক কি, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তে যাহার একই ভাব হইয়াছে; তাদৃশ মানব ইহলোকে সংসার জয় করিয়া জীবন্মুক্ত ও সদানন্দ হইয়া বিচরণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণকর্ম্মা হইয়া দেহান্তে,"জলবিম্ব যেমন জলে উদয় হইয়া জলে মিশিয়া যায়,"তদ্রূপ অজ, নিত্য, অব্যয়, বাক্য-মনের অগোচর, সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মে মিলিয়া যাইবে। তাহার পুনরাবৃত্তি আর হইবে না। তাহা হইলেই তাহার কালকে অতিক্রম করা হইবে। এজন্যই কালীয়ের দলন কল্পিত হইয়াছে। অনন্তর, বালকৃষ্ণ বলিবার তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবে অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে 'বাল' বিশেষণে বিভূষিত করিবার অভিপ্রায় যে বালকের চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল এবং আনন্দময়। এজন্য শ্রীবালকৃষ্ণে বুঝিতেছি যে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নির্ম্মল ও আনন্দময় হইয়াছেন। আশার নিবৃত্তি হইলেই আনন্দের উদয় হয়। আনন্দের প্রধান লক্ষণ নৃত্য। নৃত্যে আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। ব্যোমকেশ শূলীর একটী নাম সদানন্দ; তিনি সদাই ডম্বুরু বাজাইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন। নারদঋষি সদা পরমানন্দে বীণাহস্তে নৃত্য করিয়া হরিগুণ গাইয়া থাকেন। পুরাণে দেখা যায় যে, শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর দ্বয় নিপতিত হইলে পরমারাধ্যা কালী আনন্দে এরূপ নৃত্য করেন যে তাহাতে বিশ্ব রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়; তখন সদাশিব তাঁহাকে বিরত করিতে স্বয়ং শবরূপে পতিত হয়েন; দেবী নৃত্যের আবেশে আপন পতির উপর উঠিয়াই লজ্জাবশে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাবধি বাঙ্গালায় কালী উপাসকেরা

সাদরে পূজা করিয়া থাকে। রামায়ণে দেখিতে পাই যে রাঘব কর্ত্তৃক দশমুণ্ড নিপাতিত হইলে, বানর সেনা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। মহাভারতে ঘটোৎকচ বধাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে কর্ণ 'এক পুরুষঘাতিনী' অমোঘ শক্তি প্রহারে ঘটোৎকচকে নিপাত করিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন করিয়া রথের উপর নাচিতে থাকেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া কহিলেন 'সখে, ব্যাপার, কি ? এরূপ শোকের সময়ে কিজন্য এত নৃত্য করিতেছ ?' শ্রীকৃষ্ণ দ্বিগুণ উল্লাসে বাহুর আস্ফোটন করিয়া কহিলেন,"কর্ণের নিকট যে অমোঘ 'এক ঘাতিনী' শক্তি ছিল, যাহা তোমার বধের জন্য সযত্নে এতাবৎকাল রক্ষিত ছিল, তাহা এই মাত্র ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ঘটোৎকচ মরিল বটে, কিন্তু এখন তুমি নির্ভয়ে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে জানিয়া আমি আনন্দে বিভোর হইয়াছি, তাই নৃত্য করিতেছি।"* ভারতযুদ্ধে অপর অনেকানেক মহরথীরা সমরে অরাতি নিপাত করিয়া আনন্দে ধনুক হস্তে নৃত্য করিতেন বলিয়া কথিত হয়। নদিয়ার শ্রীনিমাই-চৈতন্য ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত আছেন ; তিনি আনন্দে নৃত্য করিতেন ইহা অনেকেই জানে। অমিয়-নিমাই-চরিত-রচয়িতা এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "নিমাই নৃত্য করিতেন কেন ? সেই দিগ্বিজয়ী

---

* যথা, মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বণি। ১৭৮। ১—৩।
"হৈড়িম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বিশীর্ণমিব পর্ব্বতম্।
বভূবুঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে শোকবাষ্পাকুলেক্ষণাঃ॥
বাসুদেবস্তু হর্ষেণ মহতাভিপরিপ্লুতঃ।
ননাদ সিংহনাদঞ্চ পর্য্যম্বজত ফাল্গুণম্॥
স বিনদ্য মহানাদমভীষূন্ সংনিয়ম্য চ।
ননর্ত্ত হর্ষসংবীতো বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ॥"

পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চিরদিন অন্যকে বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি নৃত্যরূপ চপলতা করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহ্লাদে নাচিতেছেন। আপনারা কি শুনেন নাই যে মনুষ্য অতি আহ্লাদে নাচিয়া থাকে? অতি আনন্দের নৃত্য করা একটি প্রধান লক্ষণ। নিমাইয়ের অতি আনন্দ হইয়াছে তাই নৃত্য করিতেছেন।

"নিমাইয়ের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে? শ্রীভগবানের নাম কি গুণ কার্ত্তন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের আনন্দের পরিমাণ কি? সেই আনন্দের পরিমাণ নাই। যে ব্যক্তি বিদ্বজ্জন সমাজে সর্ব্বপ্রধান ও অতি অভিমানী, সেই নিমাই পণ্ডিত, সর্ব্ব সমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিয়া, বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। শ্রীভগবান্ আনন্দময়, সুতরাং নৃত্যকারী; তিনি যেমন আনন্দময় তাঁহার সেবাও তেমনি সুখময়; ইহা জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিক্ষা করিল। সেই যে নিমাই উদ্ধত ও মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শিখিয়া বৈষ্ণবগণ এখনও সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া থাকেন। তবে নিমাই আনন্দের নিমিত্ত নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য। এখনকার অনেকের আগে নৃত্য, পরে আনন্দ। নিমাই আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ নিমাইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।"

আনন্দে নৃত্য করা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বালকেরা আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে।

বালকের ন্যায় সরলবুদ্ধি কৃষ্ণরূপী অন্তরাত্মা কালপরাজয়রূপ আশা-নিবৃত্তি এবং কামনা-সিদ্ধি হওয়ায় আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। তাহাই শ্রীবাল-কৃষ্ণের কালিয়দমন রূপকে পুরাণকারেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই কালিয়দমন-শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিদর্শনে ও বাৎসরিক উৎসবে মায়াবিমুগ্ধ মানবকে এই পরমতত্ত্ব স্মরণ করাইতেছে যে, "হে মূঢ় মানব! আর কতকাল মোহে ভ্রান্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া বারংবার যাতায়াত করিবে? যত শীঘ্র পার মহাজনপ্রদর্শিত ও তদনুষ্ঠিত পথের অনুসরণ করিয়া কাল অতিক্রম করিতে সতত যত্নবান্ হও। যদি তুমি সর্ব্বপ্রাণির হিতকর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল জপাদি কার্য্য দ্বারা কে কামনা জয় করিতে চেষ্টা কর, তবে কামনা অভিমান রূপে তোমার মনে আবির্ভূত হইয়া তোমার সমস্ত কার্য্য বিফল করিবে। যদি তুমি কেবল বিবিধ জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর, সে তোমার মনে জঙ্গম মধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হইবে। যদি কেবল বেদোক্ত সমালোচনার দ্বারা তাহাকে শাসন করিতে যত্ন কর, সে তোমার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করিবে। যদি কেবল ধৈর্য্য দ্বারা তাহাকে জয় করিবার প্রয়াস পাও, সে কখনই তোমার মন হইতে অপনীত হইবে না। যদি কেবল অরণ্যে যাইয়া ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও তপস্যা দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হও, সে তোমার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হইবে। মোক্ষার্থী হইলেও যদি কামনা পরিপূর্ণ-চিত্ত হইয়া তাহাকে জয় করিতে বাসনা কর, সে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিবে। কিন্তু যদি নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বপ্রাণি-হিতকর সত্যব্রতে জীবন সমর্পণ কর তাহা হইলেই কামনাকে পরাজয় করিয়া ক্ষীণকর্ম্ম হইয়া কালের মস্তকোপরি নৃত্য করিতে পারিবে, অন্যথা কালের

অতীত হইতে পারিবে না, পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারে আসিতে ও যাইতে হইবে। তখন দুঃখের অবধি থাকিবে না। এখনও সতর্ক হও, এখনও সময় আছে, এ অবসর অবহেলায় হারাইও না।”

ইহাই বালকৃষ্ণের কালিয়দমন মূর্ত্তি সন্দর্শনের ফল। যিনি ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তিনি ক্রমে ক্রমে আত্মোন্নতি করিবেন, ইহাই সম্ভবপর। পুরাণকারদিগের শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমনরূপক-সৃষ্টি, অপূর্ব্ব কল্পনার পরিচায়ক। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত অমূল্য তত্ত্বগুলিকে নানাবিধ রূপক অবলম্বনে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা আপাতত আমাদের বোধের অগম্য অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার অভ্যন্তরে অতি গূঢ় উপদেশ থাকা সম্ভব। শাস্ত্র অতি পবিত্র সমগ্রী। পবিত্রভাবে তাহার গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলেরই যথাযোগ্য যত্ন করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় অনেকে শাস্ত্রীয় পুস্তকের মর্ম্ম না বুঝিয়াই তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

উত্থান একাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শয়ন একাদশী উৎসব-ত্রয়ের দ্বারা সাধককে এই তত্ত্ব স্মরণ করাইতেছে যে, এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ভেদে এবং সমস্ত জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে তিন অবস্থা। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিতে যাইয়াও “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই সূত্র দ্বারাই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেরই স্থিতি ও লয় আছে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শয়নের বিধান দ্বারা ও বিশ্বের ত্রিবিধ অবস্থা এবং তৎসমুদয় শ্রীজগন্নাথদেবে আরোপিত করিয়া তাঁহাকেই প্রকারান্তরে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

ভগবান্ নারায়ণ কল্পের আদিতে পুনর্ব্বার প্রজা সৃষ্টি করিতে

অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং তৎপরে ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। যথা, শতপথব্রাহ্মণে। ২। ৬। "সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত।"

"তিনি কামনা করিলেন, আমি প্রজা সৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা (চিত্ত সমাহিত করিয়া স্বশক্তি-সমূহের অনুশীলন) করিলেন। অনন্তর, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন।" এই শ্রুতিটী তৈত্তিরীয় উপনিষদে ২ বল্লীর ৬ অনুবাকেও দৃষ্ট হয়। তথা, বিষ্ণুপুরাণে। ১। ৪। ১—২।

মৈত্রেয় উবাচ।

"ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে!॥

পরাশর উবাচ।

প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতিপতির্দেবো যথা তন্মে নিশাময়॥" ইত্যাদি।

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে! ব্রহ্মরূপী নারায়ণ কল্পাদিতে যেরূপে সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! সেই নারায়ণ ব্রহ্মা যেরূপে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।"

এই সকল বচন দ্বারা ভগবান্ যে ব্রহ্মামূর্ত্তিতে কল্পাদিতে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা প্রমাণিত হইল। নারায়ণ কল্পের আদিতে একাদশীয় নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হন বলিয়াই উত্থান একাদশী কহে। অতএব, ইহা দ্বারা সাধকগণকে বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থার (অর্থাৎ বিশ্বের ব্যক্তাবস্থার) এবং জীবের জাগ্রদবস্থার বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এইরূপ পার্শ্বপরিবর্ত্তন দ্বারা বিশ্বের স্থিতিত্ব ও সর্ব্ব জীবের স্বপ্নাবস্থা স্মরণ করাইতেছে। যথা, কৃত্যতত্ত্বধৃতবচন।

"দেবদেব জগন্নাথ কল্পানাং পরিবর্ত্তক।
পরিবর্ত্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥
যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভিঃ।
জগদ্ধিতায় সুপ্তোঽসি পার্শ্বেন পরিবর্ত্তয়॥"

এই বচনে স্পষ্টই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথা উল্লেখ আছে। অতএব এই উৎসবের দ্বারা যে জীবের স্বপ্নাবস্থার স্মরণ করাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; পরন্তু এই অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যাবস্থা বলিয়া ইহাতে মানসিক কার্য্যের একেবারে লোপ হয় না; এই অবস্থাতে ও মানসিক বৃত্তি সকল কার্য্য করিয়া থাকে, অতএব ইহা দ্বারা আমরা বিশ্বের স্থিতিত্বের অনুমানও করিতে পারি।

শয়ন একাদশী উৎসবের দ্বারা বিশ্বের প্রলয়াবস্থার ও সমস্ত জীবের সুষুপ্তি অবস্থার স্মরণ করাইতেছে। এই সময় ভগবান্ সমুদ্রমধ্যে শেষপর্য্যঙ্কে নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান থাকেন। যথা, বামনপুরাণবচন।

"একাদশ্যাং জগৎস্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ।
শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবম্॥"
ইত্যাদি।

শেষের অপর নাম অনন্ত; কালেরও আদি এবং অন্ত নাই এজন্য কালও অনন্ত। সর্প কুণ্ডলীকৃত হইলে তাহার আদি ও অন্ত থাকে না, এজন্য সর্পের সহিত কালের তুলনা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বমতে বিদ্যমান আছে। এই শেষ পর্য্যঙ্কের উপর নারায়ণ শয়ন করেন, এইরূপ পুরাণে বর্ণিত আছে। নার শব্দে জল, এই জল ভগবানের আশ্রয় স্থান বলিয়াই তাহাকে নারায়ণ কহে। যথা, বিষ্ণুপুরাণে। ১। ৪। ৬।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরম-পুরুষ হইতেই কারণ-বারির উদ্ভব এবং সেই কারণ-বারিই আবার তাহার আশ্রয় স্থান। এজন্য তাহার নাম নারায়ণ। ফলতঃ প্রলয়কালে অনন্ত, কারণ-বারিও নারায়ণের সত্ত্বায় ইহাই জানা যাইতেছে যে, সমস্ত বস্তুর নাশ হইলে, কাল ও সর্ব্বকারণবীজ স্বরূপ বারি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। এই সময় অন্য কোনও কার্য্য থাকেনা বলিয়া বিশ্বের অব্যক্তাবস্থা ও জীবের সুষুপ্তি অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে।

রাসযাত্রোৎসবের কোন বিশেষ তত্ত্ব আছে কি না, তাহা জ্ঞাত নহি। তবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবে যে ভাবে ইহাকে বুঝিয়া থাকেন, তাহা সংগত বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া থাকেন অথচ তাঁহাকে পরদারাভিগমনাপবাদে কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন, ইহাই আশ্চর্য্য। কৈশোর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালিকাগণের সহিত হাত ধরিয়া মণ্ডলীরূপে নৃত্য ও গান করিয়া থাকিবেন। বিষ্ণুপুরাণে ৫।১৩।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী রাস শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসানাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসো নাম। তথাচ ভরতঃ। অনেকনর্ত্তকীযোগ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতম্। আচতুঃ-ষষ্টিযুগ্মত্বাদ্রাসকং মসৃণোদ্ধতমিতি ॥"তথা ভাগবতের ১০।৩৩।২। শ্লোকে বলিয়াছেন যে,"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষঃ ॥" ইহার অর্থ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে হস্ত ধরিয়া গান করিতে করিতে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক যে নৃত্য করা, তাহাকে 'রাস' কহে। শ্রীধরস্বামীর মতে 'রাস' একটা ক্রীড়া মাত্র ; উহাতে আদি রসের বিন্দুবিসর্গ নাই। বালক বালিকাদিগকে এরূপ মণ্ডলাকারে পরস্পরে হাত ধরিয়া আনন্দে নাচিতে ও গাইতে দেখা যায়। কর্ণেল ডালটন্ সাহেব জঙ্গল মহলে কোল গণ্ড

প্রভৃতি পাহাড়ীদের মধ্যে যুবক যুবতীদিগকে এইরূপে নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন। পুরাকালে যখন এপ্রদেশে অবরোধ প্রথা ছিল না, তখন স্ত্রীপুরুষে যে হাত ধরিয়া মণ্ডলাকারে গান ও নৃত্য করিত, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা স্বচক্ষে দ্রাবিড়দেশে বিবাহে, পুষ্পোৎসবে ও উপবীতোৎসবাদিতে আহূত হইয়া দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ-স্ত্রীপুরুষদিগকে একত্রে সভায় বসিয়া গাইতে দেখিয়াছি[১]। তখন এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, পুরাকালে এ প্রদেশে একসময়ে স্ত্রীপুরুষে রাসক্রীড়া করিত। শ্রীযুক্ত বঙ্কীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন কৃষ্ণচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম হইতে দশম পরিচ্ছেদে রাসলীলার সদ্‌ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসী মাত্রের দেখা কর্ত্তব্য। যে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া আরাধ্য; যিনি এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্ট-কর্ম্মকারিদের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন[২]; যিনি বেদবেদাঙ্গ বেত্তা, বলশালী,[৩] তপস্বী,[৪]

১। দ্রাবিড়ী দিগের আচার ব্যবহার গুলি লিপি বদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা সময়ে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় থাকিল।

২। গীতা। ৪। ৭-৮।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

৩। মহাভারতে সভাপর্ব্ব অর্ঘাভিহরণ পর্ব্বাধ্যায়ে। ৩৮। ১৯।

"বেদ-বেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্ঠঃ কেশবাদৃতে॥"

৪। সৌপ্তিক পর্ব্বান্তর্গত ঐষিক পর্ব্বে অস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভ সংরক্ষণ কালে শ্রীকৃষ্ণবাক্য। ১৬। ১৬।

ধর্ম্মচারী, দণ্ডপ্রণেতা,[৫] সত্যভাষী, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহার মতে সদাই চলিতেন; যিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে ইতর লোকেও তাহার অনুকরণ করে, শ্রেষ্ঠে যাহা মানেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে[৬]। ত্রিলোকে যাঁহার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই তথাপি যিনি লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করেন[৭]; যিনি নিজ কার্য্যকলাপে আদর্শ পুরুষের ন্যায় ছিলেন, তাঁহার পরদারাভিমর্শন বা পরস্ত্রীগণের বস্ত্রহরণ[৮] দোষ কদাচ সম্ভবে না।

"অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।
পশ্য মে তপসো বীর্য্যং সত্যস্য চ নরাধম॥"

৫। জরাসন্ধ বধে কৃষ্ণজরাসন্ধ সংবাদে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে কহিয়াছিলেন যে,—

"অস্মাংস্তদেনো গচ্ছেদ্ধি কৃতং বার্হদ্রথ ত্বয়া।
বয়ং হি শক্তা ধর্ম্মস্য রক্ষণে ধর্ম্মচারিণঃ॥"

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে; যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

৬। গীতা। ৩। ২১।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

৭। গীতা। ৩। ২২—২৩।

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

৮। মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে, অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোপালতাপনীতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নামোল্লেক নাই। কেবল মাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেবীভাগবতে ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীরাধার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় তিনি বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়া কথিতা তাঁহার আলর

উহা কেবল কবিকল্পনা মাত্র। পরন্তু, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা রাসলীলার বিষয় পাঠ করিলে ইহাই জানা যায় যে, একমাত্র পরমাত্মায় অনন্ত জীবাত্মার লয় হইতেছে। জীব, যখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া, একমাত্র সেই পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয়, তখনই সে তাহাতে লীন হইবার অধিকারী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনন্যভাব দেখাইবার জন্যই ভাগবতকার লিখিয়াছেন যে,

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥"

"সেই গোপাঙ্গনাগণ সর্ব্বপ্রকারেই গোবিন্দে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল, এজন্য তাহারা পিতা, ভ্রাতা, পতি ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হইল না।" আর শুকদেবের উত্তর দানচ্ছলেও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥"

"যাহারা হরিতে, কাম, ক্রোধ, ভয়, মৈত্রী ও স্নেহ প্রভৃতি সমস্তই অর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই তন্ময়ত্ব লাভ করিতে সমর্থ।" গোপিনীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সাধারণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া একমাত্র কৃষ্ণেই লীন হইয়াছিল, এজন্যই তাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে রত হইয়াছিল। পুরুষ অপেক্ষা

গোলক নামে অভিহিত। তাহা অবশ্য বৈকুণ্ঠের উপরে, মর্ত্তের বৃন্দাবনে নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এখনকার শ্রীকৃষ্ণ উপাসকেরা সেই শ্রীরাধাকে গোলক হইতে মর্ত্তে আনিয়া বালকৃষ্ণের সহিত মিলাইয়াছেন। শ্রীরাধা ভিন্ন এখন শ্রীকৃষ্ণ নাম নাই, শ্রীরাধা ভিন্ন এখন শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নাই। যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সেই খানেই শ্রীরাধিকা। এখন শ্রীকৃষ্ণউপাসনার প্রধান অঙ্গ শ্রীরাধিকা; হায়! যিনি পরব্রহ্মরূপে আরাধ্য, ক্রমে তাঁহাতে কুৎসিত ভাব অর্পিত হইতেছে। সমাজের কি অধোগতি। ভাবিলেও বুক বিদীর্ণ হয়।

স্ত্রীবুদ্ধি সরল ও সংশয়শূন্য এজন্য রাসলীলা স্ত্রীপ্রধান করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। শরৎকালের পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়া জ্ঞান-চন্দ্রের পরিপূর্ণতার উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ সংশয়াপন্ন জ্ঞানে কখনই আত্মলয় হইতে পারে না। নতুবা যে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার সামান্য পরদারাভিমর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইবে। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে যখন আত্মরমণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তিনি যখন সকল আত্মা-তেই বিরাজ করিতেছেন তখন, আর তাঁহার আত্মীয় ও পর কি? এজন্যই ভাগবতকার বলিয়াছেন যথা,—

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥"

"যিনি গোপ ও গোপিনীগণের এবং সমস্ত দেহীদিগের অন্তরে আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই রাসক্রীড়ার ছলে দেহভাক্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।" তথাচ বিষ্ণুপুরাণে। ৫। ১৩। ৬১।

"তদ্ভর্ত্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ॥"

"সেই ভগবান্ কৃষ্ণ, কি গোপিনীগণ, কি তাহাদের পতি গোপগণ, কি অপরাপর অন্য প্রাণি-সকল, সকলেই তিনি আত্ম-রূপে বিরাজ করিতেছেন, ফলতঃ তিনিই এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

রাসলীলা বহির্দ্দৃষ্টিতে যাহা বিবেচিত হয় হউক, অন্তর্দ্দৃষ্টিতে ইহা যে আত্মরসময় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সামান্যজ্ঞানে দেখিলে যাহা দেখা যায় যাউক, অন্তর্দ্দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা যে আত্মরমণের অন্তর্লীলা তাহা স্পষ্টই জানা যায়। নতুবা, যে ভাগবতের আদ্যন্ত শ্লোক দেখিলে কবির সুস্পষ্ট রূপক ভাব

হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, সেই ভাগবতে যে কেবলমাত্র কদাচারসম্পন্ন সামান্য পরদারাভিমর্শন বর্ণিত হইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বেদান্ত সূত্রের উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, ভাগবতের বিবরণ গুলি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু কর্ম্মাসক্ত সামান্যাধিকারীর পক্ষে ইতিহাস রূপে বর্ণিত হইলেও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু জ্ঞানিগণের পক্ষে সমস্তই ব্রহ্মবিচার করা হইয়াছে। অনন্তর, ভাগবত পাঠ করিয়া যদি কাহার মনে, ইহা প্রকারান্তরে রূপক নহে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, এই বিবেচনা করিয়া কটাক্ষে শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। যথা,—

"যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ॥"

"যিনি সংসাররূপ সর্পদষ্ট পরিক্ষিৎকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মুক্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র শুকদেবকে নমস্কার করি।"

এই শ্লোকে পরিক্ষিৎকে 'সংসাররূপ সর্পে দষ্ট' এইরূপ বিশেষণে ভূষিত করিয়া স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপে তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়ার কথা সত্য হয় হউক, পরন্তু সংসারসর্পে দষ্ট জীবমাত্রেই পরমব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলেই যে তাহারা মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব, এতাদৃশ ভাগবত মধ্যস্থ রাসলীলাটী যে রূপক তাহা স্পষ্টই স্বীকার করা যাইতে পারে। সাধারণ বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাটীকে অন্তর্দ্দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যাস করেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমরা পূর্ব্বে, প্রত্যক্ষদৃশ্যমান হস্তপাদিশূন্য শ্রীজগন্নাথ দেবকে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব্ব কৌশলে তিনটী প্রণবদ্বারা নির্ম্মিত, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু, পাঠকগণ উৎকল

খণ্ডে ১৭ অধ্যায়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বিবরণ পাঠ করিয়া নানাবিধ আশঙ্কা করিতে পারিবেন বিবেচনা করিয়া তদনুযায়িনী ব্যাখ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

সুভদ্রা, সুদর্শন, বলরাম, ও শ্রীজগন্নাথ এই মূর্ত্তি চতুষ্টয় লইয়াই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহাত্ম্য। উক্ত মূর্ত্তি চতুষ্টয়, প্রণবের অকার, উকার, মকার ও অৰ্দ্ধমাত্রা বা অমাত্র রূপে মাত্রাচতুষ্টয়, এজন্য মূর্ত্তি চতুষ্টয়েই সাধকগণ প্রণবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রণবাবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা অক্লেশেই ভবসমুদ্র পার হইতে পারেন, এই উদ্দেশেই প্রণবরূপী মূর্ত্তিচতুষ্টয় সাগরকুলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণবের মাত্রা চতুষ্টয়ের বিষয় মাণ্ডূক্যোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি।" ৭॥

"সেই আত্মাই অধ্যক্ষর, ওঙ্কার ও অধিমাত্র বলিয়া কথিত হন। তাহার অকার উকার ও মকার ভেদে মাত্রা বা পাদ আছে।" তত্রৈব। ৮।

"জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্বাদাপ্নোতি সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি।"

"জাগরিত স্থান বৈশ্বানর অকারই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা। অকার দ্বারা সমস্ত বাক্য ও বৈশ্বানর দ্বারা সমস্ত বিশ্বই ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহার দ্বারাই সমস্ত কামনা প্রাপ্তি হয় এজন্যই ইহা প্রথম মাত্রা।" সুভদ্রাই এই প্রথম মাত্রাস্বরূপ হইয়াছেন। সুষ্ঠু ভদ্রং মঙ্গলং যস্যাঃ এইরূপ সমাস করিলেই সুভদ্রা শব্দ নিষ্পন্ন হয় অতএব সুভদ্রার আরাধনাতেই সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্বাক্যের প্রথম মাত্রা দ্বারায় সমস্ত কামনা প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়া উভয়ের ঐক্যতা সাধন করিতেছে। তত্রৈব। ৯।

"স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি।"

"স্বপ্নস্থান তৈজস উকারই ওঙ্কারের দ্বিতীয়া মাত্রা। প্রথম মাত্রা উকার হইতে ইহার উৎকর্ষ আছে, ইহা হইতেই জ্ঞানসন্ততির বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইহা উভয় পক্ষেই সমান থাকে।" মনরূপ সুদর্শনই এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দ্বিতীয়মাত্রা স্বরূপ। সুষ্টু দৃশ্যতেঽনেনেতি এইরূপ বাক্য দ্বারাই সুদর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। আমরা মনদ্বারাই সমস্ত দেখিতে পাই বলিয়াই উহাকে সুদর্শনরূপে কথিত হয়। শাস্ত্রাদিতে ও মনকে সুদর্শন বলিয়া কথিত আছে। যথা, ভাগবতের ১ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিধৃত বায়বীয় পুরাণ বচন।

"এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া স্বষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥
ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যসঙ্কাশং চক্রং দৃষ্ট্বা মনোময়ং।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ পিতামহঃ॥

"এই চক্রকে মনোময় করিয়া নির্ম্মাণ করত আমি পরিত্যাগ করিলাম। যেস্থানে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে সেই স্থানই তপস্যার শুভ প্রদেশ জানিবে। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই সূর্য্য সদৃশ তেজঃশালি সেই মনোময় চক্রকে পরিত্যাগ করিলেন।" এস্থলেও চক্রকে "সূর্য্যসঙ্কাশ" এই বিশেষণে ভূষিত করিয়া উপনিষদুক্ত তৈজসের সহিত ঐক্য করা হইয়াছে। মূণ্ডক্যোপনিষদে। ১১।

"সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বামিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি।"

"সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ মকারই ওঙ্কারের তৃতীয়া মাত্রা। ইনি প্রলয় ও উৎপত্তিকালে প্রবেশ ও নির্গম দ্বারা বিশ্ব ও তৈজসকে পরিমাণ করেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত থাকেন। ইনি

জগতে কারণাত্মা স্বরূপ থাকিয়া জগতের সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছেন।” বলরামই এই ক্ষেত্রে তৃতীয় মাত্রাস্বরূপ। তৃতীয় মাত্রাতে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রা একীভূত হইলে পর তাহাকে প্রণব অর্থাৎ “ওম্” কহে। ইহাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভূত অবস্থা বা সুষুপ্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় আত্মা নিয়ত মনোরমণ করেন বলিয়া তাঁহাকে “রাম” বলা হইয়াছে। তথাচ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ। ৫।

“যত্র সুপ্তো ন কশ্চন কামং কাময়তে ন কশ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।”

“যে সময়ে সুপ্ত হইয়া কেহ কোন কামনা করে না, কেহ কোনরূপ স্বপ্ন দেখে না, সেই সময়ই সুষুপ্তাবস্থা। এই সুষুপ্তস্থান, একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞই তৃতীয় পাদ।” ফলতঃ এই সময় আনন্দ ব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র থাকে না। ইহা যে সাধকগণেরই সংবেদ্য তদ্বিষয়ে আর কোনমাত্র সংশয় নাই।

“অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানম্।”

“পরমাত্মাই প্রণবের তুরীয়, ইহা মাত্রাবিহীন, বাক্য ও মনের অতীত এজন্য অব্যবহার্য্য, এবং সমস্ত প্রপঞ্চের উপশম স্থান, শিব ও অদ্বৈত। ইহা আত্মা দ্বারায় আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন।” এই অমাত্র তুরীয় আত্মাই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের “শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব।” তাঁহাতে কোনও কার্য্য নাই, তাঁহাতে সমস্ত প্রপঞ্চেরই উপশম হইয়া থাকে, তিনি মঙ্গলময় ও অদ্বৈত, তিনি আপনাতেই আত্মসুখানুভব করেন। অতএব, যে কোনও সাধক জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইয়া তাদৃশ প্রণবমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথদেবকে সন্দর্শন

করিতে পারেন, তাহার আর এই ভবসংসারে দুঃখভোগ করিতে হয় না, ফলতঃ তাহার কর্ম্মফল নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রারব্ধকর্ম্ম-সমুদ্ভূত-দেহান্তে মুক্তি হইয়া থাকে।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

সত্যবাদী বা সাক্ষী গোপাল।



পুরী হইতে ১০ মাইল উত্তরে, কটক হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণে সত্যবাদীনামক গ্রামে সত্যবাদী গোপাল বিদ্যমান আছেন। আমরা পূর্ব্বপ্রথানুসারে প্রত্যাগমনকালে তাহা সন্দর্শন করি। পুরী-কটক-রাজবর্ত্ম হইতে কমবেশ ৩০০০ হাজার গজ দূরে গুপ্তবৃন্দাবন গ্রামে বৃহৎ উদ্যান মধ্যে সত্যবাদী গোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার প্রাঙ্গণ, দীর্ঘে ৫৪ গজ ও প্রস্থে ৪৬গজ হইবে, ইহা লাটারাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে যে ধ্বজস্তম্ভ দৃষ্ট হয়; তাহা একখণ্ড ২২ হস্ত পরিমিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী ৭০ ফিট্ উচ্চ ও পঙ্কের কার্য্যে ঢাকা, উহা অধিক দিনের বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ সরোবর। তাহার একদিক্ প্রস্তরে বাধান সোপান-শ্রেণিতে শোভিত। এই পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ আছে। এই পুষ্করিণীতে চন্দোনৎসব হইয়া থাকে। দেবের নাম "সত্যবাদী গোপাল।" মূর্ত্তিটী ৫ ফিট্ পরিমিত, ধূম্বর বর্ণের গ্রানেট প্রস্তরে খোদিত। রাধার মূর্ত্তিটী ৪ ফিটের উপর হইবে।

দেবোৎপত্তির বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃত ও ভক্তমালে যেরূপ দৃষ্ট হয় তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

কাঞ্চীপুরের সন্নিকটস্থ বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে গয়া, বারাণসী ও প্রয়াগাদি তীর্থ সন্দর্শন করিয়া পরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস শ্রীগোপাল জীউর প্রাঙ্গণে বাস করিতে থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি সৎকুলোদ্ভব ও বিদ্বান্ এবং যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ তিনি সামান্যকুলোদ্ভব ও মূর্খ ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে পর কনিষ্ঠবিপ্র তাহার সেবা-সুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাহাতে জ্যেষ্ঠ বিপ্র তাহার সেই সুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিল,"তুমি পুত্র অপেক্ষাও আমার সুশ্রূষা করিয়াছ শ্রীগোপালের কৃপায় দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলে আমার কন্যাকে তোমাকেই সম্প্রদান করিব।" কনিষ্ঠ বিপ্র তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, "আপনি সৎকুলোদ্ভব হইয়া কিরূপে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।" বৃদ্ধ কহিল, "তুমি কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকার কর, আমি তোমাকেই কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" যুবক কহিল, "যদি আপনি তাহাই স্থির করেন তবে শ্রীগোপাল জিউর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ গোপালের সম্মুখেই যুবককে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত লইল। অনন্তর, আরোগ্য লাভ করিয়া উভয়েই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বৃদ্ধের আত্মীয়েরা কন্যাসম্প্রদানের কথা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিল। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠ বিপ্রকে কহিল, 'আমি অসুস্থ অবস্থায় কি বলিয়াছিলাম তাহা আমার বিশেষ স্মরণ নাই, যদি তোমার কেহ সাক্ষী থাকে তবে তুমি তাহাকে আন।' যুবক কহিল, 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোপালজীউ আমার সাক্ষী আছেন, ইহা তামাসার বিষয় নহে।' লোকে তাহার কথায় হাসিয়া উঠিল ও কহিল 'আচ্ছা

তোমার সাক্ষী গোপালকে আনয়ন কর 'যদি তিনি তোমার হইয়া সাক্ষী দেন, তাহাহইলে নিশ্চয়ই ইহার মীমাংসা হইবে।' তাহাতে যুবক সম্মাহত হইল এবং বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপাল জীউর সম্মুখে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিল। কয়েক দিবস পরে যুবক এই দৈববাণী শ্রবণ করিল যে, 'হে যুবক! তোমার সহিত যাইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিশ্রুত বাক্য কহিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু একটী নিয়ম করিতে হইবে যে, তুমি অগ্রে অগ্রে যাইবে এবং আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। তুমি কদাচ থামিবে না বা পশ্চাৎদিকে দেখিবে না আমার নুপূর ধ্বনিতে জানিতে পারিবে যে, আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি। পশ্চাতে দেখিলেই আমি সেই স্থানে থাকিব, আর অগ্রসর হইব না।' তখন যুবক সানন্দ চিত্তে গোপালের স্তব ও স্তুতি করিয়া প্রতিদিন এক সের মিষ্টান্নের ভোগ প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইল এবং দেববাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে থাকিল। শ্রীগোপালজীউ নুপূর ধ্বনি করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্রমে কাঞ্চীপুরের সন্নিকটে আসিলে এক বালুকাময় প্রান্তরে যাইবার সময় নুপূর মধ্যে বালুকারাশি প্রবিষ্ট হওয়ায় ক্রমেই ধ্বনি অস্ফুট হইয়া আসিল। অনন্তর, যুবক নুপূরধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইয়া ভয়ে দেববাক্য বিস্মৃত হইয়া, যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, অমনি বিগ্রহ জড়বৎ হইয়া সেইস্থানে অবস্থিত রহিলেন আর অগ্রগামী হইলেন না। পরন্তু যুবককে কহিলেন 'আর আমি যাইব না তুমি যাইয়া তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে এই স্থানে আনয়ন কর আমি তাহাদের সম্মুখেই সকল কথা বলিব তাহাতে সন্দেহ নাই।' অনন্তর, যুবক গ্রামমধ্যে যাইয়া সেই কথা প্রচার করিলে সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় আসিল এবং বালুকা-ভূমিমধ্যে বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিল। তখন,

সর্ব্বসমক্ষে শ্রীগোপালজীউ কহিলেন, 'আমার সমক্ষে বৃদ্ধ বিপ্র যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে ইহা সত্য।' তখন বৃদ্ধ বিপ্র জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগোপালদেবের সম্মুখেই শুভলগ্নে যুবককে কন্যা দান করিল। এদিকে, এই ঘটনা রাজসমীপে পৌঁছিলে, রাজা স্বদলবলে আসিয়া শ্রীগোপালকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়কেই শ্রীগোপালের পূজাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার সন্ততিগণ অদ্যাপি ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র নামে অভিহিত হইতেছেন। ক্রমে বহু বৎসর অতীত হইলে কটকের পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীরাজকন্যা পদ্মিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া কাঞ্চীপুর বিজয়ানন্তর শ্রীগোপালের অনুমতি লইয়া কোট রাঙ্গী দেবীর সহিত শ্রীগোপালজীকে পুরীতে আনয়ন করেন এবং তাঁহার আদেশ ক্রমেই গুপ্তবৃন্দাবনে স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রীগোপাল, রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন 'অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন গ্রহণ করিব, পরন্তু যদি কেহ আমাকে সিদ্ধান্ন প্রদান করে তাহা হইলে সে স্ববংশে নরকে গমন করিবে।' তদবধি শ্রীগোপালজীর ভোগজন্য মিষ্টান্নভোগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতিদিন ৭ বার সপ্তবিধ শৃঙ্গারবেশ পরিবর্ত্তন ও ৭ বার মিষ্টান্নের ভোগ হইয়া থাকে। ইহার ব্যয় প্রত্যহ প্রায় ১০।১২ টাকা হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস পুরী সন্দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে পাণ্ডার হস্তলিপি লইয়া সত্যবাদীতে আসিয়া শ্রীগোপাল সমীপে তাহা অর্পণ করিলে শ্রীগোপালজীউ পুরী-সন্দর্শনের সাক্ষী হইয়া থাকেন। অতএব, পুরীযাত্রী মাত্রেই প্রত্যাগমনকালে সত্যবাদী গোপাল সন্দর্শন করিয়া থাকে। সেই কারণ সত্যবাদীর পাণ্ডাদিগকে যাত্রী ডাকিতে যাইতে হয় না। ছোট ও বড় বিপ্রের সন্ততিগণ

যাত্রি-লব্ধ ধনাদি বণ্টন করিয়া লইয়া থাকে এজন্য অন্যোন্য পাণ্ডাদিগের ন্যায় ইহাদিগের খাতা পত্রাদি নাই। গোপালের যাত্রাদি সমস্তই পুরীর অনুকরণে হইয়া থাকে। আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে বিচরণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে. আসিয়া দেবকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে করিলাম যে, "হে সর্ব্বাত্মন্! তোমার অনন্ত মহিমা কে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। মানব মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে পুরুষোত্তম ধামে আইসে, তথায় তোমার ওঁঙ্কার মূর্ত্তি সন্দর্শন করে, কিন্তু তাহার প্রাকৃতার্থ কদাচ হৃদয়মধ্যে ধারণা করিতে প্রয়াস করে না; অধিকন্তু পাণ্ডার লিপি লইয়া এখানে আসিয়া, তোমার এই গোপাল মূর্ত্তির সম্মুখে তাহা অর্পণ করিয়া তাহাদের সকৃৎ ওঁকার মূর্ত্তিদর্শনের সাক্ষ্য লইতেছে। তাহারা মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া একবারও ভাবিতেছে না, যিনি সর্ব্বদেহীর জীবস্বরূপ আত্মতীর্থে সদা বিদ্যমান, তাঁহাকে সন্দর্শন করিবার সাক্ষ্যের আবশ্যকতা কোথায়? তোমার এক বিগ্রহ মূর্ত্তির পূজা সন্দর্শন করিয়া অপর মূর্ত্তি বিশেষের সাক্ষ্য লইবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি ভক্তের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাক বলিয়া পুরাণেও ইতিহাসে ভক্তবৎসল বলিয়া কথিত হইয়াছ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট প্রর্থনা করি, তোমার প্রসাদে আমাদের চিত্ত যেন তোমাতে সদা ন্যস্ত থাকে এবং সর্ব্বভূতে যেন তোমাকে সমভাবে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হই।

"সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্ব-স্বরূপ-ধৃক্।
সর্ব্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্ব্বাত্মনেঽস্তু মে।
সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ! সর্ব্ব-ভূতস্থিতো যতঃ॥
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদি স্থিতম্।

সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্ব-সত্ত্ব-সমুদ্ভব!।
সর্ব্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্ব্ব-ভূত-মনোরথম্॥"
বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ, ১২ অঃ, ৭২—৭৫ শ্লোক॥

"তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্ব-ভূত, সর্ব্ব ও সর্ব্বরূপধারী। তোমা হইতেই সর্ব্ব এবং সর্ব্ব হইতে ও তুমিই একমাত্র। অতএব হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ব-ভূতস্থিত, অতএব আমি তোমাকে আর কি বলিব? হৃদয়স্থিত সকলই তুমি জানিতেছ। হে সর্ব্ব-ভূতেশ! তোমাহইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই সর্ব্ব-ভূতস্বরূপ এজন্য তুমি সর্ব্বভূতের মনোরথ জানিতেছ।"

বেদবিভাগ-কর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তোমার প্রসাদে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া তোমার অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তিনিই আবার সাধারণ মানবদিগের সুবিধার কারণ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। তিনিই যখন মায়ার বশীভূত হইয়া ভেদজ্ঞান বশতঃ এক সময়ে কাশী হইতে নিষ্কাষিত হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ মানব যে মায়ামোহে বিমুগ্ধ হইয়া তোমার ওঁকার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াও তোমায় সাক্ষী করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। সেই বেদব্যাস আপন ভ্রম বুঝিয়াই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানীর্ব্বচনীয়তাখিলগুরো! দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা-দোষ-ত্রয়ং মৎকৃতম্॥"
ব্যাস-বাক্য।

"বিশ্বগুরো! তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ বর্ণন করিয়াছি; স্তুতি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের খণ্ডন করিয়াছি, এবং তীর্থ-যাত্রাদি-গমনের বিধি

করিয়া তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব গুণের বিনাশ করিয়াছি। অতএব জগদীশ! আমার সেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটী অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।”

অনন্তর আমরা সত্যবাদি-গোপালের চন্দন শৃঙ্গার ও রাজ-শৃঙ্গার বেশদ্বয় দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই।

কোনার্ক।

আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে “উৎকলস্থ সমো দেশঃ” এই শ্লোক-দ্বারা উৎকল দেশকে ৪ চারি ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বিরজাক্ষেত্র, একাম্র কানন ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে কোনার্কের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। এক সময়ে এই স্থান সূর্য্যোপাসনার শীর্ষস্থানীয় ছিল। ইহা পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে ১৯ মাইল দূরে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির এক্ষণে ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। এই স্থানে এক সময়ে তীর্থ বলিয়া প্রত্যেক হিন্দু তীর্থযাত্রী গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই স্থানে যাইয়া থাকে। কোনার্ক বিষয়ে পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত বচন। যথা,

“কোনার্কস্তোদধেস্তীরং ভক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
স্নাত্বৈব সাগরে সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা প্রণম্য চ॥
নরো বা যদি বা নারী সর্ব্বকামফলং লভেৎ।
ততঃ সূর্য্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্‌যতঃ॥
প্রবিশ্য পূজয়েদ্ভানুং কুর্য্যাত্তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥”

এক্ষণে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লুপ্তপ্রায়-হিন্দুকার্য্যানুসন্ধিৎসু হইয়া প্রায়ই এই স্থানে আসিয়া ইহা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা হিন্দু তীর্থ বলিয়া সকলেরই এই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য।

তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা

দেশপর্য্যটন না করিলে আত্মোন্নতি বা বহুদর্শিতা লাভ হয় না ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সকলেই জ্ঞাত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বহুদর্শিতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হইবার রীতি পাশ্চাত্য প্রদেশে এক্ষণে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। অস্মৎপ্রদেশে যদিও পূর্ব্বে এ প্রথা প্রচলিত ছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে তাহা আর লক্ষিত হয় না। দেশপর্য্যটন দ্বারা বহুদর্শিতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ হইয়া থাকে ইহা সত্য; কিন্তু যদি তাহা তীর্থদর্শন প্রসঙ্গে করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই *। তীর্থদর্শনের প্রসঙ্গে দেশপর্য্যটন করার প্রথা সর্ব্বদেশে প্রচলিত থাকিলেও ভারতবর্ষ যে তদ্বিষয়ে সকলের শীর্ষস্থানীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পুরাণাদি শাস্ত্রে তীর্থপর্য্যটনের বিবরণ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। অদ্যাপিও সাধুগণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তীর্থপর্য্যটন

* যথা,—উত্তরগীতা। ২। ৩৮।

"অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞস্তথৈব চ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥"

"যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অনন্ত শৌচাদি, কর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থাদি গমন করিবেক।" এই বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তখন আর তীর্থগমনের বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না।

করিয়া আত্মোন্নতি করিতেছেন ইহা মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধুগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের চতুর্ব্বিধ প্রমাণের অন্যতম। যথা, মনু। ২। ১২।

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

"বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই চতুর্ব্বিধই ধর্ম্মের লক্ষণ।" গীতা। ৩। ২১।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

"সাধুগণ যাহা যাহা আচরণ করেন অপর সাধারণ লোকে তাহাই করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা সাধুগণের আচরণকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকে।"

পূর্ব্বকালে, আর্য্য ঋষিগণ সদাই তীর্থভ্রমণ করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতারগণও তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা, নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ হইলেও লোকশিক্ষার্থে তীর্থপরিভ্রমণ করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া মান্দ্রাজের অন্তর্গত সপ্তগোদাবরীর অন্তর্বেদীতে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি রামেশ্বর নামে কথিত হইতেছে। অনন্তাবতার বলরামের তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। ভার্গব পরশুরামের, বহুতীর্থভ্রমণানন্তর মাতৃবধজনিত মহাপাতকের নিষ্কৃতির বিবরণ পুরাণে উল্লিখিত আছে। পাণ্ডবদিগের বনবাসের সময় অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ তপস্যার গমন করিলে, যুধিষ্ঠির চিত্তশান্তির জন্য, দ্রৌপদী, অনুজ ভ্রাতৃগণ ও ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণের সহিত তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা পর্ব্বে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এইরূপ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য, নানক ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি

মহাত্মগণও তীর্থভ্রমণ করিয়া ছিলেন। প্রকৃত তীর্থদর্শন করা সহজ ব্যাপার নহে। সংযতচিত্তে তীর্থ ভ্রমণ করিতে না পারিলে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। পুলস্ত্য ঋষি ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন যে,"যাহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, যাহার বিদ্যা ও তপস্যা আছে, সেই তীর্থ ফল লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, অল্পাহারী ও কামনাপরিশূন্য হইয়া কার্য্যারম্ভ করেন, যিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন, তিনিই তীর্থফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি, ক্রোধশূন্য সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মোপম হইয়াছেন, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন *।" ফলতঃ সংযতাত্মা না হইয়া শতশত বার তীর্থ ভ্রমণ করিলেও কেহই তীর্থফল লাভ করিতে পারেন না। ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

চিরদিন সমান যায় না। পরিবর্ত্তনশীল কালের কুটিল-গতিতে সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন গতি হইতেছে। ক্রমে আর্য্য ঋষি-দের সে কাল অতীত হইল। তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ ভাব, সর্ব্বজীবে আত্মজ্ঞান, দয়াপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তিরো-হিত হইতে আরম্ভ হইল। স্বার্থপরতা, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি

---

* যথা, মহাভারতে। ৩। ৮২। ৯—১২।

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
অকল্ককো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে॥"

নিকৃষ্টগুণ সকল আসিয়া ভারতকে সমাচ্ছন্ন করিল। ক্রমে ক্রমে মুসলমান্ প্রভৃতি হিন্দুদ্বেষী বিধর্ম্মী আসিয়া ভারতে আধিপত্য লাভ করিল। তাহাদের সময়ে, হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইল। হিন্দুদিগের তীর্থ সকল নষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে হিন্দুতীর্থযাত্রিগণের তীর্থগমনে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তীর্থের পথ সকল দুর্গম ও দস্যুপরিপূর্ণ হওয়ায় নানাবিধ অশান্তি পূর্ণ হইল। এইরূপ নানাবিধ কারণে সাধারণ তীর্থ যাত্রিগণ আর তীর্থ ভ্রমণে উৎসুক হইতেন না সুতরাং ক্রমে ক্রমে তীর্থভ্রমণপ্রথা অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। পরন্তু যাহারা বৃদ্ধ ও সংসারবিরাগী হইতেন তাহারা প্রায় জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে গমন করিতেন।

পরে, কালরূপী ভববানের প্রসাদে পুনর্ব্বার ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে ক্রমে সুশাসনদ্বারা সর্ব্বত্রই শান্তি সংস্থাপিত হইলে দস্যুবল নির্ম্মূল হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে, বাষ্পীয় শকট ও জলযানের সৃষ্টি হইয়া সর্ব্বত্রই গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, এক্ষণে ইচ্ছা করিলে অনেকেই তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া বিদেশীয় আচার ব্যবহার অবগত হইয়া আত্মোন্নতি করিতে এবং সাধারণ লোককে তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া পরহিত সাধন করিতে পারেন। যেমন, বৃক্ষস্থ কোনও একটী পত্র অপরগুলিকে বঞ্চিত করিয়া রস আকর্ষণ করে না, তদ্রূপ তীর্থযাত্রাদির দ্বারা বহুদর্শিতাদি লাভ হইলে অপরকেও উপদেশচ্ছলে তাহার অংশ প্রদান করা উচিৎ। আমরা ও এই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণাত্য প্রদেশে যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি এবং সেই সকল স্থান হইতে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, তৎসমুদয় এপ্রদেশে প্রচারিত না থাকায়, সাধারণের অবগতির জন্য তীর্থদর্শন নামে প্রচারিত করিলাম। কতদূর

কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সর্ব্বভূতাত্মা শ্রীজগন্নাথদেবই জানেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই তীর্থদর্শন-প্রণয়নের শুভাশুভ ফল তাঁহাতেই সমর্পিত হইল।

সমাপ্ত।

তীর্থদর্শন সম্বন্ধে বেঙ্গল-লাইব্রেরিয়ান্ তাঁহার ইং ১৮৯১ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Works on the Tirthas on places of pilgrimage rarely appear, though three good works were received this year. One of them, Tirthadarsan, describes seventeen great places of pilgrimage in the Madras Presidency, many of which are perfectly unkown to the Bengal public. The work is written by Babu Baradaprasad Basu, a Bengali Engineer employed in that province. Babu Baradaprasad seems to be a man of culture; he has written a number of small works in Bengali, and has undertaken the publication of an improved edition of the Sabdakalpadruma and an edition of the Devibhagabat. The Tirthadarsan is a very interesting work. The writer has described not only the temples and the worship conducted in them, but has given the history and antiquities of the places as far as available. He displays an extensive acquaintance with the Puranas and ceremonial Works. It is one of the few Bengali Books that repay perusal."

Sd. HARAPRASAD SHASTRI,

Librarian, Bengal Library.

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ।

১। এই বিরলপ্রচার মহার্ঘ মহাপুরাণখানি মূল টীকা এবং বঙ্গানুবাদ-সহিত প্রতিমাসে রয়াল ৮ পেজি ৯ ফর্মায় এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। কোন কোন মাসে দুই বা ততোধিক খণ্ড প্রকাশিত হইয়া সমগ্র গ্রন্থখানি তিন বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। অনুমান ৪৮ খণ্ডে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইতে পারে।

২। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা; কিন্তু নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে ।৵০ আনা; এবং ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৪, টাকা; ১২৯৮ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে এক কালীন অগ্রিম মূল্য ১৫, টাকা; অসমর্থ পক্ষে এখন ৮, টাকা এবং বাকি ৭, টাকা ১২৯৯ সালের আশ্বিন মাসের মধ্যে দিলেই চলিবে। ইহার ২৮ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। ইহার বঙ্গানুবাদও স্বতন্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছে। রয়াল ৮ পেজি ৯ ফর্মায় এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান ২৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইতে পারে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা, নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে ।৵০ আনা ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৪, টাকা; ১২৯৮ সালের চৈত্রমাসের মধ্যে এক কালীন অগ্রিম মূল্য ৭, টাকা।

৪। যিনি এক খণ্ড দেবীভাগবত লইবেন তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত খণ্ডই গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও পুস্তক দেওয়া হইবে না।

৫। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা জানাইবেন। গ্রহণাভিলাষিগণ স্ব স্ব নাম ধাম সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন।

গোপালতাপনী।

এই উপনিষৎখানি শ্রীজীবগোস্বামী ও বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত কৃত উভয়বিধ টীকার সহিত বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ভক্তিরসরসিক পরমার্থ লিপ্সু জনগণের যে একটী পরম আদরের বস্তু তাহার পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ইহার মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ইহার বঙ্গানুবাদ সরল টিপ্পনীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, ইহারও মূল্য ॥০ আনা। গ্রহণাভিলাষিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীহরিচরণ বসু
সম্পাদক।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।
শকাব্দ ১৮১৩—অগ্রহায়ণ।